শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৯ম বর্ষ } চৈত্র ১৩৬৩ { ২য় সংখ্যা



শ্রীবেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, কোমারপুর, চুঁচুড়া, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

নবম বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭০ গোবিন্দ হইতে ৪৭১ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৩ ফাল্গুন হইতে ১৩৬৪ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৫৭ মার্চ্চ হইতে ১৯৫৮ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংস-স্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী, ন্যায়কোবিদ

পণ্ডিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র কবিভূষণ, পুরাণরত্ন

পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি, এ

——(*)——

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক চুঁচুড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত

নবম বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অচিন্ত্যভেদাভেদ—[শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ]	৩।১১২ পৃঃ পর ১, ৪।১৪৪ পৃঃ পর ৯, ৫।১৭৬ পৃঃ পর ১৭, ৬।২০৮ পৃঃ পর ২৫, ৭।২৪০ পৃঃ পর ৩৩, ৮।২৭২ পৃঃ পর ৪১, ৯।৩০৪ পৃঃ পর ৪৯, ১০।৩৩৬ পৃঃ পর ৫৭, ১২।৪০৮ পৃঃ পর ৬৫
২। অজামিলের উপাখ্যান—শ্রী	২।৬৫
৩। আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম-শ্রীল [শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী তিথিতে]	৮।২৬৬
৪। আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব	১।৩৮
৫। উৎসাহ—[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৭
৬। উপনিষদ্-বাণী	৮।২৫৬
৭। উপনিষদ্-বাণী—[কঠ]	১০।৩১৭, ১১।৩৪৯, ১২।৩৮৫
৮। উপনিষদ-বাণী [তলবকার কেন]	৯।২৮৮
৯। একাদশীর জন্মকথা	৫।১৬১, ৬।১৯৪
১০। কলির ভগবান	২।৭৬
১১। কাঙ্গালের ঠাকুর-পদে প্রার্থনা—[কবিতা]	৯।২৮৭
১২। কাজীর পরাভব—[কবিতা]	৫।১৫৭,
১৩। কাল-সংজ্ঞায় নাম—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৩৩৯
১৪। কৃষ্ণ ও জীব—শ্রী [কবিতা]	৭।২৩২
১৫। কৃষ্ণলীলা ও জড়ভোগ—শ্রী	১১।৩৬৯
১৬। কৃষ্ণ-সঙ্গীত—শ্রী	৪।১৪০
১৭। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমা	৫।১৬০
১৮। কেদার-বদ্রী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রী	৮।২৭২
১৯। গরুড়ের উপাখ্যান—শ্রী	১।১২
২০। গীতাপ্রেসের 'গোঁজামিল'	৩।৯৯
২১। গীতার বাণী—(উপসংহার)	১।১৭
২২। গুরু-বন্দনা-গীতি—শ্রীশ্রী [কবিতা]	৭।২২৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২৩। গুরুশ্রুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্—শ্রী	১০।৩২৫, ১১।৩৫৪
২৪। চার্ব্বাক-মতবাদের জন্মরহস্য	৩।১০৯
২৫। চৈতন্যাব্দ—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৩৭৯
২৬। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীশ্রী	৬।২০৩
২৭। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব—শ্রীশ্রী	৮।২৬৫
২৮। ঝুলনযাত্রা—শ্রীশ্রী	৬।২০৬
২৯। তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন—[শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১১৯, ৫।১৫০
৩০। ত্রিবিধ শাস্ত্র ও মায়াবাদাদি-মত—	৭।২২৪
৩১। দীক্ষা— [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]—	৪।১১৫
৩২। দানের পরিচয় [গজেন্দ্রমোক্ষণ, মধুসূদন, সুহাসবাবু প্রভৃতি]—২।৮০	
৩৩। দীক্ষার প্রভাব — (গল্প)	১১।৩৬১, ১২।৩৯৯
৩৪। দীক্ষিত—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৩
৩৫। দ্বাদশ-স্তোত্রম্—শ্রীমদ্ [শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদ-কৃতম্]	(১) ১।১, ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১১৩, ৫।১৪৫, ৬।১৭৭, ৭।২০৯, ৮।২৪১, ৯।২৭৩, ১০।৩০৫, ১১।৩৩৭, ১২।৩৭৭
৩৬। দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—	১।২, ২।৪২, ৩।৮২, ৪।১১৪, ৫।১৪৬, ৬।১৭৮, ৭।২১১, ৮।২৪৩, ৯।২৭৫, ১০।৩০৭, ১১।৩৩৮, ১২।৩৭৮
৩৭। দৈন্য—[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৯১
৩৮। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব—শ্রী	২।৭৮
৩৯। নবদ্বীপধাম পরিক্রমার আহ্বান—শ্রী	১২।৩৯১
৪০। নববর্ষ—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৩
৪১। নবম বর্ষের বিদায়	১২।৪০৪
৪২। নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব—আনন্দপাড়ায় শ্রীল	১।৩৮
৪৩। নিখিল বঙ্গ-বৈষ্ণব-সম্মেলন—	৪।১৪২
৪৪। নিশ্চয়—[শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৮
৪৫। নিষিদ্ধাচার—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯।২৭৬
৪৬। পতিতের কৃপা-প্রার্থনা—	১১।৩৬০
৪৭। পরলোকে শ্রীপাদ গোকুলদাস বাবাজী—	৯।৩০৪

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৮। পরলোকে শ্রীল পদ্মনাভ মহারাজ—	৬।২০২
৪৯। পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী—	১২।৩৯২
৫০। পর্ব্বত-মহারাজের নির্য্যাণ—	১।৩৯
পাপের পরিচয় ও সীমা—	৫।১৭২, ৭।২২৮, ৮।২৬১
পিছলদা—[কবিতা-ত্রয়]	৪।১২৬
৫৩। পুণ্য-অর্জ্জন ও সুকৃতি-অর্জ্জন—	৪।১৩১
৫৪। প্রচার প্রসঙ্গ—[মাস্থন্দী, গোলোকগঞ্জ ও আনন্দপাড়া]	১১।৩৬৬
৫৫। প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব—শ্রীল	১০।৩৩০
৫৬। বনমালী প্রভুর নির্য্যাণ—শ্রীপাদ	৭।২৩৯
৫৭। বলদেবের আবির্ভাব—শ্রীশ্রী	৬।২০৭
৫৮। বিশেষ দ্রষ্টব্য—[ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদ-পত্রের রেজেষ্টারী-সংক্রান্ত আইন মতে প্রকাশিত]	১।৪০
৫৯। বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩০৯
৬০। বেদান্তবিৎ শ্রীকৃষ্ণ—	১।৩৩, ২।৫৯
৬১। বৈরাগ্য (গীত)—[কবিতা]	৮।২৫৫
৬২। বৈষ্ণব-বন্দনা—[কবিতা]	১০।৩২৩
৬৩। বৈষ্ণবের ও অবৈষ্ণবের ক্রোধ—	২।৬৭
৬৪। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী	১১।৩৬৮
৬৫। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিবরণ—	১০।৩৩৩
৬৬। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন—	৬।২০৫
৬৭। ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবতত্ত্ব—	৫।১৬৬
৬৮। ভক্ত-চরিত্র—(চক্রিক শবর)	৪।১২৮
৬৯। ভক্তিকুসুমাঞ্জলি—[শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে]	২।৭৪
৭০। ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি—[শ্রীল কেশব মহারাজের চরণে]—	১।৩১
৭১। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব—শ্রীল—	৮।২৭২
৭২। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও রথযাত্রা মহোৎসব—শ্রীশ্রী—	৬।২০৩
৭৩। ভক্তির প্রচার—	১।৩৯,২।৭৫
৭৪। ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]—	২।৪৩
৭৫। ভেটুরিয়ায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—	৫।১৭৬

প্রবন্ধের নাম		সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭৬।	মুনিগণের মতিভ্রম—	১২।৩৯৩
৭৭।	মেকী ও আসল—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৪৭
৭৮।	যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—[কবিতা]	১।১১
৭৯।	রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী	৪।১৪৩
৮০।	রথোৎসবে দূর হইতে প্রার্থনা-পত্র—[কবিতা	৮।২৭০
৮১।	রাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রী	৮।২৭১
৮২।	শপথ ও সত্যপাঠ—	১।৩৬
৮৩।	শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য শক্তিশালী শাস্ত্র—	২।৬৯, ৩।১০১
৮৪।	শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্—	১।২১
৮৫।	শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের অধিকারী নির্ণয়—	১১।৩৭৩
৮৬।	শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—	৪।১৩৩, ৬।১৯৮, ৭।২৩৩
৮৭।	শ্রেষ্ঠ আরাধনা—[কবিতা]	৩।৯৭
৮৮।	সগুণোপাসনা—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৪৫
৯।	সঙ্গ-ত্যাগ—[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।১৮২, ৭।২১৭
১০।	সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা—	৯।২৯৪
১১।	সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।১৭৯
১২।	সাক্ষীগোপাল—[কবিতা]	৬।১৮৮
৩।	সাধু-বৃত্তি—[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৪৯, ৯।২৭৯, ১০।৩১১, ১১।৩৪৩, ১২।৩৮১
৪।	সাধু-সঙ্গ—[গীতি-কবিতা]	১২।৩৮৯
৫।	সাধু-সঙ্গে পঞ্চম-পুরুষার্থ—	১০।৩৩১
৬।	স্মার্ত্ত রঘুনন্দন (পূর্ব্বভাষ) [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২১২
৭।	স্বধামে শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ মহারাজ	৭।২৩৮
৮।	হরিদাস-মহিমা—শ্রী [কবিতা]	৭।৫৭

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম স্থূলরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৮ গোবিন্দ, ৪৭০ গৌরাব্দ; বৃহস্পতিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৩; ইং ১৪।৩।৫৭ | ১ম সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(১)

বন্দে বন্দ্যং সদানন্দং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্।
ইন্দিরাপতিমাদ্যাদি-বরদেশ-বরপ্রদম্॥১॥

নমামি নিখিলাধীশ-কিরীটাঘৃষ্ট-পীঠবৎ।
হৃত্তমঃশমনেঽর্কাভং শ্রীপতেঃ পাদপঙ্কজম্॥২॥

জম্বুনদাম্বরাধারং নিতম্বং চিন্ত্যমীশিতুঃ।
স্বর্ণমঞ্জরী-সংবীতমারূঢ়ং জগদম্বয়া॥৩॥

উদরং চিন্ত্যমীশস্য তনুত্বেঽপ্যখিলম্ভরম্।
বলিত্রয়াঙ্কিতং নিত্যমুপগূঢ়ং শ্রিয়ৈকয়া॥৪॥

স্মরণীয়মুরো বিষ্ণোরিন্দিরাবাসমীশিতুঃ।
অনন্তমন্তবদিব ভুজয়োরন্তরং গতম্ ॥৫॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরাশ্চিন্ত্যা হরের্ভুজাঃ।
পীনবৃত্তা জগদ্রক্ষা-কেবলোদ্‌যোগিনোঽনিশম্ ॥৬॥
সন্ততং চিন্তয়েৎ কণ্ঠং ভাস্বৎ-কৌস্তুভ-ভাসকম্।
বৈকুণ্ঠস্যাখিলা বেদা উদ্‌গীর্য্যন্তেঽনিশং যতঃ ॥৭॥
স্মরেচ্চ যামিনীনাথ-সহস্রামিতকান্তিমৎ।
ভবতাপাপনোদীড্যং শ্রীপতের্মুখ-পঙ্কজম্ ॥৮॥
পূর্ণানন্দ-সুখোদ্ভাসি মন্দস্মিতমধীশিতুঃ।
গোবিন্দস্য সদা চিন্ত্যং নিত্যানন্দ-পদপ্রদম্ ॥৯॥
স্মরামি ভবসন্তাপ-হানিদামৃত-সাগরম্।
পূর্ণানন্দস্য রামস্য সানুরাগাবলোকনম্ ॥১০॥
ধ্যায়েদজস্রমীশস্য পদ্মজাদি-প্রতীক্ষিতম্।
ভ্রূ-ভঙ্গং পারমেষ্ঠ্যাদি-পদদায়ি বিমুক্তিদম্ ॥১১॥
সন্ততং চিন্তয়েঽনন্তমন্তকালে বিশেষতঃ।
নৈবোদাপুর্গৃণন্তোঽন্তং যদ্‌গুণানামজাদয়ঃ ॥১২॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

যিনি ব্রহ্মপ্রমুখ বরদেশ্বরগণের প্রতিও বরপ্রদ এবং নিখিল লোকের বন্দনীয়, সেই কমলাপতি সদানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেবকে বন্দনা করি ॥১॥

আমি ভক্তগণের হৃদয়-তিমির-বিনাশনে সূর্য্যপ্রতিম শ্রীহরিপাদপদ্ম-যুগলকে প্রণাম করি। নিখিল লোকপালগণ প্রণামকালে নিজ নিজ কিরীটের অগ্রভাগ-দ্বারা উক্ত শ্রীপাদপদ্ম-যুগলের পীঠ বা আসনকে সম্যগ্‌ভাবে ঘর্ষণ করেন ॥২॥

জগদীশ্বর শ্রীহরির নিতম্বদেশ সৌবর্ণ-বসনাবৃত, স্বর্ণমঞ্জরী-পরিবেষ্টিত এবং জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী-কর্ত্তৃক আরূঢ়রূপে চিন্তনীয় ॥৩॥

তাঁহার উদরভাগ তনু (সূক্ষ্ম), অথচ বিশ্বম্ভর, ত্রিবলি-চিহ্নযুক্ত এবং একমাত্র শ্রীদেবীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতরূপে ধ্যেয় ॥৪॥

শ্রীবিষ্ণুর বক্ষোদেশ ইন্দিরাদেবীর আবাসস্থলীরূপে চিন্তনীয়। উহা স্বরূপতঃ অনন্ত বা অসীম হইলেও ভুজযুগলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান ॥৫॥

শ্রীহরির ভুজ-চতুষ্টয় শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিভূষিত, পীন (স্থূল) ও সুগোলাকার এবং জগতের রক্ষারূপ একমাত্র কৃত্যে নিরন্তর নিযুক্তরূপে স্মরণীয় ॥৬॥

শ্রীহরির কণ্ঠদেশ সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণিরও সমুদ্ভাসক এবং উহা হইতে নিরন্তর নিখিল বেদরাশি উচ্চারিত হইতেছে, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥৭॥

কমলাপতির শ্রীমুখকমল সহস্রচন্দ্রের অতুলকান্তিযুক্ত ও ভবসন্তাপ-বিনাশন এবং নিখিল-লোক প্রশংসনীয়রূপে ধ্যান করিবে ॥৮॥

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের মন্দহাস্য অদ্বিতীয় পূর্ণসুখের উদ্ভাসক এবং নিত্যানন্দ-ধামপ্রদ, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥৯॥

পূর্ণানন্দ-স্বরূপ জগদভিরাম শ্রীহরির অনুরাগময় অবলোকন-ভঙ্গী আমি স্মরণ করিতেছি। উহা ভব-সন্তাপ-নাশন অমৃতসিন্ধু-স্বরূপ ॥১০॥

শ্রীহরির ভ্রূ-ভঙ্গ পারমেষ্ঠ্যাদি ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রদান করে বলিয়া ব্রহ্মাদি লোকপালগণও তাহার প্রতীক্ষা করেন। ঈদৃশ ভ্রূ-ভঙ্গ নিরন্তর ধ্যান করিবে ॥১১॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, আমি সেই অনন্তকে নিরন্তর, বিশেষতঃ অন্তকালে চিন্তা করি ॥১২॥

নব বর্ষ

ভক্তিপ্রচারের নামে অন্যাভিলাষময়ী অন্যান্য পত্রিকা

পরম-করুণাবারিধি শ্রীশচীদুলালের প্রেরণায় উদিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীপত্রিকা অদ্য * * বর্ষে পদার্পণ করিলেন। যদিও অন্যান্য অভিলাষময়ী ভক্তি-প্রচারিণী পত্রিকাসমূহের অবতারণা হইয়াছে সত্য, তথাপি সকলগুলিই কেবলা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত নহে। অবান্তর লক্ষ্য-সমূহ অন্তরে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধ-ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্র চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অন্যাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এ-সকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড় ভোগময় স্বার্থে আবৃত

হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অন্য গৌণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে।

শ্রীপত্রিকার ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য

আমাদের পাঠকবর্গ অনেকেই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য কৃষ্ণানুশীলনময় শুদ্ধ ভক্ত; সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে উপকার করিয়া শ্রীপত্রিকা সন্তোষ-বিধানে একমাত্র সমর্থা। যেখানে বিষয়-ব্যাপার, সেখানেই হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম। শ্রীপত্রিকা নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের একমাত্র তোষণী; সুতরাং শ্রীপত্রিকার প্রতিকূল-দলের সহিত হরিজনের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। শ্রীপত্রিকা কখনই মিছা-ভক্তের অনিত্য ধর্ম্ম প্রচার, কর্ম্মজ্ঞানাবৃত ধর্ম্মের প্রচার বা অন্যাভিলাষ-পোষণ করিবার সহায়তা করেন না।

বিষয়-সেবা এবং কৃষ্ণসেবা এক নহে; বিষয়-সেবা বন্ধনের কারণ

শ্রীপত্রিকা বিষয়ীর কোন কথায় থাকেন না বলিয়াই যে বিষয়ীগণ ইহা পাঠে সন্তুষ্ট হইবেন ও বিষয় ছাড়িবেন, আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না। কৃষ্ণেতর বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাহারা কৃষ্ণেতর অসদ্-বস্তু-সেবাকে কৃষ্ণসেবা সহ সাম্য জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাহারা অচিরেই যতই কেন না আপনাদিগকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্ম বিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন।

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৯৯)

কৃষ্ণসেবার ফল ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ নহে

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাহারা কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতি-বাদী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ ফলোদ্দেশে কৃষ্ণেতর বিষয়কে স্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের মন্দ চেষ্টা আমরা আদর করিতে পারিলাম না। প্রাকৃত অর্থলাভ, ইন্দ্রিয়-সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণ-সেবার ফল নহে; এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশসমূহে অসংখ্য-স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধকারক প্রাকৃত দ্রবিণ জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা 'অন্ধ' শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব। এতাদৃশ বিষয়ী হইলে আমরা শ্রীপত্রিকাদ্বারা তুষ্ট হইতে পারিব না। আমাদের সর্ব্বার্থ শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হইলে তদ্বিনিময়ে অনিত্য ফল-ভোগ কাম্য হইলে আমরা কখনই ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব না।

জাতিগত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব না হইলে বিষয়ী

অনেকে মনে করেন, নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবেতর বস্তুতে ব্রহ্মণ্য অবস্থিত বা বৈষ্ণবেতর ব্রাহ্মণের সহায়তা করিলেই নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া যায়, পরন্তু তাহাও বিষয়। শুদ্ধভক্তির উদয়ে বৈষ্ণবে ব্রহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণের সহায়তা-ধর্ম্ম আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবে ব্রহ্মণ্যের অভাব থাকিতে পারে মনে করিলে, বৈষ্ণব হওয়া সুকঠিন। তাহাকে 'বৈষ্ণবের প্রায়' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম নাই

বিষয়কে যাঁহারা সুখ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই শুদ্ধবৈষ্ণবে ব্রহ্মণ্যের অবস্থিতি দেখিতে না পাইয়া, তদিতর বস্তুতে তাহা থাকিতে পারে, এরূপ মিথ্যা ধারণা করেন এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণের সাহায্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বৈষ্ণবেতর বস্তুতেই আশ্রিত—এরূপ মনে করিয়া মহাপীড়ারূপ বিষয়ে অবগাহন করেন। এইসকল লোক জগতে সমৎসর সমাজে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাহারা 'বৈষ্ণবের প্রায়'।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু ; তাঁহাকে ছোট মনে করা অপরাধ

বিষয় কখনও ভক্তের লোভনীয় পদবী হয় না ; যেহেতু কৃষ্ণসেবা-লৌল্যই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম। যাহাদের বিষয়-গ্রহণ-প্রবৃত্তি প্রবল, তাহারা ভক্ত সাজেও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বর্ণ-বুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া নিজের জড় স্বার্থ-সাধনে সর্ব্ববর্ণ-গুরু নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবকেও লঘু জ্ঞান করে। বর্ণগুরু সমৎসর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবকে আভিজাত্যে লঘু জ্ঞান করিলে বা তাঁহার যোগ্য সমাদর না করিলে জীব বিষয়ী হইয়া পড়েন।

গুরু-পদাসীন মিছা-ভক্তগণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করায় অপরাধী এবং তাহারা শিষ্য-বঞ্চক

যে-সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারহীন ভক্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি গুরু-পদাসীন হইয়া কৃষ্ণ-সেবা-কুতূহল ভক্তকেও অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম-রহিত মনে করেন, এবং তাঁহাদের প্রাক্তন শৌক্র-বর্ণাদির বিচার করেন, তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয় নাই জানিতে হইবে। যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তগণকে শৌক্র-বর্ণ-বিচারে অভদ্র, শূদ্র, চণ্ডালাদি অভিধান করিতে ব্যগ্র, তাদৃশ গুরু-পদাসীন মিছা-ভক্তগণ অনেকস্থলে অর্থলোভে কৃষ্ণ-ভজনোন্মুখ জনকে বিষয়াশী বলিয়া গ্রহণ করিয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে রজত, সুবর্ণাদি বা বস্ত্রাদি লইয়া নিজ গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন

করেন ; পরন্তু তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিলে তাঁহাদের জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। কেবলমাত্র বাক্যদ্বারা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিলাম বলিয়া কপটতার প্রশ্রয় দেন। শ্রীগৌরসুন্দর কিন্তু এতাদৃশ কপটতা বারংবার নিষেধ করিয়াছেন।

জাতি-ব্রাহ্মণগণ শিষ্যকে পতিত রাখায় পতিতপাবন গুরু নহেন

পরমার্থ-বিষয়ে এরূপ কপটতা প্রশ্রয় পাইয়া আজ শুদ্ধভক্তিকে কপটভক্ত-সমাজ আচ্ছাদন করিয়াছে। সমৎসর শৌক্র ব্রাহ্মণগণ গুরুপদাসীন হইয়া সমাজের ভয়ে অবরকুলোৎপন্ন শূদ্রগণের দীক্ষাপ্রদান করিয়া ও তাহাদিগকে শূদ্রাদি বলিয়া তাহাদের সহ সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের অন্নজলাদি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অধঃপাতিত করিতেছেন। পতিতপাবন গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিয়া পতিতকে উত্তোলন করা দূরে যাক্, আপনাদিগের নিজ পাতিত্য-ভয়ে ভীত হইয়া পরমার্থ পর্য্যন্ত ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যে-কোনও কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রভাবে ব্রাহ্মণ হন

পতিতকে অব্রাহ্মণ জানিয়া নিজের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই কি শ্রীমহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন? পতিতকে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা দিবেন না বলিয়াই কি শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা? আমরাতো শুনিয়াছি!—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা—সেই গুরু হয়॥

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ॥

দীক্ষা দিবার পরে ও গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাক বৈষ্ণবকে যিনি অব্রাহ্মণ মনে করেন বা নিন্দা করেন, তাঁহার হরিভক্তির পরিমাণ কিরূপ, তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

উৎসাহ

উৎসাহ-সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়

শ্রীরূপগোস্বামী স্বীয় 'উপদেশামৃতে' অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টীকে ভক্তিবাধক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সে-ছয়টির বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্লোকে তিনি ভক্তি-সাধক ছয়টি বিষয় বলিতেছেন।

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গ-ত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥"

—এই ছয়টি বিষয় এখন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব প্রথমেই 'উৎসাহ'-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত আছে তাহা বলিতেছি।—

'উৎসাহ' কাহাকে বলে

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই জাড্য বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিদ্ধর্ম্মের বিপরীত। জড়তাকে দেহে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম অযত্ন হইতে হয়।

অনির্ব্বিণ্ণ না হইলে ভক্তিযোগ সাধিত হয় না

অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তের সহিত ভক্তি-যোগ করিতে হয়, ইহা গীতায় আজ্ঞা করিয়াছেন; যথা :—

তং বিদ্যাদ্ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতং।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা॥ (৬।২৩)

এই শ্লোকের ভাষ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—"আত্মস্ত-যোগ্যত্ব-মননং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা।" যে কার্য্যে আপনাকে অযোগ্য-মনন করা যায়, সেই কার্য্যে নির্ব্বেদ হয়। সেরূপ নির্ব্বেদ-শূন্য-চিত্তের সহিত ভক্তিযোগ করিতে হয়। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণ-চিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

[অর্থাৎ যোগত্রয়ের মধ্যে কর্ম্মফলে বিরক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মে দুঃখ-বুদ্ধিশূন্য তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্ম-যোগই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন ভাগ্যক্রমে আমার কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে।]

পরমার্থ সাধন তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ

পরমার্থ-সাধক চিত্ত অবস্থাক্রমে তিনপ্রকার অর্থাৎ নির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত, অনির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত এবং নির্ব্বেদ ও আসক্তিরহিত-চিত্ত। যোগও তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। নির্ব্বিণ্ণচিত্ত কর্ম্মন্যাসী পুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ শ্রেয়ঃ। কামী অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ। অনির্ব্বিণ্ণ অনাসক্ত পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে, (তখন) তাঁহাদের পক্ষেই ভক্তিযোগই শ্রেয়স্কর।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের লক্ষণ

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা কেবল জড়ীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছেন, অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্ব্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের পক্ষে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানই চরম লাভ।

যাঁহাদের জাতীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ জন্মে নাই, যেহেতু তাঁহাদের চিৎক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে হৃদ্বিশুদ্ধি-কারক **কর্ম্মযোগ** বই আর গতি নাই।

যাঁহারা জাতীয় কর্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়া জানিয়াছেন এবং চিৎক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত জড়কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া চিদুদয়ের সহায়রূপে কিয়ৎপরিমাণে জড় কর্ম্ম স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহাদের জড়-সম্বন্ধ-মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফলরূপে উদয় হইতে থাকে। **ভক্তিযোগী**দিগের লক্ষণ এই—

> জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্ব-কর্ম্মসু।
> বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
> ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
> জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

কাম হইতে কর্ম্মের উদয়, নির্ব্বেদ হইতে জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তিযোগীর আচরণ

জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড়কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ ; কেবল সেই সেই কর্ম্ম যতটুকু ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার অনুকূল হয়, ততটুকুই অনাসক্ত ভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তি সাধন হয় না। যে-সকল কর্ম্ম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সে সমুদায় দুঃখাত্মক কাম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য্য পাওয়া যায় না। অতএব, সাধারণের পক্ষে দুঃখ-ফল-জনক সেই সেই কামফলকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন, এবং তত্তৎকাম-ভোগদ্বারা জীবনের আবশ্যক নির্ব্বাহ করত ভক্তিযোগে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমাকে ভজন করিতে থাকেন। জড়কর্ম্ম-প্রাপ্ত কামফলকে বহু আদরের সহিত যাহারা ভোগ করে, তাহারা কর্ম্মাসক্ত। তাহাতে অনাদর করিয়া তাহাতে যে ভগবদ্ভক্তি-সাধক বৃত্তি আছে, তাহাকে আদর করত যাঁহারা কর্ম্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহারা অনাসক্ত। কর্ম্মে অনাসক্ত বটে, কিন্তু ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করেন।

ভক্তি-সাধকের ক্রমোন্নতি

ভগবদ্ভক্তি-সাধকদিগের উন্নতি-প্রক্রিয়া লিখিতেছেন ; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য-কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥

(ভাঃ ১১।২০।২৯, ৩০, ৩৫)

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুক্ষণ থাকিয়া হৃদয়জাত কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুস্মরণ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। তদ্দ্বারা অবিদ্যা-গ্রন্থি দূর হয়। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলাত্মা-স্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষ্যরূপ অতিবড় শ্রেয়ঃকল্প।

তাৎপর্য্য এই যে, হৃদ্গত কাম-নাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিদ্যা-নাশের জন্য অন্যপ্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু ভগবদনুশীলন-রূপ ভক্তিযোগ করিতে

করিতে অবিদ্যা, কাল, কর্ম্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্ম্মবন্ধ ভগবৎ-কৃপা-বলে দূরীভূত হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের চেষ্টায় সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং অন্য বাঞ্ছা, অন্য আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতাভেদে ভজনক্রিয়া দুই প্রকার

কর্ম্মনাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত। ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। কোন বিশুদ্ধ ভক্তাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা অর্থাৎ অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধু-কৃপায় ভজন-শিক্ষা করত নিষ্ঠা জন্মিলে 'নিষ্ঠিতা' ভজনক্রিয়া হয়। যতদিন নিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়া হয় না, ততদিন 'অনিষ্ঠিতা' ভজনক্রিয়া কাজেকাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী, ঘন-তরলা, ব্যূঢ়-বিকল্পা, বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা ও তরঙ্গ-রঙ্গিণী—এইপ্রকার ছয় লক্ষণে লক্ষিতা।

অনবধান-রূপ অপরাধ তিন প্রকার

'শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে' শ্রীহরিনামাপরাধ মধ্যে প্রমাদকে একটী অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। 'প্রমাদ' শব্দে সেই গ্রন্থে অনবধান অর্থ করিয়াছেন। 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে উক্ত অনবধানকে তিন প্রকার বলিয়া উক্তি করেন। ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ—এই তিনপ্রকার অনবধান। এই তিনপ্রকার অনবধান হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে কোনক্রমেই ভজন হয় না। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনই নাম ভজনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিয়া উদয় হইতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়।

উৎসাহময়ী ভজনক্রিয়াই ক্রমে নিষ্ঠার উদয় করায়

ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্ঠিতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে। অতএব, শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

অর্থাৎ শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভজনাধিকার জন্মে। ভজনাধিকার উদয় হইলে সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে ভজন-ক্রিয়া হয়। প্রথমে সেই ভজনে নিষ্ঠা থাকে না; কেননা, তখন অন্য প্রকার অনর্থসকল হৃদয়কে পেষণ করিতে

থাকে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সকল অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয়, ততই নিষ্ঠার উদয় হয়।

উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু **উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন**। উৎসাহ-হীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না। সুতরাং তাঁহাদের সাধু-সঙ্গাভাবে ভজন হয় না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"

রাস্তার পাশে ডাকঘর খানি, 'ডাক-বাংলা' তার পাশে,
সরকারী কাজে হাকিম আমলা, ছোট-বড় কত আসে।
মাষ্টার বাবুর তর্জ্জন ভয়ে, পিয়ন কেরাণী যত,
সদা তটস্থ তবু কোন কাজ, হয় না যে মনোমত।
গরীব নিতান্ত নিতাই-পিয়ন, মাইনে পঁচিশ মাত্র,
ডাকঘরে আর ঘরের ডাকেতে, খাটে সে দিবস-রাত্র।
সহধরমিণী সহায়কারিণী, গোবিন্দ-সেবার কাজে,
নিতাই চুলায় আগুণ ধরায়, গৃহিণী বাসন মাজে।
দশটার আগে অফিসে যাইতে, রোজই করে সে চেষ্টা,
ভজনে রোজই ঘটয়ে বিলম্ব, সাম্‌লাতে না'রে শেষটা।
মাষ্টার বাবুর বকুনি খাওয়া, অভ্যাস তার আছে,
ভয় জাগে কবে 'অফিসার' আসে, 'ডাক-বাংলা' যে কাছে।
সহসা একদা বারতা আসিল—"পোষ্‌টেল্ জেনারেল্',
আসিবে পরশ্ব" শুনি পিয়নের, বক্ষে বাজিল শেল।
শ্রীহরিবাসরে নির্জ্জলা করি', ব্রতের পারণ-দিনে,
ত্বরা কি করিয়া অফিসে যাইবে, সেবা ভোগরাগ বিনে।
নিতাই-গেহিণী রসুইয়ের কাজ, সমাপিল খুব ভোরে,
নিতাই গাহিছে প্রার্থনা পদ, আহ্নিক পূজা সেরে।

ভক্তি-বাসিত পুলকিত বুকে, ঝরিছে সলিল-ধারা,
অফিসের বেলা ভুলিল নিতাই, ডাকিলেও নাই সাড়া।
সংবিৎ যবে ফিরিল তাহার, একটা বাজিল তবে,
'অফিস্'-বেলার এই অবেলায়, গিয়ে বা কি আর হবে?
চাকুরী তাহার গিয়াছে নিশ্চয়, ভাবিয়া গৃহিণী কাঁদে,
'গোবিন্দের ইচ্ছা, ভে'বোনা গৃহিণী, বলিয়া নিতাই সাধে।
দশটা বাজিতে নিতাই পিয়ন, অফিসে হাজির আজ,
বাবুর বদনে হাসি নিরখিয়া, পাইল বড়ই লাজ।
"নিতাই তোমার বেতন বেড়েছে, মাসে দশটাকা আরও,
তোমার রকম করম গুছাতে, শকতি নাহিক কারও।"
নিতাই কহিল—"আমি আপনার, ঠাট্টার পাত্র নহি,
গোবিন্দ-ইচ্ছায় বিজয় ভাবিয়া, সকল বেদনা সহি।
কাল্‌কে আমি আসিনি অফিসে, বেতন বাড়িল মোর!"
শুনিয়া মাষ্টার বাবুর কণ্ঠে, বাজিল বিস্ময় সুর।
"একাজ সেকাজ কতই করিলে, অবাক্ করিয়া সবে,
হাজিরা-খাতায় দিলে নাম সই, মিথ্যা কেন বা হবে?"
গোবিন্দের লীলা বুঝিয়া নিতাই, চাকুরী করিল ত্যাগ,
এবে তার পদে লুণ্ঠিত হয়, কত ধনী মহাভাগ।

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যানিধি

শ্রীগরুড়ের উপাখ্যান

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি কশ্যপঋষি সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বহু পত্নীর মধ্যে চারিজন প্রসিদ্ধা—দিতি, অদিতি, বিনতা ও কদ্রু; দিতিমাতা দৈত্য-জননী, অদিতিমাতা দেব-জননী। তাঁহার অপর দুই পত্নীর মধ্যে কদ্রু সহস্র ডিম্ব এবং বিনতা প্রকাণ্ড দুইটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। অল্পদিবসের মধ্যেই কদ্রু-মাতার সহস্র ডিম্ব ফুটিয়া সহস্র সর্পের জন্ম হইল। বিনতাদেবীর অগ্রে তাঁহার সপত্নীর সন্তান হইল; কিন্তু তাহার হইল না দেখিয়া

ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহার একটি ডিম্বের উপর পদাঘাত করিলেন। অসময়ে ডিম্ব হইতে একটী পক্ষীর মত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে। অসহ্য শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মাতাকে সম্বোধন করিয়া শাবক বলিতে লাগিল,—মাতঃ, আমাকে এই দারুণ শীতের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ করুন। তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না; তখন তাহার পিতা কশ্যপঋষি আসিয়া পুত্রের এই নিদারুণ কষ্ট দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। ব্রহ্মাকে বলিয়া তাহাকে সূর্য্যমণ্ডলের রথের সারথি করিয়া দিলেন; তাহার নাম হইল অরুণ। পুত্র সূর্য্যলোকে যাইবার সময় মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মাতঃ! আপনি আর এইরূপ হিংসার কার্য্য করিবেন না, অপর ডিম্বটী সহস্র-বৎসর পরে আপনিই ফুটিয়া একজন বিখ্যাত ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

একদিবস বিনতা ও কদ্রু দুই সতিনী নিকটস্থ পুষ্করিণীতে কলসী কক্ষে জল আনিতে গমন করিল। তখন সন্ধ্যার কালছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে; পুষ্করিণীর তটদেশে ইন্দ্রদেবের প্রসিদ্ধ ঘোটক উচ্চৈঃশ্রবা ভ্রমণ করত তৃণ চর্ব্বণ করিতেছিল। দুই ভগিণী জলে কলসী পূর্ণ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল; পথিমধ্যে রমণী-সুলভ চঞ্চলতায় দুইজনের মধ্যে ভীষণ কলহ উপস্থিত হইল। বিনতা বলিল,—দিদি দেখেছিস, পুষ্করিণীর পাড়ে সাদা ঘোড়াটা দেখিতে কি সুন্দর? তখন কদ্রু মুখ বাঁকা করিয়া ঠাট্টার সুরে বলিল,—দিদি! তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস্, ঘোড়াটা যে মিস্-মিসে কালো; তখন বিনতা বলিল, যদি ঘোড়া কাল হয়, তবে আমি চিরজীবন তোর দাসীপণা করিব। কদ্রু বলিল,—ঘোড়া যদি সাদা হয়, আমি তোর চিরজীবনের জন্য দাসীপনা করিব। এইরূপ কলহ করিয়া দুই সতীনে ঘরে প্রত্যাগমন করিল। কদ্রু তাহার পুত্রগণকে এই সমস্ত ঘটনা বলিলে, তাহারা বিষাদে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—মাতঃ! একি করিয়াছ, ইন্দ্রের ঘোড়া শ্বেতবর্ণ, তাহা জগদ্বাসী সকলেই জানে। তখন কদ্রু অনন্যোপায় হইয়া পুত্রগণকে কহিল—যাও, তোমরা যাইয়া ঐ ঘোড়াকে বেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাকে কালো রং দেখাইবে, এবং ঐ বিনতা চিরকাল আমার দাসীপণা করিবে। পরদিবস দুই সতিনী কলসী কক্ষে লইয়া জল আনিতে চলিল; তখন কদ্রু বিনতাকে বলিল,—ঐ দেখ, ঘোড়াটী কি-প্রকার "কালো"। বিনতা ঘোটকটীর রং কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! এবং কদ্রুর আজীবন দাসীপণা স্বীকার করিল।

সহস্রবৎসর পরে বিনতার ডিম্ব আপনা আপনি ফুটিয়া গেল; তাহা হইতে

অদ্ভুত এক মহাকায় পক্ষীর জন্ম হইল। কশ্যপঋষি ইহার নাম রাখিলেন গরুড়; ক্রমে ক্রমে গরুড়ের শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সে মনের আনন্দে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল; কদ্রুর আদেশে তাহার পুত্রগণ এরোপ্লেনের ন্যায় দাদার পৃষ্ঠদেশে উঠিয়া আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এক-আধ দিন নয়, প্রত্যহ এইরূপ আবদার করায় গরুড়ের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। একদিন গরুড় বৈমাত্রেয়নন্দন সর্পগুলিকে লইয়া আকাশের অতি উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলে প্রখর সূর্য্যের তেজে সর্পগুলির শরীর পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহারা রৌদ্রের তেজে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, প্রায় অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে অবতরণ করাইল। তাহারা মাতা কদ্রুর নিকট গরুড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। তখন কদ্রু বিনতার নিকট গমন করিয়া তাহার পুত্রের এই অপকর্ম্মের কথা জানাইল। বিনতা তাহার পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, পুত্র! তোমার ভ্রাতাদের এইরূপ সূর্য্যের তাপে দগ্ধ করা উচিত হয় নাই। গরুড় বলিল,—মাতঃ! প্রত্যহ এইরূপ বিরক্ত করাতে আমি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছি। বিনতা কহিলেন—বৎস! তুমি যে তাহার দাসীর পুত্র। তোমার কোনপ্রকার স্বাধীনতা নাই, সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে; গরুড় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—সে কি, তুমি কি-প্রকারে বিমাতার দাসী হইলে? আমি ত' এ-সব কিছুই জানিনা। তখন বিনতা পুত্রের নিকট আদি-অন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। গরুড় মাতাকে বলিল,—তবে অদ্যই যাইয়া তুমি বিমাতাকে বল, কি কার্য্য করিলে তিনি তোমাকে এই বিষম দাসীপণা হইতে মুক্তি করিবেন। পুত্রের ইচ্ছামত বিনতা কদ্রুকে কহিল,—দিদি! কি কার্য্য করিলে তুমি আমাকে দাসীপণা হইতে রেহাই দিতে পার, তাহা বল।

তখন নিভৃতে বসিয়া কদ্রুমাতা পুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল; কি লইয়া তোমাদের বিমাতাকে মুক্তি দিতে পারি। সর্প অতি খলজাতি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন কহিল,—মাতঃ! বিমাতাকে বল, তাহার পুত্র যদি স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া তাহা প্রদান করে, তবে সে দাসীপণা হইতে মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এ-কার্য্য অতি অসম্ভব, কেননা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, বজ্রহস্তে তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং সে আনিতে পারিবে না। যদি আনয়ন করে, তবে আমরা অমৃত পান করিয়া অমর হইয়া যাইব। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? কদ্রু এই কথামত বিনতার নিকট স্বর্গের অমৃতের জন্য প্রার্থনা করিল। বিনতা এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া অজস্র অশ্রু

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নয়নজলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিনতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া গরুড় জিজ্ঞাসা করিল,—মাতঃ! তুমি এইরূপ বিষাদে ক্রন্দন করিতেছ কেন? তিনি সমস্ত কথা বলিলে গরুড় বলিল,—মাতঃ! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন; আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ত্রিলোকে কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। আমি নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া আপনাকে দাসীবৃত্তি হইতে মুক্ত করিব। এই বলিয়া তৎপরদিবস মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক তাহার আশীষ শিরে ধারণ করিয়া গরুড় আকাশপথে স্বর্গরাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার পাখার ঝাপটে ঘর, বাড়ী, অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল এবং বড় বড় বৃক্ষ উপড়াইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে ধূলায় অন্ধকার হইয়া গেল; স্বর্গবাসীরা এই উৎপাত দর্শনে শঙ্কিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে এইসব ঘটনা নিবেদন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বজ্রহস্তে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন,—অদূরে একটী বৃহৎকায় পক্ষী চঞ্চু রক্তবর্ণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে আগমন করিতেছে। ক্রমে সেই বিশালকায় পক্ষী গরুড় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ইন্দ্রদেব বলিলেন—তুই কে? কিজন্য এই নন্দনকাননে প্রবেশ করিলি? তখন গরুড় অমৃত প্রার্থনা করায় দেবরাজ ইন্দ্র হাস্য-সহকারে বলিলেন—ওরে মূর্খ, যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই প্রাণ লইয়া পলায়ন কর। নতুবা এই বজ্রদণ্ডে এখনই তোমার অস্থিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিব। আমার পিছনে চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যমরাজ, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় শক্তি-হস্তে রহিয়াছেন। কিন্তু গরুড় কিছুতেই ভয় পাইবার পাত্র নহেন; গরুড় বজ্র-গম্ভীর স্বরে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি রোষ-কষায়িত নেত্রে কহিল,—"যুদ্ধং দেহি! যুদ্ধং দেহি"! তখন দেবরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার প্রতি বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। গরুড় হাস্য করিয়া কহিল, এই অমোঘ বজ্রকে এখনই চূর্ণ করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এ বজ্র ব্রহ্মাস্থি—দধীচি মুনির অস্থি হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং নিশ্চয়ই আমি ইহার সম্মান রক্ষা করিব, এই বলিয়া গরুড় চঞ্চুপুটে তাহার পক্ষ হইতে একটি পালক গ্রহণ করিয়া বজ্রকে প্রদান করিল; বজ্র তাহা লইয়া ইন্দ্রহস্তে প্রত্যাগমন করিল। ইন্দ্রদেব এই দৃশ্য দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন; কারণ বজ্র দুইবার নিক্ষেপ করা যায় না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া, গরুড়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—বল ভাই, তুমি অমৃত লইয়া কি করিবে? তখন গরুড় তাহার মাতার দাসীপণের কথা, সর্পকুলের অমৃত লইবার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি

সমস্তই অকপটে বলিল। তখন ইন্দ্রদেব বলিলেন, সর্প স্বভাবতঃই খলজাতি, অমৃত পাইয়া অমর হইলে পৃথিবীর বিশেষ অনিষ্ট করিবে। আমি তোমাকে এক পরামর্শ দেই,—তোমার মাতা দাসীপণা হইতে মুক্ত হইবে, এবং ইহারা অমৃত হইতে বঞ্চিত হইবে। তখন গরুড় বলিল,—সে যুক্তিটী কি? দেবরাজ কহিলেন,—তুমি অমৃত লইয়া গমন কর ও তোমার মাতাকে মুক্ত কর। আমি প্রচ্ছন্নভাবে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইলে আমি চুরি করিয়া এই অমৃতভাণ্ড লইয়া আসিব। তুমি আমার সহিত আর বিরোধ করিবে না। তখন গরুড় হাসিয়া বলিল,—ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, তাহাই হউক।

যথাসময়ে গরুড় মাতৃপদে গমন করিয়া তাহাকে অমৃতভাণ্ড দান করিলেন। বিনতাদেবী কদ্রুকে তাহা প্রদান করায় দাসীপণা হইতে মুক্ত হইলেন। বিনতা গরুড়কে বর দিতে চাহিলে সে বলিল,—মাতঃ! **আমি সর্প দেখিলেই ভক্ষণ করিব। সেই অবধি গরুড় সর্পজাতির বিষম শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইলেন।** অদ্য সর্প-মহলে আর আনন্দের সীমা নাই, তাহারা অমৃতভাণ্ড পাইয়াছে। তাহাদের মাতা বলিলেন,—বৎসগণ, তোমরা গঙ্গায় স্নান করিয়া আইস, নব-বস্ত্র পরিধান করিয়া অমৃত পান করিবে। তাহারা একটী কক্ষে কুশপত্রের উপর অমৃতভাণ্ড রাখিয়া সকলে স্নান করিতে গেল। ইন্দ্রদেব এই অবসরে অমৃতপাত্র হরণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিলেন।

সর্পগণ স্নান সমাপনান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়া দেখিল—অমৃতভাণ্ড নাই। তখন তাহারা বিষাদে সেই কুশপত্রগুলি জিহ্বাদ্বারা লেহন করিতে লাগিল, তাহার ফলে তাহাদের জিহ্বা 'চিরিয়া' দুইখণ্ড হইয়া গেল। এজন্য তাহারা 'দ্বিজিহ্ব' হইয়া গেল। সাপের দুইটী জিহ্বা; যাঁহারা মৎসর সর্ব্বভূতের হিংসাকারী, তাহাদেরও এইপ্রকার অমৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজকর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে নিজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। কদ্রু-মাতার পুত্রগণের ইহাই জলন্ত আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। অমৃতস্পর্শে কুশ পবিত্র হইল, এজন্য সমস্ত পবিত্র কার্য্যে কুশ ব্যবহৃত হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

গীতার বাণী

উপসংহার

পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া গীতাশাস্ত্রে যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহার অধিকারী কে হইবে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন—

যাঁহারা মনে করেন যে, যে-কোন ব্যক্তি নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে, ভাষ্য বা টীকা অবলম্বনে গীতার তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন ; কিন্তু তাহাদের তাদৃশ ধারণা ভ্রমাত্মক। যাহাদের আর্য্যধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, যাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির অভাব, যাহারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে মর্ত্ত্যশরীর-বিশিষ্ট ধারণা করে, তাহারা গীতাপাঠে অনধিকারী। যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে গুরু-শুশ্রূষা করেন না, তপস্যাদ্বারা যাহাদের হৃদয় শুদ্ধ হয় নাই অথবা যাহারা হরিগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রবণেচ্ছু নহে, তাহারা গীতাপাঠ বা শ্রবণ করিয়া গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (শ্বেতাশ্বতর)

যাহার পরমপুরুষ শ্রীহরিতে ও তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি বিদ্যমান, তিনিই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন ; শাস্ত্রের মর্ম্ম তাঁহারই নিকট প্রকাশিত হয়। সুতরাং যিনি উপরিলিখিত সুযোগ্য পাত্রের নিকট গীতার উপদেশ করেন, তিনি ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া অন্তিমে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন। গীতায় ১৮.৬৮ শ্লোকে 'এব' ও 'অসংশয়' শব্দদ্বয়ে ভগবানের উক্তির দৃঢ়তা জানা যায়। অর্থাৎ যিনি ভগবানের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন। তাদৃশ ব্যক্তির ন্যায় ভগবৎ প্রিয়কারী পৃথিবীতে আর কেহ নাই অথবা হইবেও না। আর গীতাশাস্ত্র পাঠকারী তাঁহার পঠন-পাঠনরূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, ইহাও শ্রীকৃষ্ণের অভিমত।

গুরু ও দেবতায় শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ঈর্ষাবিরহিত ব্যক্তি এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যশালী ব্যক্তিগণের প্রাপ্য শুভলোক লাভ করিবেন।

উপসংহারে গীতার প্রতি অধ্যায়ের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইতেছে :—

প্রথমাধ্যায়ের তাৎপর্য্য—অহিংস ও দয়ালু ব্যক্তিরই আত্ম জিজ্ঞাসার

উদয় হইয়া থাকে, তদ্বিরুদ্ধ-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তির তাহা হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য—নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেই হরিস্মরণ সম্ভব হয়, অন্যথা বিস্মরণ হইয়া থাকে। এই অধ্যায়কে 'গীতাসূত্র' বলা যায়। ইহাতে স্পষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে ভক্তি উক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রশ্নকর্ত্তার স্বভাব, আত্মানাত্মবিবেক, আত্মাযাথাত্ম্যসাধক নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণও প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য—জড়দেহপ্রাপ্ত জীবের কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা, যুক্তকর্ম্মের আবশ্যকতা, আত্মরতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম্মের আবশ্যকতা, অনাসক্ত ও অসঙ্গ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা, ইন্দ্রিয়ের নিয়ামকতা ও প্রাকৃত কাম-জয়ের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দিষ্ট বিষয়—শ্রীভগবানের অবতার-প্রয়োজনীয়তা, কর্ম্মজড় ও যুক্তকর্ম্মের তারতম্য, বিবিধ যজ্ঞের মধ্যে শ্রীহরির তত্ত্বালোচনারূপ জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের পরম শত্রু 'সংশয়'কে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ববিৎ পুরুষের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব উপদেশ গ্রহণের কর্ত্তব্যতা।

পঞ্চম অধ্যায়ে—কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের অপার্থক্য, কর্ম্মযোগের প্রথমাবস্থায় কর্ম্মপ্রধান জ্ঞান এবং চরমাবস্থায় জ্ঞানপ্রধান কর্ম্ম, চিন্ময়স্বভাব জীবের ভোগ-বাসনাক্রমে বদ্ধাবস্থা লাভের দ্বারা অধোগতি, সমদর্শন, বিরাগ, চিৎ-চেষ্টার অভ্যাস, জড়ীয় কাম-ক্রোধাদির জয়, কর্ম্ম-যোগের সহিত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে ভক্তসঙ্গ লাভদ্বারা ভগবদ্ভক্তি-সুখের উদয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠাধ্যায়ের অর্থ—নিষ্কাম কর্ম্মযোগের চরমাবস্থা, অষ্টাঙ্গযোগ সাধনকারীর ফল, তাদৃত যোগভক্তের পরিণাম এবং সর্ব্বপ্রকার যোগাপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা ও শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ।

সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়—ভক্তিযোগ সাধনদ্বারা নিঃসংশয়ে সমগ্র-ভাবে শ্রীভগবানকে জানিবার যোগ্যতা। ভগবানের অভজনকারী ও ভজন-কারীর চারিপ্রকার ভেদ, ভজনকারী-চতুষ্টয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ, ভক্তিযোগ-অবলম্বনকারীর প্রকৃতি ইত্যাদি।

অষ্টমাধ্যায়ে—ক্ষর ও অক্ষর বিচার। অন্তকালে ভগবৎস্মরণকারী ও ভগবদিতর স্মরণকারীর ফল, অনন্যচেতার নিঃসন্দেহে ভগবৎপ্রাপ্তি, ব্রহ্মার অহোরাত্র পরিমাণ, আলোকযান ও ধূম্রযান পথে গমনের পার্থক্য ইত্যাদি বর্ণিত।

নবমাধ্যায়ে—গুহ্যতম ভক্তির কথা, ভক্তির অনুশীলনবিধি, স্বর্গগতের পরিণাম, অনন্যভজনকারীর সৌভাগ্য, কৃষ্ণেতর দেবতার ও কৃষ্ণভজনের তারতম্য, সহজলভ্য বস্তুর দ্বারা ভক্তিযাজনেই ভগবৎপ্রীতি এবং ভগবানের ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব, ভক্তিযাজনকারীর পতনাভাব প্রভৃতি উপদিষ্ট।

দশমাধ্যায়ে—ভগবদ্বিভূতি-বিচার এবং সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে ভগবদবস্থান বর্ণিত।

একাদশাধ্যায়ে—অর্জ্জুনের নিকট বিশ্বরূপ প্রদর্শন, বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের চিত্তবৃত্তির অবস্থা, বিশ্বরূপ ও কৃষ্ণরূপের পার্থক্য এবং অনন্যভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব উদ্দিষ্ট।

দ্বাদশাধ্যায়ে—নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষরূপে ভজনকারীর ও ভজনের তারতম্য এবং ভগবৎপ্রিয় ভক্তগণের লক্ষণ বর্ণিত।

ত্রয়োদশাধ্যায়ে—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার। জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞেয়-স্বরূপ প্রভৃতি উপদিষ্ট।

চতুর্দ্দশাধ্যায়ে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকৃতির পার্থক্য ও লক্ষণ, ত্রিগুণাতীতাবস্থার পরিচয় ও তদবস্থালাভের ফল ইত্যাদি বর্ণিত।

পঞ্চদশাধ্যায়ে—সংসার বৃক্ষের পরিচয়, শুদ্ধজীবের সংসার বন্ধনের হেতু ও বন্ধন নিবৃত্তির উপায়, বৈকুণ্ঠের স্বরূপ, ক্ষর ও অক্ষর জীবের ও পরমাত্মার পার্থক্য ইত্যাদি কথিত।

ষোড়শাধ্যায়ে—আসুর প্রকৃতি ব্যক্তির পরিচয়, নরকের দ্বার কি? প্রভৃতি উপদিষ্ট।

সপ্তদশাধ্যায়ে—ত্রিবিধ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির পার্থক্য, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির আহার, তপস্যাদির তারতম্য, শারীর, বাঙ্ময় ও মানস তপের পার্থক্য, গুণত্রয়ের বিবিধ দানের পার্থক্য, শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ ও অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করার পরিণাম ও বিধি প্রভৃতির উপদেশ।

অষ্টাদশাধ্যায়ে—সমস্ত গীতার তাৎপর্য্য, সর্ব্ববিধ উপায় অপেক্ষা ভগবৎ-প্রপত্তি দ্বারাই জীবের চরম ও পরম কল্যাণ লাভের উপদেশ এবং ভগবানের সমস্ত উপদেশের শ্রেষ্ঠ-তম উপদেশ—ভগবদ্ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব বর্ণিত।

পরম-প্রপূজ্যচরণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতার বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষাভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয় বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব। ভগবত্তাই

সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্ব সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তিনিঃসৃত। চিচ্ছক্তিদ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও চিদ্বৈভব, জীবশক্তির দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তির দ্বারা প্রধান হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়-তত্ত্ব, কালশক্তিদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ও সর্ব্বাবস্থায় কাল এবং ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সর্ব্ববিধ কর্ম্মাবিষ্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম্ম এই পাঁচটী তত্ত্ব একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত। ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভাবসকল ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্ব পৃথক্ হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আয়ত্তাধীন একতত্ত্ব মাত্র। একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ-ধর্ম্ম-বশতঃ নিত্য পৃথক্। এই গীতা-শাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদ-তত্ত্ব মানব-যুক্তির অতীত। এতন্নিবন্ধন পূর্ব্ব মহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে শিক্ষিত (উপদিষ্ট) তত্ত্বের নাম "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধি জ্ঞানের নামই 'তত্ত্বজ্ঞান'।

জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরমাণু-গত তত্ত্ববিশেষ। তিনি (জীব) স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিৎ জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। তিনি চেতন বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; চিজ্জগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ, আর তদেকপার্শ্বস্থিত মায়িক জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জড়-সুখ-দুঃখে নিপতিত হন। যাঁহারা চিদ্রতি-বিশিষ্ট, তাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং যাহারা জড়রতি-বিশিষ্ট তাহারা নিত্যবদ্ধ। উভয় জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব লুপ্তপ্রায়-স্বভাব হইয়া জড় সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন সময়ে নির্ব্বেদ লাভ করত তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্ম্মযোগদ্বারা ধ্যান-পরিপাকে স্ব-স্বভাবরূপ ভগবদ্রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্ম্যপ্রদ কর্ম্মযোগই সাধারণের অবলম্বনীয়। যেহেতু তাহা স্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও ভগবৎকৃপা বা সাধুকৃপারূপ ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানগর্ভ-কর্ম্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাঁহাদেরই ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরম-শ্লোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি উদিত হয়—ইহাই সর্ব্ববেদের অভিধেয়।

কাম্যকর্ম্ম-মার্গে যে চতুর্দ্দশলোকে জড় সুখভোগ বা ভুক্তি লাভ হয়, তাহা চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারম্ভেই সেই কাম্যকর্ম্ম ও তদুত্থিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে। জরা-মরণ-মোক্ষানন্তর কেবলাদ্বৈত সিদ্ধিরূপ সাযুজ্য নির্ব্বাণাদি মুক্তিও যে জীবের চরম প্রয়োজন নয়, তাহাও অনেকস্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ ঐশ্বরধাম প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদ করত ভগবল্লীলারূপ যাথাত্ম্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভাব অর্থাৎ নির্ম্মল প্রেম লাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেকস্থলে সিদ্ধান্ত সমাপ্তিকালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জীবের চরমোপাস্য-রূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করত পরম প্রয়োজনরূপ প্রেম লাভ কর। স্ব-স্ব-অধিকার-অনুসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত সর্ব্বদা শ্রবণাদি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর। ভক্তি-যোগের অনুকূল আচরণরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ কর এবং শ্রদ্ধাসহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতিদ্বারা ভক্তিযোগে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্ম্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বল্পকাল মধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষ-পুষ্ট বিশুদ্ধ প্রেম দান করিব। এরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ব্যাপারে প্রবেশ করিবামাত্র অশোক, অভয় ও অমৃতস্বরূপ মৎপ্রসাদ লাভ করত আমার নিত্যপ্রেমে আবিষ্ট হইবে।" ইতি—

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

"শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্"

গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতই বাস্তব-তত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষিগণের একমাত্র পরম-প্রমাণ বা প্রমাণ-শিরোমণি। সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাভাগ্যফলে জীবের তত্ত্বজিজ্ঞাসা অর্থাৎ আমি কে? আমার দুঃখ বা কেন হইতেছে? এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ও পরাশান্তি লাভের উপায় কি? এবং আমার নিত্যপিতা জগদীশ্বর ভগবানই বা কে?—প্রভৃতি অলৌকিক বিষয় জানিবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগে। তখন এ-সমস্ত বিষয় মীমাংসার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয়। কারণ প্রমাণ ব্যতীত বস্তু নির্ণয় সম্ভব নয়। বস্তু-বিষয়ে যথার্থ-জ্ঞানকে 'প্রমা' কহে। সেই যথার্থজ্ঞান বা প্রমা যাহাদ্বারা সাধিত হয়, তাহারই

নাম 'প্রমাণ'। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতিভেদে প্রমাণ বহুবিধ।

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। তাই তিনি অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বলিয়া কথিত। বদ্ধজীবের ভ্রম (এক-বস্তুকে অন্যবস্তু বলিয়া জানা), প্রমাদ (অন্যমনস্কতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অপটুতা—এই চারিটি দোষ থাকার জন্য অলৌকিক, অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য বস্তু স্পর্শ করিবার যোগ্যতা তাহার নাই। এজন্য বদ্ধজীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দোষযুক্ত বলিয়া তাহা অলৌকিক ও অধোক্ষজ ভগবদ্‌বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। অলৌকিক বস্তুসম্বন্ধে অলৌকিক বেদাদি শাস্ত্রই প্রকৃষ্ট-প্রমাণ।

বেদাদিশাস্ত্র অনন্ত ও দুরধিগম্য বলিয়া তাহা হইতে বাস্তব-তত্ত্ব নির্ণয় করা অতীব দুষ্কর। তাহাতে আবার নানা মুনি নানামত প্রচলন করায় জীবের পক্ষে বাস্তব সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। এইজন্য পরম করুণাময় শ্রীহরি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্যাসরূপে সর্ব্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণাদি-শাস্ত্ররূপ সাগর মন্থনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমৃত জগৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সার নিহিত আছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের মতই সর্ব্বশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত। এইজন্যই গ্রন্থসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বনির্ণয়ে অদ্বিতীয় অমল-প্রমাণ, প্রকৃষ্ট-প্রমাণ বা প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া বিদ্বৎসমাজে পরিগণিত। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ স্বকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ-গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে জানাইয়াছেন। সুজনগণ আদরের সহিত ইহা আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্বত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভে কথিত আছে যে—

"বদ্ধজীবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী বলিয়া তাহারা অচিন্ত্য-অলৌকিক বস্তু স্পর্শ করিবার অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলি নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণগুলি শুদ্ধ প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদিসিদ্ধ সর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাবতীয় লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের আদি কারণ-স্বরূপ অপ্রাকৃত বচন-লক্ষণ বেদই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য ও অত্যাশ্চার্য্য স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানাভিলাষী আমাদের একমাত্র প্রমাণ। ভগবদ্‌বিষয়ে বেদপ্রমাণই মহাজন-সম্মত রাজকীয় পন্থা। কেন না "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১), "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"(মঃ ভাঃ ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২), "শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩),

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারতের বচনে এবং—"হে ঈশ্বর! অদৃষ্ট অর্থরূপে মুক্তি ও স্বর্গাদিবিষয়ে এবং সাধ্যসাধন-বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্য-লোকদিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুঃস্বরূপ।"—এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভাঃ ১১।২০।৫) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তিতে জানা যায় যে, বেদই প্রমাণ-স্বরূপ।

"এই বেদ আবার দুষ্পার, দুর্ব্বোধ্য ও দুর্গম বলিয়া এবং বেদার্থ নির্ণয়কারী মুনিগণের মতের মধ্যেও পার্থক্য থাকায় বেদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাই বেদার্থনির্ণায়ক এবং সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণ বিচার করা কর্ত্তব্য। বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন বলিয়া মহাভারত বলিয়াছেন যে,—

'ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।' (মঃ ভাঃ আঃ ১।২৬৭) অর্থাৎ ইতিহাস (রামায়ণ-মহাভারত) ও পুরাণদ্বারা বেদার্থ পরিস্ফুট করিবে।

"শাস্ত্র বলেন—'পুরণাৎ পুরাণম্।' অর্থাৎ যে বেদার্থকে পূর্ণ করে তাহার নাম পুরাণ। বেদ ব্যতিরিক্ত-শাস্ত্র অর্থাৎ অবেদ দ্বারা বেদের পুরণ হইতে পারে না। সীসার দ্বারা কখনও অপূর্ণ স্বর্ণবলয়ের পূর্ণতা সম্পাদন করা যায় না। স্বর্ণদ্বারাই স্বর্ণকে পূর্ণ করা যায়। তাই বেদকে পুরণ করে এবং পরিস্ফুট করে বলিয়া পুরাণ ও ইতিহাস বেদ হইতে অভিন্ন এবং স্বয়ং বেদই।

"এখন প্রশ্ন—বেদ বলিতে যদি পুরাণ-ইতিহাসকেও ধরা হয়, তাহা হইলে অপর পুরাণ শাস্ত্রের অন্বেষণ করিতে হয়। কারণ শাস্ত্রে বেদ ভিন্ন পুরাণেরও উল্লেখ দেখা যায়। আর যদি বেদ-শব্দ দ্বারা পুরাণ-ইতিহাসকে গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে বেদের সহিত পুরাণ-ইতিহাসের অভেদ হয় না। তদুত্তর এই যে—একার্থ-প্রতিপাদক ও অপৌরুষেয় হেতু বেদের সহিত ইতিহাস ও পুরাণের অভেদ হইলেও স্বর ও ক্রমভেদবশতঃ উহাদের ভেদ নির্দ্দেশও হইয়া থাকে।

"ঋক্ প্রভৃতি বেদের ন্যায় ইতিহাস ও পুরাণ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ-কৃত নয় বলিয়া মাধ্যন্দিন শ্রুতি (বৃঃ আঃ উঃ ২।৪।১০) প্রকাশ করিয়াছেন। যথা —যাজ্ঞবল্ক্য স্বপত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—"হে মৈত্রেয়ী! এইরূপে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, তথা ইতিহাস ও পুরাণ—এই সকল পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে"। তাই স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে—পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা কঠোর তপস্যায় রত হইলে তাঁহা হইতে ষড়ঙ্গ ও পদক্রমের সহিত বেদসকল আবির্ভূত হন। তৎপরে সর্ব্বশাস্ত্রময়, নিত্য ও পরম-মঙ্গলপ্রদ শতকোটি শ্লোক-সমন্বিত পুরাণ-সমূহ ব্রহ্মার শ্রীমুখ হইতে

প্রকাশিত হন। এই শতকোটি শ্লোকসংখ্যক পুরাণ ব্রহ্মলোকে (সত্যলোকে) বর্ত্তমান আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়-স্কন্ধেও দেখা যায়—"শ্রীমৈত্রেয় ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে চতুর্ব্বেদাবির্ভাবের কথা জানাইয়া তৎপরে বিদুরকে বলিতেছেন—

ইতিহাস-পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥ (ভাঃ ৩।১২।৩৯)

(অর্থাৎ পঞ্চমবেদ-স্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণ ব্রহ্মার বদন হইতে আবির্ভূত হইল।) এখানে সাক্ষাৎভাবে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে শাস্ত্রে অন্যত্রও দেখা যায়—

"পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ।"
ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।"

ভবিষ্যপুরাণও বলেন—"শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত পঞ্চম বেদ।" সাম-বেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদেও (ছাঃ উঃ ৩।১৫।৭) দেখা যায়—"হে ভগবন্! ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ এবং বেদসকলের মধ্যে পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি।"

"ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্বের কারণ বায়ুপুরাণে দৃষ্ট হয়। যথা—পূর্ব্বে বেদ যজুর্ব্বেদ নামে একরূপে ছিল। পরে শ্রীব্যাসদেব অধিকারী ও কার্য্যভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চতুর্হোত্র (চারিজন ঋত্বিক্ সাধ্য যজ্ঞবিশেষ) উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদ্বারা তিনি যজ্ঞের ব্যবস্থা করিলেন। অর্থাৎ যজুর্ব্বেদদ্বারা অধ্বর্য্যু, ঋগ্‌বেদদ্বারা হোতা, সামবেদদ্বারা উদ্গাতা ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মাকে ব্যবস্থা করিলেন। যজুর্ব্বেদের যাহা অবশিষ্টভাগ, তাহা পুরাণার্থবিশারদ শ্রীব্যাসদেব আখ্যান ও উপাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া ইতিহাস ও পুরাণরূপে প্রকাশ করিলেন।

"বেদাংশভূত পুরাণসকল বেদের ন্যায় নিত্য। ভগবান্ ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা প্রকাশিত করিয়া থাকেন মাত্র। তাই মৎস্যপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে দ্বিজসত্তম! কালক্রমে পুরাণসকল বিশৃঙ্খল হইলে আমি ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক যুগে যুগে পূর্ব্বসিদ্ধ পুরাণগুলিকেই সহজবোধের জন্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া থাকি।" তৎপরে পুনঃ বলিতেছেন,—সর্ব্বদা প্রতিদ্বাপরে চতুর্ল্লক্ষশ্লোকাত্মক পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীতে প্রকাশ করি। অদ্যাপি পুরাণ সমূহ শতকোটি-শ্লোকে ব্রহ্মলোকে আছে। তাহাই সংক্ষেপে এই মর্ত্ত্যলোকে চতুর্ল্লক্ষশ্লোকে প্রকাশ করিয়াছি।

"এখন প্রশ্ন,—পুরাণের স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি নাম কি করিয়া হইল? তদুত্তর এই যে, যেমন বেদের কতগুলি শাখা কঠ-ঋষি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বা বলিয়াছিলেন বলিয়া তন্নামানুসারে কাঠকশাখা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে স্কন্দ ও অগ্নি প্রভৃতি যে যে পুরাণ বলিয়াছেন, সেই সেই পুরাণ তাঁহাদের নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে কোথাও কোথাও যে পুরাণ-সমূহ শ্রীব্যাসদেব-কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া শুনা যায় তাহা কেবল পুরাণ সকলের আবির্ভাব ও তিরোভাবার্থে ব্যবহার মাত্র।

"এখন আবার প্রশ্ন,—বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণগণেরই অধিকার। কিন্তু যদি ইতিহাস ও পুরাণ বেদ হয়, তবে তাহাতে সকলেরই অধিকার দেখা যায় কেন? তদুত্তর এই যে,—যেরূপ সমস্ত বেদকল্পলতার সৎফলস্বরূপ হইলেও কৃষ্ণনামে সকলেরই অধিকার আছে, তদ্রূপ ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদ হইলেও তদধ্যয়নাদিতে সকলেরই অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনাম যে বেদকল্পলতার সৎফল অর্থাৎ সর্ব্ববেদের সার এবং ইহাতে যে সকলেরই অধিকার আছে তদ্বিষয়ে স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড বলিতেছেন—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! মধুর হইতেও সুমধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, জ্ঞানস্বরূপ এবং সমস্ত বেদলতার সৎফল শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে নরমাত্রেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখা যায়—

ঋগ্‌বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

যিনি 'হরি' এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন, তাঁহার ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ সমস্তই অধ্যয়ন করা হইয়া থাকে।

"ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদ এবং ঋগাদি চতুর্ব্বেদের অর্থনির্ণায়ক—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইতিহাস ও পুরাণ যে সাক্ষাৎ বেদ, তাহা প্রদর্শিত হইল। বর্ত্তমান তাহাদের বেদার্থ নির্ণায়কত্ব দেখান হইতেছে। যথা, বিষ্ণুপুরাণে—"ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব মহাভারতে সমস্ত বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন।"

নারদ পুরাণও বলেন—

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।

অর্থাৎ সমস্তবেদ পুরাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

"যদ্যপি মনুপ্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রকটিত স্মৃত্যাদিশাস্ত্র বেদার্থ-প্রকাশক, তথাপি সাক্ষাদ্-ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় স্মৃত্যাদিশাস্ত্র হইতে ইতিহাস-পুরাণের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতা পরিদৃষ্ট হয়। যথা পদ্মপুরাণে—"বেদব্যাস যাহা জানেন, তাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণও জানেন না। সকলের জ্ঞাত বস্তু ব্যাস-দেব জানেন। কিন্তু ব্যাসদেবের বিদিত বস্তু কেহই জানেন না।"

স্কন্দপুরাণও বলেন—"যেরূপ গৃহস্থের গৃহ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্রব্য লইয়া অন্যলোক ব্যবহার করে, কিন্তু সমগ্র দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করিতে পারে না; তদ্রূপ শ্রীব্যাসদেবের হৃদয়স্থিত তত্ত্ব হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াই অন্যব্যক্তিগণ ব্যবহার করিতেছেন, সমগ্র নহে।"

বিষ্ণু-পুরাণে শ্রীপরাশরও বলিতেছেন—"হে মৈত্রেয়! আমার পুত্র ব্যাস বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ ধীমান্ ব্যাস বেদসকলকে যেরূপ বিভক্ত করিয়াছেন এবং শাখাভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য ব্যাসগণ ও আমি চারিযুগে তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ বলিয়া জানিও।"

স্কন্দপুরাণেও দেখা যায়—"সত্যযুগে শ্রীনারায়ণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ত্রেতাযুগে তাহাই কিঞ্চিৎ বৈষম্যভাব প্রাপ্ত হয়। পরে দ্বাপরযুগে সমগ্র জ্ঞান লুপ্ত হইয়া পড়িলে দেবতাগণ নিরুপায় হইয়া দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও শিব সহ শরণাগতপালক শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। তৎশ্রবণে ভগবান্ শ্রীহরি পরাশরনন্দন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদাদি-শাস্ত্রসমূহ উদ্ধার করিলেন।"

"অতএব চতুর্ব্বেদের অর্থপ্রকাশক পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ বিচার করাই মঙ্গলকর। ইহার মধ্যেও আবার পুরাণেরই অধিক গৌরব দেখা যায়। যথা শ্রীনারদপুরাণে—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি স্বশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥"

[শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—হে বরাননে! আমি বেদার্থ হইতে পুরাণার্থকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কেননা বেদসকল পুরাণে সন্নিবেশিত (প্রকাশিত) রহিয়াছে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যাহারা পুরাণকে অবহেলা করে, তাহারা জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক হইলেও তির্য্যক্‌যোনি (পক্ষি-জন্ম) প্রাপ্ত হয়। তাহাদের সদ্গতির আশা নাই।]

স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডেও দেখা যায়—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতা সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মামযং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাস পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽযং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥"

[হে ব্রাহ্মণগণ! আমি বেদের ন্যায় পুরাণার্থকেও সর্ব্বসম্মত ও নিত্যসত্য বলিয়া জানি। পুরাণকে অবহেলা করিলে বেদার্থ কখনও লব্ধ হয় না। কারণ বেদসকল পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। বেদজ্ঞ হইয়াও যিনি পুরাণজ্ঞ নহেন, তিনি বেদার্থ-বোধশূন্য বৈদিকম্মন্য মাত্র। ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা যাহার বৈদিক সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত না হয়, তাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে বেদ-মাতা ভয় করেন। কারণ, যেরূপ অল্পজ্ঞ মূর্খ পুত্রের পক্ষে পূজনীয়া মাতাকে প্রহারকরা সম্ভব, তদ্রূপ ইতিহাস ও পুরাণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে বেদের কদর্থ করিয়া তাঁহাকে অবমাননা করা অসম্ভব নয়। এইজন্য পুরাকাল হইতে বেদ ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা নিশ্চল হইয়া আছেন। অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ বেদের বাস্তব অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্বিপরীতার্থ বেদের বিকৃতার্থ। হে দ্বিজগণ! বেদে যাহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই তাহা স্মৃতিতে বর্ণিত আছে—বেদাধ্যয়নে যে মন্ত্রের প্রতীতি হয় না, তাহা স্মৃতিবাক্যে স্ফুটীকৃত হয়। স্মৃতিতে যাহা স্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহা পুরাণে সুস্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং সাঙ্গবেদ ও উপনিষদ পড়িয়াও যিনি পুরাণ অবগত নহেন তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না। তিনি অবিচক্ষণ।]

"তত্ত্বনির্ণয়ে পুরাণ-শাস্ত্রই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু অধুনা

পুরাণসকল সম্যক্ প্রচলিত না থাকায় এবং প্রায় নানা দেবতার প্রতিপাদক হওয়ায় অল্পজ্ঞ জনগণের পক্ষে বেদের ন্যায় পুরাণ-সকল হইতেও তাৎপর্য্য নির্ণয় করা দুষ্কর। কেননা, মৎস্যপুরাণ বলেন—"সাত্ত্বিক পুরাণাদিশাস্ত্রে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক, রাজস-পুরাণাদিশাস্ত্রে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক, তামস-পুরাণাদিতে অগ্নি, শিব ও দুর্গার মাহাত্ম্য অধিক। মিশ্রিত শাস্ত্রে অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময়-শাস্ত্রে সরস্বতী ও পিতৃপুরুষগণের মাহাত্ম্য অধিক দৃষ্ট হয়।" অতএব ইহাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং কাহার ভজনই বা বাস্তবিক শ্রেয়স্কর? এতদুত্তরে "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং", "সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্" অর্থাৎ সত্ত্ব হইতে জ্ঞান লাভ হয়, সত্ত্ব হইতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়।—এই ন্যায়ানুসারে সাত্ত্বিক পুরাণ-সমূহই পরমার্থ নির্ণয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে নিরূপিত হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক পুরাণেও ভগবৎ-স্বরূপ, তৎপ্রাপ্তির জন্য সাধন এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব নানাবিধ ভঙ্গিতে উক্ত হওয়ায় তাহাও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় সংশয়ারূঢ় ব্যক্তিগণের তত্ত্বসমাধানের উপায় কি? যদিও সমস্ত বেদ, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ নির্ণয়ের জন্য ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইতেই পরমার্থ-বিষয় জ্ঞাতব্য, তথাপি তাহাতেও মতদ্বৈত দেখা যায়। কারণ সূত্রসমূহে অল্পাক্ষরে অত্যন্ত গূঢ়ভাবে অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় কেহ কেহ তাহার অন্যরূপ অর্থ করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। এইজন্যই বলি, বাস্তব সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের এবং নানা সংশয় সমাধানের উপায় কি? যদি সর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ-সকলের সারার্থ, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য কোন সর্ব্বোত্তম পুরাণরূপ অপৌরুষেয়-শাস্ত্র পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত থাকে, তবে তাহাদ্বারাই বাস্তব সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হউক।

এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষীয় উক্তি উত্থাপিত করিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বলিতেছেন—ইহা সত্যকথা। কেননা, সর্ব্বপ্রমাণ-চক্রবর্ত্তি-স্বরূপ সেই শ্রীমদ্ভাগবতই আপনি উত্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপুরাণ-শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস সমুদায় পুরাণ প্রকাশ করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও চিত্তে সন্তোষলাভ করিতে না পারায় বেদান্তসূত্র-সকলের অকৃত্রিম-ভাষ্যস্বরূপ সমাধি-লব্ধ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় অর্থাৎ একত্র সন্নিবেশ দেখা যায়। যেহেতু সর্ব্ববেদার্থ-সূত্র-স্বরূপ গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন—"যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ধর্ম্ম বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বৃত্রাসুরের বধ-প্রসঙ্গ যাহাতে বিদ্যমান, তাহাকেই 'ভাগবত' বলে।

যে-ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা-দিবসে স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক দান করে, সে বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করিয়া থাকে।

"শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীহরির প্রিয় এবং ভগবদ্ভক্তগণেরও অভীষ্ট। তাই ইহা পরম সাত্ত্বিক। যথা পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের প্রশ্ন—"হে রাজন্! তুমি কি ভগবান্ শ্রীহরির অগ্রে ভাগবতপুরাণ ও তন্মধ্যে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করিতেছ।" উক্ত পুরাণেই ব্যঞ্জুলীদ্বাদশী প্রসঙ্গে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের উপদেশ, যথা—"হে রাজন্! রাত্রি জাগরণ, বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, গীতা, বিষ্ণুর সহস্র নাম ও শুকভাষিত পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ভগবৎ-সন্তোষের জন্য যত্ন-পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য।" সেই পুরাণেই আরও উক্ত হইয়াছে যে—

অম্বরীষ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥

হে অম্বরীষ! যদি সংসার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রত্যহ শ্রীশুক-মুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন কর।

স্কন্দপুরাণ বলেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দ-সমন্বিতঃ॥"

যিনি হরিবাসর-জাগরণে শ্রীহরির সন্নিধে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুল-সমূহের সহিত হরিধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

গরুড়পুরাণও বলিতেছেন—

পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ।
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত পরিপূর্ণ বস্তু। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ ও মহাভারতের তাৎপর্য্য ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে এবং ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুটভাবে বেদার্থ প্রকাশিত আছে। বেদসমূহের মধ্যে যেমন সামবেদ শ্রেষ্ঠ, পুরাণসমূহের মধ্যেও তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান। ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা কথিত। এই গ্রন্থ দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত। শতবিচ্ছেদ-সংযুত অর্থাৎ ৩৩৫ অধ্যায়-সমন্বিত এবং অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকে ভূষিত।

"শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপুরাণ-শ্রেষ্ঠ। তাই স্কন্দপুরাণ আরও বলেন—

শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ॥
যত্র যত্র ভবেদ্ বিপ্র! শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশ পুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

[কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র নাই, তাহার শত শত, সহস্র সহস্র অন্যান্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াই বা কি হইবে? কলিকালে যে ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত নাই, কিরূপে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায়? তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। হে বিপ্র নারদ! কলিকালে যে যে-স্থানে ভাগবতশাস্ত্র থাকেন, সেই সেই স্থানে পার্ষদগণের সহিত শ্রীহরি গমন করেন। হে মুনে! যে ব্যক্তি যত্ন-পূর্ব্বক নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশপুরাণ পাঠের ফল লাভ করিয়া থাকেন।]

প্রসিদ্ধ হেমাদ্রিকারের বচনেও জানা যায়—

বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ॥

বেদ, পুরাণ এবং কাব্য ইহারা যথাক্রমে প্রভু, মিত্র ও প্রেয়সীর ন্যায় হিত-বোধ করাইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত বেদাদির ত্রয়গুণবিশিষ্ট বলিয়া একাই উক্ত তিন শাস্ত্রের ন্যায় হিতোপদেশ করেন।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু কৃত শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থোদ্ধৃত বিষয়দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমল প্রমাণ ও শাস্ত্রশিরোমণি, তাহা যথাযথ প্রতিপন্ন হইল। জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের চরণে দীন অভাজনের

"ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি"

জয় জয় মহারাজ কেশব গোস্বামী।
কেমনে ও রাঙাপদ বন্দিবো আমি?
আমি অতি দীন হীন পতিত পামর।
পতিত পাবন তুমি করুণা সাগর॥
পাতকী তারিতে তুমি ত্যজিয়া সংসার।
লক্ষ লক্ষ পাতকীরে করিলে উদ্ধার॥
তব করুণায় মুঞি বঞ্চিত হইয়া।
নিদারুণ ভব-কূপে রহিনু পড়িয়া॥
মন্ত্র-হীন ক্রিয়া-হীন ভক্তি-হীন আমি।
দুরজন গণ-সনে ভ্রমি দিবা-যামী॥
তুমি কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ সাধু তুমি মহাজন।
ভক্তি জন্মে তব পদে লইলে শরণ॥
অজ্ঞান-তিমিরে সদা ঘুরিয়া বেড়াই।
আত্ম-শুভ কোন পথ দেখিতে না পাই॥
কৃষ্ণ তব প্রাণধন (তুমি) নিত্য কৃষ্ণ-দাস।
শ্রীকৃষ্ণ করেন সদা তব হৃদে বাস॥
ভীম ভব-জলধির উন্মত্ত তরঙ্গ।
নিরাশ করিছে মোরে করি' কত রঙ্গ॥
গুরু গর্জ্জি' ব্যোম-স্পর্শি অগণিত ঢেউ।
আকর্ষে আমারে রক্ষিবারে নাই কেউ॥
সংসার-অরণ্য-মাঝে শুধু একা আমি।
সুপথ হারায়ে সদা মন্দ পথে ভ্রমি॥

সে অরণ্যে ভীম মূর্ত্তি দুষ্ট রিপুগণ।
অবিরাম বজ্রনাদে করিলে গর্জন॥
মোরে গ্রাসিবারে সদা করে আক্রমণ।
হেরিয়া সে ভীম মূর্ত্তি ভীত সর্ব্বক্ষণ॥
হে প্রভু! হে মহারাজ! বহুগুণ-সিন্ধু।
এ' ঘোর বিপদে এক তুমি মাত্র বন্ধু॥
খনির তিমির-গর্ভে মানিক যেমতি।
আঁধার বিনাশ করে তুমিও তেমতি—
স্বীয় ভক্ত্যালোকে পাপ-তিমির নাশিয়া।
জীবেরে সুগম পথ দেহ দেখাইয়া॥
(তাই) ভয়ার্ত্ত হইয়া তব অভয় চরণে।
শরণ লইনু প্রভু রক্ষ ভীত জনে॥
শৈলসম রুধিয়াছে মায়া শুভ পন্থা।
(তুমি) সে-শৈল করহ চূর্ণ সর্ব্বাপদ-হন্তা॥
তুমি সর্ব্বগুণাকর, ভক্তি-রত্নাকর।
গৌড়ীয় আকাশে তুমি প্রদীপ্ত ভাস্কর॥
সবার আরাধ্য তুমি ভক্ত-প্রাণ-ধন।
করেছ জীবের হেতু বৈরাগ্যে বরণ॥
তোমার প্রতাপে ভয়ে হ'য়ে কম্পমান্।
দুষ্টজন তব পদে হ'লো লম্বমান্॥
তাহাদের মাথা নত হ'লো চিরতরে।
আনন্দে ভাসিল তা'রা ভক্তির সাগরে॥
মথুরা-অযোধ্যা-কাশী-গয়া-ব্রজভুলি।
দ্বারকাদি-বহু বহু তীর্থ পরিক্রমি॥
কেমনে করিতে হয় শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
শিক্ষা দিয়া কৈলে জীব-কল্যাণ সাধন॥
প্রভুপাদ যবে মর্ত্ত্য লীলা করি' শেষ।
যবে নিত্য-লীলা-মাঝে করিলা প্রবেশ॥

তখন ভাবিয়া ছিনু দীন জীবগণ।
কলুষ সাগরে ত্বরা হ'বে নিমগন॥
মায়াবাদী কুসিদ্ধান্ত-ঝড় উঠাইল।
সহজিয়া সখি-ভেকী তাতে যোগ দিল॥
কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী আদি নৃত্য আরম্ভিল।
অনাচার মেঘে ধর্ম্ম-সূর্য্য আচ্ছাদিল॥
বৈষ্ণব-উপরে কৈল নানা অত্যাচার।
উঠিল বৈষ্ণব-মাঝে ঘোর হাহাকার॥
এ-হেন দুর্দ্দিনে যদি তুমি না আসিতে।
তা' হ'লে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবেরে রক্ষিতে॥
কেহ না পারিত জীব যে'তো রসাতলে।
পাপের প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিত ভূতলে॥
মায়ার শৃঙ্খলে বাঁধা মূঢ় জীবগণ।
মুক্ত হোলো তব পদে লইয়া শরণ॥
বৈষ্ণব-জগতে হেন দয়াময় তুমি।
কি দিয়ে তোমারে পূজা করিব গো আমি॥
তবে যদি তুমি দয়া কর দয়াময়।
তবেত পূজিতে পারে এ গোপাল রায়॥

দীন অভাজন—
—পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, কবিভূষণ, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

বেদান্তবিৎ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পদানুসরণকারী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সাধারণের নিকট বেদান্তী বলিয়া পরিচিত। এবং যে-সকল সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ যথা —শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য, শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'ভাগবত'-সম্প্রদায় নামে অভিহিত; তথাকথিত বেদান্তীগণ নিজ সম্প্রদায়কে বেদান্তের একচ্ছত্রপতি বলিয়া মনে করেন এবং বৈষ্ণবগণকে বেদান্ত হইতে পৃথক্ মনে করিয়া নিজেদের অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। এ'ছাড়া আর একপ্রকার বেদান্তী-সম্প্রদায় আছেন যারা বেদান্তের কিছুই জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এমন এক অপসম্প্রদায়ও নিজেদের বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই শেষোক্ত বেদান্তীগণ অপসম্প্রদায় বলিয়া ইহাদিগকে শাঙ্কর-সম্প্রদায় বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেহই সম্প্রদায় বলিয়া

স্বীকার করেন না। এই অপসম্প্রদায়টি কিন্তু পৃথিবীর বহুস্থানে বেদান্তের প্রচার-কেন্দ্র খুলিয়া জগতের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, বেদান্ত-শাস্ত্র অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ভগবানের শাব্দিক মূর্ত্তি। কেহ যদি মনে করেন যে, সংস্কৃত-ভাষার কিছু অং বং জানিলেই বেদান্ত-শাস্ত্র বুঝা যায়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। বেদান্ত-শাস্ত্র ঐ ভাবে বুঝিবার শাস্ত্র নহে। এই শাব্দিক ভগবানের পরিচয় পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদান্ত-শাস্ত্রের মূল ওঁ-কার প্রণব এবং সেই বেদান্ত বুঝিতে হইলে তাহার মূল-বক্তা এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁহার একান্ত ভক্ত শ্রীঅর্জ্জুন বা তদনুগ ব্যক্তিগণের নিকট বেদান্ত পাঠ করা আবশ্যক। মূল বেদান্তবিদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বেদান্তের আদি বক্তা; সুতরাং তিনি যে ভক্তি-বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র গ্রাহ্যবস্তু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১৫।১৫) বেদান্ত সম্বন্ধে নিজের পরিচয় এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃৎ-বেদবিদেব চাহম্॥

"আমিই সেই ব্যক্তি,—যিনি পরমাত্ম তত্ত্ব হইয়া প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন। আমা হইতেই জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কার্য্য-কলাপের স্মৃতি বা বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আমি যে কেবলমাত্র সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম তাহা নহে, পরন্তু আমি পরমাত্মা রূপেও হৃদয়ে হৃদয়ে বাস করিয়া থাকি। শুধু তাই নহে, আমি সকলের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর। আমি যে কেবল জগতের ব্যতিরেক ভাব নিরাকার তাহা নহে, বা আমি যে কেবল সকলের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা তাহাও নহে, পরন্তু আমি আমার অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব সহ যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া বদ্ধজীবগণকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়া থাকি; কারণ **আমিই একমাত্র বেদান্তবিৎ। সমস্ত বেদ-বেদান্তের অনুসন্ধনীয় বস্তু একমাত্র আমি (শ্রীকৃষ্ণ), অতএব পরম বেদান্তবিৎ** আমিই জগতে তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন তত্ত্ববিদ্গণের জন্য (১) নিরাকার ব্রহ্ম, (২) মধ্যম পরুষাকার পরমাত্মা এবং (৩)পরম**পুরুষ** ভগবানের বিষয় সর্ব্বদাই শিক্ষা দিয়া থাকি।"

এখন আমাদের দেখা আবশ্যক যে, সেই পরম বেদান্তবিদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে বেদান্তের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বেদান্ত-শাস্ত্র সংক্ষেপে এইভাবে ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে 'ক্ষরশ্চাক্ষর' এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ (গীঃ ১৫।১৬)

পরমবেদান্তবিৎ শ্রীকৃষ্ণ বেদান্ত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই "দ্বৌ" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া দ্বৈতবাদেরই অবতারণা করিয়াছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর যে অনন্তকোটি বিভিন্ন বস্তুধাদি বর্ত্তমান আছে, তাহার মধ্যে দুই প্রকার চেতনবস্তু বর্ত্তমান। দুই প্রকার চেতনবস্তু তত্ত্বের মধ্যে একপুরুষ 'বস্তু', আর একপুরুষ 'বাস্তব'। যিনি 'বস্তু'-তত্ত্ব তিনি 'অক্ষর' পুরুষ এবং যিনি 'বাস্তব'-তত্ত্ব তিনি 'ক্ষর' পুরুষ। ক্ষর পুরুষ অর্থে যে পুরুষের পতন হওয়ার সম্ভাবনা আছে; আর অক্ষর-পুরুষ অর্থে যে পুরুষের কোনদিনই পতনের সম্ভাবনা নাই অতএব ক্ষরপুরুষ সাধারণ জীবকোটি এবং অক্ষরপুরুষ অসাধারণ—বিষ্ণুকোটি। যথা, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, কূর্ম্ম, বামন, কল্কি ইত্যাদি। ক্ষরপুরুষ মায়ার অধীন হইবার যোগ্য, কিন্তু অক্ষরপুরুষ কোনদিনই মায়ার অধীন হন না। তিনি সর্ব্বদাই মায়াধীশ এবং তাহার অধ্যক্ষ হইয়া বর্ত্তমান থাকেন। ক্ষরপুরুষ কোনদিনই অক্ষর-পুরুষ হইতে পারেনা। ইহাই ক্ষর ও অক্ষর এই দুই নিত্য চেতন পুরুষের পরস্পর পার্থক্য।

বরাহপুরাণে দেখা যায় যে, তত্ত্ববস্তু নিজেকে দুইভাবে বিস্তার করেন। সেই প্রকার পুরুষের মধ্যে এক অংশের নাম স্বাংশপুরুষ এবং অপর অংশের নাম বিভিন্নাংশ পুরুষ। স্বাংশ-পুরুষ ভগবান্ নিজে স্বয়ং এবং বিভিন্নাংশ-পুরুষ। স্বাংশপুরুষে ভগবানের সমস্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব ভগবানের বিভিন্ন শক্তি পরিচয়ের অন্যতম শক্তি মাত্র। ইহাই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের স্বভাবগত পার্থক্য। বিভিন্নাংশ জীব শক্তিতত্ত্ব বলিয়া অন্য শক্তির অধীন হইবার যোগ্য, কিন্তু স্বাংশতত্ত্ব শক্তিমানতত্ত্ব হইয়া শক্তিতত্ত্বের অধীশ্বর হইয়াই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন - যদিও শক্তি ও শক্তিমান তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান অভিন্ন। এই 'অদ্বয়-জ্ঞান' রূপ অভিন্নতা আর অদ্বৈত-জ্ঞান রূপ অভিন্নতা কিন্তু এক নহে; ইহাই সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

সুতরাং মায়াবাদী বেদান্তীগণ যে জীবকে আর ভগবানকে এক করিয়া জগজ্জঞ্জাল বিস্তার করত বেদ বা বেদান্ত আশ্রয়ে যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়াছে, তাহাতে জীবগণের অশেষ অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। মূর্খ, অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন নিজেকে সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিয়া উচ্ছন্নের পথ বিস্তার করে, সেই প্রকার ক্ষুদ্র জীব নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ ভাবিয়া বা অন্য ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান্ সাজাইয়া দিয়া সমস্ত জগৎকে বিপথগামী নরক-পথের পথিক করিয়া দেয়। এই বিপথগামী মানবগণের দুর্দ্দশার কারণ এই যে, তাহারা পরম বেদান্তী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা কোনদিনই অনুসরণ করে না। বেদান্তের ভাষ্য না জানিলে যদি অপসম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বেদান্তের যথার্থ ভাষ্য শ্রবণ করা আবশ্যক মনে করি। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,
Editor, "Back To Godhead"

শপথ ও সত্যপাঠ

ধর্ম্মাধিকরণে কোন অভিযোগ অথবা আবেদন-নিবেদন করিলে তাহা সত্যপাঠযুক্ত না হইলে বিচারকের গ্রহণীয় হয় না। শুধু তাহাই নহে, বাচনিক ও লিখিত প্রমাণের দ্বারা তাহার সত্যতা নিরূপণ করিতে হয়। বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে গেলে শপথ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণ লিখিত কিছু অভিযোগ বা আবেদন বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেই তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। যে-কোন আবেদনের বিরুদ্ধে অপর পক্ষের কি বক্তব্য, তাহাও শ্রবণীয়। এবং অপর পক্ষেরও তাহার যাহা বক্তব্য তাহা 'শপথ' ও 'সত্যপাঠ'যুক্ত হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ তাহাও গ্রহণীয় হইবে না। অপরপক্ষ নীরব থাকিলে কেবল আবেদনকারীর শপথযুক্ত উক্তির উপরেই বিচার ও সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।

'শপথ' ও 'সত্যপাঠে'র বিধান প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং যিনি শপথ করিবেন ও সত্যপাঠ লিখিবেন, তাহাকেও উক্ত সংবিধান মানিয়া চলিতে হইবে। নচেৎ তাহা ধর্ম্মাধিকরণে গৃহীত হইবে না। **শপথ** গ্রহণের সময় বলিতে হয় —"আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য হইবে; আমি মিথ্যা বলিব না; আমার বক্তব্য বিষয়ের কোন অংশ মিথ্যা হইবে না; আমি কিছুই গোপন করিব না।" **সত্যপাঠে** লিখিতে হয়—আমি আবেদনে যাহা বলিয়াছি তাহার সমস্ত অংশই সত্য।" যদি উহার সমস্ত অংশ জ্ঞানমতে সত্য না হয়, তবে বিস্তৃত করিয়া পৃথক পৃথকভাবে লিখিতে হইবে যে, "আমার আবেদনের 'অমুক' অংশ জ্ঞাতমতে সত্য, 'অমুক অমুক' অংশ বিশ্বাসমতে সত্য এবং 'অমুক অমুক' অংশ অবগতিমতে সত্য।" ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণের এবং বিচার-জগতের রীতি।

এই রীতি অবলম্বন করিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে হইলে উক্ত বিধি-ব্যবস্থামূলক ন্যায়কোবিদগণের পরামর্শ আবশ্যক। এইরূপ বিধানের উদ্দেশ্য, —সাধারণ প্রমাণ-জ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিসকল যখন-তখন যে-কোন কথা বলিয়া বিচার উথাপন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণের অযথা সময়ক্ষেপ না করিতে পারেন। আজকাল সময়ের মূল্য অধিক। মুদ্রামাণ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় প্রকৃতপ্রস্তাবে বস্তুর মূল্য অধিক অনুমিত হয়। বর্ত্তমানে সময়ই আমাদের অধিক মূল্যবান বস্তু। সুতরাং শ্রীপত্রিকার বিচারধারা ও সংবিধান যাহা শাস্ত্রকারগণ অথবা পরম-অভিজ্ঞ সিদ্ধগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুগত হওয়াই একমাত্র

কর্ত্তব্য। অনেক পত্রিকা-পরিচালক কোন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহা খুসী তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ন্যায়-কোবিদগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যবর্গই এস্থলে ন্যায়-কোবিদ। গুরু বা আচার্য্য পদাশ্রয় না করিলে কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা আবেদন-নিবেদন উঠিতে পারে না। প্রশ্ন করিতে হইলে কিছু জানা আবশ্যক হয়। যে কিছু জানে না, সে কি প্রশ্ন করিবে?

সুতরাং বেদব্যাস প্রথমেই "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"র ক্ষেত্র রচনা করিতে গিয়া 'অথ' এই শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব অভিজ্ঞানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র বস্তু-নির্দ্দেশক সম্বন্ধ-জ্ঞানের গ্রন্থ। অভিধেয়ক্ষেত্রে শাণ্ডিল্য-ঋষিরও একই পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। "অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা" সূত্রটির প্রারম্ভিক শব্দ 'অথ'। ইহাও সাধন-মার্গের পূর্ব্বঅভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং জিজ্ঞাসাধিকরণেও পূর্ব্বাভিজ্ঞতার লক্ষণ আবেদনকারী সাধকের হৃদয়ে না থাকিলে আবেদনের বা অভিযোগের কোন প্রশ্ন বা ক্ষেত্রই উপস্থিত হয় না। তজ্জন্য ন্যায়-কোবিদ গুরুবর্গের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক।

ন্যায়-কোবিদগণই নয়-কোবিদ, তজ্জন্যই আচার্য্যবর্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন—"বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।" ন্যায়-কোবিদ বা নয়কোবিদ আচার্য্যবর্গের শ্রীচরণাশ্রয়ই একমাত্র বস্তু-তত্ত্বজ্ঞানের বা বস্তুসিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণে ইহার বাহ্য 'ঠাট' পরিদৃষ্ট হইলেও ইহা অন্তঃসারশূন্য বলিয়া মনে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, আজকাল যাঁহারা সংবিধান রচনা করেন, তাঁহাদিগকে শপথ গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু সেই সংবিধান অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কোন অভিযোগের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন, তাঁহাদের কোন শপথ গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলে অভিযোগকারীকে অবনত-মস্তকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে। ইহা শরণাগত সেবকের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণে ইহাকে বিধির ছাচে গড়া একটা অবিধি বলা যাইতে পারে। আমরা বলি,—ইহা একপ্রকার রাগ-মার্গ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা ন্যায়কোবিদ, তাঁহারা তাহাদের অনুগত জনের প্রতিনিধি হইলেও সত্যপাঠের প্রতিনিধিত্ব করেন না। অথবা তাঁহাদিগকে কোন শপথও গ্রহণ করিতে হয় না। উচ্চতর ধর্ম্মাধিকরণে কোন আপত্তি নিবেদন করিলেও নয়কোবিদগণকে 'জ্ঞানমতে সত্য'—এইরূপ কোন উক্তি প্রত্যক্ষভাবে লিপি-

বদ্ধ করিতে হয় না। বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণের এইরূপ রীতিনীতি সাংবাদিকগণকে মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইতেছে। নিরপেক্ষ সত্য শপথ করিয়া লিখিবার অধিকারও সাংবাদিকগণকে দেওয়া হয় না। সত্যপাঠের অধিকার অপেক্ষা শপথ গ্রহণের দায়িত্ব সাক্ষাদ্ভাবে গুরুতর বলিয়া মনে করি। আমরা এই গুরুত্ব বর্ত্তমান অবস্থায় শিরে ধারণ করিয়া তদনুসারে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা বহন করিয়া লোক-সমাজে নিবেদন জানাইতে প্রস্তুত হইয়াছি।

আজকাল অপ্রিয়-সত্যের আদর নাই। শপথ গ্রহণ করিলেও অপ্রিয়-সত্য গোপন রাখিতে হইবে—ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্মাধিকরণের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নয়কোবিদগণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের শরণাগত জনগণকে হুসিয়ার করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ধর্ম্মাধিকরণে সত্য নিরূপণের প্রধান পরিপন্থী। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এইপ্রকার দুর্নৈতিক প্রবর্ত্তন উল্লঙ্ঘন করিয়াই চলিবে। অপ্রিয়-সত্য কখনও গোপন করা হইবে না। ইহা শপথ গ্রহণ বিধানের অনুকূলই হইবে। অর্থাৎ শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতে হয় ,—"আমি কিছু গোপন করিব না। আমি 'সত্যপাঠ'-স্বরূপে জ্ঞান, বিশ্বাস ও অবগতিমতে যাহা জানি, তাহা কখনও গোপন করা হইবে না।" "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—ইহা আপাত সত্যবাদী দুর্নৈতিকগণের জন্য উপদেশ। চক্ষের সম্মুখে যাহা সত্য বলিয়া দেখিব, তাহা গোপন করিব কেন? জনসাধারণের সমক্ষে তাহার মুখোস খুলিয়া পারমার্থিক সাংবাদিকগণের তাহা প্রকাশ করা উচিত। আমরা নির্ভীকভাবে প্রকৃত শপথ গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক সংবাদ পরিবেশন করিব; কোন কথা গোপন করিব না। ইহাতে যদি নিজের ঘরের লোকের এমন কি, আপন ভাই-বন্ধুবর্গের কোন গোপনীয় কথা জানা থাকে, তাহাও গোপন না করিয়া প্রকাশ্যভাবে জানাইব —অন্যান্য সম্প্রদায়, অপসম্প্রদায়, নবীন সম্প্রদায়ের তো কা কথা। আমরা গত বর্ষে ইহার ইঙ্গিতও করিয়াছি। তবে ইহা ধ্রুবসত্য যে, আমরা শাস্ত্রীয় বিধান বিন্দুমাত্রও উল্লঙ্ঘন করিব না।

আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব

গত ৬ই মাঘ ১৩৬৩, ইং ২০শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ রবিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে সেবাবিগ্রহ শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অনুগত জনমাত্রই এই মহাজনের পরিচয় সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবকগণকে তাঁহাকে 'অজাতশত্রু' বলিয়া জানাইয়া গিয়াছেন। ইনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজের সহিত একান্ত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া একযোগে সমিতির সেবা-পরিচালনাদি করিয়াছেন। ঠাকুর মহাশয়ের সেবানুগত্য সাধক-

মাত্রেরই আদর্শ। শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের যে লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এই মহাপুরুষের জীবনীতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শাস্ত্র বলেন—"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥" শ্রীল গুরুমহারাজ উক্ত শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বনগাঁর নিকটবর্ত্তী আনন্দপাড়া গ্রামে বেলা ১টা হইতে ২॥০ পর্য্যন্ত ১॥০ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা কীর্ত্তন করেন। ঠাকুর মহাশয়ের একান্ত অনুগত তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বাবু এই উৎসবের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। গোপালবাবুর অন্যান্য ভ্রাতৃগণও এই উৎসবের সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করেন। আমরা এই সজ্জন পরিবারবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজ্যপাদ শ্রীল পর্ব্বত-মহারাজের নির্য্যাণ

আমরা গভীর মনোবেদনার সহিত জানাইতেছি, জগদ্বরেণ্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ বিগত ২১শে মাঘ, ১৩৬৩, (ইং ৪।২।৫৭) সোমবার মাঘী শুক্লাপঞ্চমী দিবসে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ইহলীলা সম্বরণ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি ন্যূনাধিক ৭৫ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম বিশ্রম্ভ প্রিয় সেবকগণের মধ্যে ইনি একজন প্রধান। পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিক লাভ না করিলেও স্বামিজী মহারাজের তত্ত্বজ্ঞানের বিচার-নৈপুণ্য গৌড়ীয়-মিশনের প্রত্যেক সেবককে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার প্রচার-ধারা বঙ্গদেশের ভক্ত-সমাজে সুবিদিত। তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ুরভঞ্জ-ষ্টেটের অধীন উদালা নামক স্থানে "শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন। তাঁহার এই নিজস্ব মঠেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিয়োগে বিশেষ মর্ম্মাহত ও সহায়হীন বলিয়া মনে করিতেছি। তাঁহার অনুগত চারি আশ্রমের শিষ্যবর্গের প্রতি বিরহ-ব্যথায় সমবেদনা জানাইতেছি। আশাকরি, তাঁহারা পূজ্যপাদ শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের আদর্শ ও শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া পারমার্থিক জীবন অতিবাহিত করিবেন।

ভক্তির প্রচার

গোলকগঞ্জে ব্যাসপূজা ঃ—পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে বিগত ৫ই ফাল্গুন হইতে ৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত (ইং ১৭-১৯।২।৫৭) দিবসত্রয় গোলকগঞ্জ নিবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি-গ্রন্থানুসারে বিরাট্ ও অভিনব আকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বেলা ১২টা হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সমাগত বিপুল জনসাধারণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আসাম-প্রদেশে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নব-

প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের নিজস্ব প্রাঙ্গনে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী ও শ্রীধন্যাতিধন্য ব্রহ্মচারীদ্বয়ের সেবাচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

চুঁচুড়া-সহরে ব্যাসপূজা ঃ—প্রতি বৎসরই শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা-পদ্ধতি-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবৎসর শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যাসপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আসাম-প্রদেশের গোলক-গঞ্জে অবস্থান করায় চুঁচুড়ার সেবকগণ তাঁহার অভাবে আন্তরিক ব্যথা অনুভব করেন। তাহা সত্ত্বেও এই বৎসর এখানকার ব্যাসপূজা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। কল্যাণপুরের শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রভু, সস্ত্রীক শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, আনন্দপাড়া হইতে সস্ত্রীক শ্রীপাদ গৌরেন্দু প্রভু, চন্দননগর হইতে সবান্ধব শ্রীপাদ রাখাল প্রভু, কলিকাতা ট্যাংরা হইতে শ্রীযুত নিতাই বসু ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ও চুঁচুড়ার স্থানীয় ভক্ত ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়া পূজা-পদ্ধতি ও রীতি-নীতির অংশ গ্রহণ করেন। সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। এই উৎসবের সৌষ্ঠবের জন্য শ্রীরঙ্গনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ভক্তিরঞ্জন, শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুবৈভব ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯৫৬ সালের ২২শে জুন তাং-এ প্রকাশিত ভারত সরকারের "The Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956" আইনের অষ্টম রুল অনুযায়ী জানাইতেছি যে,—

(১) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী) পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়। (২) পত্রিকাখানি প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ প্রতিমাসে একবার প্রকাশিত হয়। (৩) উক্ত পত্রিকার মুদ্রণকারীর নাম—শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ওরফে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। জাতি হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ। ঠিকানা—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী) পশ্চিমবঙ্গ। (৪) প্রকাশক—ঐ। (৫) সম্পাদক—ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ। জাতি—হিন্দু, সারস্বত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। ঠিকানা—ঐ। (৬) শ্রীপত্রিকার স্বত্বাধিকারী—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিপক্ষে উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। এই সমিতি এখনও রেজিষ্ট্রী হয় নাই।

আমি শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিষয়গুলি আমার যথাসম্ভব জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি—৩০শে ফাল্গুন, ১৩৬৩। ইং—১৪।৩।৫৭।

স্বাঃ—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন,
প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২৮ বিষ্ণু, ৪৭১ গৌরাব্দ শনিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৬৩; ইং ১৩।৪।৫৭ | ২য় সংখ্যা

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(২)

সুজনোদধি-সংবৃদ্ধিপূর্ণচন্দ্রো গুণার্ণবঃ।
অমন্দানন্দসান্দ্রো নঃ প্রীয়তামিন্দিরাপতিঃ॥ ১॥
রমাচকোরীবিধবে দুষ্ট-দর্পোদবহ্নয়ে।
সৎপান্থজন-গেহায় নমো নারায়ণায় তে॥ ২॥
চিদচিদ্ভেদমখিলং বিধায়াধায় ভুঞ্জতে।
অব্যাকৃত-গৃহস্থায় রমাপ্রণয়িনে নমঃ॥ ৩॥
অমন্দগুণসারোঽপি মন্দহাসেন বীক্ষিতঃ।
নিত্যমিন্দিরয়ানন্দসান্দ্রো যো নৌমি তং হরিম্॥ ৪॥
বশী বশে ন কস্যাপি যোঽজিতো বিজিতাখিলঃ।
সর্ব্বকর্ত্তা ন ক্রিয়তে তং নমামি রমাপতিম্॥ ৫॥

অগুণায় গুণোদ্রেক-স্বরূপায়াদিকারিণে।
বিদারিতারিসঙ্ঘায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥
আদিদেবায় দেবানাং পতয়ে সাদিতারয়ে।
অনাদ্যজ্ঞানপারায় নমো বরবরায় তে ॥ ৭ ॥
অজায় জনয়িত্রেঽস্য বিজিতাখিল-দানব।
অজাদিপূজ্যপাদায় নমস্তে গরুড়ধ্বজ ॥৮ ॥
ইন্দিরামন্দসান্দ্রাগ্র্যকটাক্ষপ্রেক্ষিতাত্মনে।
অস্মদিষ্টৈক-কার্য্যায় পূর্ণায় হরয়ে নমঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

শ্রীমান্ কমলাপতি আমাদের প্রতি প্রীত হউন। তিনি সজ্জন-সমুদ্রের সম্বর্দ্ধনে পূর্ণচন্দ্র, পরমানন্দ-ঘন এবং নিখিল-সদ্‌গুণসিন্ধু ॥ ১ ॥

হে দেব! নারায়ণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি কমলারূপিণী চকোরীর পূর্ণচন্দ্র, দুষ্টদর্পবিনাশনে বাড়বানল এবং সজ্জনরূপ পথিকগণের বিশ্রামনিলয় ॥২॥

যিনি চিদচিদ্‌রূপী নিখিল ভেদের সৃষ্টি করিয়া তাহা ভোগ করিতেছেন, সেই কমলা-প্রণয়ী অব্যক্ত গৃহস্থকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

যিনি পরমোত্তমগুণোৎকর্ষসমন্বিত ও আনন্দঘন এবং ইন্দিরাদেবী মন্দহাস্য-সহকারে নিরন্তর যাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই শ্রীহরিকে স্তুতি করি ॥ ৪ ॥

যিনি সর্ব্বজগতের বশীকর্ত্তা, সর্ব্বলোকবিজেতা, সর্ব্বকর্ত্তা, স্বয়ং কাহারও দ্বারা বশীভূত, বিজিত বা কৃত নহেন, সেই রমাকান্তকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

হে প্রভো! বাসুদেবরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ং প্রাকৃতগুণ-সম্পর্কশূন্য হইলেও আপনার ঈক্ষণহেতুই প্রাকৃত গুণসমূহের বিক্ষোভ অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির উদ্দেশে প্রবৃত্তি ঘটিতেছে। আর, আপনি দৈত্যপ্রমুখ রিপুগণের বিদারণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

দেবগণেরও অধিপতি, আদিদেব, অনাদি-অজ্ঞান বা অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত, শত্রুকুলনিসূদন এবং পরমোত্তম আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

হে অখিল দানববিজয়িন্! গরুড়ধ্বজ! আপনি স্বয়ং অজ, অথচ এই বিশ্বের জনক এবং ব্রহ্মাদিদেবগণের পূজ্যপাদ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ ইন্দিরাদেবী মনোহর পরমোত্তম নিবিড় কটাক্ষদ্বারা সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যাঁহার চরিত আমাদের অভীষ্ট ও অতুলনীয়, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ ও জীবের চিদচিদ্ আশ্রিতা বৃত্তিদ্বয়

শ্রীগৌরসুন্দরে যাঁহার ভক্তি আছে তিনি ভক্ত। শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্। কেবল ভগবান্ নহেন 'স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ'। 'স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ' হইতে যিনি গৌরসুন্দরকে ভেদবুদ্ধি করেন তাঁহার বৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখিনী নহে; জড় বুদ্ধি মাত্র। জীবের বৃত্তি দুই প্রকার—চিদ্বিষয়িণী ও অচিদাশ্রিতা। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌরের মধ্যে ভেদ লক্ষিত হয়। চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। তাঁহাদের লীলাগত পরিচয় বৈশিষ্ট্য অচিদাশ্রিতা বুদ্ধিতে অনুভূত হইলে জড়রস প্রবল হইয়া ভক্তি সুপ্তা হন, আবার চিদ্বিষয়িণী বুদ্ধিতে উদয় হইলে সেবাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। লীলাময়ের সেবা প্রতিকূলভাবে হয় না। জীব অচিদাশ্রিত-বৃত্তিতে অবস্থিতিকালে জড়রসকে কৃষ্ণরস বলিয়া ভ্রম করে। শ্রীগৌর ভগবান্ 'স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ' হইয়াও জীবের প্রতি কৃষ্ণ অপেক্ষাও করুণাময়। শ্রীগৌরসুন্দর অচিদাশ্রিত বৃত্তিবিশিষ্ট বদ্ধ-জীবেরও আরাধ্য। শ্রীগৌরারাধনাফলে জীবের অচিদাশ্রিত-বৃত্তি শিথিল ও লঘু হইয়া পড়ে। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় তাঁহার সুপ্ত চিদ্বিষয়িণী বৃত্তি প্রকাশ-মানা হয়। তিনি গৌরপ্রসাদে শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন।

আশ্রয়-জাতীয় লীলাময় কৃষ্ণই গৌরসুন্দর

কৃষ্ণের 'আশ্রয়'-জাতীয়-লীলাময় স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌরসুন্দর, জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা দূর হইলেই উপাস্য ভগবান্ 'বিষয়জাতীয়-লীলাময়ের সহ অভিন্ন স্বয়ং-রূপে সেবিত হন। তখন সাধকের অচিদ্বৃত্তি একেবারে নিদ্রিত হয়। ব্রজেন্দ্র-নন্দন বা গৌরসুন্দর অদ্বয়-জ্ঞান। জীবের অচিদ্বৃত্তি প্রবল থাকা কালে গৌর

ভগবানে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলেই তাঁহাকে অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া নিত্যানুভূতি হয়। তখন স্বয়ংরূপ ভগবানের বিষয়-জাতীয়-লীলা ও আশ্রয়-জাতীয়-লীলার উচ্চাবচ দর্শন-জন্য মায়িক ভেদ, অদ্বয়-জ্ঞানের বিপর্য্যয় করিতে সমর্থ হয় না। জড়-জগতের 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'-গত দর্শনে অদ্বয় জ্ঞানের অভাব আছে। বিশেষতঃ অদ্বয়-জ্ঞান ভগবত্তায় স্বয়ংরূপ, স্বাংশ প্রভৃতি চিন্ময় ভগবদ্-'বিশেষ'-সমূহ ব্যাঘাত করে না। মায়া-জন্য অংশত্ব বা অংশীত্ব অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তায় স্থান পায় না, যেহেতু ভগবত্তায় মায়াধীশত্ব নিত্যকাল প্রবল।

বিভিন্নাংশজীব অণু; কিন্তু গৌরসুন্দর আশ্রয়ভাবে বিভু-বিষয়

ভগবত্তায় বিষয় ও আশ্রয়গত বিচিত্রতায় মায়িক হেয়তা বা অভাব নাই। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব আছে তাহাই ভগবত্তার অংশগত ভেদ বা বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশ জীবপদবাচ্য। যেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাই অখণ্ড মায়া। উহাও বিভিন্নাংশ। অংশগত ভগবদ্রাহিত্য হেতু জীব, ভগবদ্বিভিন্ন জড় মায়ার অঙ্গীকার করেন উহাই অবিদ্যা বা হরি-বৈমুখ্য। জীবের দ্বৈত-ধারণায় বিষয় ও আশ্রয়গত নিত্যরসময় ভগবত্তায় বৃহত্ত্ব, অণুত্ব প্রভৃতি পরিমাণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেখানেই জীবানুভূতিতে আশ্রয়গতলীলায় অণুত্বের ধারণা প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি আশ্রয়গত ভগবত্তাকে বিষ্ণুকোটির অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ না করায় স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ, স্বীয় আশ্রয়গত ভাবাঙ্গী-কারময় গোলোকের নদীয়া প্রকোষ্ঠস্থ নিত্যলীলা প্রপঞ্চে প্রদর্শন করেন। অণু-চৈতন্য জীবের ভাষায় বর্ণন করিতে গিয়া, অণুচিৎ জীবের বুদ্ধির গোচর করাইতে গিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভু, নিত্য বিষয় ভাবাঙ্গীকারী সম্ভোগ-রসময়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারের নিত্যাভিলাষ ও নিত্য-গৌরলীলা-বৈচিত্র জগৎকে জানাইয়াছেন। তাহাতে আশ্রয়ভাবের হেয়ত্ব প্রদর্শক মায়িক জয় পরাজয় নাই।

অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দর ও অদ্বয়-অজ্ঞান মায়া
জীব মায়াদ্বারা বহির্ম্মুখতাপ্রাপ্ত

জীব ও মায়া উভয়ই অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরের ভেদাংশ বিশেষ। মায়া সম্পূর্ণ হরিবিমুখতার অনাদি অদ্বয় ভাব বা অজ্ঞান। জীবের সহিত অদ্বয়াজ্ঞান মায়ার অনিত্য সম্বন্ধ আছে। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বিভিন্নাংশ জীবের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া জীবকে নিত্য কৃষ্ণদাস এবং অনাদি বহির্ম্মুখ বলিয়াছেন। জীব কোন দিন মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন পরন্তু বিষ্ণু-সেবাবৈমুখ্যে তাঁহার

অনাদিকাল হইতেই বহির্ম্মুখ ধর্ম্ম স্বরূপগঠনেই অনুস্যূত আছে। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া জীব বিষয়-আশ্রয়গত নিত্য রসে সেবা ত্যাগ করিয়া বিষয়গত-ভাবকে অস্মিতায় আবাহনপূর্ব্বক নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। মায়িক অতদ্ রূপ-বৈভবকে আশ্রয়স্বরূপ লাভ করিয়া নিজে বিষয় হইয়া ক্লেশনামক ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন।

গৌরের আশ্রয়-ভাবাস্বাদনকল্পে ঔদার্য্যময় জীবোদ্ধারলীলা

বিষয়-বিগ্রহ হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল আশ্রয়বিগ্রহের নিত্যবৃত্তিগত আস্বাদন-লীলায় ব্যস্ত আছেন। জীবের প্রতি উদার হইয়া জীবের একমাত্র কল্যাণের উপায়রূপ স্বীয় অমন্দোদয়া করুণা বিতরণে ব্যগ্র। জীব যদি মহা-বদান্য গৌরকরুণা গ্রহণ না করিয়া আশ্রয় আলম্বন ছাড়িয়া গৌরাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণকে তাঁহার ন্যায় বিভিন্নাংশ বা অজ্ঞান মায়া জানেন তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারগত লীলায় অপ্রবিষ্ট থাকিয়া কোনদিনই কৃষ্ণভজন করিতে পারিবেন না। অচিদ্বৃত্তি ছাড়াইয়া জীবকে দুঃসঙ্গ মুক্তকরণাভিপ্রায়েই ভগবান্ গৌরহরি জীবের কল্যাণলাভের মূল স্বরূপগত আশ্রয় ভাবাঙ্গীকার প্রদর্শন করিয়াছেন। জীব নিজ বিমুখ অবস্থা প্রবল রাখিবার জন্য যদি আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণকে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের কথা না শুনেন তাহা হইলে তিনি মায়িক জড়-বিষয়েই আবদ্ধ থাকিবেন। তাঁহার শ্রীগৌরপাদপদ্ম আশ্রয় করার সৌভাগ্য-সম্ভাবনা কোনদিনই হইবে না। জড় বিষয়ে চিরকাল যাপন করিবেন।

জীব নিজস্ব আত্মাকে ভুলিয়া পরস্ব দেহাদির সুখে মত্ততাই ভাড়াটিয়া বুদ্ধি

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়িক জগতের অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া জীব ভোক্তাভিমানে সেই নিত্যদাস্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। পরের গৃহে বাস করিয়া দেহকে আত্মজ্ঞান, আবাস্য স্থানের হরিদাস্যরূপ চিৎ-প্রকাশ না বুঝিয়া ইন্দ্রিয়সুখতৎপরতায় ভোক্তাবুদ্ধিতে নিত্যধর্ম্মের নামে জড়-জগতে ভাড়া দাখিল করিতেছেন। দ্রব্যগুলি নিজের না হইলেই ভাড়া দিতে হয়। দেহে আত্মজ্ঞান হইলেই জড়ের সুখ-মূল্য ভাড়া আদায় করিতে হয়। ইহাকেই বলে জড়ে প্রভুত্ব বা ভাড়া আদায়। জড়াভিমানীর পরিচর্য্যা করিয়া দিয়া মাসিক শুল্ক গ্রহণ বা ঠিকা ফুরণ ভাড়া লাভের জন্য যাবতীয় চেষ্টা।

শ্রীমূর্ত্তি, ভাগবত, মন্ত্রাদিতে আপনবোধ না থাকায় ভাড়া দেওয়া হয়

গৌরসুন্দর বলিলেন—সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না, কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজত্বকে জড়ের নিকট ভাড়া দিলে গৌর-সেবা হয় না। কেহ **শ্রীমূর্ত্তি ভাড়া** দিয়া আর্থলাভপূর্ব্বক কৃষ্ণবিমুখ মায়িক দেহ পোষণ করেন, কেহ বা মায়িক ভোগপর মনের পুষ্টি সাধন করেন। কেহ **শ্রীমদ্ভাগবত ভাড়া** দিয়া অর্থ লাভ করিয়া মায়িক দেহ ও হরিসেবা-বিমুখ মনের পুষ্টি সাধন করেন। কেহ **মন্ত্রাত্মক** গৌর ভগবান্‌কে **ভাড়া** দিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য নামে বিক্রীত হন, কেহ চৈতন্যচরিতামৃত ভাড়া দিয়া গৌরভক্ত খ্যাতি লাভ করেন।

বক্তৃতা ভাড়া, গ্রন্থরচনা ভাড়া প্রভৃতি ভাড়ার বিভিন্নরূপ

কেহ উৎকট প্রেমিক ভক্ত সজ্জা ভাড়া দিয়া, কেহ **গৌরগ্রন্থ** প্রচার ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভক্তির **বক্তৃতা** ভাড়া দিয়া, কেহ বা **রস কবিতারচনা** ভাড়া দিয়া, কেহ বা নিজশিক্ষা **গুরুগিরি** ভাড়া দিয়া গৌরভক্তির নিকট নিত্যকাল বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা **রসগীতগান** ভাড়া দিয়া কেহ বা ভাড়াটিয়া ভক্তাভিমানীকে নিজ প্রাকৃত অর্থ ভাড়া দিয়া, কেহ বা ভাড়াটিয়াকে ভক্ত সংজ্ঞা ভাড়া দিয়া, কেহ বা ইষ্টগোষ্ঠী ভাড়া দিয়া, কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্য ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণব পত্রিকা ভাড়া দিয়া, কেহ বা বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদন ভাড়া দিয়া, কেহ বা গৌর প্রসাদান্ন ভাড়া দিয়া, কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাসীগিরি ভাড়া দিয়া ভক্ত হন, কেহ বা জড় লাম্পট্যে উৎসাহ ভাড়া দেন।

শুদ্ধভক্ত ভাড়াটিয়া নহেন—তাঁহাদের সেবায় আদান-প্রদান নাই

ভাড়াটিয়া ভক্ত নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আদায়ী ভাড়াগুলি নিজ প্রতিষ্ঠা, নিজ কনকার্জ্জন, নিজ কামিনী-তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন, মনে করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই এরূপ ভাড়া দেওয়া-নেওয়া-কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। ভাড়া দেওয়া-নেওয়ার অভিনয় করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুযায়ী—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে" ॥

—এইটী তাঁহারা সুন্দররূপে সর্ব্বদা আলোচ্য-বিষয় করিয়া রাখেন। ভাড়াটিয়া ভক্ত নিমন্ত্রণ করিলে বা তাহাতে অনেক পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা বৈষ্ণবসেবা হয়

না। ভক্তির অনুষ্ঠান জন্য ভাড়ার রকমারি অনেক প্রকারে আদায় হইলেও, তদ্দ্বারা প্রকৃত হরিসেবা হয় না। ভাড়াটিয়ার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না, ভাড়া-বুদ্ধিতেও গৌরভক্তি হয় না।

ভাড়া আদান-প্রদানের দ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান হয় না

ভাড়া দিলে শ্রীধামে যাওয়া যায় না, ভাড়া আদায় করিলেও শ্রীধামবাসী হওয়া হয় না। নিজের সেবা প্রবৃত্তি না হইলে পরদ্বারা হরিসেবা হয় না। **ধন-শিষ্যাদিদ্বারা ভক্তি হয় না। ভাড়াটিয়া গায়ক হরিনাম করিতে পারেন না, ভাড়াটিয়া বাদক হরিকীর্ত্তনে বাজাইতে পারেন না। ভাড়াটিয়া শ্রোতা হরিকীর্ত্তন শুনিতে পান না, ভাড়াটিয়া বক্তা হরিকীর্ত্তন গাইতে পারেন না।** ভাড়াটিয়া শিষ্য ভাড়াটিয়া গুরু উভয়েই নিজত্বে স্থাপিত নহেন বলিয়া তাঁহাদের গৌরভক্তির অভাব হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের জানিলেই উহা ভাড়া দিবার জন্য নহে, বুঝিতে পারা যায়।

হরিসেবায় আপনবোধ হইলে তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা চলে না

তর্ক-বিতর্ক ভাড়া দেওয়া যায়। মিছাভজন ভাড়া দেওয়া যায় কিন্তু ভক্তের নিজ ভজন ভাড়া দেওয়া যায় না। মানুষ নিজ বাড়ী, নিজ বাহন প্রভৃতি ভাড়া দেয় না। নিজের না থাকিলেই ভাড়া লইতে হয়। ভাড়ার জিনিসকে নিজের সত্ব বলিয়া প্রচার করিলে কপটতা হয়। তজ্জন্য ভাড়াটিয়া ভক্ত নহেন। ভক্তি নিজের নিত্যবৃত্তি। কৃত্রিম বৃত্তি নহে। অন্যাভিলাষযুক্ত হইলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না। অচিৎ ভোগপর ফললাভাকাঙ্ক্ষার আবরণ থাকিলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ আবরণে গৌরের অনুশীলন হয় না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণ ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলে, ভক্তি ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া চলে না। যাহারা ভক্তি ভাড়া লয় বা দেয় তাহারা ভক্ত নহে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

নিশ্চয়

নিশ্চয়াত্মা ও সংশয়াত্মা

'শ্রীউপদেশামৃতে' গোস্বামী-মহোদয় ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে 'নিশ্চয়' হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যে-পর্য্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে-পর্য্যন্ত লোকে সংশয়াত্মা থাকে। সংশয়াত্মা পুরুষদিগের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়াক্রান্ত চিত্তে অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে হইবে? গীতায় বলিয়াছেন :—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ (৪।৪০)

'সম্বন্ধ'-জ্ঞানহীন এবং শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই, এবং তাহাদের কোন সুখ হয় না। যাহার 'শ্রদ্ধা' হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কেননা 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থই দৃঢ় বিশ্বাস। যতক্ষণ 'সংশয়' আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শ্রদ্ধাবান্ জীব সর্ব্বদাই 'সংশয়'-হীন।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক দশমূলতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব মাত্রকেই 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন',—এই তত্ত্ব-ত্রয় প্রথমেই জানিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এই তত্ত্বত্রয়ে দশটি মূল বিষয় আছে; যথা—**প্রথম মূল** এই,—বেদশাস্ত্রই একমাত্র **প্রমাণ**। প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই প্রমাণকে জানা আবশ্যক। **প্রমেয় নয়টি**, ও সেই প্রমেয়-গুলিকে বিচার-বিষয়ীভূত করিতে হইলে, অগ্রে প্রমাণের আবশ্যক। নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার 'প্রমাণ' নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, প্রভৃতি প্রমাণ; কেহ অন্যান্য বিষয়কেও প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণব শাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে 'গৌণ-প্রমাণ' বলিয়াছেন; অতএব আম্নায়প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ ও গ্রাহ্য।

অচিন্ত্যভাব ও চিন্ত্যভাব

জগতে যত যত ভাব আছে, সেগুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাব 'অচিন্ত্য' এবং কতকগুলি ভাব 'চিন্ত্য'। প্রাকৃত ভাব সমূহ—চিন্ত্য অর্থাৎ মানবের চিন্তামার্গে স্বয়ং উদয় হয়। অপ্রাকৃত ভাব—অচিন্ত্য;

তাহা মানবের সামান্য জ্ঞান-শক্তির গম্য নহে। আত্ম-সমাধি ব্যতীত অচিন্ত্য-ভাবসকল জানা যায় না। সুতরাং অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্কান্তর্গত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গতি নাই। এইজন্য (মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে) বলিয়াছেন—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ (ভঃ রঃ সিঃ ধৃত)

অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—বেদশাস্ত্র

প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের অতীত যাহা, তাহা অচিন্ত্য-ভাবময়। তাহাতে 'প্রত্যক্ষ'-'অনুমানের' প্রবেশ নাই। সেই সকল অচিন্ত্য-ভাব জানিবার জন্য আত্ম-সমাধি একমাত্র উপায়। আত্ম সমাধিও সাধারণ লোকের অসাধ্য-প্রায়। পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের পক্ষে এই বিষম প্রমাদ দেখিয়া বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২, ১২৪-১২৫)

অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—আম্নায় বা গুরুপরম্পরা-বাক্য

অচিন্ত্য ভাব সকল জানিতে হইলে একমাত্র বেদ-প্রমাণই গ্রাহ্য। ইহাতে আর একটি বিচার আছে। 'আম্নায়'-শব্দে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদকে বুঝায়। বেদে বহুবিধ বিষয় আছে, অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ আছে। সকল অধিকার অপেক্ষা 'ভক্তি'-অধিকারই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব মহাজনবর্গ ভজনবলে আত্ম-সমাধি উদয় করিয়া, বেদের ভক্তি-অধিকারের শিক্ষা-সমুদয় পৃথক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব পূর্ব্ব মহাজনগণ যে-সমস্ত বেদ-বাক্য ভক্তির অধিকার-বিষয়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষাকরা প্রয়োজন। শ্রীগুরু-দেবের কৃপা এইস্থানে সম্পূর্ণরূপে না পাইলে, অচিন্ত্য ভাবসকলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৭-১৩৬)—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥

"তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥"
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এইস্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
'পূর্ব্বদিকে' তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥

আম্নায়-ধারাই পরমার্থের মূল

পরমার্থ-লিপ্সু পুরুষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন আত্মার সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করেন, তখন তাহাঁর চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে গমন করিতে থাকে। **আম্নায়ই** পরমার্থ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। এই 'প্রমাণ' অবলম্বন পূর্ব্বক নয়টী প্রমেয় বিচার করা যায়। এই বিচার আম্নায়-বলে শুদ্ধ-চিত্তে উদয় হয়। ইহারই নাম আত্মসমাধি। ইহাই পরমার্থের মূল।

আম্নায়ের প্রথম প্রমেয়—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ

ইহাতে প্রথমেই জানা যায়,—পরব্রহ্ম হরি একমাত্র উপাস্য। তৎসম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ-চিন্তা 'ব্রহ্মরূপে' তাহার প্রভা বিস্তার করে। সেই হরি একাংশে **পরমাত্মা** বা ঈশ্বর হইয়া জগদ্বিধাতা, জগৎ-পালয়িতা ও জগৎ-সংহর্ত্তা রূপে উদিত হন। হরিই স্বয়ং কৃষ্ণ, পরমাত্মাই বিষ্ণু, তাঁহার প্রভাই ব্রহ্ম। এইস্থলে সর্ব্বশক্তিমান হরির তত্ত্ব বিচার করিয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়। যে

পর্য্যন্ত এই সংশয় থাকে সে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত জ্ঞানের বিপরীত ভাব লইয়া ব্রহ্ম আলোচনা হয়। আবার অংশরূপ পরমাত্ম-পুরুষের অনুসন্ধানে অষ্টাঙ্গাদি যোগের কল্পনা হয়। নিঃসংশয় হইলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি উদয় হয়।

দ্বিতীয় প্রমেয়—শ্রীহরি অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-শক্তি সমন্বিত

আম্নায়-জ্ঞানে দ্বিতীয় প্রমেয়ে বিচারিত হইয়া পড়ে—সেই পরব্রহ্ম হরি, স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট। একটি শক্তির চালনায়, তিনি অস্ফুট-জ্ঞানে ব্রহ্ম-রূপে প্রতিভাত হন। ইহারই নাম তাঁহার **নির্ব্বিশেষ-শক্তি**। আবার অনন্ত-শক্তির চালনায় তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিজ ভগবৎ-সত্ত্বা প্রকাশ করেন; ইহার নাম **সবিশেষ-শক্তি**। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' শক্তিদ্বয় তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও সবিশেষ-শক্তির বলাধিক্য দেখা যায়। যথা (শ্রীশ্বেঃ উঃ ৬।৮)—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—বিক্রমত্রয় অপ্রাকৃত ভক্তের জ্ঞান-সুলভ হ'ন।

তৃতীয় প্রমেয়—শ্রীকৃষ্ণ রস-স্বরূপ; ব্রহ্ম-পরমাত্মা রস-স্বরূপ নহেন

আম্নায় বলেন—সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম অপ্রাকৃত রস। যে-রসের বিক্রমে চিদচিৎ উভয় জগৎ উন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাই কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।' সেই পরম-রসের বলে চিৎ ও জড় জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিজ্জগতে যে-রস, তাহাই শুদ্ধ; জড় জগতের রস তাহার ছায়া। চিজ্জগতের অনন্ত রস আবার অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমে শ্রীব্রজ-লীলায় প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন। জীব রসের অধিকারী। জীবের ঐ পরম-রস প্রাপ্য ধর্ম্ম। ভজন-বলে জীব তাহাই লাভ করেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত নীরস, তাহা কখনও ভজনীয় নহে। পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে রসের উদয় নাই। কেবল কৃষ্ণ ভজনই রসময়।

চতুর্থ প্রমেয়—জীব-তত্ত্ব, তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বরূপ

আম্নায় বলেন,—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎ-সূর্য্যের অণুনিচয়,—সংখ্যায় অনন্ত। কৃষ্ণের চিৎশক্তিতে যদ্রূপ চিজ্জগৎ, অপরা মায়া-শক্তিতে (যেরূপ) জড় জগৎ, তদ্রূপ পরা খণ্ড-চিৎ-শক্তিতে জৈব-জগৎ। কৃষ্ণের চিদ্ধর্ম্মে যে-সকল পরিপূর্ণ গুণ আছে, তাহা বিন্দু বিন্দু মাত্র অণুরূপ জীবে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। কৃষ্ণের

স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম আছে, তাহারও এক কণ জীবে লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের দ্বারা স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ আছে। তদ্বশতঃ জীবসকল প্রবৃত্তি-ভেদ লাভ করিয়াছে। একটী প্রবৃত্তিক্রমে জীব স্বীয়-সুখ অন্বেষণ করেন, অন্য প্রবৃত্তিক্রমে কৃষ্ণ-সুখ অন্বেষণ করেন। স্বীয়-সুখান্বেষী ও কৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া জীবসমূহের বর্গ-দ্বয় সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ-সুখান্বেষীগণ নিত্য মুক্ত; স্ব-সুখান্বেষীগণ নিত্যবদ্ধ।

চিৎ-জগতে নিত্য বর্ত্তমান ও মায়ার জগতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের স্থিতি

এ সম্বন্ধে অচিন্ত্য-ভাবসকল চিৎ-কালের অনুগত। চিচ্ছক্তিগত-কালে নিত্য-বর্ত্তমানরূপ ধর্ম্ম আছে। অপরা জড়া বা মায়া-শক্তিগত-কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে-সকল বিচার উদয় হয়, তাহা চিৎকাল গত করিলে সংশয় থাকে না; জড়কালগত করিলে অনেক সংশয় উদয় হয়। জীব শুদ্ধ চিৎকণ হইয়া কেন নিজ সুখান্বেষী হইলেন, এরূপ বিতর্ক তুলিলে, জড়কালগত সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয় পরিত্যাগ করিলে ভজন হইতে পারে, নতুবা কেবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। অচিন্ত্য-ভাবে তর্ক সংযোগ করিলেই অনর্থ হইয়া পড়ে।

পঞ্চম প্রমেয়—দুই প্রকার জীব, যথা—বদ্ধ ও মুক্ত

আম্নায় শিক্ষা এই,—নিজ-সুখান্বেষী জীবসমূহ নিকটস্থিত মায়াকে বরণ করিয়া মায়া-কাল-গত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। কর্ম্ম আর কিছুই নহে, মায়াকৃত একটি অন্ধ-চক্র (ছাড়া)। যাহারা মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাহাদের কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। মায়া-চক্র হইতেই নিজ-সুখান্বেষী জীবগণের ভোগায়তনরূপে স্থূল ও লিঙ্গদেহ। এই অন্ধ-চক্র অনন্তরূপে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু, জীবের পক্ষে তাহাতে প্রবেশ-কালে যেমন সহজ হইয়াছিল, মুক্তিকালেও তাহা সহজে দূরীকৃত হয়।

ষষ্ঠ প্রমেয়—নিত্যবদ্ধ জীব সাধুসঙ্গে মুক্তি পায়

মায়ার অন্ধচক্রগত জীবসকলকে **'নিত্যবদ্ধ'** বলা যায়। 'নিত্য' শব্দ মায়া-কাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত। চিদ্বস্তুর স্পর্শে চিৎকালের উদয় হইলে, তাহার অনিত্যতা দেখা যায়। সাধু মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা জনিত জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যন্মুখী সুকৃতি লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গল উদয় হয়। যথা—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫)
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ-সমাগমঃ।
সৎ-সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৩৪)

সাধুসঙ্গে সংসার-দুঃখের ক্ষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। তখন ভজন-বলে জীব কৃষ্ণ-কৃপায় মায়াবন্ধ ছেদন করতঃ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। যাঁহারা আদৌ কৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাহাদের সহিত বদ্ধমুক্ত জীবসকল অনায়াসে কৃষ্ণ কৃপায় সালোক্য লাভ করেন।

সপ্তম প্রমেয়—কৃষ্ণ ও তদিতরবস্তুতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ

আম্নায় সিদ্ধান্ত এই যে,—কৃষ্ণ ও তদিতর সকল বস্তুই **অচিন্ত্য ভেদাভেদ** সম্বন্ধে আবদ্ধ। এইজন্য বেদে বহুতর স্থানে অভেদ এবং বহুতর স্থানে ভেদ-সূচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অতাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের একদেশ-মাত্র অবলম্বিত হয়। তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের সর্ব্বদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ হয়। ভজন-পিপাসুদিগের আম্নায় শিক্ষায় এইমাত্র জ্ঞান হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময় এক অদ্বয়তত্ত্ব। কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তু সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। শক্তিদ্বারা জৈব ও জড়জগৎ বর্ত্তমান হইলেও, বস্তু বাস্তবিক এক বই দুই নয়। বস্তু-জ্ঞানে অভেদ-তত্ত্ব এবং শক্তি-জ্ঞানে শক্তি-পরিণামফলে কৃষ্ণ ব্যতীত আর যাহা দেখা যাইতেছে সকলই তাহা হইতে নিত্য ভিন্ন। এই নিত্য ভেদাভেদ স্বভাবতঃ অচিন্ত্য; কেন-না, জীবের মায়িক বুদ্ধিতে (তাহা) অস্পৃষ্ট। জীবের যখন অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদয় হয়, তখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় শুদ্ধ-জ্ঞান উদয় হইতে পারে। আম্নায়-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব ভক্তজন কৃষ্ণ-কৃপায় অল্পকালের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাতে মায়িক বিচার চালাইতে গেলে মতবাদ হইয়া পড়ে।

উক্ত প্রমেয় সপ্তকের জ্ঞানই 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান

এই সাতটি মূলের আত্মসমাধি-লব্ধ-জ্ঞান যখন আম্নায়-বলে উদিত হয়, তখনই 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান হইল বলিতে পারা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্নমতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সম্বন্ধ-জ্ঞানতত্ত্ব বিশদরূপে বলিয়াছেন। যথা, চরিতামৃতে—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥ (মঃ ২০।১০২)

যে-সকল পুরুষের ভক্তিলাভরূপ পরম হিত পাইবার আবশ্যক আছে,

তাহারা সকলে শ্রীগুরুচরণে এই প্রশ্নটি করিবেন। শ্রীগুরু-মুখে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে, সংশয় দূরে গিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইবে। বৃথা বিচার বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যথা, চরিতামৃতে,—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ (আঃ ২।১১৭)

এই প্রবন্ধের সার কথা,—প্রমাণ ১টী ও প্রমেয় ৭টী, সর্ব্বসমেত আটটী তত্ত্বের সার

এখন দেখুন দশটি মূলের মধ্যে প্রথম অষ্টমূলে—'প্রমাণ' ও 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আছে। প্রভু (গৌরসুন্দর) সনাতন-গোস্বামীকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেই পাইবেন ;—

(ক) প্রমাণ ঃ—

(১) **'প্রমাণ'**-মূলটি সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য যথা,—

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।"

(খ) প্রমেয় ঃ—

(১) দ্বিতীয় মূলটি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য,—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

(২) কৃষ্ণশক্তি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য যথা,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥

(৩) কৃষ্ণ রসময়, যথা প্রভুবাক্য—

সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥

(৪) জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"
"সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।"

(৫) বদ্ধজীব সম্বন্ধে প্রভুবাক্য—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত এক নিত্য সংসার॥
কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

(৬) মুক্ত জীবের বিষয়ে প্রভুবাক্য—

নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নামে ভুঞ্জে সেবাসুখ॥

(৭) ভেদাভেদ প্রকাশ যথা—

"কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

অষ্টম প্রমেয়—সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলেই অভিধেয় আরম্ভ হয়; কৃষ্ণ-ভক্তিই অভিধেয়, তাহার ৬৪ প্রকার অঙ্গ

আম্নায় প্রসঙ্গে এইরূপ 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' উদয় হইলে জীবের 'অভিধেয়' পরিজ্ঞাত হয়। কৃষ্ণভক্তিই সেই 'অভিধেয়'। তাৎপর্য্য এই—জীবের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে অভিধান হইয়াছে, তাহার নাম 'অভিধেয়'। এতৎ সম্বন্ধে প্রভুবাক্য, চরিতামৃতে (মঃ ২২।১৭-১৮)—

কৃষ্ণভক্তি হয় 'অভিধেয়'-প্রধান।
ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥

সাধন-ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বলিয়াছেন। তাহা 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভেদে দ্বিবিধ। সাধন-ভক্তি বৈধী-অঙ্গে বহুবিধ। তাহা চতুঃষষ্টি অঙ্গে এবং কোন স্থলে নববিধ অঙ্গে সমষ্টি করা হইয়াছে। নবধা ভক্তির প্রচার যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩)

কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য

বদ্ধজীব কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ চরণে যে মনোনিবেশ করেন, তাহারই নাম ভক্তি। কর্ম্ম-জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেক স্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কর্ম্মের অঙ্গ একই প্রকার। সেইসকল অঙ্গ যখন অন্যাভিলাষ-যুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মাঙ্গ হয়। যখন শুষ্ক-ব্রহ্ম-চিন্তাযুক্ত, তখনই জ্ঞানাঙ্গ বলা যায়। কতগুলি অঙ্গে জ্ঞান, কর্ম্ম কিছুই নাই। যে-কর্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভক্তির অঙ্গ। যে-কর্ম্মের ফল স্বীয় সুখ-ভোগ, তাহাই কর্ম্ম।

আর যে-কর্ম্ম সাজুয্য-মুক্তির উদ্দেশক, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। অতএব শ্রীরূপ ভক্তির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

বৈধ সাধনভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ

বিধি-বাধ্য হইয়া ভক্তির যে-সকল অঙ্গ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই **'বৈধ সাধন-ভক্তি'**। কৃষ্ণানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া যে সেবাকার্য্য করা যায়, তাহাই **'রাগ-ভক্তি'**। ব্রজবাসীগণের যে ভক্তি তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তিতত্ত্ব; যে ভক্তিকার্য্যে তাঁহাদিগের অনুকরণ, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া রতি পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তি যাইতে পারিলে, তথায় রাগানুগা ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। রাগানুগা-ভক্তি সর্ব্বদা বলবতী। **ইহাই নবম মূল** (বা ৮ম প্রমেয়)।

নবম প্রমেয় বা দশম-মূল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই 'প্রয়োজন'

আম্নায়-বাক্যমতে প্রেমই 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়,—যথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্য, চরিতামৃতে (মঃ ২৩।৯-১৩)

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধু-সঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে 'প্রীত্যঙ্কুর'॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই দশমূল শিক্ষায় যাহাদের সংশয় থাকে, তাহারা ভজন উপযোগী নন। সংশয় উদয় হইয়া ভজন বিকৃত করে। আশাকে দূষিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করতঃ সর্ব্বনাশ করে। অতএব যাহাদের বিশুদ্ধ ভজন-স্পৃহা আছে, তাহারা সুদৃঢ় নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীহরিদাস-মহিমা

কুঞ্জ বাঁধি' বনে সাধু হরিদাস
　　তেয়াগিয়া গৃহ-সংসার,
পূজিছেন সেথা প্রাণের ঠাকুরে
　　মনে প্রাণে অনিবার।
ঈশ্বরের পায় ভক্তিপুষ্প ডালি
　　ঢালিতেছে সদা অঞ্জলি অঞ্জলি,
তাঁহাকে সকল দিয়াছেন যিনি
　　ভাবনা আর কি তাঁর ॥ ১ ॥

প্রতি শ্বাসে যাঁর শ্রীনামের ধ্বনি
　　আঁখি-ধারা সদা সিক্ত,
প্রতিটি তনুতে সেবিছেন হরি
　　আপনারে করে' রিক্ত।
দুর্জ্জন জন পাষণ্ড-প্রধান
সেই দেশাধ্যক্ষ 'রামচন্দ্র খান'
গণিকা-সুন্দরী ধরে আনে এক
　　টলাইতে সাধু-চিত্ত ॥ ২ ॥

সেই রজনীতে সুবেশা ললনা
　　আসি' হরিদাস-দ্বারে,
অঙ্গ উঘারি' বসিয়া দুয়ারে
　　কহে কিছু মধুস্বরে।
"হে ঠাকুর! তব যৌবন হেরি'
কামেতে লুব্ধ হয়েছে এ নারী,
তাপস তোমার মনের মাঝেতে
　　ঠাঁই দেহ কৃপা করে" ॥ ৩ ॥

ঠাকুর তখন কহেন হাসিয়া—
"এবে শুন সংকীর্ত্তন,
সংখ্যা পূরণ হ'লে তব সাধ
মিটাইব সেইক্ষণ।"

হেন বাণী শুনি' পতিতার মন
সারা নিশি যাপি' শোনে সংকীর্ত্তন,
রাত্তি পোহাইলে চলে গেলা ফিরে
'খানে' করিল বর্ণন॥ ৪॥

আর দিন রাতে পুছেন সাধুজী
এলে নারী তাঁর ঠাঁই—
"কালি যে দুঃখ পাইয়াছ তুমি
ত্রুটি না লইও তায়।"

অবশেষে যবে বসিয়া দুয়ারে,
সেই মত রাতি চলে গেলা ধীরে,
নিশা জাগরণে ললনার মুখে
অবসাদ ছাপ নাই॥ ৫॥

ঠাকুর তাঁহার মধুর ভাষণে
জ্ঞান দানি' গণিকারে,
কহেন—অবশ্য কাল ল'ব সঙ্গ
তব ইচ্ছা পূরিবারে।

প্রতিমাস ব্যাপি' কোটী নাম-যজ্ঞ
কাল শেষ হলে হবে ব্রত ভঙ্গ,
তখন ভাবিব কি হবে উপায়
তব সঙ্গ বরিবারে॥ ৬॥

পরদিন সাঁঝে এই মত নারী
বসি' হরিদাস দ্বারে,
নাম-গান শুনি' কহে 'হরি-হরি'
তুলসী নমস্কারে।

কীর্ত্তন ভাঙিতে রাতি পোহাইলা
বেশ্যার মন তবে ফিরি' গেলা,
ঠাকুরের পূত চরণ-যুগলে
লুটায় সে বারে বারে ॥ ৭ ॥

সজ্জন যিনি চিদানন্দময়
রস-ঘন রূপ যাঁর,
ভকত প্রধান সাধু হরিদাস
প্রেমানন্দ পারাবার।

রামচন্দ্র খাঁর কলা-কৌশল
ললনার ভঙ্গী ভ্রুকুটির ছল
মুক্ত ভক্ত শ্রীহরিদাস-পাশে
ব্যর্থ তাহা অনিবার ॥ ৮ ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

বেদান্তবিৎ শ্রীকৃষ্ণ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৫ পৃষ্ঠার পর)

নব্য বেদান্তীগণের আসল পরিচয়—'শাঙ্কর-সম্প্রদায়' বা কাশীর মায়াবাদী। বারাণসী বা কাশীধাম পূর্ব্বকালে এবং এখনও এই মায়াবাদীগণের বিশিষ্টস্থান। শ্রীকাশী মায়াবাদীগণের বিশিষ্ট স্থান হইবার কারণ এই যে, কাশীধাম বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বিশ্বনাথের বিলাসভূমি এবং তিনিই আচার্য্য শঙ্কররূপে কলিকালে অসুর

বিমোহনের জন্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা নাস্তিক্যবাদ—মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। এ' বিষয়ের প্রমাণ পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। যথা ঃ—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

সুতরাং শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের আসল নাম 'কাশীর মায়াবাদী'। এই কাশীর মায়াবাদীগণ সারনাথের মায়াবাদী বা বোধগয়ার মায়াবাদীগণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়। সারনাথ কাশীর সন্নিকট স্থান এবং পূর্ব্বকালে এই দুই মায়াবাদীগণের মধ্যে পরস্পর কে প্রধান মায়াবাদী, ইহা লইয়া প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হইত।

সারনাথের মায়াবাদীগণ চেতনের নিত্যতা স্বীকার করেন না; কিন্তু কাশীর মায়াবাদী চেতনের আপাততঃ নিত্যতা স্বীকার করিয়া অচেতন বস্তুতে মিথ্যা মায়া মাত্র বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। অবশ্য নিরপেক্ষ বিচারে কাশীর মায়াবাদীগণ বৌদ্ধ-মায়াবাদী বা সারনাথের মায়াবাদীগণ অপেক্ষা আপাত-দৃষ্টিতে অনেকটা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইলেও তাঁহাদিগকে অবিমিশ্র শুদ্ধবেদান্তী কখনও বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন,—কাশীর মায়াবাদীগণ সারনাথের মায়াবাদীগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে বাধ্য করে এবং এই বৌদ্ধ-বিজয়ের ফলে কাশীর মায়াবাদীগণ ভারতের সর্ব্বত্র যথেষ্ট সম্মান এবং খ্যাতি লাভ করেন। এই সাময়িক এবং তাৎকালিক প্রাধান্যের সুযোগ লইয়া কাশীর মায়াবাদীগণ ক্রমশঃ বেদান্তের নির্ব্বিশেষ ভাষ্য প্রচার করিয়া অপর সাধারণের নিকট বেদান্তী বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। অতএব বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ সাধারণ লোকসকল 'বেদান্তী' বলিলে এই কাশীর মায়াবাদীগণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। এমন কি, কতকগুলি বৈষ্ণব নামধারী সহজিয়া-সম্প্রদায়ও ঐ প্রকার অনভিজ্ঞ লোকের দুঃসঙ্গে পড়িয়া বেদান্তের বা উপনিষদের কোন আবশ্যকতা নাই, এইরূপ মনে করেন। তাহারা জানেন না যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূল বেদান্তবিৎ। অতএব কৃষ্ণভক্তই একমাত্র বেদান্তের অধিকারী—**ভক্তিবেদান্ত-সম্প্রদায়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই ভক্তি-বেদান্ত প্রচার করিয়া জগতের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিতেছেন এবং বৈষ্ণবমাত্রেরই এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করা আবশ্যক মনে করি।**

কাশীর মায়াবাদীগণ নির্ব্বিশেষপর বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া বহু বৌদ্ধ-

মতাবলম্বী মায়াবাদীগণকে নিজ কবলে আনিতে পারিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ কেশবের শক্ত্যাবেশ-অবতার বুদ্ধদেব বেদকে স্বীকার না করিলেও অসুরগণকে বেদবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে রক্ষা করিয়া অহিংসনীতি প্রচার করত পারমার্থিক রাজ্যের প্রথম সোপান জীবহিংসা হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবহিংসা, কুটিনাটি, নিষিদ্ধাচার সমস্তই ভগবদ্ভক্তি-পথের মহা বিঘ্নকারী। এইগুলি দূর করিবার জন্যই বুদ্ধদেবের অবতার গ্রহণ।

ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁর অসুর মোহনলীলায় যে ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক আচার শুদ্ধিতা স্থাপন করিয়া গেলেন, ভগবানের ভক্ত শিবের অবতার আচার্য্য শঙ্কর সেই ভক্তির উপর আরও কিছু কাজ অগ্রসর করিয়া দিলেন—মায়াতীত ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া। জড়বাদ বা বৌদ্ধবাদ হইতে ব্রহ্মবাদ অনেক উচ্চ স্তরের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা বেদান্তের শেষ কথা নহে বা হইতেও পারে না। বেদান্তের শেষ কথা শ্রীমদভাগবত এবং তাহার প্রচারক বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বিশেষ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য-দেব। অতএব পরম বেদান্তবিদ্ এক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং দ্বিতীয় সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী মহাবদান্য অবতার শ্রীগৌরসুন্দর। তত্ত্ববস্তু তাত্ত্বিকগণের উপলব্ধিক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিনভাবে প্রকাশিত হন। এই তিনভাবের প্রকাশ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বেদান্তের কথা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ। যথা—

প্রথমেই তিনি 'ব্রহ্ম' ও 'পরমব্রহ্মের' বিচার, 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' পুরুষের উল্লেখ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বদ্ধজীব ক্ষর পুরুষ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ অক্ষরকে জানিবার জন্যই বেদান্তের অনুশীলন করিবেন ইহাই বেদান্তের মূল তাৎপর্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ (চৈঃ চঃ ২০।১২২)

কৃষ্ণকে জানিবার জন্যই বেদ-পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং যাহারা বেদ বেদান্ত পড়িয়া কৃষ্ণ কি বস্তু তাহা জানিবার চেষ্টা করেন না, তাহারা তুষাবঘাতী বৃথা পরিশ্রমকারী, "মায়য়াপহৃতজ্ঞান", দুর্ভাগাসম্প্রদায় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কাশীর মায়াবাদীগণ ক্ষুদ্রজীবকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের সমতুল্য জ্ঞান করিয়া যে মূর্খতার পরিচয় দেয়, তাহাতে তাহারা বেদান্তের অনধিকার চর্চ্চা করিয়া কেবলমাত্র ক্লেশস্বীকারই করিয়া থাকে। এই পরমতথ্য

বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য ভগবান্ "সার্ব্বানি ভূতানি" অর্থাৎ সমস্ত জীব-কোটিকেই ক্ষর পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর অক্ষর পুরুষকে কুটস্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বকালেই যিনি একভাবে বর্ত্তমান থাকেন তিনিই কুটস্থ বলিয়া পরিচিত। ইহাই অমরকোষ ও ব্যাকরণের অভিধান। "ব্রহ্ম মায়িক শরীর ধারণ করিয়া সবিশেষ ভগবান বা সাকার ভগবান হয়েন" এইরূপ মূর্খতার পরিচয় দিয়া কাশীর মায়াবাদীগণ সামান্য জ্ঞানেরও ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়া থাকেন। কুটস্থ পুরুষ কখনই মায়ার অধীন হন না, ইহাই বেদান্তের তাৎপর্য্য। এই কুটস্থ পুরুষ বা ধ্রুবপুরুষের পরিচয় আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইভাবে পাইয়া থাকি যথা ঃ—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥ (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

"হে পরমপুরুষ অচ্যুত ভগবান! যদি সাধারণ শরীরধারী জীবগণ অপরিমিত অক্ষর পুরুষ হইত তাহা হইলে তাহাদের আপনার শাসনাধীন থাকিতে হইতে হইত না। জীবগণ অংশাংশীভাবে এক হইলেও বিভিন্নাংশ বলিয়া তাহারা নিত্যকালই আপনার শাসনাধীন তত্ত্ব। মুক্ত অবস্থাতেও জীবগণ আপনার নিত্যসেবক বলিয়া পরিচিত; সুতরাং তাহারা আপনা হইতে অভিন্ন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। অতএব যে সকল অর্ব্বাচীনগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণকে আপনার সমতুল্য জ্ঞান করে তাহারা দুষ্টমত পোষণ করিয়া নিরয়গামী হয়।"

অতএব জীবগণ উপাধি-বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ অর্থাৎ মায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অতীত শুদ্ধ সত্ত্বায় অবস্থিত হইলে ভগবানের সহিত গুণগত অদ্বয় হইলেও শক্তি-বিচারে সর্ব্বদাই সেব্য-সেবকভাবে বর্ত্তমান। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" ইহাই বেদান্তবিদ্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী। ভগবানের নিত্যযুক্ত উপাসনা মুক্তির পরই আরম্ভ হয়, অতএব মুক্তকুলের উপাস্য ভগবান। পরমহংস মুক্তকুল অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব!—ইহাই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার করিবার পর তাহা হইতে উচ্চাঙ্গের বিচার পরমাত্মা বিচার। যথা—(গীঃ ১৪।১৭)

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোক-ত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

এস্থলে পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে স্পষ্টভাবে অন্য পুরুষ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ধ্যানাবস্থিত যোগীগণ এই পরমাত্মপুরুষকে সর্ব্বদাই নিজ-হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন। তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপর হইতে পরমাত্মাপর আরও উচ্চস্তরের এবং যেহেতু যোগীগণ এই পরমাত্মার উপাসক সেইজন্য ব্রহ্মবাদী কাশীর মায়াবাদী অপেক্ষা প্রয়াগের যোগীসম্প্রদায় অনেক উচ্চাঙ্গের উপাসক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই দ্বিতীয় স্তরের উপাসক যোগীগণ যে ব্রহ্মবাদী বা কর্ম্মবাদীগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ তাহা ভগবদ্ গীতায় বিশেষভাবে ব্যাখা করা হইয়াছে যথা—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ (৬।৪৬)

যোগীগণ সাধারণ তপস্বী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী অপেক্ষা অনেক উচ্চ। সেইজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগী হইবার উপদেশ করিলেন। যোগীগণ ধ্যানাবস্থিত হইয়া যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি অব্যয় ঈশ্বর। সুতরাং পরমাত্মা তত্ত্ব জীব হইতে পৃথক তত্ত্ব ইহা স্বীকার না করিবার কোন উপায় নাই। অতএব যে-সকল অল্পমেধাকুতার্কিকগণ পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে এক করিবার জাল বিস্তার করিয়া বাক্‌চাতুর্য্যের পরিচয় দেয় তাহারা নিশ্চই বিপথগামী, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদশাস্ত্রের শিরোমণি উপনিষদেও এই পরমাত্মাকে জীব হইতে পৃথক-তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। একই শরীররূপ বৃক্ষোপরি জীবাত্মা ও পরমাত্মানামে দুই পক্ষী বাস করেন। জীব কর্ম্মফলের আস্বাদক, কিন্তু পরমাত্মা জীবের কর্ম্মফলের সাক্ষী ও উপদ্রষ্টা। যে-সকল মূর্খগণ জন্মজন্মান্তরের পাপ-পুণ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজেকে নির্দ্দোষ মনে করে, তাহাদের পূর্ব্বকার্য্যের সাক্ষীরূপে পরমাত্মা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন। এই জীবাত্মা যখন কর্ম্মফলের আস্বাদনক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি করে, তখনই তাহার জীবন ধন্যাতিধন্য হয়। সেই অবস্থার নামই নির্ব্বিকল্প সমাধি। নির্ব্বিকল্প সমাধি কোনও 'ভেল্কিবাজী' বা 'ম্যাজিক্' দেখাইবার ছলনা নহে। সেই যোগীগণ যদি ক্রমশঃ বাসুদেব অনুভূতি লাভ করিতে পারে তাহা হইলে জ্ঞানী হইতে যোগী এবং যোগী হইতে বাসুদেবপরায়ণ হইয়া যথার্থ 'মহাত্মা' নামে অভিহিত হইতে পারেন।

অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তবিদ্ এবং বেদান্তকৃৎ হইতেই বেদান্ত শ্রবণ করিলেই ভক্তিবেদান্তের অধিকারী হওয়া যায়। সংস্কৃতভাষায় 'অ-আ-ক-খ-ং-ঃ' পড়িয়া বেদান্ত অনুশীলন করা আর স্বয়ং ভগবানের মুখারবিন্দ হইতেবেদান্ত শ্রবণ করা একবস্তু নহে। সংস্কৃত ভাষার 'অ-আ-ক-খ-ং-ঃ' পড়িয়া যে বাল-চমৎকার-কারী বেদান্ত ভাষ্য রচিত হয় তাহাতে "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্তই" নির্ব্বিশেষপর ব্রহ্ম দর্শন ঘটিতে পারে। আবার ধ্যানাবস্থিত হইয়া বেদান্ত অনুশীলন করিলে তদপেক্ষা উচ্চ পরমাত্মা দর্শন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাসুদেবের ভজনপ্রণালীতে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলন হয়, তদ্দ্বারা বেদান্তের শেষকথা পুরুষোত্তম-অনুভূতি লাভ হয়। এই পুরুষোত্তমকেই ভাগবতে পরম সত্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমদ্ ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। "জন্মাদ্যস্য" সূত্র হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতের অবতারণা। 'শ্রীমদ্ভাগবত' সম্বন্ধে "গ্রন্থচক্রবর্ত্তী" নামক প্রবন্ধে গতবৎসর যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ অভিলাষরূপ অন্যাভিলাষগুলি অকৃত্রিম বেদান্তবিদ্‌গণের গ্রহণীয় নহে। ভক্তিবেদান্তবিদ্‌গণের পদতলে মোক্ষাদি অপবর্গ ধূসরিত হয়। পরম বেদান্তবিদ শ্রীকৃষ্ণের পদধূলিকণা—ভক্তিবেদান্তগণই অকৃত্রিম বেদান্তবিদ্ আর কেহ নহে। ইতি—

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,
Editor Back to God head, (Delhi)

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৸০ বার আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅজামিলের উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে অজামিল নামক এক সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিষ্ণু-ভক্তি ছিল; তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুষ্প ও তুলসী-চয়ন, মন্দির-মার্জ্জন, শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহের পূজা, স্তব, পাঠাদি করিতেন এবং সমস্ত কার্য্যেই পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণোচিত আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একদিন গভীর অরণ্যমধ্যে শ্রীবিষ্ণু-সেবার জন্য পুষ্প চয়ন করিতে গিয়াছেন, তখন দৈবক্রমে অনতিদূরে অজামিল দেখিতে পাইলেন—বৃক্ষস্থিত একটী মৌচাকে মৈরেয়-মধু আহরণের নিমিত্ত একটী বৃষলজাতীয় পুরুষ ঐ অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। তাহার সঙ্গে একটি বারবিলাসিনী কামুকী স্ত্রী রহিয়াছে। সে আসব পানে রক্ত-লোচনা এবং ঘূর্ণিতা চক্ষু। ঐ মদ-গর্ব্বিতা কামোন্মত্তা বৃষলীরমণী নানাবিধ হাবভাবে ঘূর্ণিত কটাক্ষশরে পুরুষটিকে জর্জ্জরিত ও মোহিত করিতেছে। সুরাপান-হেতু জ্ঞানশূন্যা ও স্খলিত-বসনা হওয়ায় তাহার অনাবৃত অঙ্গ-সমূহ দর্শন করিয়া, অজামিল দুর্দ্দৈবক্রমে কাম-মোহিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়াও, পরিশেষে দুরদৃষ্টবশতঃ ঐ রমণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে অজামিল তাহার পতিব্রতা সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া, গভীর বনমধ্যে একটী কুটীর বাঁধিয়া ঐ দুষ্টাস্ত্রীর সহিত বসবাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে অসৎ-সঙ্গ প্রভাবে অজামিল এক ভীষণ দস্যুরূপে পরিণত হইলেন। তিনি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুরভাবে জীব হিংসা করিতে লাগিলেন। ঐ বন তখন 'অজা'-বন নামে প্রসিদ্ধ হইল। তাহার ভয়ে কেহ দিন-দুপুরেও ঐ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। কিছু দিবস অতীত হইলে ঐ স্বৈরিণীর গর্ভে কয়েকটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। পরিণামে তাহারাও দস্যু-রূপে পরিণত হইল। অজামিল কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিয়াছিলেন **'নারায়ণ'**। বহুকাল অতীত হইলে নানারূপ মহাপাপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে অজামিল বৃদ্ধ-দশায় উপনীত হইলেন। তখন রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত; কণ্ঠদেশ কফে আক্রমণ করিল; ক্রমে গলদেশে ঘড়ঘড়ি শব্দ উপস্থিত হইল, ঊর্দ্ধশ্বাস এবং ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বিষম কষ্ট, শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি তন্দ্রাঘোরে দেখিতে পাইলেন, ঊর্দ্ধরোমা বক্রমুখ ভীষণ-দর্শন তিনটী যমদূত পাশ-হস্তে তাহাকে

বাঁধিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তিনি ভয়ে নিকটস্থ শিশুর নাম ধরিয়া 'নারায়ণ'! এস; নারায়ণ! এদিকে এস—বলিয়া যেমন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়াছেন, অমনি দেখা গেল, চারিজন বৈকুণ্ঠদূত আসিয়া 'মাভৈ! মাভৈ!' শব্দ উচ্চারণ করত যমদূতের হস্ত হইতে অজামিলকে রক্ষা করিলেন। বৈকুণ্ঠদূত-চতুষ্টয়ের অপূর্ব্ব লাবণ্য এবং জ্যোতি দর্শনে যমদূতগণ সভয়ে পশ্চাৎ-দেশে গমন করিল এবং বলিল—"আপনারা কাহার চর? কাহার আদেশে অজামিলকে আমাদের হস্ত হইতে জোরপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন? আমরা কাহারা তাহা বোধ হয় জানেন না? আমরা যমরাজের কিঙ্কর; তিনিই এ' জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। সুতরাং সাবধান হইয়া আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত ছিল।" যমদূতগণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া কহিলেন—"ধর্ম্ম কি? তাহা তোমরা জান?" যমদূতগণ কহিল—"আমরা ধর্ম্মরাজের চাকুরী করি; আমরা ধর্ম্ম কি তাহা জানি না, আর আপনারা জানেন—এই অজামিল জীবনে বহু পাপকর্ম্ম আচরণ করাতে যমরাজ আমাদিগকে যমপুরীতে লইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন; তাঁহার আদেশে আমরা ইহাকে লইয়া যাইব এবং সেখানে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য নরকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" বিষ্ণুদূত কহিলেন,—"হে যমদূত! ইনি আমার প্রভুর 'নাম' উচ্চারণ করিয়াছেন; সুতরাং ইনি নিষ্পাপ, তোমাদের আর ইহার প্রতি অধিকার নাই। তোমরা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান কর।"

যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণের সেই তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া যম লোকে গমনপূর্ব্বক তাহাদের প্রভু যমরাজকে দর্শন করিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"হে ধর্ম্মরাজ! আমরা আপনার আদেশে অজামিলকে পাশবদ্ধ করিয়া যেমন লইয়া আসিব, অমনি কোথা হইতে অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় চারিজন দেবতা আসিয়া আমাদের হস্ত হইতে জোরপূর্ব্বক তাহাকে মুক্ত করিল; ইহার কারণ কি? জানিতে ইচ্ছা করি।" তখন যমরাজ কহিলেন—"হে দূতগণ! তোমাদের একটী বিষয় আমি বলি নাই। তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার বাণী শ্রবণ কর। যাহাদের জিহ্বা কখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে নাই, মনেও তাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান করে নাই, মস্তক কখন সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অবনত হয় নাই, সেই অভদ্রগণকে আমার নিকট আনয়ন করিবে। যাহাদের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রহিয়াছে, কণ্ঠদেশে তুলসীর মালা, সেই ভদ্রগণকে অবলোকন করিলে জ্বলন্ত-বহ্নির ন্যায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পালাইয়া আসিবে।"

অজামিল স্বপ্নের ন্যায় দেখিতে পাইলেন,—যমদূতগণ যে পাশহস্তে তাহাকে বন্ধন করিয়াছিল, সহসা তাহা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া বিষ্ণুদূতগণ অন্তর্হিত হইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে করিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? স্বপ্নোত্থিত জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় অজামিলের চৈতন্যোদয়ে তিনি শ্রীহরিদ্বার তীর্থক্ষেত্রে গমন করিলেন, সেখানে একাগ্রমনে শ্রীহরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির আরাধনা-ফলে তাঁহার স্থূল এবং লিঙ্গদেহ ধ্বংস হওয়ায় তিনি স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ করিয়া অশোক অভয় দিব্য বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলেন।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

অজামিল নামাভাস হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পুত্রোপচারে পুত্রকে 'নারায়ণ'-নামে সম্বোধন করিলেও পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরূক হওয়ায় তৎক্ষণাৎ শ্রীবিষ্ণুর নাম উদিত হইল। কেননা, পূর্ব্বে তিনি যে ভক্তিসহকারে শ্রীনারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা কখনও বিফল হইবার নহে। তাই মনে করিলেন, এ পুত্র আমায় এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না; তখন স্বয়ং শ্রীনারায়ণের স্মৃতি উদয় হইবামাত্র তাঁহার 'নামাভাস' হওয়ায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ভজন করত তিনি বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করিলেন।

শ্রীনামের মহিমাই এইরূপ। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম এই শ্রীনাম কখনও জড়াকাশের শব্দের ন্যায় সামান্য শব্দমাত্র নহে। তাঁহার প্রভাব এই উপাখ্যান হইতে পরিজ্ঞাত। সুতরাং শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীনারায়ণ-নামের জয় হউক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

বৈষ্ণবের ও অবৈষ্ণবের ক্রোধ

ভগবদ্ভক্তের ক্রোধে ভজনের তৎপরতা আছে। ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইলে যে-বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহাকেই ক্রোধ বলে। এই ক্রোধের বশে মানুষ পশু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজকে নিজে ভুলিয়া গিয়া পশুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এমন কি, রাজা রাজ্যকে হারাইয়া ফেলে, এবং অবশেষে সর্ব্বহারা

হইয়া পথের ভিখারী হয়। শ্রীচরিতামৃতে ক্রোধের উৎপত্তিস্থান যে কাম, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫)

ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকেন। যাহাতে কৃষ্ণের প্রীতির কার্য্যে কোনরকম বাধা বিঘ্নাদি না হয়—তন্নিমিত্ত ভক্তগণ সর্ব্বদাই সাবধান থাকেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবা-কার্য্যে বাধা দিতে গেলে বাধা-দাতাকে ভক্তদ্বেষী বলা হয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা হওয়ায় ভক্তের যে ক্রোধ হয়, তাহা সাধারণ তমোগুণের ক্রোধ নহে। ভক্ত-দ্বেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের অনুকূল একটি সাত্ত্বিক-বৃত্তি মাত্র। তাদৃশ ভজন-বৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমজ্ঞান করেন, তাহারা নিতান্ত ভুল বুঝেন; এমন কি, ইহাতে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া তাহাদের নিরয়গামী হইতে হয়। নিজ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত সহ্য করিবার শক্তি ভক্তের আছে। সুতরাং তিনি নিজের ভোগের অতৃপ্তিতে সহিষ্ণু; কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার বাধা উপস্থিত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তাহা ভজন-তৎপরতা হয়; এবং তাহাই ভগবানের সেবার প্রতি নিষ্ঠার লক্ষণ। যাহার ভজনে নিষ্ঠা নাই, তাহার ভক্তি হইবে কেমন করিয়া? যাহারা সেবার নাম করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন, তাহারা কিন্তু ভক্ত নহেন। এবং যাহারা সেবার সুযোগ পাইয়া সেবা করেন না, তাহাদের প্রতিও ভক্তগণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই ক্রোধও জীব-হিতকারক। ইহাও সাধারণ তমোগুণের ক্রোধ নহে। ভক্তবিদ্বেষ ও ভক্তিবিদ্বেষ ভক্তগণ কখনও সহ্য করেন না। সেইজন্যই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শিক্ষা দিয়াছেন,—

কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, **ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,**
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধ, ১০ম অঃ যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-রহস্যে পাওয়া যায় যে, ভক্তরাজ শ্রীনারদ কুবেরাত্মজদ্বয় নলকুবর ও মণিগ্রীবের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন,—দিব্য-শত বর্ষান্তে তোমরা শাপ মুক্ত হইবে। কৃপাময় বৈষ্ণবের দণ্ডও জীবের পরম মঙ্গল সাধন করে। সুতরাং বৈষ্ণবের ক্রোধ এবং দণ্ডই পরম কৃপা,—অহিতকারী নহে।

"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" অতএব বৈষ্ণবের ক্রিয়া এবং বৈষ্ণবের ক্রোধ দেখিয়া আমরা যদি উহাকে সাধারণ ক্রোধ বা ক্রিয়ার সমজ্ঞান করি, তবে শাস্ত্রানুসারে আমরা অনন্তকাল নরকে পতিত হইব। বৈষ্ণবই একমাত্র পতিতপাবন। তাঁহাদের যে-কোনও ক্রিয়া বা বৃত্তি ভুবনমঙ্গলময়ী।

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥

অর্থাৎ যেমন সূর্য্যোদয়ে চক্ষুর নিকট হইতে অন্ধকার অপসারিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের সমাগমে জীবের ভববন্ধন নাশ হয়।

অতএব বৈষ্ণব-পদাশ্রয় ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং" শ্লোক হইতে বুঝাযায়, বিষ্ণু আরাধনার থেকে তাঁহার ভক্তের আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। অতএব বৈষ্ণবকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে উপাস্য মনে করিয়া তাঁহার ক্রিয়া-কলাপের প্রতি কটাক্ষ বা বিদ্বেষ করিব না এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সম্মান ও পূজা করিয়া ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিব।

—বৈষ্ণব দাসানুদাসাভিলাষী **শ্রীধন্যাতিধন্য ব্রহ্মচারী**

শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য শক্তিশালী শাস্ত্র

শ্রীকৃষ্ণলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবতই শাস্ত্র-শিরোমণি। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বতোভাবে অধিক শক্তিশালী, শ্রীকৃষ্ণনাম যেরূপ অন্যান্য অবতারাবলীর নাম অপেক্ষা অত্যদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন, শাস্ত্রসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণনামের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা অত্যধিক শক্তি-সমন্বিত ও পরমাকর্ষক শাস্ত্র। সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি এই শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বৎকুলচূড়ামণি শ্রীব্যাসদেবের সমাধি-লব্ধ বস্তু। শ্রীনারদের উপদেশক্রমে শ্রীব্যাসদেব যখন ভক্তিরূপ সহজ-সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ দর্শন করিয়া সেই লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী ভক্তি (প্রেম) উদিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরিতামৃত প্রকাশ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা সর্ব্বত্র বিস্তৃতভাবে এবং অন্যত্রও স্থানে স্থানে বহুল পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে।

এই দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত পারমহংস্যসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রথম,

দশম ও একাদশ স্কন্ধে অতি বিস্তৃতভাবে ; দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মনারদ সংবাদে ; তৃতীয় স্কন্ধে বিদুর উদ্ধবসংবাদে ; চতুর্থ স্কন্ধে তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ (৪।১।৫৮) এবং যচ্চাঙ্ঘ্রদপি কৃষ্ণস্য ইত্যাদি (৪।১৭।৬) শ্লোকে ; পঞ্চম স্কন্ধে রাজন্ পতিগুর্রুরলং ইত্যাদি (৫।৬।১৮) শ্লোকে ; ষষ্ঠ স্কন্ধে "মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্ গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ" (৬।৮।২০) এই শ্লোকে ; সপ্তম স্কন্ধে নারদ-যুধিষ্ঠির সংবাদে ; অষ্টম স্কন্ধে ভগবদবতার শ্রীঅজিতের হস্তে নিহত কালনেমি মুক্তিলাভ করে নাই কিন্তু পুনর্ব্বার কংসরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করে, এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিজারি-মোক্ষদানরূপ মহিমাবিশেষের সূচনাদ্বারা ; নবম স্কন্ধে সর্ব্বান্তে ; দ্বাদশ স্কন্ধে "শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ" ইত্যাদি (১২।১১।২৫) শ্লোকে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমণিকায় (১২।১২।২২-২৯) দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের বাহুল্যহেতু ঐ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যবাচ্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থের ভাগবত আখ্যা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কেবল যে অভ্যাস প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা নহে, সমগ্র গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যার অর্দ্ধ হইতে অধিক সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাহাতে আবার এই প্রসঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অত্যদ্ভুত-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথমস্কন্ধে যথার্থই বলা হইয়াছে যে **"এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্** (ভাঃ ১।৩।২৮)। অর্থাৎ শ্রীরাম নৃসিংহাদি সকলেই কেহবা কৃষ্ণের অংশ, কেহবা অংশের অংশ। সকলেই অবতার, আর কৃষ্ণ অবতারী। এইজন্য কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—অংশী ভগবান্—স্বয়ংরূপ ভগবান্, মূল ভগবান্, পরমেশ্বর। শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—এই বাক্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাপ্রতিপাদক আরও কতিপয় বাক্য দেখা যায়। সেই বাক্যসমূহ উক্ত বাক্যের প্রতিনিধির ন্যায় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, এইরূপভাবে অন্য কোন শাস্ত্রে আলোচিত হয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিসিদ্ধান্তের আকর। ইহা ভজন-প্রতিপাদক শাস্ত্র। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত কি বৈধভক্ত, কি রাগানুগভক্ত সকলেরই জীবন-সর্ব্বস্ব পথ-প্রদর্শক ও পরম আদরণীয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার শ্রদ্ধা হয়, তাঁহার শীঘ্রই শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে মতি হইয়া থাকে। ইহা মুক্তগণের পরমাকার্ষক। পরমহংসবর

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম-সম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোক-লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ (ভাঃ ২।১।৮-১০)

সর্ব্বোপনিষদাবলীর সার এই শ্রীমদ্ভাগবত অনাদিকাল-সিদ্ধ। আমার পিতা শ্রীব্যাসদেব ইহা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা পরব্রহ্মতুল্য। আমি দ্বাপরযুগের অন্তে পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ইহা অধ্যয়ন করিয়াছি। কারণ ইহার তাৎপর্য্য বুদ্ধিবলে নিজে নিজে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ-ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় এই শ্রীমদ্ভাগবতদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় আমি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছি। হে রাজন্! আপনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র। অতএব আপনার নিকট এই ভাগবত-শাস্ত্র কীর্ত্তন করিব। ইহা সকলের পক্ষেই পরম-সাধন ও পরম সাধ্যবস্তু। এই শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার শ্রদ্ধা হয় তাঁহার শীঘ্রই শ্রীমুকুন্দের চরণে ভক্তি হইয়া থাকে।

প্রাচীন সংস্কার বশতঃ ভক্তিতত্ত্ব-প্রতিপাদক অসীম শক্তিসম্পন্ন মঙ্গলময় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান (রুচি) অল্পপরিমাণ হইলেও তদ্দ্বারা হৃদয়ে ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু কেবল যুক্তির দ্বারা ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ অস্থির তর্কের দ্বারা প্রকৃত মীমাংসা হয় না। জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠিতা ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগ ১।৩২)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু ইহার টীকায় বলিয়াছেন—"রুচিরত্র ভক্তিতত্ত্ব-প্রতিপাদকশব্দেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু প্রাচীনসংস্কারণোত্তমত্বজ্ঞানং। সৈব ভক্তি-তত্ত্বং অববোধয়তি।"

শ্রীমদ্ভাগবত বিনা সম্যক্ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। পুরাণ-পাঠক রোমহর্ষণ সূতই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রোমহর্ষণ-সূত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই, তৎপুত্র উগ্রশ্রবা-সূতই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন

না করায় রোমহর্ষণ-সূতের ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। সেইজন্যই সম্মুখে উপস্থিত ভগবান্ শ্রীবলদেবকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতই ভগবজ্জ্ঞানের সম্যক্ প্রকাশক, তাই ভাঃ ১২।১৩।১৯ শ্লোকে তিনি (ভাগবত) "অতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ" এবং ভাঃ ১।২।৩ শ্লোকে "অধ্যাত্মদীপ" বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সারবস্তু—এ'কথা শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃপুনঃ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের এই একমাত্র সার ও সত্যবস্তু শ্রীহরিসংকীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সুমেধা—সুবুদ্ধিমান্ ও মহাভাগ্যবান্। যাঁহারা শ্রীহরিনামকে সর্ব্বস্ব করিতে পারেন না, তাঁহারা কুমেধা বা কুবুদ্ধি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন—

সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৬-৭৭)
ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন-সার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৫০)
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবত রসময়গ্রন্থ। ইহাতে হেয়াংশ নাই। ইহাতে রসময়-বস্তু ভগবান্ শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যথা—

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ॥ (ভাঃ ১২।৫।১)
অত্র সংকীর্ত্তিতঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ।
নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ (ভাঃ ১২।১২।৩)

শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে রাজন্! ব্রহ্মা যাঁহার প্রসাদ-সম্ভূত এবং রুদ্র যাঁহার ক্রোধসম্ভূত, সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরন্তর কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সর্ব্বপাপহরহেতু যিনি হরি বলিয়া কথিত, সমস্ত জীবের আশ্রয়হেতু যিনি নারায়ণ নামে বিদিত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকহেতু যিনি হৃষীকেশ নামে অভিহিত, সেই ভগবান্ উদ্ধবাদিভক্তগণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাদ্ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।

আদিমধ্যাবসানেষু-বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্॥ (ভাঃ ১২।১৩।১১)

এই শ্রীমদ্ভাগবত আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে বৈরাগ্যজনক আখ্যান-সমূহে সংযুক্ত হইয়া হরিলীলাকথারূপ অমৃত বিতরণে সজ্জন ও দেবগণকে আনন্দিত করিতেছেন।

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥ (ভাঃ ১২।১৩।১২)

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অন্তে অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণেতর বৈরাগ্যের বিবরণ সম্যগ্‌রূপে কথিত হইয়াছে। অন্বয়ভাবে বাস্তবসত্য হরিলীলাকথা-সমূহ বর্ণনমুখে ব্যাবৃত্তিক্রমে বৈরাগ্যের কথা উক্ত হইয়াছে। যুগপৎ অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রবন্ধসমূহ আস্বাদনের পরমোন্নতি সাধন করায় উহা অমৃত ও অবিনাশী। সজ্জন দেবগণ এই অমৃত আস্বাদন করিয়া আনন্দিত চিত্ত হন। নশ্বর ভোগ ও ত্যাগে নিপুণ দেব-বিরোধী অভক্তগণ ইহাতে আনন্দিত না হইয়া জড়জগতে আসক্ত হন। এই ভাগবতগ্রন্থ বেদসার ও সর্ব্ববেদান্তসার—বেদাদিসার, বেদমধ্যসার ও বেদান্তসার বলিয়া সর্ব্ববেদান্তসার। বেদশিরোভাগ উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও প্রকরণগ্রন্থের অসার অংশ লইয়া যাঁহারা দিন যাপন করেন, তাঁহারা সার কর্ষণ করিতে অসমর্থ বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতার্কের উদয়। এই গ্রন্থে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তের অসার বিচারপরায়ণ জনগণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের লক্ষণে ভেদদর্শনে আতঙ্কবশতঃ তৎত্রিতয়ের এক লক্ষণ বুঝিতে অসমর্থ হন। শ্রীমদ্ভাগবত কথিত 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥'—শ্লোকের পর্য্যালোচনাদ্বারা তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে তত্ত্বপারঙ্গত জনগণের দ্বারা লক্ষিত হন। এই বিচার জীর্ণ করিতে অসমর্থ-জনগণ ব্রহ্মকে ভগবল্লক্ষণ হইতে পৃথক্ করিয়া জড়নির্ব্বিশেষপরতায় আবদ্ধ করেন। পরমাত্মাকে ব্রহ্ম ও ভগবান্ হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে দর্শন করিয়া ভূমা ও ব্যাপকতা বা সমষ্টি প্রত্যয়ে বিষ্ণুমাত্র ধারণায় পর্য্যবসিত করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত নির্ব্বিশেষবাদী (exclusionist) ও পরমাত্মবাদীদিগের (enclusionist) ভেদবুদ্ধি রহিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্ম-সান্নিধ্যযোগ-পদ্ধতি ভক্তিতেই সম্পূর্ণতা লাভ

করিয়াছে জানাইয়া দিয়া অভেদলক্ষণের তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন। * * * * **অভিধেয় বিচারে এক অদ্বিতীয় বস্তুর সহিতই সম্বন্ধযুক্তের কৃত্য বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বিতীয়বস্তু-নিষ্ঠার অসম্পূর্ণতায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্ম-সান্নিধ্যলক্ষিত হওয়ায় ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। প্রয়োজনতত্ত্বে প্রেমভক্তি বা কেবলাভক্তি এক প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। বাস্তববস্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই এক সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-সেবৈকনিষ্ঠাই এক অভিধেয়, কৃষ্ণ-প্রেমৈকনিষ্ঠাই কেবলা ভক্তি। ভগবন্নিষ্ঠারূপা ভক্তিই সম্বন্ধজ্ঞানের সুষ্ঠু আদর্শ। কেবল-ভক্তি প্রেমনামক প্রয়োজনে কৈবল্য শব্দের সার্থকতা করে।"**

সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত বিবৃতি হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব"ই যে শ্রীমদ্ভাগবতের মত ও প্রতিপাদ্য, তাহা প্রমাণিত হয়। ইহাতে যে 'অদ্বয়জ্ঞানের' সম্বন্ধ-বিচার এবং কৈবল্যের প্রয়োজন-বিচার ও ভক্তির অভিধেয় বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার। ইহাই শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদ তাঁহাদের দার্শনিক গ্রন্থসমূহে আবির্ভূত করিয়াছেন। ইহার অন্যথা বিচার যতই আপাতমধুর বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা কখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিচার বলিয়া গ্রহণীয় নহে। শ্রীমদ্ভাগবত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-তত্ত্বের প্রকাশক—অদ্বয়বাদের নহে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

জয় রমণীর শিরোমণি বৃষভানু-নন্দিনী।
জয় বৃন্দাবনেশ্বরী রাধে কৃষ্ণানন্দ-দায়িনী॥
জয় সুচতুরা মনোহরা কৃষ্ণ-মনমোহিনী।
জয় নিত্য নব নব রসে কৃষ্ণসুখ-বর্দ্ধিনী॥
জয় কৃষ্ণকাম পূর্ত্তিময়ী কৃষ্ণপ্রেম-লোলুপা।
জয় কৃষ্ণহৃদি বিলাসিনী মহাভাব-স্বরূপা॥

জয় রসবতী রাসেশ্বরী গোবিন্দ-প্রাণাধিকা।
জয় সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রিয়ে রাধিকা॥
হে কৃষ্ণ! গোকুলানন্দ গোপীপ্রাণবল্লভ।
হে দয়িত! প্রাণনাথ দেহি পদ-পল্লব॥
হে গোকুল-সুধাকর ব্রজবধূ-জীবন।
হে চঞ্চল নবাম্বুদ রাধাপ্রিয়-দর্শন॥
হে রাধারমণ শ্যাম নিধুবন-বিহারী।
হে চতুর গোপীকুল-চিত্তচোর মুরারি॥
হে রাস রসিকবর রাধাপ্রেম-লোলুপ।
হে সুন্দর হে শ্যামল রাধাপদ্ম-মধুপ॥
রাধাসনে বৃন্দাবনে নিত্যকেলি-তৎপর।
অবিচ্ছেদে মনঃসাধে নবরস বিহর॥

—শ্রীপ্রফুল্লকুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী, (ভাগলপুর)

ভক্তির প্রচার

শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজের প্রচার ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহার সফলতার জন্য যে-যে-স্থানে অপ্রিয়-সত্যের প্রচার হইয়াছে, সেই সেই স্থানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসবের পর পৌষ মাসের শেষভাগে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ** বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত নিমো, মেমারী ও হুগলী-জেলার অন্তর্গত বৈঁচি, চেতুয়া, সোদপাড়া, পানপাড়া এবং ২৪ পরগণার অন্তর্গত আনন্দপাড়া, বড়া, সরবেড়িয়া, একতারা প্রভৃতি ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত কল্যাণপুর, নাইকুণ্ডী, মলুবসান, হরিখালি, শ্রীকৃষ্ণপুর, পূর্ব্বচক অঞ্চলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তথাকার অধিবাসীগণ স্বামিজী মহারাজের ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রচারে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার প্রচার-সেবা-সহায়তাকল্পে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ পরমার্থী মহারাজ সঙ্গে ছিলেন।

দেওয়ানগাঁও গ্রামে প্রচার ঃ—বিগত ২৮শে ও ২৯শে মাঘ, ১৩৬৩,

(ইং ১১-১২।২।৫৭) তারিখে আসাম-প্রদেশের গোয়ালপাড়া-জেলার অন্তর্গত দেওয়ানগাঁও-গ্রামে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও আসাম-দেশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীমন্নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর তিরোভার-তিথি উপলক্ষে বিরাট্ জন-সমাগমে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীপাদ রসরাজ ব্রজবাসী মহোদয় মথুরা মঠ হইতে আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন। নারায়ণ মহারাজ ছায়াচিত্রে গৌর-লীলা ব্যাখ্যা করেন। এই সভায় পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎকুমার দাসাধিকারী ও পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবন দাসাধিকারী মহোদয়ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

কলির ভগবান্

আমরা কলির ভগবান্ বলিতে শাস্ত্রে লিখিত বুদ্ধ-কল্কির কথা বলিতে বসি নাই। বুদ্ধ ও কল্কিদেব শক্ত্যাবেশ অবতার; তবে অবতারী পুরুষ সব সময়েই স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইতে পারেন, শাস্ত্রীয় লক্ষণের দ্বারা তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৩।২৬ শ্লোকে দেখা যায়—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

অর্থাৎ হে সৌনকাদি ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহ-সমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বসাগর শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার-সমূহ প্রকটিত হন। ভাগবতের এই প্রমাণের সুযোগ লইয়া আজকাল বহু ভগবানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে,—Devils can quote scriptures, অর্থাৎ শয়তানও শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—শয়তানগণ তাহাদের শয়তানি জগতের লোকের নিকট আদৃত করিবার জন্য শাস্ত্র-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সরল-হৃদয় ব্যক্তিগণের বিশ্বাস আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান কলিযুগে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে লক্ষ্য করিতেছি। যাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর ভগবত্তায় কখনই আকৃষ্ট হইবেন না।

কিঞ্চিদধিক শতবৎসর পূর্ব্বে এক জেলের ব্রাহ্মণের বংশে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি কোন ধর্ম্মেই কোন প্রকার সিদ্ধি নাই ইহা উপলব্ধি করিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্ম যাজন করিতে থাকেন। হিন্দুধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া মুসলমানগণের মস্‌জিদে গিয়া মুক্তকচ্ছে "আল্লা হুঁ আকবর"—এই কলমা পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেও কোন সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় খৃষ্টানধর্ম্মের গির্জ্জায় গিয়া "Oh God, save me from my sin" বলিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। ইহাতেও তিনি কোনপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মদের দলে কিছুদিন ঘোরাফেরা করেন। তৎপরে তিনি কোন ধর্ম্মেরই কোন ফল নাই মনে করিয়া সব ধর্ম্মই সমান বলিয়া বিচার করেন। ইহাই পরে "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" বলিয়া প্রচারিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে "যত মত তত পথ" বলিয়া থাকেন। তাঁহার লোক সংগ্রহের স্পৃহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি "পুনর্মূষিকো ভব" এই ন্যায়ানুসারে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করেন। হিন্দুধর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ আস্থা না থাকায় কোনসময়ে শিবের উপাসনা, কোনসময়ে কালীর উপাসনা, কোনসময়ে পঞ্চোপাসকগণের কৃষ্ণোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহাতে কোনপ্রকার সুফল লাভ করিতে না পারিয়া তণ্ডুল-প্রদাতা ঢেঁকীর উপাসনা করেন। চিত্তের এইপ্রকার অপ্রসন্নতা-হেতু তিনি পৃথক্ কোন ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বিরত হইয়া নিজকেই নিজে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হইতেই তিনিই 'ভগবান্' এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে প্রচার করিতে থাকেন। পরিশেষে তিনি একজন প্রসিদ্ধ 'ভগবান্' হইয়া পড়েন।

ইংরাজীতে আমরা একটী কথা শুনিতে পাই—Everybody's property is no body's property, অর্থাৎ যে সম্পত্তি সকলেরই তাহা কাহারও নহে। অর্থাৎ কেহই তাহাতে যত্ন-আগ্রহ করে না। সুতরাং যে সকল ধর্ম্ম যাজন করে, সে কোন ধর্ম্মেরই যাজক নহে। ইহাই ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত বিচার। এই শ্রেণীর ভগবানের যাহারা সেবক বা স্তাবক, তাহারা কলির ভগবানের সেবক মধ্যে পরিগণিত। তাহাদের কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই, সুতরাং সব ধর্ম্মই এক। যদি কোন একটী ধর্ম্ম যাজন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, তবে অন্য ধর্ম্ম যাজন করিবার আবশ্যকতা কি? ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি পাঁচ-সাত-দশ-বিশ রকমের ধর্ম্ম বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে।

যুক্তির খাতিরে বলিতে হয়, ইহার কোনটীতেই সিদ্ধি নাই। যদি প্রত্যেক-টীতেই সিদ্ধি থাকে, আর সেই সিদ্ধি যদি একই হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটী সাধন করিবার প্রয়োজন কি? তবে যদি কেহ বলেন,—প্রত্যেক সাধনেরই সিদ্ধি পৃথক্; সুতরাং সিদ্ধির তারতম্য জন্যই প্রত্যেক ধর্ম্মের তারতম্য আছে। এবং এই তারতম্যমূলক সিদ্ধি যদি কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে তিনি মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, হিন্দু প্রভৃতি যে-কোন ধর্ম্মের যাজন করিতে পারেন। তবে ইহা কিন্তু "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" হইল না। এ-সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আমরা একটি মাসিক-পত্রিকা পড়িয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে উদ্দীপনা পাইয়াছি।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব

পরিক্রমা ও জন্মোৎসবের হেতু

ভক্ত ও ভগবানের অন্তরে প্রীতিরূপ স্বভাবের ফলেই পরস্পর আকৃষ্ট। প্রীতির বস্তুকে নিত্য দর্শন করিয়া বা নিত্য সেবা করিয়াও উভয়ের পরস্পরকে দর্শন করিবার বা সেবা করিবার স্বভাব কখনও স্তব্ধীভূত হয় না, পরন্তু তাঁহাদের সেবাস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যাহাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির অঙ্কুর হয় নাই, তাহারা মনে করে—একবার ভগবদ্ধাম দর্শন করিলেই হয়, বার বার উহা দর্শন করিবার আবশ্যকতা কি? ইহা বহির্ম্মুখতা এবং ভগবৎ সম্বন্ধ-হীনতারই পরিচয় মাত্র। মায়াবশবর্ত্তী জীবগণ যেরূপ আত্মীয়-স্বজনাদিতে রুচিবিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর তাহাদের সেবায় আনন্দলাভ করেন, ভগবানে রতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তদ্রূপ নিরন্তর ভগবৎ-সেবাময় জীবন যাপন করিয়া থাকেন। সেইজন্য ভগবদ্ধামে ভগবৎ-লীলাময় স্থান-দর্শন ও ভগবৎ-প্রসঙ্গাদি তাঁহাদের অতীব লোভনীয় এবং জীবাতু। সেইহেতু ভক্তগণ প্রতি বর্ষেই সেই গৌরধাম পরিক্রমাকালের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং যথাসময়ে প্রবল আনন্দে সকলে সমবেত হইয়া গৌরগুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থলী দর্শনাদি করত পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীশ্রীগীতা-শাস্ত্র বলেন—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥—ইহাই সাধুগণের স্বভাব।

নবদ্বীপ পরিক্রমা মহোৎসব এই বৎসর বিগত ২৭শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ, সোমবার হইতে ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীনৃসিংহপল্লী ও চাঁপাহাটীতে শিবিরাদিতে অবস্থান করিবার বন্দোবস্ত এবৎসরও করা হইয়াছিল। মামগাছিতে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া নবদ্বীপ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। যাত্রীগণ যে যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া রাত্রিযাপন ও প্রসাদ-সেবাদি করিয়াছেন, তথায় রবাহূত ও অনাহূত অগণিত ব্যক্তিগণ এবং উদ্বাস্তুগণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিশেষতঃ এবৎসর শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত গীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পাটে যাত্রীগণ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তথাকার অধিবাসী মাননীয় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় (যিনি নবদ্বীপের "বুড়া ডাক্তার" নামে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিক্রমা-সঙ্ঘের বিশেষ সহায়তা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও রন্ধনাদি করত মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ বাধা দেওয়ায় উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীজয়দেবের পাটেই মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীমায়াপুর ও চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রামগুলির হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি অতীব আকৃষ্ট ও অনুগত বলিয়া তাঁহারা এই উৎসবে দলে দলে আসিয়া পরমানন্দের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করেন। আহূত, অনাহূত ও রবাহূত উদ্বাস্তুগণও অনুমান ৫০০০ সহস্রলোক অকুণ্ঠভাবে দলে দলে আসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অত্যধিক যাত্রীসমাগমে জনকোলাহলহেতু এবৎসর মাইক সাহায্যে পরিবেশনাদির কথা ও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্য-দেব এবৎসর প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের সমাধিমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে কাতর হইয়া হৃদয়বিদারী আর্ত্তি নিবেদন করেন। এইস্থলে মাইকযোগে সেই নিবেদন সকলেই স্পষ্টভাবে শ্রবণ করত তাঁহার বিরহদুঃখে দুঃখিত হন। এবৎসর যাত্রীসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। পূর্ব্বে কোনও বৎসরে এত অধিক লোক যোগদান করেন নাই। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, —প্রতি বৎসরই এই পরিক্রমায় যাত্রীসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব (২রা চৈত্র শনিবার) দিবসে যাত্রীগণ যথারীতি উপবাসী থাকিয়া ঊষাকাল হইতেই শ্রীগৌরলীলাগাথা শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণমুখে ও কীর্ত্তনমুখে শ্রবণ করিতে থাকেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও ভক্ত-গণের শ্রীমুখ হইতে পাঠ ও বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সারাদিন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও শিক্ষাদি শ্রবণ করেন। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। এই সময়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীপাদ মোহিনীমোহন রাগভূষণ প্রভু মধুর স্বরে শ্রীগৌরাবির্ভাব-গীতি কীর্ত্তন করেন।

তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা আলোচনা করেন। ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা শ্রবণের পর যাত্রীগণ সকলে অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অদ্যকার উপবাস-ব্রত পালন করেন।

সাধারণ মহোৎসব (৩রা চৈত্র) তারিখে বেলা ৯ ঘটিকা হইতেই মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। সারাদিন সমভাবে সুবিস্তীর্ণ শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া দলের পর দলে উপবিষ্ট ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। এ-দৃশ্য দর্শন করিয়া বহিরাগত যাত্রীগণ অতীব আনন্দ লাভ করেন এবং অনেকেই এইরূপ সেবাকার্য্যে প্রচুর প্রেরণা লাভ করেন। **এবৎসর পরিক্রমা ও উৎসবে অনুমান ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়।**

দানের পরিচয়—শ্রীবেদান্ত সমিতির এইরূপ সেবাচেষ্টা ও প্রচারকার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সাঁওতাল পরগণা নিবাসী **শ্রীযুত মধুসূদন দাসাধিকারী বিদ্যানিধি বি. এ,** মহোদয় সমিতির নিজস্ব একটী মাইক হওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করেন এবং একটী মাইক ক্রয় করিবার জন্য সম্প্রতি ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও নিজ নিজ সেবাভার গ্রহণ করিয়া সেবাময় জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। মাননীয় **শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী** ও তদীয় ভ্রাতা **শ্রীযুত হারাধন বাবুর** প্রদত্ত জমি আমরা নিজে চাষ করিয়া বর্ত্তমান বর্ষে ৬৭/০ মণ ধান্য পাইয়াছিলাম। উহা হইতে ৪৫/০ মণ চাউল প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত ৪৫/০ মণ চাউল এবং ভিক্ষালব্ধ যাবতীয় চাউল সমস্তই এই উৎসবে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়াছে। সোদপাড়া নিবাসী **শ্রীযুত কৃষ্ণপদ ঘোষ** মহাশয় এই উৎসবের জন্য স্বহস্তে একটী জমিতে আলু চাষ করিয়াছিলেন। তাহাতে উৎপন্ন সমস্ত আলুই তিনি এই উৎসবে প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত সেই আলুতেই আমাদের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার এই সেবাচেষ্টা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। দুঃখের বিষয়, তিনি স্বয়ং এবৎসর এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি উপস্থিত থাকিলে অতীব আনন্দিত হইতেন ও হইতাম। সর্ব্বোপরি শ্যামনগরনিবাসী পরম ভাগবত **শ্রীযুত সুহাসচন্দ্র বসু** মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নিত্য-সেবার ব্যয়ভারের বহুলাংশই, প্রতি মাসে মাসে বহন করিয়া সকলের বিশেষ আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে আমরা সমিতির এই সেবাকার্য্যের পৃষ্ঠপোষকগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং নিবেদন জানাইতেছি —তাঁহারা যেন প্রতি বর্ষেই এরূপ সেবাকার্য্যে ব্রতী থাকেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১ ত্রিবিক্রম, ৪৭১ গৌরাব্দ | মঙ্গলবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬৪ ; ইং ১৪।৫।৫৭ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ স্তোত্রম্

(৩)

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

কুরু ভুংক্ষ্ব চ কর্ম্ম নিজং নিয়তং হরিপাদ-বিনম্র-ধিয়া সততম্।
হরিরেব পরো হরিরেব গুরুর্হরিরেব জগৎপিতৃ-মাতৃ-গতিঃ ॥১॥

ন ততোঽস্ত্যপরং জগতীড্যতমং পরমাৎ পরতঃ পুরুষোত্তমতঃ।
তদলং বহুলোক-বিচিন্তনয়া প্রবণং কুরু মানসমীশ-পদে ॥২॥

যততোঽপি হরেঃ পদ-সংস্মরণে সকলং হ্যঘমাশু লয়ং ব্রজতি।
স্মরতস্তু বিমুক্তিপদং পরমং স্ফুটমেষ্যতি তৎ কিমপাক্রিয়তে ॥৩॥

শৃণুতামল-সত্যবচঃ পরমং শপথৈরিত-মুচ্ছ্রিত-বাহুযুগম্।
ন হরেঃ পরমো ন হরেঃ সদৃশঃ পরমঃ স তু সর্ব্ববিদাত্মগণাৎ ॥৪॥

যদিনাম পরো ন ভবেৎ স হরিঃ কথমস্য বশে জগদেতদভূৎ।
যদিনাম ন তস্য বশে সকলং কথমেব তু নিত্যসুখং ন ভবেৎ ॥৫॥

ন চ কর্ম্ম বিমা-মল-কালগুণ-প্রভৃতীশমচিত্তনু তদ্ধি যতঃ।
চিদচিত্তনু সর্ব্বমসৌ তু হরির্যময়েদিতি বৈদিকমস্তি বচঃ ॥৬॥
ব্যবহারভিদাপি গুরোর্জগতাং ন তু চিত্তগতা স হি চোত্তমপরম্।
বহবঃ পুরুষাঃ পুরুষপ্রবরো হরিরিত্যবদৎ স্বয়মেব হরিঃ ॥৭॥
চতুরানন-পূর্ব্ববিমুক্তগণা হরিমেত্য তু পূর্ব্ববদেব সদা।
নিয়তোচ্চ-বিনীচতয়ৈব নিজাং স্থিতিমাপুরিতি স্ম পরং বচনম্ ॥৮॥
আনন্দতীর্থ-সন্নাম্না পূর্ণপ্রজ্ঞাভিধাযুজা
কৃতং হর্য্যষ্টকং ভক্ত্যা পঠতঃ প্রীয়তে হরিঃ ॥৯॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

হে জীব! শ্রীহরি-পাদপদ্মে প্রণত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা স্বীয় নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তদুচিত ফল ভোগ কর। শ্রীহরিই পরম পুরুষ, শ্রীহরিই গুরু এবং শ্রীহরিই জগতের পিতা, মাতা ও একমাত্র গতি ॥১॥

পরাৎপর পুরুষোত্তম শ্রীহরি অপেক্ষা পরমস্তত্য আর কেহ নাই। অতএব বহু পুরুষের ধ্যানে প্রয়োজন নাই, পরন্তু ঈশ শ্রীহরির পদেই চিত্ত আসক্ত কর ॥২॥

শ্রীহরির পাদপদ্ম-স্মরণে যত্ন করিলেও সকল পাপ সত্বর নষ্ট হয়, আর স্মরণ করিলে পরম মুক্তিপদ নিশ্চিতরূপে লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব কি জন্য তাহা পরিহার করিবে?৩॥

আমি বাহুযুগল উন্নত করিয়া শপথ-সহকারে এই পরম বিশুদ্ধ সত্যবাক্য উচ্চারণ করিতেছি, শ্রবণ কর যে—শ্রীহরি অপেক্ষা উত্তম বা তাঁহার সমান অপর কেহ নাই; পরন্তু তিনি নিখিল জীবগণ হইতে উত্তম ॥৪॥

যদি সেই শ্রীহরি সর্ব্বোত্তম না হন, তাহা হইলে এই জগৎ কিরূপে তাঁহার অধীন হইল? আর যদি এই জগৎ তাঁহার বশীভূত না হয়, তাহা হইলে (স্বতন্ত্রতাবশতঃ) নিত্য সুখী হয় না কেন? ৫॥

কর্ম্ম, অবিদ্যা, রাগাদি দোষসমূহ, কাল বা সত্ত্বাদি-গুণসমূহ—ইহারা কেহই জগতের নিয়ন্তা নহে; যেহেতু ইহারা জড় পদার্থ। অতএব শ্রীহরিই চিৎ ও অচিৎ সর্ব্বপদার্থের নিয়ন্তা, ইহাই বেদের বচন ॥৬॥

জগৎ বা জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ব্যবহারিক মাত্র, ইহা জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অভিপ্রায় নহে। পরন্তু শ্রুতিতে কোনস্থলে অভেদ-প্রায় যে উক্তি রহিয়াছে, তাহা আক্ষেপ মাত্র (পরন্তু সমাধান নহে)। **বস্তুতঃ স্বয়ং শ্রীহরি (বেদব্যাস)ই বলিয়াছেন—জীব অনেক এবং শ্রীহরি পরম পুরুষ** ॥৭॥

চতুর্মুখ প্রমুখ মুক্তপুরুষগণ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াও সর্ব্বদা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ নীচ বিভাগানুযায়ী নিজ নিজ স্থিতিই লাভ করিয়াছেন ; ইহাই শাস্ত্রের পরম বাক্য ॥৮॥

যিনি 'পূর্ণপ্রজ্ঞ'রূপে অভিহিত শ্রীআনন্দতীর্থ-মুনি-বিরচিত শ্রীহরির এই অষ্টক ভক্তি-সহকারে পাঠ করেন, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন ॥৯॥

দীক্ষিত

শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্ম

শ্রীভার্গবীয় মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত আছে। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ জন্মের কথা বিভিন্ন শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সন্দর্ভগুলিও সেই কথাই প্রমাণ করে।

শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই তিন প্রকার জন্ম বেদে কথিত আছে। বিশুদ্ধ পিতা-মাতা হইতে জন্মের নাম **শৌক্র-জন্ম**, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশ লাভই **সাবিত্র-জন্ম** এবং যাজ্ঞিকানুষ্ঠানে বৈদিকী দীক্ষালাভ করিলে **দৈক্ষ-জন্ম** হয়। শৌক্র-জন্মই আদি, তাহাতে সংস্কারের কোন কথা নাই। শূদ্রের সংস্কারাদি বিধেয় নহে। অশূদ্র, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী-উপদেশরূপ সংস্কার গ্রহণ করিয়া গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করেন—উহাই তাঁহার সাবিত্র-জন্ম। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে দীক্ষা-গ্রহণ নামক দ্বিতীয়বার সংস্কার দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম হয়। অশূদ্র জীব দ্বিতীয় জন্মে দ্বিজ ও তৃতীয় জন্মে ত্রিজ হন। ব্রাহ্মণেরই তৃতীয় জন্ম অর্থাৎ দৈক্ষ জন্ম হয়।

ত্রিবিধ জন্মের কাল-নির্ণয় ; 'ব্রাত্য' কাহাকে বলে

ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের তৃতীয় জন্ম নাই। ব্রহ্মকুলে জাতব্যক্তি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ষোল বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তাঁহার সাবিত্র-সংস্কার গৃহীত না হওয়ায় দ্বিজ নামের পরিবর্ত্তে **ব্রাত্য-সংজ্ঞা** হয়। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত

তিনি দ্বিজ-সংস্কার গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন ও দ্বাবিংশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈশ্য-সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। তদুত্তরকালে দ্বিজাখ্যা অপনোদিত হইয়া ব্রাত্য নামে আখ্যাত হন।

যুগ-প্রভাবে ধর্ম্মের হ্রাস ; কলিকালে বৈদিক জন্মত্রয়ের অভাব

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর পর্য্যন্ত বৈদিক অনুশাসন উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছিল। কলির সমাগমে ধর্ম্মের ত্রিপাদ হ্রাস হওয়ায় ও চতুর্থ পাদ আক্রান্ত হওয়ায় বৈদিক অনুষ্ঠান নামে-মাত্র প্রচলিত আছে। এই জন্যই পশু-হনন দ্বারা যজ্ঞাদি দ্বাপরে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় ; তৎস্থলে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিকালে নাম-যজ্ঞের প্রবর্ত্তন-দ্বারা কর্ম্মযজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি-যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। বাহ্য সাবিত্র সংস্কারাদি কলিকালে প্রচলিত থাকিলেও দীক্ষা-সংস্কার বা বৈদিক ত্রিজত্বের সম্ভাবনা নাই।

বদ্ধজীবের নাম-যজ্ঞই কলিকালে যজ্ঞাধিকার

এইজন্য নাম-যজ্ঞের সুষ্ঠু অধিকারীগণ দীক্ষা লাভ করিয়া নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতাধিকারেই নাম-যজ্ঞের যাজ্ঞিক হওয়া সম্ভব হয়। কনিষ্ঠাধিকারী মহাভাগবতের নিকট নাম-যজ্ঞে অধিকার লাভ করিবার প্রারম্ভিক অধিকার পাইবার বাসনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহাভাগবতের নিকট বদ্ধ জীবের দীক্ষায় সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্বলিত আছে।

মুক্তজীব নাম-যজ্ঞে দীক্ষিত, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ

মুক্ত জীবের নাম-যজ্ঞেই দীক্ষা হয়। মুক্ত জীব বলিলে বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরই তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও প্রমাণ। মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব। তিনিই অপরকে বিষ্ণুদীক্ষা দিতে সমর্থ। কনিষ্ঠাধিকারী যে মন্ত্র জপ করেন, তাহাতে তাঁহার সংসার-মুক্তি ঘটে না। যখনই মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে তাঁহার বদ্ধাভিমান ত্যক্ত হয়, তখনই তিনি মুক্তকুলের উপাস্য হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন।

কলিকালে বৈদিক অনুষ্ঠানের সাফল্য নাই ; কলিকালের ব্রাহ্মণগণের অবস্থা

কলিকালে বৈদিক অনুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে সফলতা নাই। **শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণাভিমানিগণ** কল্মষময় কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মেতর মায়িক বস্তুরই উপাসনায় মত্ত। তাহারা প্রাক্তন দুষ্কৃতিবশে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া বিষ্ণুর উপাসনার পরিবর্ত্তে মায়িক পঞ্চ-দেবতার উপাসনা করিয়া ফেলেন। বিষ্ণুর

পরম পদ অবজ্ঞা করিয়া অন্য দেব সহ (বিষ্ণুর) সাম্য বুদ্ধি করেন। তজ্জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনারূপ বৈদিক-যজ্ঞ হইতে অধিকার-চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

বৈষ্ণব-সদাচার-স্মৃতির পরিচয় ও তাহার প্রচার-প্রচেষ্টা

তজ্জন্য বেদানুগ তন্ত্র-শাস্ত্রসকল বেদানুগমনে যে-সকল আনুষ্ঠানিক বিধি সাম্বত তন্ত্রসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই পঞ্চরাত্র, আগম বা বেদ-বিস্তৃতি বলিয়া বেদ-মার্গ-রত ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলন করেন। তদীয় দাসাভিমানে ছয় গোস্বামীর অন্যতম সদাচার-নিরত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণেরও উপাস্য, আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাস ক্রান্তি ব্যুৎক্রান্তি বিচার-ধারায় গুম্ফিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক স্মৃতি-বিহিত অনুষ্ঠানাদি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নায় ন্যূনাধিক আক্রান্ত হইয়া থাকিলেও তাহাদের প্রচারের দিন আসিয়াছে।

মানব মাত্রেরই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় অধিকার আছে এবং তৎ-ফলে দ্বিজত্ব অবশ্যম্ভাবী

শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসরণে আমরা জানিতে পারি যে, শূদ্রাশূদ্র মানব সকলেই বৈদিকী দীক্ষায় অধিকারী না হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় অধিকারী। সাবিত্র-সংস্কার লাভ করিয়া গুরুকুলে বাস না করিয়া থাকিলেও, দ্বিজগণ ব্রাত্য হইলেও অথবা শূদ্র ও অন্ত্যজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, সকলেরই সুকৃতিক্রমে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভের অধিকার আছে। মানবমাত্রেই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিলে, তাঁহার দ্বিজত্ব অবশ্যম্ভাবী। **কেবল স্ত্রী-লোকের উপনয়নাদি না হইলেও তাঁহারাও দ্বিজ হন ও নাম-যজ্ঞের এবং অর্চ্চনাদি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। পুরুষ অনুপনীত হইলে তাঁহার প্রকৃত দীক্ষা লাভ ঘটে নাই, জানিতে হইবে।** পরমহংসাধিকারে যজ্ঞসূত্রাদি, বর্ণ-চিহ্ন নাই; দণ্ড, কাষায় বস্ত্রাদি আশ্রম-চিহ্ন নাই। সেকালে তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া অর্চ্চনাদি করেন না। শাস্ত্র বলেন,—যেরূপ নীচধাতু কাংস রস-যোগে কাঞ্চনতা লাভ করে, তদ্রূপ সদ্‌গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কাররূপ দীক্ষা লাভ করিলে, মানবমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করেন।

কলিকালে শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের শূদ্রত্ব লাভ

কলিকালে দ্বিজ হইয়া অনেকে দ্বিজ-স্বভাবের বিপরীত পঞ্চোপাসনা ও বিষ্ণুর অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র অথবা অন্ত্যজ হইয়া পড়েন। সুতরাং অধিকারক্রমে দ্বিজ হওয়া দূরে যাউক, অন্ত্যজত্ব বা শূদ্রত্বকে দ্বিজাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পারমহংস্য বৈষ্ণবাচারের নামে অনেক স্থলেই বিগত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই অন্ত্যজ-শূদ্রাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারা প্রকৃত স্মার্ত্তের অনুগমনে শূদ্র-দীক্ষা দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন এবং অনুপযুক্ত গুরু সাজিয়া শিশ্নোদর-পরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিষ্যদিগকে যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করার পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে 'শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়াইয়াছেন'; বৈষ্ণব করিতে গিয়া বিষ্ণুসহ বিরোধ করাইয়াছেন এবং স্ব-স্ব-যোষিৎসঙ্গজ প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুমোদন করিয়াছেন।

রসিকানন্দ প্রভুর ধারায় শৌক্রধারা স্তব্ধ

যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন আগমবিৎ গুরু কোনও শিষ্যকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দিয়া থাকিতেন ও পঞ্চসংস্কার দিতেন, তাহা হইলে তিনি আর শৌক্র-জন্মের বাহাদুরিতে পরমার্থের বিলোপ সাধন করিতেন না—গুরু সাজিয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিতেন না। শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর ধারায় এই সকল বিচার প্রবল থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামী-প্রচারিত শুদ্ধ ধর্ম্মের রহস্য সুন্দরভাবে তথায় রক্ষিত হইয়াছে।

সামাজিক ব্রাহ্মণগণের দীক্ষা পারমার্থিক নহে—কৌলিক ক্রিয়ামাত্র; সুতরাং ত্যাজ্য

দীক্ষিত ব্যক্তির জল ও পক্কান্ন যদি অদীক্ষিত (ব্রাহ্মণের) ব্যক্তির জল ও পক্কান্নের সহিত সমভাবে গৃহীত হয়, বা গৃহীত না হয়, তাহা হইলে পরমার্থ বিশ্বাসে কিরূপ অবিচার ও অত্যাচার প্রবেশ করান হইল, ইহা সুধী বিচারকবর্গ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করুন। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি দীক্ষার পরও শূদ্র থাকেন, তাহা হইলে দীক্ষাদাতা কোন্ বর্ণে পাতিত হইলেন—ইহাই আমাদের প্রশ্ন। যদি তিনি পতিত না হইয়া থাকেন, অথবা দীক্ষা না দিয়া থাকেন, অথবা শূদ্র-দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে পারমার্থিক গুরু কেন বলা যাইবে? তাদৃশ গুরুকে কৌলিক পুরোহিত বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া, কেন পারমার্থিক গুরু বলা যাইবে? শৌক্র-কুল-ধর্ম্ম রক্ষা করিবার

জন্য, সমাজের সুষ্ঠু বিধান করিবার জন্য যে-সকল কার্য্য ধর্ম্ম নামে চলিতেছে, তাহা পুরোহিতের কার্য্য মাত্র। পতিতকে উন্নত করিবার কার্য্য নহে। পারমার্থিক মাত্রই তাদৃশ গুরু নামধারী পুরোহিতগণকে পুরোহিত পদে বরণ করিয়া অকিঞ্চন গুরুর নিকট হইতে বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কৌলিক গুরুগণকে পুরোহিত জ্ঞানে কিছু কিছু দিয়া তাহাদের জীবিকা রক্ষণের ব্যবস্থা করিলে, পারমার্থিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাহাতে মন্ত্র-জীবী, ভাগবত-জীবী, কীর্ত্তন-জীবী, মৃদঙ্গ-জীবী, অর্চ্চন-জীবী দেবলগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে অর্থভারে প্রপীড়িত করিতে না পারেন, প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তাহাই পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক।

দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপনয়ন-সংস্কার না দিলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য নন এবং ত্যাজ্য হন

দীক্ষিত ব্যক্তির যদি দ্বিজত্ব লাভ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ধর্ম্মহানি মাত্র হইয়াছে জানিতে হইবে। **শাস্ত্র বলেন, দীক্ষা লাভের পর দ্বিজত্ব হয়। যদি তাহা না হইয়া থাকে, নিশ্চয় দীক্ষা দেওয়া হয় নাই।** দীক্ষা গৃহীত হইলে নিশ্চয় তাহার ফল হইত। ফলরূপ কার্য্যদ্বারাই কারণের অবগতি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের 'তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ'-বাক্য অবহেলা করিয়া যদি কেহ বৈষ্ণব-সজ্জায় গুরু সাজিতে যান, তাহা হইলে তাহাকে গুরুপদে রাখিতে নাই, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।—

যো ব্যক্তি ন্যায়-রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রচ্ছন্ন-শত্রুবর্গকে ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ না করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং জীবের ভজন-পথে কণ্টক রোপিত হইবে।

অবৈষ্ণব—গুরু বা ব্রাহ্মণ নহেন

অবৈষ্ণবকে গুরু করিতে নাই; তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ এই যে—"মহাকুল-প্রসূতোপি সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্র-শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।

সুতরাং অবৈষ্ণব কখনই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, গুরু হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ আপনাকে বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া অভিমান করেন, সেই দুর্ম্মতি জীবকে কখনই গুরু বলা যায় না। যিনি আপনাকে বৈষ্ণবের দাস, ব্রাহ্মণ অভিমান করেন এবং বৈষ্ণবের দাসত্ব ভিন্ন ব্রাহ্মণতার সম্ভাবনা নাই জানেন, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও গুরু শব্দবাচ্য। তাদৃশ ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট হইতেই বৈষ্ণব-দাসাভিমানী পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ ঘটিবে। তিনি যজ্ঞসূত্রাদি উপনয়ন বিধিসকল যথা-রীতি অনুসরণ করিয়া সদাচারসম্পন্ন ও বিনয়ী হইবেন। নতুবা বৈষ্ণব-দাস্য জন্মজন্মান্তরেও সম্ভাবনীয় হইবে না।

'দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্ব'—অস্বীকারকারী সমাজ পরিত্যাজ্য

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে লিখিলেন,—

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

যিনি বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন, তিনি পারমার্থিক গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিবেন। **দীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজের সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সংস্কৃত দ্বিজই বিষ্ণুপূজা করিবার অধিকারী। তিনিই তখন গুরুসেবা করিতে জল ও পক্ব অন্নাদিদ্বারা বিষ্ণু-প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে পারেন। সে-কালে সমাজ তাঁহার পরমার্থে বাধা দিবে না, বাধা দিতে আসিলে তাদৃশ ঘৃণিত সমাজকে প্রতিকূল জ্ঞানে ত্যাগ করিবেন** এবং হরিভক্তির অনুকূল সমাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পরমার্থবিরোধী সমাজের সহিত বাস করিতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবসমাজের নামে স্মার্ত্তানুগত্য

ক্ষুদ্র জড়ের ভরসায় পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হওয়া সমীচীন কিনা, ইহা গৌড়ীয়-নামধারী বৈষ্ণবমাত্রই বিচার করিয়া দেখুন। জড় জগতের পরিচয়—কেবল শত বর্ষের জন্য, ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, হরি-বিমুখ-স্বার্থ পোষণের জন্য; আর পারমার্থিক জীবন—নিত্যকালের জন্য, হরিপ্রেম তাৎপর্য্যময় ও পরম নিষ্কাম। শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামীবর্গের প্রকটকালের পর

হইতে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের নাম করিয়া যে বিশৃঙ্খলতা ও স্মার্ত্তের পাদত্রাণাবলেহন কার্য্য চলিতেছে, তাহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানি মাত্র। এই গ্লানি ঘুচাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ জনগণকে কালে কালে পাঠাইয়াছেন; তথাপি আমরা সেই মহাজন পরমার্থবিৎ বৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণের অনুসরণ না করিয়া বিপথগামী হইতেছি কেন? আমরা কেন শাস্ত্র-জ্ঞান হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বার্থান্ধ অবৈষ্ণবগণের কুহকে পড়িয়া অমূল্য জীবন হরিবিমুখ অবস্থায় কাটাইতেছি? পরমার্থ-বিরোধী সমাজ কি চিরদিন প্রবল থাকিবে? সাধুর মুখে হিতকথা, শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিরপেক্ষতা কি চিরদিনই অবহেলিত হইবে? শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মহিমা কি চিরদিনই হরিবিমুখ স্মার্ত্ত-অন্ধকার-গর্ত্তে আবদ্ধ থাকিবে?

গোপালভট্টের "সৎক্রিয়াসার-দীপিকার" আনুগত্য করিতে উপদেশ

ভবদেব-পদ্ধতি কি চিরদিনই সৎক্রিয়াসার-দীপিকাকে ঢাকিয়া রাখিবে? 'রঘুনন্দনে'র সংস্কার-তত্ত্ব তো চিরদিনই ঢাকা আছে; কখনই ত উহা উন্মুক্ত হয় নাই। তবে কেন 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকার' অমর্য্যাদা হইবে? আমরা সুবিনীতভাবে শাস্ত্রজ্ঞ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া গুরুবর্গের অনুগমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন মহাভারতের "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"-শ্লোক এবং "যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ"-শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিন্দু-সমাজের নিগড় হইতে উন্মুক্ত হন; তাহা হইলে তাহাদের ভোগ-বিলাস হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিবে। তখনই তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও শ্রীনামের কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন।

পুনরায় বৈষ্ণব-স্মৃতি স্থাপনের আশ্বাস

দীক্ষিতগণের দ্বিজত্ব হয় না, আর শৌক্র-পন্থায় দ্বিজত্ব আবদ্ধ, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে ধর্ম্মের গ্লানি করিতে গিয়া যে উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হওয়া উচিত। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবতার ত্রিদণ্ডি-যতিবর শ্রীরামানুজ স্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণবগণের জন্য পঞ্চোপাসকের কবল হইতে প্রপঞ্চাগত বৈষ্ণবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। আজ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বৈষ্ণবদাসগণের চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তে পুনরায় শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে। আউল, বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া, নেড়া, দরবেশ, সাই, গৌর-নাগরী, শৌক্র গোস্বামী-উপাধিধারী, কপট-বৈরাগী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন-বৈষ্ণব-

দ্বেষীগণের কবল হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজকে উদ্ধার করিতে গিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শরণ গ্রহণ করিতেছি। এস ভাই! পারমার্থিক হও, প্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; আর শুদ্ধ ভক্তি-স্রোতের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগমন করিয়া গাও—

"আমি ত বৈষ্ণব, এ'বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব, গুরু অভিমান ত্যজি।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল রেণু, সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে, হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা, না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে সদা, কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

—(দীক্ষিত পাংক্তেয় বৈষ্ণবদাস)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

———

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৸০ বার আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

ধৈর্য্য

ভজনে ধৈর্য্যের আবশ্যকতা

ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনতা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ধীর। ধৈর্য্যগুণ-অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা অধৈর্য্যশালী, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।

ছয় প্রকার বেগ-ধারণই ধৈর্য্য

'উপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে এই ধৈর্য্যগুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং, জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগং।

এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ, সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বেগ ছয় প্রকার; অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ।

বাক্যবেগ ও তাহার দমনোপায়; মৌন কাহাকে বলে

অনেক কথা কহিবার ইচ্ছায় মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্য-সমুদায় নিয়মিত করিতে না পারিলে পরচর্চ্চা-দ্বারা অনেকের সহিত শত্রুতার উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য; কিন্তু সংসারী মানব সর্ব্বদাই বাক্য ব্যয় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কাল নষ্ট করেন, এবং বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকেন। ধার্ম্মিক লোকেরা এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য **মৌনব্রত অবলম্বন** করিয়া থাকেন। সকল ভাল ভাল ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌনব্রতকে ঋষিগণ স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভজন-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। হরি-কথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরি-ভক্তি-বিষয়ের আনুকূল্য রূপে যে বিষয় কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নয়। অতএব ভক্তগণ হরি-কথা ও হরি-কথার অনুকূল যাহা কিছু কথা থাকে, তাহাই বলিবেন। অন্য সকল কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই বাক্যের বেগ যিনি সহিতে পারেন, তিনিই ধীর পুরুষ।

মনোবেগ ও তাহা দমনের উপায়

মনের বেগ সহন করাও ধীর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যতক্ষণ মনের বেগ ধারণ

করিতে অভ্যাস না হয়, ততক্ষণ মন-সংযোগপূর্ব্বক কিরূপে ভজন হইবে? সংসারী লোকের মনে সর্ব্বদা আশারূপ বেগ উদয় হয়। নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আরূঢ় হইয়া নানা চিন্তা-বেগ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করেন না। নিদ্রাকালেও আবার দুঃস্বপ্ন, সুস্বপ্নরূপ চিন্তা আসিয়া উদয় হয়। ঋষিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্যই অষ্টাঙ্গ যোগ ও রাজ যোগের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে,—মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। ভক্তিপথে যাঁহাদের মতি আছে, মনকে অতি সহজে তাঁহারা নিয়মিত করিতে পারেন। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগবান করিলে তাহাতেই তাহার কার্য্য হইতে থাকিবে, সে আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগবান হইবে না।

যোগ অপেক্ষা শুদ্ধভক্তিই মনঃসংযমের সর্ব্বোত্তম উপায়

অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ যেরূপ মনকে নিয়মিত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর প্রণিধান বা ভক্তিযোগ মনকে নিয়মিত করিতে পারে। পতঞ্জলির ঈশ্বর প্রণিধান শুদ্ধা ভক্তি নয়, কাম্য ভক্তি মাত্র। যে ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য মনকে নিয়মিত করা, তাহা কখনই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ভক্তি হইতে পারে না। আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র তাৎপর্য্য। অতএব যখন শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তখন চিত্তের প্রসন্নতা অবান্তর ফলের মধ্যে স্বয়ং উদয় হয়। 'যেন কেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিযোজয়েৎ' (ভাঃ ৭।১।৩২)—এই উপদেশ পালন করিলে, এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে মন নিযুক্ত হইলে সহজে আর অন্য বিষয়ে মন ধাবিত হয় না। সাধকের শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে। এই বিষয়টী ভাল করিয়া প্রণিধান করিলে যোগ ও ভক্তির স্বাভাবিক ভেদ জানা যাইবে।

কাম হইতে ক্রোধ—পরে বিনাশ হয় এবং ক্রোধ দমনের উপায়

ভক্তি-পিপাসুদিগের ক্রোধ-বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মানবের কাম ভঙ্গ হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইলে ক্রমশঃ বিনাশ পর্য্যন্ত ফলোদয় হয়। চরিতামৃত (মধ্য ১৯।১৪৯) বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি নিষ্কাম অতএব শান্ত।" যিনি শুদ্ধা ভক্তিকে আস্বাদন করেন, তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার তুচ্ছ কাম থাকে না। অতএব, তাঁহার মনে ক্রোধ উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না। কেবল বিবেকদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ বিবেককে অতি অল্প কালেই নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।

ক্রোধ-দমনে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর আদর্শ

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতে দেখা যায় যে, তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে ক্রোধ সহনে সক্ষম হইয়াছিলেন। যথা—

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ ॥৩৩॥
কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুং।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরানি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যদহুর্মুনেঃ ॥৩৪॥
অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্য সম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি ॥৩৫॥
ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ ॥৩৭॥
এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥৪০॥

শ্লোকগুলির অর্থ এই—অবন্তীবাসী বিপ্র হৃদয়-গ্রন্থী-মোচনদ্বারা শান্ত-ভিক্ষু-পদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন ব্রাহ্মণকে অসৎ ব্যক্তিগণ এই বলিয়া অপমান করিতে লাগিল—"ওহে ভদ্র! এ কি রকম?" কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, আবার কেহ কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া, আবার 'ওহে! লও' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। নদীতীরে তিনি অন্ন পাক করিলে, কেহ তাহাতে প্রস্রাব করিলেন, কেহ বা তাঁহার মস্তকে থুৎকার করিলেন। কেহ বা এই লোকটা ধর্ম্মধ্বজী ও শঠ বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার অপমানিত হইয়াও তিনি এই স্থির করিলেন যে,—"কর্ম্মফলরূপ আমার ভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ দুর্জ্জন-কৃত দুঃখ, দৈহিক দুঃখ অর্থাৎ জ্বরাদি-জনিত দুঃখ এবং দৈবিক দুঃখ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি-জনিত দুঃখ—দৈবপ্রাপ্ত। এই সকল অবশ্য ভোক্তব্য।

গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর শিক্ষা গ্রহণীয়

সেই ভিক্ষু তখন এইরূপ কথা বলিলেন (শ্রীভাঃ ১১।২৩।৫৭)—

এতাং স আস্থায় পরাত্ম-নিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্ত-পারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥

আমি আত্মা ক্ষুদ্র জীব। কৃষ্ণ পরাত্মা। বহির্ম্মুখ জীব সংসার-নিষ্ঠ হইয়া ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক কষ্ট পাইতেছে। কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। এ জগতে আমি সংসার-নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরাত্ম-নিষ্ঠা-রূপ কৃষ্ণ ভজন করিব। বাক্য, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তির অনুকূল জীবনের সহিত পরাত্ম-নিষ্ঠা অবলম্বন করিব। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ এই পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন। পরাত্ম-নিষ্ঠা কোনস্থলে গৃহস্থ-ধর্ম্মে জনকাদির ন্যায় লক্ষিত হয়, কোনস্থলে ভিক্ষু-ধর্ম্মে সনক-সনাতনাদির ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ দুই অবস্থাতেই পরাত্মনিষ্ঠা একই বস্তু। **পরাত্ম-নিষ্ঠা ব্যতীত এই দুরন্ত-পার তমোময় সংসার-সাগরকে পার হওয়া যায় না। মুকুন্দ-সেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তদবলম্বনে আমি উদ্ধার হইব।**—এই ভিক্ষু-গীতে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যোগাদি-চেষ্টা-দ্বারা সংসার পার হওয়া দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-নিষ্ঠাতেই সকল লাভ হয়। যিনি ভক্তি অবলম্বনে বাক্য, মন ও ক্রোধ-বেগকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ধীর।

জিহ্বার বেগ ও তাহার দমনোপায়

জিহ্বার বেগকে দমন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। চর্ব্ব্য, চোষ্য-আদি ষড়্‌বিধ রসের প্রয়াসে সংসারী লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত। "আজ পলান্ন ভোজন করিব, আজ খেচরান্ন পাইবার জন্য বহু আয়াস করিব, আজ উত্তম পেয় দ্রব্য পান করিব"—এইরূপ লালসায় বিষয়ী-লোক ভ্রমণ করিতেছেন। জিহ্বা যতই ভোজন করেন, তাঁহার লালসা ততই বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরামার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য,—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭, ২২৪-২২৬)

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রসাদে সুখাদ্য যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে আর জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিত হয়।

উদর-বেগ ও তাহার দমনোপায়

উদর-বেগ একটি উৎপাত। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং জীবন রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তি যুক্তাহার-দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। তাহা না করিয়া যাঁহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন, তাঁহারা নিতান্ত উদর-পরায়ণ। 'মিতভুক্' বলিয়া ভক্তগণের একটী লক্ষণ করা হয়। লঘ্বাহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে ব্যাঘাত হয় না। উদরের বেগ সহন করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাঁহারা সর্ব্বদাই আহার-লোলুপ। ভগবৎ-প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না,—এরূপ যাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা উদরের বেগ সহনে বিশেষ সক্ষম হন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা, তাহাও উদরের বেগ দমনের শিক্ষা-স্থল।

উপস্থ-বেগ ও তাহার দমন

উপস্থ-বেগই বড় ভয়ানক। "লোকে ব্যবয়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা"—এই ভাগবত (১১।৫।১১) বাক্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। রক্ত-মাংস-গঠিত-শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গ এক প্রকার নিসর্গ-জনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কোচিত করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ। যাঁহারা বিষয়-রোগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থ-বেগ সহিতে পারেন না—অনেক অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার। সাধু-সঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইহাঁরা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধি-ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া ভগবদ্ ভজন করেন। **বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থ-বেগ-ধারণ বলে।**

ষড়বেগ দমনের সর্ব্বোত্তম উপায়

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার বেগ যথা-বিধি সহন করিতে পারিলে ভজনের আনুকূল্য হয়। ঐ সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। **উক্ত ছয় প্রকার বেগ দমন করার নাম ধৈর্য্য। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে**

তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষ-জনক হয় না। অতএব, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য্য, দম্ভ-সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-সেবার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্ত-দ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।
'মোহ' ইষ্ট-লাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥ (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

এই পদ্যটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য,—বেগসকলকে তত্তদ্‌বিষয় হইতে ফিরাইয়া ভক্তির অনুকূল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহা কেবল ধৈর্য্য-দ্বারাই হইতে পারে।

সাধকমাত্রেরই ধৈর্য্য-গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক

'ধৈর্য্য'-শব্দ-প্রয়োগের আর একটী তাৎপর্য্য আছে। যাঁহারা সাধন-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ফল-লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মীগণ কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গ-সুখ-ফল আশা করেন। জ্ঞানীগণ জ্ঞান-কাণ্ডে মোক্ষলাভের আশা করেন। ভক্তগণ ভক্তিসাধনে কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভ করিবার আশা করেন। সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব, ফল আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণ আমাকে অদ্য, বা একশত বৎসরে, বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণ আশ্রয় দৃঢ়-পূর্ব্বক করিব—কখনই ছাড়িব না—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———

শ্রেষ্ঠ আরাধনা

হর প্রতি প্রিয়ভাষে কহে হৈমবতী।
এক নিবেদন মোর শুন প্রাণপতি ॥১॥

আরাধনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন আরাধন।
কৃপা করি কহ নাথ, জুড়াক্ শ্রবণ ॥২॥

শুনিয়া কহেন শিব আনন্দিত মনে।
বরীয়ান্ তব প্রশ্ন শুন বরাননে ॥৩॥

আরাধনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'বিষ্ণু-আরাধন'।
সর্ব্ব আরাধ্য সর্ব্ব কারণের কারণ ॥৪॥

সর্ব্বাশ্রয়ী সর্ব্বাংশী অনূর্দ্ধ-সমান।
সর্ব্ব সেবকের প্রভু বিষ্ণু ভগবান্ ॥৫॥

শুনিয়া পরম সুখী হৈলেন পার্ব্বতী।
পুনরায় কহেন দেবী করিয়া মিনতি ॥৬॥

ততোধিক আরাধনা আছে কি না আছে।
জানিতে উৎকণ্ঠা মোর হৃদয়ে জাগিছে ॥৭॥

শুনিয়া সানন্দে পুনঃ কহেন শঙ্কর।
বৈষ্ণবের আরাধনা হয় শ্রেষ্ঠতর ॥৮॥

মহাদেব বাক্য শুনি কহে মহাদেবী।
নিত্যকাল আমি যেন তব পদ সেবি ॥৯॥

বহু ভাগ্যে পাইয়াছি তব পদ-সেবা।
তব সম ভাগবত আর আছে কেবা ?১০॥

সাধু বৈদ্য শিরোমণি শিব মম পতি।
সেই ভাগ্য দেখি' সবে বলে সাধ্বী সতী ॥১১॥

বলিতে বলিতে দেবীর হৈল প্রেমোদয়।
সাত্ত্বিক বিকার সব অঙ্গে ব্যাপ্ত হয় ॥১২॥

পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ আর স্বরভঙ্গ।
রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ যত প্রেমের তরঙ্গ ॥১৩॥
বৈষ্ণব-সেবার ফলে কৃষ্ণ প্রেমোদয়!
অন্যথা কৃষ্ণভক্তি কভু না জন্মায় ॥১৪॥
সেব্য-সেবা হইতে সেবক-সেবা বড়।
বেদে ভাগবতে প্রভু করিয়াছে দৃঢ় ॥১৫॥
সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় যমবন্ধ ছুটে।
পরম দুর্ল্লভ হৈয়া প্রেমধন লুটে ॥১৬॥
অতএব শুন ভাই হৈয়া একমন।
একান্ত ভাবেতে সেব বৈষ্ণব চরণ ॥১৭॥

—:০:—

পত্র ঃ—

পত্র তব পাইয়াছি বহুদিন আগে।
দায় প'ড়ে দিলে পত্র, না দিলে অনুরাগে ॥১॥
যে জন্য দিলে পত্র, ছিল না তা ঘরে।
কি ক'রে রিক্ত পত্র দেই তব করে॥
তব সাধ সাধিতে, সাধ বড় করে।
বিদ্যাবুদ্ধি কালাভাবে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥২॥

পঞ্জিকা ঃ—

গত মাসের পত্রিকা পাঠাইলে না কেন?
একখানা পঞ্জিকার বড় প্রয়োজন।
ভিসাভাবে সীমান্ত পার হ'তে নারি।
দুই দ্রব্য পাঠাইলে কৃপারূপে বরি॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

গীতাপ্রেসের 'গোঁজামিল'

গোরক্ষপুরের প্রসিদ্ধ গীতাপ্রেসের প্রকাশিত একখানি গীতা আমরা ক্রয় করিয়াছি। তাহাতে দেখা গেল যে—এই বিশেষ-প্রকাশটিতে মূল শ্লোকের হিন্দি শব্দার্থ ও অন্বয় অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার মূল্য মাত্র ১।০ আনা রাখা হইয়াছে। এই প্রকাশটির বহুল প্রচার হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অনেক প্রকার 'গোঁজামিল' থাকায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি যে, আরও কতলোক না জানি এই প্রকাশটি পড়িয়া বিপথগামী হইবে।

এই প্রকাশটির বহু স্থানে বহুপ্রকারের 'গোঁজামিল' আছে, যদ্দ্বারা আমরা স্পষ্টই অনুমান করিতে পারি যে, এই বইখানি কোন বেতনভোগী বা "ভাড়াটিয়া" পণ্ডিত দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে। কোনও তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই-ভাবে গোঁজামিল করিয়া লোককে বিপথগামী করিবেন না।

আমরা গীতাপাঠ দ্বারাই বুঝিতে পারি যে, সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-পরম্পরা-সূত্রে প্রভাবিত না হইলে গীতার তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারিবে না। অবৈধ অপসম্প্রদায় বা জাগতিক ঘটপটিয়া-পাণ্ডিত্য দ্বারা গীতা বুঝা যায় না। গীতা-প্রেসের এই সংস্করণটী দেখিয়া আমাদের এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। পরম্পরাসূত্রে না বুঝিলে ভগবদ্গীতা বা যে-কোন সাত্বত শাস্ত্রে কাহারও কোনও প্রকার অধিকার হয় না।

সাত্বত-সংহিতাসমূহের প্রণেতাগণ কোনও বদ্ধজীব বা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-যুক্ত সাধারণ মনুষ্য নহেন। অতএব সাধারণ জীবসমূহের ন্যায় সেই সকল মহাপুরুষগণের বিচারে অসামঞ্জস্য, বিরোধ, অসংযোগ ইত্যাদি থাকিবার আদৌ অবকাশ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবানের মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত, অভিন্ন ভগবদ্ বিগ্রহ এবং তাহার অর্চ্চনকারী স্বয়ং ব্যাসদেব—যিনি ভগবানেরই শক্ত্যাবেশ অবতার। অতএব তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদরূপ দোষ-চতুষ্টয় আদৌ নাই—ইহা স্বীকার না করিলে চলিবে না। ঘট-পটিয়া বেতনভোগী পণ্ডিতগণ গীতাপ্রেসের অর্থের জন্য বিশেষ চিন্তা না করিয়া গোঁজামিল দিতে বাধ্য হন। যদি কোন ব্যক্তি নিজের ওজন না বুঝিয়া ভগবানের এবং তাঁহার শক্ত্যাবেশ অবতারের লিখনে অসামঞ্জস্য দর্শন করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি ধৃষ্টতার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। গীতাপ্রেসের এই সংস্করণে কিভাবে

সেই ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা নিম্নলিখিত ২।১ টী উদাহরণে প্রকাশ করিতেছি। যথা :—

(ক) ৪৫৮ পৃষ্ঠায় গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকটির বিচার দেখা যায়। এই শ্লোকটিতে 'ক্ষর' এবং 'অক্ষর' পুরুষের বিচার আছে। পুরুষ দুই প্রকার, 'ক্ষর' এবং 'অক্ষর'। ঐ শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে—সমস্ত জীবই (মুক্ত এবং বদ্ধ) 'ক্ষর-পুরুষ'। কিন্তু অক্ষর-পুরুষ কুটস্থ বা অচ্যুত, পরমব্রহ্ম, ভগবান্। 'ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি' এই ভাবে বর্ণন আছে।

(খ) এই 'ভূতানি' শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া গীতাপ্রেস লিখিয়াছেন, —'ভূতানি' অর্থে 'শরীর'। বাস্তবিক 'ভূতানি' অর্থে কি 'শরীর' বুঝায়? ক্ষর পুরুষের সংজ্ঞা, এবং 'পুরুষ' ও পুরুষের শরীর কিভাবে এক হইবে? শরীর এবং শরীরী যে পৃথক্, তাহা বুঝাইবার জন্যই গীতার প্রথম কথা। গীতাপ্রেসের ঐ সংস্করণেই ৪১৩ পৃষ্ঠায় সম্পাদক স্পষ্টই 'পুরুষের' অর্থ 'জীবাত্মা' করিয়াছেন। সুতরাং সেই জীবাত্মা তাহার শরীরের সহিত কিভাবে এক হইল, তাহা গীতাপ্রেস না বুঝাইতে পারিলে তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় হইবে না। যাহাদের জ্ঞান অসম্যক্ এবং কাল্পনিক তাহারাই এইভাবে অসামঞ্জস্য অর্থ করিতে বাধ্য হয়। এক স্থানে পুরুষ অর্থে জীবাত্মা, আর এক স্থানে পুরুষ অর্থে শরীর —এইপ্রকার বিপরীত অর্থ করা গীতাপ্রেসের পণ্ডিতগণের উচিত হয় নাই। গীতা-প্রেসের এই প্রকার অর্থ-ব্যভিচারের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। কারণ সাধারণ লোক সতঃই বিপথগামী, কিন্তু তাহাদের যদি আরও বিপথগামী করা হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, গীতাপ্রেসের প্রকাশিত পুস্তকগুলি লোকের মঙ্গলের জন্য না হইয়া অমঙ্গলেরই কারণ হইতেছে।

(গ) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গোঁজামিল হইয়াছে—ঐ সংস্করণের ৪৫৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে। এই ফুটনোটে ভগবদ্গীতার বক্তা শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিয়া তাঁহার বাক্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই ফুটনোট পড়িয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, গীতাপ্রেসের লোকগুলির গীতা সম্বন্ধে সৎ-পারম্পর্য্যক্রমে কোন জ্ঞানই লাভ হয় নাই।

ভগবদ্গীতা স্পষ্টভাবেই ক্ষর এবং অক্ষর শব্দে দুই প্রকার পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'পরা' এবং 'অপরা"-শব্দে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষ' দুইটি পৃথক তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং গীতাপ্রেস নিজেই প্রকৃতি শব্দে মায়া এবং পুরুষ শব্দে জীবাত্মা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অতএব

ক্ষর পুরুষ শব্দে পাঞ্চভৌতিক শরীর কিভাবে সম্ভব হয়? তাহা আমরা গীতা-প্রেস হইতে জানিতে চাই। আমার সম্পাদিত "Back to Godhead" ইংরাজি পত্রিকায় এ-বিষয়ে লিখাসত্ত্বেও গীতাপ্রেস আজ পর্য্যন্ত কোনই জবাব দেন নাই। সেইজন্য আমরা আবার স্মরণ করাইতেছি।

আমাদের এ-বিষয়ে বিশেষ ভাবনা এইজন্য যে, গীতাপ্রেসের প্রকাশগুলিকে সাধারণ লোক নিরপেক্ষ প্রকাশ মনে করিয়া পড়িয়া থাকেন। গীতাপ্রেসের পুস্তক লোকের ধর্ম্মভাব জাগাইতেছে—এইরূপ ধারণায় লোকে উহা পড়ে এবং সেইজন্য ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে গীতাপ্রেসের বেশ খ্যাতি আছে। আমরাও সেই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া গীতাপ্রেসের এই বক্ষ্যমান গীতার সংস্করণটি খরিদ করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে এত 'গোঁজামিল' দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। মানুষ ক্রমেই বিপথগামী হইতেছে। সুতরাং তাহাদিগকে যদি আরও বিপথগামী করা হয়, তাহা হইলে অনেক চিন্তার কারণ আছে। ভাল গ্রন্থ না পাইলে বরং অধ্যয়ন না করাই ভাল, কিন্তু কুশিক্ষাদ্বারা জীবের অশেষ অকল্যাণ হইয়া থাকে। ভাল ঔষধ না পাইলে বিষ খাওয়া উচিত নয়।

গীতাপ্রেস যদি তাঁহাদের এইপ্রকার অর্থ-বিপর্য্যয় সংশোধন করেন, তাহা হইলে আমরা খুবই সন্তুষ্ট হইব। এ-বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহায্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমরা সেইপ্রকার মহৎকার্য্যে সহায়তা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিব। আমরা কাহারও প্রতি হিংসা করি না; কিন্তু অহিংসার নামে, তৃণাদপি সুনীচতার নামে, কদাচার করিয়া অসত্যে উৎসাহ দিতে আদৌ রাজী নহি।

—পণ্ডিত শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত
Editor, "Back to Godhead"

শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্য শক্তিশালী শাস্ত্র

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৪ পৃষ্ঠার পর)

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই সর্ব্বশাস্ত্রসার, পরমপ্রমাণ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণের একমাত্র আলোচ্য বস্তু বলিয়া জানাইয়াছেন; বাল্যলীলাচ্ছলেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতই যে জীবের সর্ব্বস্ব, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। নাম-করণ-কালে পুত্রের রুচি পরীক্ষা করার জন্য শ্রীজগন্নাথমিশ্র যখন ধান্য, খই, কড়ি, সুবর্ণ, রজত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ

একত্র রাখিয়া বালক নিমাইকে উহাদের মধ্যে যে-কোন একটী লইতে বলিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা—

ধান্য, পুঁথি, খৈ, কড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
ধরিবার নিমিত্ত সব কৈল উপনীত॥
জগন্নাথ বলে—"শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর"॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
"ভাগবত" ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৫৩-৫৫)

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে বৃন্দাবন-শুভবিজয়কালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন কাশীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু ও অধ্যাপক শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী সেই দয়ালের শিরোমণি **শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে 'ব্রহ্মসূত্রের' মুখ্য বাস্তবার্থ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হন এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে স্বমত-স্থাপনার্থ সূত্রের গৌণার্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন।** অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের সার ও অকৃত্রিম ব্যাখ্যা সংক্ষেপে শুনিতে চাহিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, তাহা বিস্তৃতরূপে জানাইলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

* * প্রভুরে লঞা তথায় বসিল।
প্রভুরে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল॥—
মায়াবাদে করিলা যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি, আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥
সূত্রের করিলা তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি' সবার হইল চমৎকার মন॥
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে লহ তুমি, শুনিতে হয় মতি॥ (মঃ ২৫।৮৫-৮৮)

ইহা শুনিয়া ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব লোকশিক্ষার্থ দৈন্যপূর্ব্বক বলিলেন,—

প্রভু কহে,—'আমি জীব', অতি তুচ্ছ-জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥

যেই সূত্র-কর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা॥
'এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ॥'
চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্-বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত॥
আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥ (ভাঃ ৮।১।৯)
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
"আমি—'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়'-নাম॥
সাধনের ফল 'প্রেম' মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন'॥
জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
স-রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ (ভাঃ ২।৯।৩০)
এই 'তিন' অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
'জীব' তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে॥
যৈছে আমার 'স্বরূপ', যৈছে আমার 'স্থিতি'।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি॥

আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি' **তিন তত্ত্ব** কহিলা তাঁহারে ॥
যাবানহং যথা-ভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ (ভাঃ ২।৯।৩১)
সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেই আমি হইয়ে ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ-পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ (ভাঃ ২।৯।৩২)
অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥
যে 'বিগ্রহ' না মানে 'নিরাকার' মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে ॥
এই শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস'।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই '**সম্বন্ধ**'-**তত্ত্ব** কহিল শুন আর সব ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ (ভাঃ ২।৯।৩৩)
অভিধেয় সাধন ভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার।
'ধর্ম্মাদি' বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥
সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ (ভাঃ ২।৯।৩৫)
আমাতে যে 'প্রীতি' সেই 'প্রেম'—প্রয়োজন।
কার্য্য-দ্বারে কহি তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ (ভাঃ ২।৯।৩৪)
ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কন্দরে।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়-রসনয়া ধৃতাংঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবত-প্রধান উক্তঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৫৫)
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ, বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥
(ভাঃ ১০।৩০।১৫)
অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময়॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)
এইত সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২১)
এবে শুন প্রেম, যেই মূল-'প্রয়োজন'।
পুলকাশ্রু নৃত্য-গীত যাহার লক্ষণ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ (ভাঃ ১১।৩।৩১)

[কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।]
(ভাঃ ১১।৩।৩২)

এবং ব্রতঃ স্ব-প্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৯)

অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ॥
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ (গরুড়পুরাণ)
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥ (ভাঃ ১।৩।৪২)
সর্ব্ব-বেদান্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৫)
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ (ভাঃ ১।১।১)
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ (ভাঃ ১।১।২)
কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুক-মুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
(ভাঃ ১।১।৩)
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোক-বিক্রমে।
যচ্ছৃণতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ (ভাঃ ১।১।২৯)

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৮৯-১৪৭)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকেও বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—"কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ?
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি-শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩১১-৩১৩)

ভক্ত-ভাগবতের নিকটেই শ্রীমদ্ভাগবত আলোচ্য। বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত বুঝা যায় না। কৃষ্ণভক্ত মহাজনগণের আনুগত্যেই ইহা অনুশীলনীয়। তাই শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌড়ীয়-সম্রাট শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩২)

ভক্তগণের প্রতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদেশেও আমরা পাই—

বৃদ্ধ পিতা-মাতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১১৩)
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী 'গুরু' করি মানি॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্থব্যক্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সবলোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্॥

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১২৯-১৩৩)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন প্রভু প্রভৃতি গোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবতৈকজীবন ছিলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বাল্যকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি প্রগাঢ় রুচি এবং তাঁহার অদ্ভুতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্তির কথা শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি। যথা— শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁর অতিশয় প্রীত ॥
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর ;
শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।
প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥
পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষচিতে।
মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত-সমুদ্রেতে ॥ (ভঃ রঃ ১।৫৩১-৫৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা পাই—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু গৃহে থাকা কালে—

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭)

শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভুও—

রূপগোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥
অশ্রু, কম্প, গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে ॥
পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারিরাগ ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১২৬-১২৯)

শ্রীমদ্ভাগবত সকল শাস্ত্রের সার, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, ভুবনমঙ্গল এবং সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় অসীম শক্তিশালী বলিয়া ভগবদ্ভক্ত মাত্রেরই এই শ্রীমদ্ভাগবত

শাস্ত্রে প্রগাঢ় রুচি দেখা যায়। শ্রীভগবান্ শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপাভিক্ষা করিয়া মহাজনানুগত্যে যাঁহারা একবারও এই শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই শাস্ত্রের অপূর্ব্বত্ব, মঙ্গলময়ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, আশু ভক্তিপ্রদত্ব ও রসময়ত্ব অবশ্যই অনুভব করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সর্ব্বশাস্ত্ররাজ জীবের একমাত্র বান্ধব এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আমাদের একমাত্র জীবন ও নিত্যোপাস্য হউন—ইহাই মহাভাগবত-চূড়ামণি শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

বন্দে গুরূপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দ-সমন্বিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ-সহোদিতম্॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকাচরণদ্বয়ম্।
গোপীজন-সমাযুক্তং বৃন্দাবন-মনোহরম্॥ (শ্রীরূপপ্রভু)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

চার্ব্বাক্-মতবাদের জন্মরহস্য

কোন সময়ে দৈত্যগণ দেবগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে দানবাচার্য্য শুক্র দানবগণকে রক্ষার জন্য মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেবকে শুক্রাচার্য্য জানাইয়াছিলেন—হে দেব! আমি দেবগণের পরাভব ও অসুরগণের হিতের নিমিত্ত আপনার নিকট হইতে মন্ত্র পাইতে প্রার্থনা করিতেছি; এরূপ মন্ত্র লাভ করিতে চাই, যাহা বৃহস্পতিতে নাই। মহাদেব বলিলেন,—তুমি যদি সহস্র বৎসর কণধূম পান করিয়া অধঃশিরা অবস্থায় সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ কর, তবে আমার নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিতে পারিবে।

মহাদেবের আদেশে ভার্গব তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে, বৃহস্পতিপুরঃসর দেবগণ অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। দৈত্যগণ দেবগণের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া 'কাব্যমাতার' (শুক্রপত্নীর) শরণ গ্রহণ করিল। কাব্যমাতা অসুরগণের রক্ষার্থ দেবগণকে মায়া-নিদ্রায় অভিভূত করেন। দেবগণের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রকে বলিলেন যে, তুমি আমাতে প্রবেশ কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। ভগবদাদেশে ইন্দ্র তাঁহাতে প্রবেশ করিলে, 'কাব্যমাতা' ইন্দ্রসহ বিষ্ণুকে দগ্ধ করিবার জন্য তপোবন প্রকাশ করিলেন। তখন ইন্দ্র কাব্যমাতার বিনাশার্থ ভগবানকে প্রার্থনা জানান।

বিষ্ণুও সুদর্শন-চক্রদ্বারা কাব্যমাতার শিরচ্ছেদন করেন। কিন্তু ভৃগু মন্ত্রবলে পত্নীর শির তাহার শরীরে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। ভৃগু-পত্নীর পুনর্জীবন প্রাপ্তি দর্শনে ইন্দ্র ভীত হইয়া নিজ কন্যা জয়ন্তীকে বলিলেন—বৎসে, বর্ত্তমানে শুক্র ইন্দ্র-নাশার্থ দারুণ তপস্যা করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া অনুকূল সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ কর, আমি তোমাকে শুক্রকে দান করিলাম।

জয়ন্তী শুক্রকে কণধূম পান করত অধঃশিরা অবস্থায় দেখিয়া অঙ্গসম্বাহন, মধুর ভাষণাদিদ্বারা শুক্রের বিবিধ সেবা করিতে থাকেন। ঘোর ধূমব্রত পূর্ণ হইলে সহস্রবৎসরান্তে ভগবান্ শম্ভু সন্তুষ্ট হইয়া শুক্রকে দেবগণকে পরাভূত করিবার শক্তি ও অন্যের অবধ্য বর প্রদান করিলেন। মহাদেব অন্তর্দ্ধান করিলে পর শুক্রাচার্য্য ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর অভিপ্রায়ানুসারে সকলের অদৃশ্য হইয়া তাহার সহিত শতবর্ষ বিলাস করেন। ইত্যবসরে দেবরাজ নিজ গুরুর নিকট শুক্রের অন্তর্দ্ধান কার্য্য বিজ্ঞাপিত করিয়া দৈত্যগণকে বাধ্য করার জন্য অনুরোধ করেন।

দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের কথামত শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক দৈত্যগণকে মোহন করিবার জন্য শত বৎসর তাহাদের পৌরোহিত্য করেন। শত বর্ষান্তে উশনা প্রত্যাগত হইলে দানবগণ দেখিল যে, সভায় এক শুক্র, আবার বাহিরে অপর শুক্র দণ্ডায়মান। এটী একটী সুমহান্ কৌতুক-বিশেষ বলিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বলিল যে, এ-বিরোধের প্রতিকার কি?

শুক্রাচার্য্য বৃহস্পতিকে তাঁহার রূপ ধারণপূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন—হে সুরগুরো! তুমি কি-নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? ইহারা জানে না যে, তুমি আমার রূপ ধারণ করিয়া ইহাদিগকে মুগ্ধ করিতেছ। কিন্তু ইহা তোমার যোগ্য নহে। তোমার বিদ্যার্থী পুত্র কচ আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, দানবগণ তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। সুতরাং তোমার ঈদৃশ বিচার নিতান্ত অযোগ্য।

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি হাস্য করিতে থাকিলেন। দৈত্যাচার্য্য তখন দৈত্যগণকে বলিলেন—হে অসুরগণ! পৃথিবীতে পরদ্রব্যাপহারক চৌর অনেক আছে; কিন্তু এইরূপ পর-রূপ-দেহাপহারক চৌর অতি বিরল। তোমরা ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লবণ-সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। তোমরা দেবগুরু দ্বারা মোহিত হইয়াছ, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তোমরা আমার অবর্ত্তমানে

অন্যকে পুরোহিতের আসনে বসাইলে কেন? আমি মহাদেবের আরাধনা-নিমিত্ত কিছুদিন অন্তরালে ছিলাম। এবং তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া সফল-কাম হইয়া ফিরিয়া দেখি যে, আমার আসনে বৃহস্পতি উপবিষ্ট। বৃহস্পতি তখন দৈত্যরাজকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি মদ্রূপধারী, ইনি কি দেব, দানব অথবা নর, তাহা অবগত নহি, কিন্তু ইনি বঞ্চনার্থ সমাগত জানিও। দৈত্যগণ "সাধু সাধু" বলিয়া বলিতে লাগিল—"আমাদের পুরোহিত পূর্ব্বেও যিনি ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন। ইহাঁর সহিত আমাদের কোন কার্য্য নাই; ইনি যথা হইতে আগমন করিয়াছেন, তথায় প্রত্যাগমন করুন।" তখন 'কাব্য' সক্রোধে দানবগণকে অভিশম্পাত করিলেন—তোমরা যেরূপ আমাকে ত্যাগ করিলে, তদ্রূপ অচিরে গতশ্রী ও গতপ্রাণ হইবে এবং ঘোর আপদ্ প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর তিনি তপোবনে গমন করেন। এদিকে বৃহস্পতি আরও কিছুকাল দানবগণকে পালন করিলেন।

বহুদিন গত হইলে দৈত্যগণ বৃহস্পতিকে বলিল—হে গুরো! এই অসার সংসার হইতে আমরা যাহাতে অনায়াসে মোক্ষ পদবী লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ জ্ঞান উপদেশ করুন। তখন দেবগুরু বলিলেন—আমারও এইরূপই অভিপ্রায়। তোমরা শুচি ও সমাহিত হইয়া মোক্ষদায়ক জ্ঞান গ্রহণ কর। ইহলোকে ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ সকল প্রাণিগণের দুঃখ প্রদ জানিও। ঐহিক স্বার্থপর ব্যক্তিগণই যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা শৈব-ধর্ম্মাদি সকলই হিংসাপ্রায়—সুতরাং তাহা কুধর্ম্ম। অর্দ্ধনারীশ্বর রুদ্র ভূতবেষ্টিত ও অস্থি-শোভিত থাকিয়া কিরূপে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবেন? লোকসকল তাঁহার আদর্শে বৃথা ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। হিংসায় অবস্থিত থাকিয়া বিষ্ণুই বা কিপ্রকারে মোক্ষ লাভ করিবেন? রজোগুণাত্মক ব্রহ্মার নিজ সৃষ্টিই উপজীব্য। দেবর্ষি আদি যাঁহারা বৈদিক পক্ষাশ্রিত, তাঁহারা সকলেই মাংসাদ বলিয়া ক্রূর ও পাপকারী। মদ্যপানের দ্বারা দেবগণ অথবা মাংসাহার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ কিরূপে স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করিবেন? শ্রুতিতে যেরূপ যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধাদির ফল শ্রুত হয়, তাহা একেবারে অসম্ভব। যূপ-কাষ্ঠে পশু আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ছেদন করিলে পৃথিবী রুধির-সিক্ত করিলে যদি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে নরকে গতি হইবে কাহার? যদি একজনের ভোজনদ্বারা অন্যের তৃপ্তি সম্ভব, তবে কেহ প্রবাসে গমন করিলে তাহার গৃহে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিলে সেই প্রবাসগামীর ভোজন-সম্ভার বহনের ক্লেশের প্রয়োজন থাকে না। আকাশগামী বিপ্রগণ মাংসভক্ষণের হেতু

অধঃপতিত হন। মৈথুনের দ্বারা কিরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়? চন্দ্র বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়া বুধকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি তাহাকে নিজ পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। ইন্দ্র গৌতমঋষির পত্নী অহল্যাকে হরণ করেন। তোমরা দেখ যে, ইহা কিরূপ ধর্ম্ম? যেখানে এইরূপই ধর্ম্ম, সেখানে পরমার্থ কোথায়?

গুরুর তাদৃশ পরমার্থান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ কৌতূহলাক্রান্ত ও ভবার্ণবে বিরক্ত হইয়া গুরুকে নিবেদন করিল—হে গুরো! আমরা এই সংসারের ব্যাপারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়াছি। আপনি আমাদের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভবকূপ হইতে উদ্ধার করুন। আমরা আপনার শরণাগত। আপনি আমাদিগকে দীক্ষিত করুন। আমরা কোন্ দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিব?—বলুন। স্মরণ, ধ্যান, ধারণা বা উপবাসাদি কোন্ উপায়ে ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা উপদেশ করুন; আমরা সংসারে কুটুম্ব ভরণ-ব্যাপারে বিরক্ত।

তাহাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা দর্শনে দেবগুরু চিন্তা করিলেন—এই সকল শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে শ্রুতিবাহ্য যুক্তির দ্বারা বঞ্চনা করিয়া আমাকে নরকে বাস করিতে হইবে। এই মতবাদ ত্রিলোকের হাস্যাস্পদ। এই ভাবিয়া তিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে থাকিলে, ভগবান্ মহামোহকে উৎপাদন করিয়া বৃহস্পতির নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন—এই মহামোহ স্বয়ং সমস্ত দৈত্যকে বেদ-বাহ্য মতবাদের দ্বারা মোহন করিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। তৎপরে সেই মহামোহ দিগম্বর ও রক্তাম্বররূপে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যগণকে যে-সকল যুক্তি উপদেশ করেন, তাহাই লোকায়ত ও অর্হৎ-মতবাদরূপে জগতে প্রচারিত হইয়া রহিয়াছে। সেইসকল মতবাদ পরবর্ত্তি-সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বদ্রীনারায়ণ-পরিক্রমার আয়োজন চলিতেছে

—ঃ যাত্রিগণ অনুসন্ধান করুন ঃ—

—:*:—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অচিন্ত্যভেদাভেদ

প্রথম সিদ্ধান্ত

মঙ্গলাচরণ *

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ-কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ (ক)

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ২।১)

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥

* গ্রন্থকার পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁহার মঙ্গলাচরণের দ্বারাই এবং তদন্তর্গত তাঁহার স্বকৃত কয়েকটী উপসংহার-মাঙ্গল্য-শ্লোকে নিরূপণ করিতেছেন। এবং তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ানুগত, তাহাও প্রতিপন্ন করিতেছেন। —প্রকাশক

(ক) আমি শ্রীমন্ত্র-দীক্ষাগুরু বা ভজন-শিক্ষাগুরুর শ্রীমৎ চরণ-সরোজ, **শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ পরম-পরাৎপর প্রভৃতি গুরুবর্গ,** চতুর্যুগোদ্ভূত ভাগবতগণ এবং রূপাগ্রজ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী, তদনুগত শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ও রূপানুকম্পিত শ্রীজীব গোস্বামী, এবং শ্রীঅদ্বৈত, অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-সমন্বিত পার্ষদসহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু এবং সখী-মঞ্জরীগণ, ললিতা-বিশাখাসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-কমল বন্দনা করি।

(জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-কৃত অনুভাষ্য-অবলম্বনে অনূদিত)

(খ) যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী**—এই নামে বিশ্ব-বিখ্যাত, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কৃপা-সমুদ্র, কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিজ্ঞান-

শ্রীবার্ষভানবী-দেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তুতে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীন-তারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥ (খ)

(শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥ (গ)

(শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
ভূত্বা দীন-গণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥ (ঘ)

(শ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্ ২, ৪, ৩)

প্রদানে সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বার্ষভানবী শ্রীরাধারাণীর অত্যন্ত প্রিয়তম, তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি শ্রীরূপানুগ মাধুর্য্য-উজ্জ্বল-প্রেমভক্তি-দানকারী এবং শ্রীগৌর-সুন্দরের করুণাশক্তি-বিগ্রহ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী-বিগ্রহ, দীনগণের তারণ-স্বরূপ, এবং যিনি রূপানুগ (**ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-সিদ্ধান্তের**) বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তরূপ অন্ধকার হরণকারী, তাঁহাকে (সেই জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতীপ্রভুপাদকে) প্রণাম করি।

(গ) যিনি গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-শক্তি-স্বরূপ এবং রূপানুগ বৈষ্ণবগণের বরণীয়, সেই সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে** নমস্কার।

(ঘ) যাঁহারা বিবিধ শাস্ত্র-বিচারে পরম নিপুণ, সদ্ধর্ম্মের স্থাপন কর্ত্তা, কৃপাপূর্ব্বক দীনহীন জনগণের রক্ষক হইয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিত এবং যাঁহারা আনন্দ-জলধি-বর্দ্ধনে সুনিপুণ, **কৈবল্য-মুক্তি হইতে (জীবসকলের) রক্ষাকারী**, আমি সেই **শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ-ভট্ট, গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস ও শ্রীজীব-গোস্বামী**-পাদগণকে প্রণাম করি।

জয়ো নবদ্বীপ-নব-প্রদীপঃ, স্বভাব-পাষণ্ড-গজৈকসিংহঃ।
স্বনাম-শিক্ষা-জপ-সূত্রধারী, চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্ মুরারিঃ ॥ (ঙ)
(জনৈক মহাজনকৃত)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটি,-
কোটীষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম-নিষ্কলমনন্তমশেষ-ভূতং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ (চ)
(স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা-কৃত —ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম-হৃদা য আদি-কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রি-সর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ (ছ)
(স্বয়ং শ্রীব্যাস-কৃত—ভাগবত ১।১।১)

(ঙ) নবদ্বীপের অভিনব প্রদীপ-স্বরূপ, স্বভাবতঃ **পাষণ্ডগণের দলনে সিংহস্বরূপ**, ষোড়শ-নামাত্মক তারকব্রহ্ম-নাম অসংখ্যাত উচ্চকীর্ত্তন-শিক্ষাদান-কারী এবং উক্ত মহামন্ত্র জপার্থ সূত্রধারী ভগবান্ মুরারি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জয় হউক।

(চ) কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি (বিভূতিদ্বারা অর্থাৎ) ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্-কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন (বা প্রভাবিত) হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

(শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

(ছ) এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-কার্য্য অন্বয় ও তদ্বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎ-কর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদি-কবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছেন, যে পরমেশ্বরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহ প্রাপ্ত হন, যেরূপ তেজ, জল ও মৃত্তিকায় পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু-জ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তদ্রূপ যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ জড়ধর্ম্ম যাঁহাতে অসম্ভব, যাঁহাতে কপটতার কোনও সময়েই অধিষ্ঠান নাই, সেই সত্য-স্বরূপ-লক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।

(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর-কৃত অনুবাদ ভাঃ ১।১।১)

দেবকী-নন্দন নন্দ-কুমার বৃন্দাবনাঞ্চন গোকুল-চন্দ্র।
কন্দ-ফলাশন সুন্দর-রূপ নন্দিত-গোকুল বন্দিত-পাদ ॥ (জ)

(শ্রীল মধ্বাচার্য্য-কৃত—দ্বাদশস্তোত্র-মধ্যে ৬।৭)

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥ (ঝ)

(শ্রীল জীবগোস্বামি-কৃত—তত্ত্বসন্দর্ভ ৮)

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ (ঞ)

(শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-কৃত—চৈঃ চঃ আঃ ১।৩)

(জ) হে দেবকী-নামা যশোদা-নন্দন, নন্দ-মহারাজ কুমার, বৃন্দাবন-বিহারী, কন্দ-ফল-ভোজী, সুন্দর-বিগ্রহ, গোকুলের আনন্দকারী এবং সর্ব্ব-প্রণম্য আপনাকে বন্দনা করি।

(ঝ) যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থলে ব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, যাঁহার অংশ পুরুষরূপে মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় অংশে বৈভব-বিলাস প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার নারায়ণাখ্য রূপ পরব্যোমে বিলাস করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণ-ভজনকারীদিগকে নিজ প্রেম অর্পণ করুন।

(শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামীর ১৩১৮ সালে প্রকাশিত তত্ত্বসন্দর্ভ অবলম্বনে)

(ঞ) উপনিষদগণ যাঁহাকে অদ্বৈত-ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত শ্রীচৈঃ চঃ অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

সত্যানন্তাচিন্ত্য-শক্ত্যেক-পক্ষে, সর্ব্বাধ্যক্ষে ভক্ত-রক্ষাতি-দক্ষে।
শ্রীগোবিন্দে বিশ্ব-সর্গাদি-কন্দে, পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং মতির্মে ॥ (ট)
(**শ্রীল বলদেব-কৃত**—গীতাভূষণ-ভাষ্য ১।১)

চিল্লীলা-মিথুনং তত্ত্বং ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্।
শক্তি-শক্তিমতোরৈক্যং যুগপদ্বর্ত্ততে সদা ॥
তত্ত্বমেকং পরং বিদ্যাল্লীলয়া তদ্দ্বিধা স্থিতম্।
গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদুভাবুভয়মাপ্নুতঃ।
সগুণং নির্গুণং তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সর্ব্ব-নিত্য-গুণৈর্গৌরঃ কৃষ্ণো রসস্তু নির্গুণৈঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণং মিথুনং ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা তু নির্গুণং হি তৎ।
উপাসতে মৃষা বিজ্ঞাঃ যথা তুষাবঘাতিনঃ ॥

(ট) একমাত্র সত্য, অনন্ত, **অচিন্ত্য-শক্তিমান্**, সর্ব্বাধ্যক্ষ, ভক্তগণকে রক্ষা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ, স্বর্গাদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল, পূর্ণানন্দ-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দে নিত্যকাল আমার মতি থাকুক।

(ঠ) শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্য-স্বরূপ চিল্লীলামিথুন-তত্ত্ব নিত্যকাল **অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে** যুগপৎ অবস্থিত। অর্থাৎ পরতত্ত্ব-বস্তু কখনও নিঃশক্তিক নহেন; সেই তত্ত্বে শক্তি ও শক্তিমান্ একস্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান। তিনি পূর্ণ চেতনময়, লীলা-পুরুষোত্তম, স্বয়ং মিথুন-বিগ্রহ, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের (শক্তি-শক্তিমানের) সম্মিলিত বিগ্রহ। সেই মিথুন-বিগ্রহই শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা শ্রীগৌর-তত্ত্ব। তাঁহাতে ভেদ ও অভেদ-স্বরূপ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে যুগপৎ নিত্য বর্ত্তমান। পরতত্ত্বকে এক বলিয়া জানিবে, কিন্তু এক তত্ত্ববস্তু লীলার দ্বারা দুইপ্রকারে অবস্থিত; যথা শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহারা স্বয়ং সেই তত্ত্ব-বস্তু, অথবা তত্ত্বতঃ শ্রীগৌরই স্বয়ং কৃষ্ণ এবং উভয়ই উভয়তা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসুন্দর হন এবং শ্রীকৃষ্ণসুন্দরও শ্রীগৌরসুন্দর হন। সগুণ ও নির্গুণ-তত্ত্ব একই এবং অদ্বিতীয়। যাবতীয় নিত্য সদ্‌গুণের সমষ্টিদ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দর এবং নির্গুণে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার গুণহীনতায় শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ অর্থাৎ সেই বস্তু স্বয়ং রস; রস নির্গুণ অপ্রাকৃত, উহা কখনও প্রাকৃত গুণ নহে। শ্রীকৃষ্ণ বা গৌর মিথুন-ব্রহ্ম। তাঁহাকে (বা তাঁহার ভজন) পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা-জ্ঞানিগণ বা অজ্ঞগণ তুষ-পেষণকারীগণের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মের বৃথা উপাসনা

শ্রীবিনোদ-বিহারী যো রাধয়া মিলিতো যদা।
তদাহং বন্দনং কুর্য্যাং সরস্বতী-প্রসাদতঃ॥ (ঠ)

(গ্রন্থকার-কৃত—শ্রী রাঃ বিঃ বিঃ-তত্ত্বাষ্টকম্ ৩, ৪, ৬, ৭, ৮)

'অনন্ত'-'সুন্দরানন্দ'-'হরি'-গুরু-বিরোধিনাম্।
দৈত্যানাং দলনং বন্দে গৌর-বাণী-বিনোদকম্॥ (ড)

(গ্রন্থকার-কৃত)

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের উপাস্য-বিগ্রহ, নিত্য, সনাতন, পঞ্চতত্ত্বাত্মক, অদ্বয়-জ্ঞানরূপ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণববর্গের শ্রীপাদপদ্ম কীর্ত্তনমুখে বন্দনা ও তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিয়া অদ্য এই প্রবন্ধ নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মাদৃশ পতিত জীব সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ও মূর্খ হইলেও, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধাসহিষ্ণুতা-হেতুই আমার এই শুদ্ধসেবা-প্রচেষ্টা। বৈষ্ণবগণের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহই আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একমাত্র অবলম্বন।

প্রবন্ধের প্রেরণা

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে **"অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ"** নামক একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। এই গ্রন্থখানির রচয়িতা শ্রীযুত **সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ**। এই লেখক একই উদ্দেশ্যে আরও দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নাম—"গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য" এবং "গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর"। 'গৌড়ীয় দর্শন' পুস্তকখানি প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় এবং 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর' কিঞ্চিদধিক ৬০০

করে অর্থাৎ তণ্ডুল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তুষাবঘাতিগণ যেরূপ বৃথা শ্রম করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ-ব্রহ্মের বৃথা উপাসনাদ্বারা শ্রম স্বীকার করে অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রকৃত মোক্ষ কখনই হইবে না। শ্রীবিনোদ-বিহারী কৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন, শ্রীল সরস্বতী-প্রসাদে (গ্রন্থ-কর্ত্তার শ্রীগুরুদেবের কৃপায়) আমি তখন যথাবিধ তাঁহাদিগকে বন্দনা করি।

(ড) অনন্ত, সুন্দরানন্দ শ্রীহরি-গুরুর বিরোধী দৈত্যগণের দলন-স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-বিনোদক শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ শাস্ত্রকে বন্দনা করি। অপরপক্ষে **অনন্তবাসুদেব**, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি গ্রন্থলেখক **সুন্দরানন্দ** ও নবদ্বীপ হরিবোল কুটীরের **হরিদাস বাবাজী** প্রভৃতি মদীয় গুরুবিরোধী দৈত্যগণের দলন-স্বরূপ **শ্রীল গৌরকিশোর, বাণী অর্থাৎ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে** বন্দনা করি।

পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" গ্রন্থখানিও পরিশিষ্ট-সমেত প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন নামে উক্ত গ্রন্থত্রয়ের ত্রিবিধ শিরোনামা দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ একই গ্রন্থ। ইহাতে সামান্য সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও তাহা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নহে। মূলতঃ এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয় একই। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়-মধ্যে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ'-নামক গ্রন্থখানিরই সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেহেতু এই গ্রন্থের সমালোচনা হইলেই অপর দুইখানি গ্রন্থের পৃথক্‌ভাবে বিস্তারিত সমালোচনার আবশ্যক হইবে না।

যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে লেখকের লিপি-প্রচেষ্টা ও নানাস্থান হইতে ইতিহাস সংগ্রহ-চেষ্টার প্রবৃত্তি প্রশংসনীয়া, তথাপি 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থের **সমালোচনা** অর্থে আমি **প্রতিবাদকেই** লক্ষ্য করিতেছি। বিগত বর্ষে (৬ই পৌষ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৬, শুক্রবার) বিশ্ববিখ্যাত জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদানকালে সর্ব্বসমক্ষে উক্ত গ্রন্থত্রয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। ঐ গ্রন্থে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, **শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বয়বাদী এবং কৈবল্যই তাহার একমাত্র প্রয়োজন।** সুতরাং 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' শ্রীমদ্ভাগবতের মত নহে। উক্ত প্রতিবাদমূলক বক্তৃতা **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার** (মাসিক) ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৬২—৪৭০ পৃষ্ঠায় "শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা"-শীর্ষক প্রবন্ধে* ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৪৬৫ ও ৪৬৬ পৃষ্ঠা বিশেষ আলোচ্য। আমার কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু বিদ্বোৎসাহী বন্ধু

* উক্ত প্রবন্ধ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—
"অনন্তবাসুদেব ও সুন্দরানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের কথা বিন্দুমাত্রও ধরিতে পারিল না। উহারা শ্রীল প্রভুপাদের কাছে থাকিয়াও এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়াও কালা-কৃষ্ণদাসের যেরূপ গতি লক্ষ্য করা যায়, ইহাদের তদপেক্ষাও হীন, ঘৃণিত ও কদর্য্যগতি লক্ষ্য করিতেছি। গুরু-দ্রোহিতার ন্যায় মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধোগতি আর কি হইতে পারে? শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট থাকিলেই গুরুসেবক হওয়া যায় না। এই আদর্শই শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত দানব-দ্বয়ের চরিত্রের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

"সুন্দরানন্দ 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর', 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' ও 'গৌড়ীয়-

উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত আমাকে উহার বিস্তৃত প্রতিবাদ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। এবং প্রকৃত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বটী যে কি, তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান। আমি তাঁহাদের এবং অন্যান্য ভক্ত-বৃন্দের ইচ্ছা পূরণের জন্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশার্থ এবং ইহাই আমার গুরুসেবার আদর্শ জ্ঞান করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। আশা করি, সুধী পাঠকবৃন্দ ইহা ধীরচিত্তে পাঠ করিলে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

দর্শনের ইতিহাস' নামক তিনখানা গ্রন্থ লিখিয়া জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ তিনখানা গ্রন্থদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রূপগোস্বামীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থত্রয়ই ৩টী শূল বা ত্রিশূল। ইহার দ্বারা বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-চিন্তাস্রোতকে হত্যা করা হইয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-হত্যার বিষাক্ত বীজ লইয়াই উক্ত ত্রিশূলের সৃষ্টি। আমরা ক্রমশঃ উক্ত গ্রন্থত্রয়ের আলোচনা করিব। তিনি 'মহামন্ত্র'-নামক আরও একখানা পাষণ্ডতা-পরিপূর্ণ পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহার দ্বারা তিনি হরিনাম মহামন্ত্রকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা কলিকালের এইরূপ দৈত্য-দানবের কোন বিচার করিব না স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার বিরহ-দিবসে তাঁহার অভাবে জগতে যে কিরূপ দৈত্য-দানবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্মরণপথে জাগরিত হইতেছে।

"কলিকালে উদ্ধারের একমাত্র পথই—উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন। বাসুদেব ও সুন্দরানন্দ—শ্রীনাম-কীর্ত্তনের বিরোধী। ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে সংখ্যাত অসংখ্যাত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়, ইহাই রূপানুগ ভক্তি-বিনোদ-ধারা এবং ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা। উক্ত দৈত্যদ্বয় সম্মিলিত হইয়া যে ত্রিশূল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাতে উহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত—অদ্বয়বাদী এবং কৈবল্যই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' শ্রীমদ্ভাগবতের মত নহে। 'যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্' এই বাক্যের দ্বারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বুঝায় না, অদ্বয়ত্বই বুঝায়। 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'-বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন নহে, কৈবল্যই প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপ্রভুর আনুগত্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রকাশক বলিয়া জানি এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করি। উক্ত দানবদ্বয়, ভণ্ড-তপস্বীদ্বয় পরমমুক্ত আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃপাম্বুধি মহোদয়ের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করিয়াই দানবতা বরণ করিয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়াগুলির ন্যায় ইহাদের অধঃপতন প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র রক্ষক, তাঁহার চরণে অপরাধী পাষণ্ডগণের স্মরণেও সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

("শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা," ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৬৫-৪৬৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৩ বামন, ৪৭১ গৌরাব্দ | শনিবার, ৩২ ত্রৈ,ষ্ট, ১৩৬৪; ইং ১৫।৬।৫৭ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৪)

নিজপূর্ণ-সুখামিত-বোধতনুঃ পরশক্তিরনন্ত-গুণঃ পরমঃ।
অজরামরণঃ সকলার্ত্তিহরঃ কমলাপতিরীড্যতমোঽবতু নঃ ॥১॥

যদসুপ্তিগতোঽপি হরিঃ সুখবান্ সুখরূপিণমাহুরতো নিগমাঃ।
স্বমতি-প্রভবং জগদস্য যতঃ পরবোধতনুঞ্চ ততঃ স্বপতিম্ ॥২॥

বহুচিত্র-জগদ্বহুধা-করণাৎ পরশক্তিরনন্ত-গুণঃ পরমঃ।
সুখরূপমমুষ্য পদং পরমং স্মরতস্তু ভবিষ্যতি তৎ সততম্ ॥৩॥

স্মরণেঽপি পরেশিতুরস্য বিভোর্মলিনানি মনাংসি কুতঃ করণম্।
বিমলং হি পদং পরমং স্মর তং তরুণার্ক-সবর্ণমজস্য হরেঃ ॥৪॥

বিমলৈঃ শ্রুতিশান-নিশাততমৈঃ সুমনোঽসিভিরাশু নিহত্য দৃঢ়ম্।
বলিনং নিজবৈরিণমাত্মতমোভিদমীশমনন্তমুপাস্ব হরিম্ ॥৫॥
স হি বিশ্বসৃজো বিভু-শম্ভু-পুরন্দর-সূর্য্যমুখানপরানপরান্।
সৃজতীড্যতমোঽবতি হন্তি নিজং পদমাপয়তি প্রণতান্ সুধিয়া ॥৬॥
পরমোঽপি রমেশিতুরস্য সমো ন হি কশ্চিদভূন্ন ভবিষ্যতি চ।
ক্বচিদত্যতনোঽপি ন পূর্ণ-সদা-গণিতেড্য-গুণানুভবৈকতনোঃ ॥৭॥
ইতি দববরস্য হরেঃ স্তবনং কৃতবান্ মুনিরুত সমাদরতঃ।
সুখতীর্থ-পদাভিহিতঃ পঠত-স্তদিদং ভবতি ধ্রুবমুচ্চসুখম্ ॥৮॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

পরম-পুরুষ কমলাপতি পরিপূর্ণ-জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহ, পরশক্তিবিশিষ্ট, অনন্তগুণ, অজরামর, সকলদুঃখহর এবং বন্দ্যপ্রবর। তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১॥

যেহেতু শ্রীহরি নিরন্তর বিনিদ্র হইয়াও সুখশালী, অতএব বেদসমূহ তাঁহাকে সুখস্বরূপ বলেন এবং যেহেতু এই জগৎ শ্রীহরির বুদ্ধিপ্রসূত, অতএব শ্রুতিগণ নিজপতি শ্রীহরিকে পরমজ্ঞান-মূর্ত্তিরূপে বর্ণন করেন।২॥

বিবিধ-বৈচিত্র্যশালী এই জগতের নানাভাবে রচনানিবন্ধন পরমপুরুষ শ্রীহরি অনন্তগুণ ও পরম-শক্তিসম্পন্ন। আর তাঁহার ধাম পরম সুখ-স্বরূপ। যিনি সর্ব্বদা তাহা স্মরণ করেন, তাঁহার উক্ত ধামপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥৩॥

পরমেশ্বর বিভু শ্রীহরির স্মরণ-বিষয়ে মলিন চিত্তসমূহ করণ অর্থাৎ সাধনোপকরণ হইতে পারে না। অজ শ্রীহরির পরমপদ বিশুদ্ধ ও তরুণার্কসম-দ্যুতিরূপেই স্মরণ করিবে ॥৪॥

শ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্র-শ্রবণরূপ শান-প্রয়োগে সুতীক্ষ্ণীকৃত ও নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত উত্তম চিত্তরূপ অসিসমূহদ্বারা সত্বর দৃঢ়রূপে নিজ প্রবল শত্রুকে (রাগ-দ্বেষাদি) সংহার করিয়া আত্মতমোবিনাশক অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীহরির উপাসনা কর ॥৫॥

তিনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি তদধীন অপর দেবগণকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং তাঁহারা উত্তমবুদ্ধিযোগে প্রণত হইলে বন্দ্যপ্রবর শ্রীহরি নিজপদ প্রদান করেন ॥৬॥

এই রমাপতির সম বা তদপেক্ষা উত্তম কেহ হন নাই এবং হইবেন না।

আর বর্ত্তমানকালেও পরিপূর্ণানন্ত-গুণশালী ও জ্ঞানময়-বিগ্রহ শ্রীহরির সমান বা তদধিক কেহ নাই ॥৭॥

শ্রীমদানন্দতীর্থ-সংজ্ঞক মুনি এইরূপ সমাদর-সহকারে পরমদেব শ্রীহরির স্তব রচনা করিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চিতরূপে পরম সুখলাভ হয় ॥৮॥

দশা

ফলিত জ্যোতিষ-মতে 'দশা'

দশা বা অবস্থা কাল ও আধারে প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন অর্থ লক্ষ্য করে। ফলিত জ্যোতিষে লগ্নদশা, হরগৌরীদশা, যোগিনী দশা ও ঋক্ষদশা—চারি প্রকার দশা অবতারণা করিয়া মানবের ফলাফল নির্ণয় করে। প্রাকৃত জগতে মর্ত্ত্যজীব গ্রহ-দশায় বা গ্রহ-বিপাকে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ করে। গ্রহ-দশায় ত্রিংশোত্তরী, বিংশোত্তরী, অষ্টোত্তরী প্রভৃতি দশার কথা ফলিত জ্যোতিষী সর্ব্বদাই আলোচনা করেন। দুর্ব্বিপাক বা দুর্দ্দশা জীবের ক্লেশ উৎপন্ন করে, সু-বিপাক বা সু-দশা ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি সুখ ভোগ করায়।

বদ্ধজীব দশাগ্রস্ত ও কর্ম্মফলবাধ্য ; হরিসেবক তাহা নহে

জীবের দশা প্রাকৃত জগতে কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তটস্থ-শক্তিজাত জীব প্রাকৃত রাজ্যে বিচরণকালে বিভিন্ন দশাগ্রস্ত হন। জীবের কর্ম্ম অনাদি। অচিদ্‌রাজ্যে ভ্রমণকালে কর্ম্ম অনাদি হইলেও উহা বিনাশী বা অবস্থান্তর-যোগ্য। নিত্য-বিষয়-বিগ্রহ হরির উদ্দেশে অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ জীব যে নিত্যকর্ম্ম হরিসেবা অবিমিশ্র আত্মায় করিয়া থাকেন, মিশ্র-ভাবাপন্ন মনের কর্ম্ম ও দেহের কর্ম্ম হরির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই উহাই আত্ম-নিত্যকর্ম্ম। উহা প্রপঞ্চে বিনাশ ধর্ম্মবিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও আত্মার নিত্য চেষ্টারূপ কর্ম্ম অনাদি ও নিত্য। অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে নিযুক্ত হইলে অনাত্ম-মন ও দেহ যে অনিত্য কর্ম্ম করেন, তাহা বিনাশী। যে-কালে জীব অনিত্য প্রপঞ্চে নশ্বর কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তখনই তাঁহার দশা পরিবর্ত্তিত হয়; আর নিত্য আত্মার নিত্য কর্ম্ম হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে অনিত্য ভিন্ন ভিন্ন দশা তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। বদ্ধাবস্থায় অচিদ্‌রাজ্যে একদশা হইতে অন্য দশায় বদ্ধ জীব পাতিত হন। আবার নিত্য হরিসেবাময় রাজ্যে মুক্ত পার্ষদ জীব কৃষ্ণ-সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত।

নাম-পরায়ণ মুক্তজীব ও প্রাকৃত দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবের পার্থক্য এবং বৈকুণ্ঠে প্রাকৃত 'দশার' অভাব

বদ্ধ জীব প্রাকৃত রাজ্যের প্রদেশ বা স্থান-বিশেষে পতিত হইয়া বিভিন্ন দশা লাভ করেন। দশা-বিপাকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরিত হন। শুদ্ধ মুক্ত নাম-পরায়ণ জীব নিত্যকাল গোলোকে বাস করেন এবং বৈকুণ্ঠের শিরোভাগ গোলোকে বাস করিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিত্যানন্দময় থাকেন। পাত্রবর মুক্ত জীব বৈকুণ্ঠস্থ দেশ-কালের দশায় সচ্চিদানন্দময়। প্রাকৃত রাজ্যে বদ্ধজীব ত্রিগুণাত্মক রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দশায় লক্ষিত হন। জড়জগতে দশাকে 'পাক' বা 'বিপাক' বলে। অপ্রাকৃত জগতে নিত্যাবস্থানকে 'পাক' বা 'দশা'-শব্দে অভিহিত করা হয় না। 'পচতি পরিণমতি ইতি পাকঃ'। নিত্য জগতে কালগত পরিণাম ও দেশগত সঙ্কীর্ণতার হেয় দশা নাই। সেখানে সকলই উপাদেয় ও নিত্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দশাত্রয়—অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা ও অর্দ্ধবাহ্যদশা

পারমার্থিকগণ প্রাপঞ্চিক দর্শনে তিন প্রকার দশার উল্লেখ করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য, অষ্টাদশ ৭৭।৭৮—

"তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধ-বাহ্য আর॥
অন্তর্দশায় কিছু ঘোর, কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম॥

শ্রুতি বলেন ঃ—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

অর্থাৎ প্রাকৃত রাজ্যে বাহ্যদশায় জীব যে বেদ অধ্যাপনা করেন, যে তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, বাহ্য বিচারে মর্ত্ত্যগুরুর নিকট যে বেদ অধ্যয়ন করেন, তদ্দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না। তাদৃশ প্রতীতিমাত্রই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বৈচিত্র্য দর্শন। তদ্দ্বারা অনাত্ম-বিচার আসিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে দেহ ও মনের ক্রীড়া-পুত্তলি করাইয়া দেয়। কিন্তু অপ্রাকৃত আত্মবস্তু যখন অপ্রাকৃত জীব-আত্মাকে দর্শন দেন, সেইকালে আত্ম-দর্শন ঘটে এবং সেবোন্মুখ চিত্তেই "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—এই শ্রীগৌর-সুন্দরের উক্তি উপলব্ধ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠ উদ্ধার করিয়া আমরা সজ্জন পাঠকগণকে অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি। অন্ত্য ১৮।৮০—

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহা রঙ্গে করে কেলি॥
পুনরপি কৈল স্নান শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন॥
বৃন্দা কৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার
বস্ত্র বেশ করিল রচন।
সঙ্গে লইয়া সখীগণ রাধা করিল ভোজন
দু'হে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
হেনকালে মোরে ধরি মহাকোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লইয়া আইলা।
কাহা যমুনা বৃন্দাবন, কাহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

অন্ত্য ১৭শ :—

"আচম্বিতে শুনে প্রভু বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেতে বেণু নাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে গেলা কৃষ্ণ কেলি করিবারে।
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহা লইয়া আইলা বলাৎকার করি॥
শুনিতে না পাইনু সে অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু বেণু মুরলীর ধ্বনি"॥

মহাভাগবতের বাহ্য-জ্ঞানশূন্য অন্তর্দ্দশা

মহাভাগবতগণের তিনপ্রকার দশা শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতের প্রারম্ভে বাহ্যদশা। অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে আত্ম-

স্বরূপ উপলব্ধিতে সেব্য দর্শন ও সেবা-চেষ্টা; সেইকালে বাহ্য দশার বা ভগবানের বহিরঙ্গ সৃষ্টির অনুভূতি নাই। নিজের দেহ ও মন হরিবিমুখ অচিৎ রাজ্যে যে অচিৎ চেষ্টা করে, তাদৃশ কোন চেষ্টাই তাঁহার নাই। তখন মহাভাগবতের দিব্যজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে। তখন আর স্থাবর-জঙ্গম দৃষ্টি নাই, তখন আর প্রতাপরুদ্র-তনয় পুরুষোত্তমের উপলব্ধি নাই; তখন আর অর্চ্চা-বিগ্রহ (রূপে) শ্রীজগন্নাথ দেবের উপলব্ধি নাই। কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ মহাভাগবতের দশা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যস্ত।

ব্যাসের অর্দ্ধবাহ্য-দশায় ভাগবত-বর্ণন

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভক্তিযোগ-সমাধিতে অবস্থিত হইয়া যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা যখন বর্ণন করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার অর্দ্ধ-বাহ্যদশা ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় মহাভাগবত দামোদর-স্বরূপকে যে ভজন-প্রণালী উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই রূপানুগগণের একমাত্র সম্পত্তি। রূপানুগ বলিলে ত্রিবিধ অধিকারস্থিত রূপানুগ বুঝাইলেও মহাভাগবত অধিকারে সেইসকল শ্রবণের সুষ্ঠুতা আছে। 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' ও 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্'-শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীজীব প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীকল্যাণ-কল্পতরুতে "কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা এবং কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীগণের দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করিবার জন্য "আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে" প্রভৃতি কবিতা দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারে শ্রবণীয় বিষয়ের তারতম্য

বাহ্যদশায় কনিষ্ঠ অধিকারের শ্রবণযোগ্য বিষয়, মধ্যম অধিকারের শ্রবণ-যোগ্য বিষয় ও মহাভাগবতাধিকারের শ্রবণ-যোগ্য বিষয় ভিন্ন। অধিকার বিচার না করিয়া আমরা ভজনপথে অগ্রসর হইলে আমাদের মঙ্গল হয় না। ভাগবত বলিয়াছেন :—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

বাহ্যদশায় ত্রিবিধ অধিকার, সুতরাং মহাভাগবত-ভক্তাভিমান কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকার থাকাকালে করা কর্ত্তব্য নহে। কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারে অনর্থ থাকে, সুতরাং যে-যে-প্রকার অনর্থ থাকে, তৎ তৎপ্রকার অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্যই অধিকারোচিত ক্রম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকারও বাহ্যদশায়

ত্রিবিধ। বাহ্যদশায় দিব্য-জ্ঞানের অনুশীলন আংশিকমাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রমপন্থা ও অধিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

প্রেমভক্তি লাভের ক্রিয়াই তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং উহা কি কি প্রকার?

(শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু) ভজন-প্রয়াসী জনগণের পক্ষে তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে-যে-কর্ম্মে শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়, সেই-সেই কর্ম্মকেই 'তত্তৎকর্ম্ম' বলিয়া উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধামৃত-কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থ-পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্ম-নিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রেমভক্তি উদয়ের পরম কারণ বলিতেছি, শুন। আদৌ সাধন-ভক্তি। তাহার অনুষ্ঠানে প্রেম-ভক্তি হয়। সাধন-ভক্তি শুন—আমার অমৃতময় লীলা-কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিবন্দন, মদ্ভক্ত পূজা, সর্ব্বভূতে আমার সম্বন্ধ বুদ্ধি, আমার নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ কীর্ত্তন, আমাতে মনকে অর্পণ করা,

সর্ব্বকাম-ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য সমস্ত অর্থ-ভোগ ও সুখ-পরিত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ—এ সকলই আমার ভক্তির কারণরূপে ব্যবহার। এইরূপ ধর্ম্মাঙ্গ-সাধনদ্বারা আত্ম-নিবেদক পুরুষের আমাতে প্রেম-ভক্তি হয়। এইপ্রকার সাধকের আর অন্যার্থ অর্থাৎ অন্য তাৎপর্য্য কি বাকি থাকে ?

চৌষট্টীপ্রকার ভক্তির অঙ্গই তত্তৎকর্ম্ম

ভগবানের এই উপদেশ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীরূপ গোস্বামী স্বীয়-কৃত 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ঐ সকল কর্ম্মকে চতুঃষষ্টিপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে কবিরাজ-গোস্বামী ঐ সকল কর্ম্মকে এইরূপে লিখিয়াছেন—

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধু-মার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহু-গ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণী-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন॥
অগ্রে নৃত্যগীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবন্নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন;
ধূপ-মাল্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন॥
আরাত্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত—
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥

কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ' নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

শ্রীগুরু-পদাশ্রয় করা প্রথম কর্ত্তব্য

ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিকে আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিতে হয়। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল হয় না। মনুষ্য দুই প্রকার অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বিবেক ও প্রাপ্ত-বিবেক। যাহারা অপ্রাপ্ত-বিবেক, তাহারা সংসার-সুখে মত্ত। কোন ঘটনা-ক্রমে কোন মহৎ-লোকের সঙ্গ হইলে চিত্তে বিবেক উদয় হয়। তখন মনে হয়, আমি কি হতভাগ্য, আমি সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন, বিষয়-পিপাসায় আমার দিন-যাপন হইতেছে। এই প্রথম মহৎ-সঙ্গকে কেহ কেহ শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ বলেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা হইলে ভজন-প্রয়াস হয়। তখন গুরু-পাদাশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব অপ্রাপ্ত বিবেক ব্যক্তিগণ ভাগ্য-ক্রমে প্রাপ্তবিবেক হইয়া শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করেন।

শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ অর্থাৎ গুরু কে?

কিপ্রকার-গুরুকে আশ্রয় করিবে, তাহা বিচারিত হইয়াছে। কামাদি ছয় রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মলাঙ্গ, রাগমার্গে যিনি কৃষ্ণভজন করেন, যিনি বিপ্রবর্ণ, যিনি বেদ-শাস্ত্রাগমের বিমল পথ অবগত আছেন, সাধুগণ যাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়-দমনে যিনি পারক, যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান, যিনি অশুদ্ধ-মতি, যিনি নিষ্কপট ও সত্যবাদী—এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। এই সকল গুণগণ দুই প্রকারে বিবেচ্য। ইতররাগ-বিরঞ্জনী কৃষ্ণানুরাগই গুরুদেবের স্বরূপ গুণ। অন্য সকল গুণ তটস্থ। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

যাঁহার এই স্বরূপ লক্ষণ আছে, তাঁহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও

তিনি গুরু হইবার যোগ্য। **ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব এই দুইটিই তটস্থ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।** স্বরূপ-যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটী তটস্থ লক্ষণও থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বরূপ লক্ষণে যাঁহাদের দোষ থাকে, তাঁহাদের ঐ দুই লক্ষণের দ্বারা গুরু-যোগ্যত্ব হয় না। যথা পাদ্মে ;—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র-শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

শ্রীগুরুসেবা ও দীক্ষাগ্রহণে অবশ্য কর্ত্তব্য

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য নিষ্কপটে পরম বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিবেন। গুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট-কীর্ত্তনাদি 'রঙ্গ' দেখাইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্ম-বঞ্চক। জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া, দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মের নিত্য বিধি। **কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাকে উদাহরণস্থল করা উচিত নয়।** কোন বিশেষ-অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহা-দ্বারা সাধারণ-বিধির হানি হয় না। **ধ্রুব মহাশয় এই পার্থিব শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন ; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন ? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ বিধি।** সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্য-শক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ-বিধি লঙ্ঘন করা কখনই উচিত হয় না। শ্রীগুরুদেবের অকপট সেবার সহিত তাঁহাকে প্রসন্ন করত শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রাদি দীক্ষা ও তত্ত্ব-শিক্ষা করিবে।

সাধু-মার্গানুগমন বা পূর্ব্ব বৈষ্ণবের অনুগমন

দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করত সৌভাগ্যবান্ শিষ্য পূর্ব্ব-সাধুদিগের পন্থার অনুগমন করিবেন। দাম্ভিক লোকেরাই পূর্ব্ব-মহাজনদিগকে অমান্য করিয়া নূতন পন্থা সৃজন করেন। ফল এই হয় যে, তাঁহারা অচিরকালের মধ্যে কুপথে গমন করত আপনাপন সর্ব্বনাশ সাধন করেন। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন ;—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপ-বর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্ত-শ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥

সাধুসকল পূর্ব্বকালে বিনা শ্রমে যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সন্তাপ-বর্জ্জিত-পন্থা এবং সকল মঙ্গলের হেতু। যিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, সেই পথের অনুসন্ধান করুন। পূর্ব্ব-সাধুদিগের পথ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তোষ উদয় হয়। আমরা যখন শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীদাস-গোস্বামী ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন-পথ আলোচনা করি, তখন আমাদের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। হরিদাসকে যখন দুষ্ট যবনগণ পীড়ন করে, তখন হরিদাস বলিলেন :—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥
এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥

পূর্ব্ব-মহাজন-পথ পরিত্যাগে ভক্তি হয় না

এইরূপ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বভূতে দয়া করত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনদিগের ভজন-পন্থা। পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা আছে, তাহাই সকল সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক এবং যশঃ-লিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব ভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্ব পন্থার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন। ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥
ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬-৪৭)

নবীন পথ ও নবীন আচার্য্যের বিলোপ

তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি-পথ 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভেদে দ্বিবিধ হইলেও, তাহা পূর্ব্ব মহাজনগণ সুষ্ঠুরূপে অধিকার ভেদে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে তাহা বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বুদ্ধ', 'দত্তাত্রেয়াদি' যে-সকল নবীন পথ

আবিষ্কার করেন, সে-সমস্ত অবশেষে উৎপাত-জনক হইয়া পড়িয়াছে। অবিচার-ক্রমে তাঁহারা ঐ সকল নবীন পথকে ঐকান্তিকী হরিভক্তি বলিলেও বস্তুতঃ তাহারা তাহা নহে। যাহা সত্য পথ, তাহা বেদাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। আজকাল এইরূপ নবীন পন্থা অনেক আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে তাহাদের আচার্য্যের সহিত লোপ প্রাপ্ত হয়।

সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা বা নিত্যধর্ম্মের জিজ্ঞাসা

সাধু-শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা একটী ভক্তিজনক কর্ম্ম। অতএব নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে ; —

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ॥

সৌভাগ্যবান্ পুরুষগণ যেরূপ সাধুদিগের ভজন-চরিত্রের অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হন, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্ম জানিতেও বাসনা করেন। দুর্ভাগা দাম্ভিক-গণ ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত। সাধুদিগের পথ হইতে পৃথক্ পথ যেরূপ তাহারা অন্বেষণ করে, সেইরূপ সাধুদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্তে অনাদর করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে আদর করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগজ্জনকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রচার করিতে তাহারা যত্ন করে না ; বরং তদ্বিরুদ্ধ-মতকে তাঁহার মত বলিয়া সকল লোককে শিক্ষা দেয়। ইহাতে যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তাঁহারা মনে করে না। যাঁহারা সরল তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রভুর শিক্ষা যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তাহাতে যত্ন করেন। প্রভুর শিক্ষাই আমাদের জীবন। কেবল তাহাতেই সদ্ধর্ম্ম আছে। সৎ শিষ্য সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, যদি স্বয়ং বুঝিতে না পারেন, শিক্ষা-গুরু-চরণে নিবেদনপূর্ব্বক তাহা বুঝিয়া লন। এইরূপ যাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য দৃঢ় মন, তাঁহাদের অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়।

সদ্ধর্ম্ম কাহাকে বলে

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ-রূপ সদ্ধর্ম্ম যতদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে স্পষ্ট উদয় না হ'ন, ততদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয় অন্ধকারাবৃত থাকে। তিনি শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারেন না। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্র শুদ্ধ-ভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদয় হইবে না। অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের

সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধিবলে এবং বিদ্যাবলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ-বা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তিকে, ভক্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দম্ভ এত দূর যে, যদি চরিতামৃতের অর্থ শুনেন তবে বলেন যে—সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন, চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায়, সদ্ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।

কৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে ভোগ-ত্যাগ, কৃষ্ণ-তীর্থে বাস, একাদশী-ব্রত ও বৈষ্ণব-তুলস্যাদি পূজা

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ করা সাধকের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-তর্পণের নাম 'ভোগ'। স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কৃষ্ণ-সেবার কামনায় পর্য্যবসান করাই ভোগ-ত্যাগ। নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করিয়া সেই সেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভোগ ত্যাগ হয়।

কৃষ্ণ-তীর্থে নিবাস করা একটি সাধনাঙ্গ। দ্বারকা, মথুরা, গঙ্গাতীরে ও প্রভুর লীলাস্থানে বাস করিলে সর্ব্বদা কৃষ্ণকে মনে পড়ে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে?

জীবনের সমস্ত ব্যবহারে ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে। আবশ্যক মত স্বীকার না করিলে ভক্তি-সাধনে ন্যূনতা হইবে।

হরি-বাসরের সম্মান বিশেষ যত্ন সহকারে করিবে। হরি-বাসরের সম্মানে সমস্ত ভক্তি-পোষক অভ্যাস সাধিত হয়। সমস্ত ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক এক পক্ষের মধ্যে একদিন ভজন অভ্যাস করিতে করিতে নিরন্তর ভজন অভ্যাস হইয়া পড়ে।

ধাত্রী, অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ইহারা পূজিত ও ধ্যাত হইলে মনুষ্যের সমস্ত পাপ নাশ করেন। জগদুন্নতি-সাধক বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করা যায়।

উক্ত দশটী ভক্ত্যঙ্গ প্রথমেই অবশ্য স্বীকার্য্য

এই দশটী ভক্ত্যঙ্গ হরিভজনের প্রারম্ভ রূপ কার্য্য। যাঁহারা এই দশটী অঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজন ও ভগবৎ প্রাপ্তি হওয়া কঠিন।

অতএব ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি আদৌ গুরুপাদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরু-সেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অনুকরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিবেন। নিজ জীবনকে কৃষ্ণ-ময় করিবার জন্য কৃষ্ণতীর্থ-স্থলে বসিয়া কৃষ্ণ-উদ্দেশে নিজের সুখ-ভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্য্যদ্বারা ভক্ত্যনুকূল ভগবৎ-সংসার যাহাতে নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি অভ্যাসের জন্য 'হরিবাসর' ও 'জয়ন্তী' প্রভৃতি কৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। ভগবদ্বিভূতিময় সংসার গৌরবের স্থিতির জন্য অশ্বত্থাদির সম্মান করিবেন। এই দশটী অন্বয়-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত নিম্নলিখিত দশটী ব্যতিরেক-বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তি সাধন স্থির থাকিবে না। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পিছলদা

পিছলদা পীঠস্থান, দিব্য চিন্তামণি-ধাম,
রসময় কিবা মনোহর।
তৃণ-তরু ফুল ফল, জীব-জন্তু জল-স্থল,
সকল চিন্ময় সুন্দর॥

নবদ্বীপে অবতরি' লীলা করি' গৌরহরি,
পবিত্রিল মম জন্মভূমি।
ভক্তি-চক্ষে দেখে যাঁরা, এখনও দেখে তাঁরা,
সেই চক্ষে লীলা দেখ তুমি॥

বৈষ্ণবের গণে কয়, গৌর-লীলা পূর্ণ হয়,
নিত্যকাল তাহা যেন স্মরি।
আয়ু-রবি গেল চ'লে, মিছা কাজে অস্তাচলে,
উচ্চ করি' ডাক গৌরহরি॥

বৃন্দাবনে যেই ধূলি,　　নবদ্বীপে সেই কেলি,
পিছলদায় তাহা সদা রয়।
ভগবান গৌরহরি,　　অতীর্থকে তীর্থ করি'
পিছলদায় উপনীত হয়॥

কেশব আর গৌরাঙ্গ,　　ভিন্ন নহে এক অঙ্গ,
পূর্ব্বভাব করিয়া স্মরণ।
হরিনাম বিতরিয়া,　　লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিয়া,
পাদ-পীঠ করিল স্থাপন॥

এমন দয়াল বিনে,　　পাপী তাপী উদ্ধারণে,
কেবা আর আছে ত্রিভুবনে।
শ্রীগুরু-চরণ ধরি,　　হেন দাস প্রেমে ঝুরি,
শরণ লয়েছে অনুক্ষণে॥

—o—

স্রোতস্বিনী তীরোপরি পিছলদা ধাম।
যথায় জীবের হয় পূর্ণ মনস্কাম॥
সর্ব্বত্র বিরাজে শ্রীকেশব, নারায়ণ।
মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন॥
ত্রিবিক্রম, শ্রীবামন, দেবেশ শ্রীধর।
হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, আর দামোদর॥
তার মাঝে গৌর-কৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বময়।
সংকীর্ত্তনে ভক্ত-মাঝে মহা জ্যোতির্ম্ময়॥
অদ্যাপিহ সংকীর্ত্তন করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥
ভাগ্যবান্ ত'রে গেল শ্রীগুরু-আশীষে।
এ অধম প'ড়ে রইল দুরদৃষ্ট-বশে॥

—o—

পুণ্য পূত তীর্থধাম পিছলদা হয়।
মন্ত্রেশ্বর নদীতীরে বিরাজিত রয়॥
উড়িষ্যা-রাজ্যের রাজা প্রতাপ গজপতি।
গোপীনাথ দ্বারে শাসে ধর্ম্ম-নরপতি॥
ভক্তজনে পূর্ণ ছিল পিছলদা পুরী।
কৃপায় বিজয় করে স্বয়ং গৌরহরি॥
সঙ্গে ছিল গদাধর আর নিত্যানন্দ।
জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ॥
চারিদিন থাকি প্রভু নাম বিলাইল।
বৈষ্ণবদাস তাহা স্মরি প্রেমেতে মজিল॥

—পিছলদাবাসী জনৈক ভক্ত

—o—

ভক্ত-চরিত্র

(চক্রিক শবর)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র-মধ্যে যিনি ভূরি ভক্তি পরায়ণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ। শ্রীহরির অভক্ত বিপ্র শ্বপচ হইতেও নিকৃষ্ট, আবার হরি-ভক্তি-পরায়ণ শ্বপচও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি হরিভক্তি-বিবর্জিত, সে কিরূপ ব্রাহ্মণ? আর যে শ্বপচ হরি-ভক্তি-পরায়ণ, সেই বা কেন শ্বপচ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবে? কিন্তু তাঁহাকে চতুর্ব্বেদী দ্বিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে।

পুরাকালে দ্বাপরযুগে লোমহর্ষকারী স্বজাতি-কীর্ত্তি-হীন 'চক্রিক'-নামে এক শবর বাস করিতেন। তিনি সকলের প্রিয়বাদী, জিতক্রোধ, পরহিংসা-বর্জ্জিত, দয়ালু, দম্ভহীন ও পিতৃসেবা-তৎপর ছিলেন। তাহার ভাগ্যে কোনদিন বৈষ্ণব-সঙ্গ বা হরিকথা-শ্রবণ ঘটে নাই; কিন্তু তাহার চিত্তে অচঞ্চলা 'হরিভক্তি' উদিতা হইয়াছিলেন। হরে, কেশব, গোবিন্দ, জনার্দ্দন প্রভৃতি নামসকল তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন, আর বন্য-ফলাদি যাহা প্রাপ্ত হইতেন, আগে নিজমুখে দিয়া তাহার স্বাদুতা আস্বাদনপূর্ব্বক সেই সকল শ্রীহরিকে নিবেদন করিতেন। উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ্ট বোধ তাঁহার ছিল না; নিজ-জাতিগত স্বভাব প্রায় সকলের মস্তকেই বিরাজ করে।

একদিন সেই ভক্ত কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ক্ষুদ্র সুপক্ক 'পিয়াল'-ফল প্রাপ্ত হন। তাহার স্বাদুতা পরীক্ষার জন্য তাহা বদনে স্থাপন করিলে উহা ক্ষুদ্রতাবশতঃ গলার মধ্যে পড়িয়া যায়। তখনই সেই ভক্ত গলদেশ হইতে উহা বাহির করিতে না পারিয়া বামহস্তে গলার ছিদ্র চাপিয়া ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই ফলটী যদি আমি মুরারিকে অর্পণ না করিয়া নিজে আত্মসাৎ করি, তবে আমাপেক্ষা পাপী আর কেহ এ জগতে নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া বহুবিধ উপায়ে ফলটী বাহির করিতে না পারিয়া পরশু-দ্বারা গলদেশে আঘাত করেন। কণ্ঠদেশ ছিন্ন হওয়ায় ফলটী বাহির হইয়া পড়িল; ভক্ত তৎক্ষণাৎ ফলটী আনিয়া শ্রীহরির সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক ব্যথায় কাতর হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট ও ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তসমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং রুধিরাক্ত ভক্তকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো! ইহার ন্যায় ভক্ত আমার কেহ নাই, যেহেতু নিজগলদেশ ছেদন করিয়া আমার সেবা করিয়াছে, এই ভক্তিমান্ ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, আমার এমন কোন বস্তু নাই, যাহা দিয়া ইহার ঋণ শোধ করিতে পারি। এই শবরাধম ধন্য, অতিধন্য। নিজ প্রাণ দিয়া আমার সন্তোষ বিধান করিয়াছে। ইহাকে ব্রহ্মত্ব, শিবত্বাদি দিয়াও ইহার ঋণ শোধ করিতে পারিব না। এই বলিয়া ভক্তবৎসল হরি নিজ কর-কমলের দ্বারা সেই ভক্তের মস্তক স্পর্শ করিলেন। চক্রিক ভগবৎ-করস্পর্শে তৎক্ষণাৎ ব্যথা-মুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভগবান্ পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় নিজ বস্ত্রে ভক্তের অঙ্গরজঃ মার্জ্জন করিয়া দিলেন। চক্রিক মূর্ত্তিমান শ্রীহরিকে সম্মুখে পাইয়া হর্ষভরে করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন। হে গোবিন্দ! হে কেশব! হে জগদীশ! আমি যদ্যপি আপনার স্তুতিযোগ্য বাক্য জানি না, তথাপি আমার রসনা আপনার স্তবগান করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব হে স্বামিন্! আমার এই অজ্ঞতা দোষ মার্জ্জনা করুন। হে অখিলেশ্বর! যাহারা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের যজন করে, তাহারা অত্যন্ত মূঢ় ও দুরিত-দুষ্ট। হে ভুবনৈক নাথ! আমি পাপযোনি শরববংশে জন্মহেতু আপনার ভক্তি কিরূপ, তাহা জানি না। তথাপি আপনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। যেহেতু আপনার শ্রীকরকমল-স্পর্শ চতুর্ম্মুখাদি দেবগণেরও দুর্লভ; কিন্তু সেবকের প্রতি সদয় হইয়া আপনি মাদৃশ অধমকে কৃপা করিয়াছেন।

যে আপনি অমর ও মর্ত্ত্যগণের হিতার্থ ত্রিদশবৈরী কংসাসুরকে বিনাশ

করিয়াছেন, সেই পরম মঙ্গলময় আপনার শ্রীচরণে নমস্কার। যে আপনি দুষ্ট কালযবন, ধেনুকাদি অসুর সকলকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই নবমেঘনিভ আপনাকে নমস্কার। যে আপনি গোকুলরক্ষার্থ গোবর্দ্ধন-গিরিকে ধারণ করিয়া ব্রজজনের নেত্রোৎসব বিধান করিয়াছেন, সেই দেবার্চ্চিতাঙ্ঘ্রি যুগল আপনাকে নমস্কার। আপনি নিজমায়া দ্বারা অতি বলবান দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়াছেন—সত্যভামার প্রীত্যর্থ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পারিজাত হরণ করিয়াছেন—নরদুঃখ-প্রদাতা নরকাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন—বৃকোদরকে নিমিত্ত করিয়া দুরন্ত জরাসন্ধকে নাশ করিয়াছেন, বাণাসুরের বাহুসকল ছেদন করিয়া লীলাক্রমে মহেশ্বরকে জয় করিয়াছেন—শিশুপালাদি অসুর সকলকে বিনাশপূর্ব্বক ভূমির ভার অপহরণ করিয়াছেন, আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার।

শ্রীহরিকে এইপ্রকার স্তব করিলে ভগবান্ পরমেশ্বর চক্রিকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। চক্রিক বলিলেন,—হে পরব্রহ্ম, পরংধাম, পরমাত্মন্ ও কৃপাময় প্রভো, আপনাকে সাক্ষাৎ করিবার পর অপর বরে কি প্রয়োজন? আমি আপনার শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান করি নাই—দিব্য পুষ্প-চন্দন-ধূপ-দীপাদিদ্বারা আপনার অর্চ্চন করি নাই, ভক্তিভরে আপনার নাম কীর্ত্তন করি নাই, ভক্তিপূর্ব্বক আপনার শ্রীচরণামৃত পান অথবা নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করি নাই; তথাপি আপনাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, এতদ্ব্যতীত অন্য বরে কি প্রয়োজন? আমি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত শবরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছি; আমার আর অন্য বরে আবশ্যক নাই। হে কমলাকান্ত! তথাপি যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই প্রার্থনা—যেন আমার চিত্ত সর্ব্বদা আপনাতে অবস্থান করে।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে পুত্র, তোমার বচনামৃত বর্ষণে সেবকপালক আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আর তোমার প্রদত্ত ফলের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এই বলিয়া দয়াময় হরি চতুর্ভুজ দ্বারা ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—হে সত্তম চক্রিক, আমি তোমার ভক্তিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার সর্ব্ব অভিলাষ অচিরে সিদ্ধ হইবে। শ্রীভগবান্ পুনরায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। চক্রিকও পুত্র-দারাদি ত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরীতে গমন ও ভজন করিয়া দেহান্তে দেবদুর্লভ পরম ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পুণ্য-অর্জ্জন ও সুকৃতি-অর্জ্জন

বর্ত্তমান জগতে মানবগণের মধ্যে সাধারণতঃ প্রায় সকল লোকই পুণ্য-কামী লক্ষিত হয়। সুকৃতিকামী বা আত্মকল্যাণ-কামী খুব কমই দেখা যায়। পুণ্য-কামীগণ সর্ব্বদা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পরোপকার, দান, ধ্যান, যাগ, যোগ, ব্রত, তীর্থ-পর্য্যটন, গ্রহণাদিতে স্নান, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীর পূজা, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি শুভ কর্ম্মে রত থাকেন। কিন্তু এই সকল পুণ্যরত থাকিয়াও যদি পাপাদি কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া যায়। আবার যাঁহারা প্রচুর পুণ্য করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি যত্নের সহিত পাপাদি-কর্ম্ম হইতে দূরে থাকেন, তাঁহারা বহু পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি উপরিলোকে গমন করিয়া তথায় সুখে অবস্থান করেন। দুর্ভাগ্য এই যে—পূর্ব্ব-সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলে, তাহাদিগকে পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে আসিতে হয়। আমরা গীতাশাস্ত্রের নবম অধ্যায় ২১ শ্লোকে দেখিতে পাই যে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইপ্রকার উপদেশ দিয়াছেন; যথা—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি॥

সুতরাং তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া পুনরায় শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সেই সেই কর্ম্মানুসারে আবার অসংখ্য যোনিতে উচ্চাবচ জন্ম লাভ করেন। জন্ম লাভান্তে যদি পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ পরহিংসা, পরচর্চ্চা, পরদ্রোহ, পরশ্রীকাতরতা, পরস্ত্রী হরণ, পরদ্রব্য হরণ, গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রী-হত্যা, চৌর্য্য, মদ্য-মাদক দ্রব্য সেবন, অমেধ্য আহার, অবৈধ কর্ম্ম প্রভৃতি অসদাচারে নিমগ্ন থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে পাতকী, মহাপাতকী, অতিপাতকী, অনুপাতকী শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ২৮ প্রকার নরক ভোগ করিতে হইবে। দণ্ডভোগ শেষ হইলে, পুনরায় আসিয়া সুখ-দুঃখের সহিত সংসারের তাপ ভুগিতে হইবে। সুতরাং পুণ্যকামীদের ও পাপাচারীদের কখনও সম্যক্‌রূপে শান্তিলাভ করিবার উপায় নাই। পাপী ও পুণ্যকামীদের উভয়ের একই অবস্থা। অতএব পাপ ত দূরের কথা, পুণ্যও কখনও জীবগণের নিত্য কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না, ইহা মানব-মাত্রেরই বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। নচেৎ ঐ প্রকার

অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিলে ভ্রমে পতিত হইবেন;—পরা বা নিত্যশান্তি লাভ হইবে না।

অনেকে সুকৃতিকেই পুণ্য বলিয়া মনে করেন; কিন্তু এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই ভুল সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্তদ্বারা ভালভাবে সংশোধন করা আবশ্যক; নচেৎ নিত্যমঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে। সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে অসতর্ক থাকিলে কল্যাণ লাভ না করিয়া অকল্যাণ লাভ হইবে। প্রকৃত মঙ্গল লাভের ইচ্ছায় 'সুকৃতি' করিতেছি মনে করিয়া উহা ফলকালে দেখা যাইবে—পুণ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সুকৃতি ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য কি—ইহা ভাল করিয়া জানা দরকার। পুণ্যকর্ম্মের ফল দেব-লোক, স্বর্গে সুখ-ভোগ, আর সুকৃতির ফল সাধুসঙ্গ—যাহাদ্বারা ভক্তিলাভ করিয়া নিত্যধামে ভগবৎ-সেবা পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবাসুখ নিত্য, আর স্বর্গসুখ অনিত্য, ইহা শ্রীগীতার প্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সুকৃতি কিভাবে হয়, গীতা-ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়। যদি কেহ না জানিয়া অজ্ঞাতভাবে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন, ভগবানের ধাম পরিক্রমা, ভগবন্মন্দির পরিক্রমা, ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণাম, ভগবদ্ভক্তের ও ভগবানের সেবা, ভগবৎ-প্রসাদ-সেবা, তুলসী-সেবা, একাদশী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি হরিবাসর-তিথি পালন করেন, তবে নিশ্চয়ই তাহার সুকৃতি হয়। ইহার মধ্যে কোনরূপ অপরাধ না থাকিলে ক্রমশঃ এই সুকৃতি সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং ইহার ফলে তিনি সাধু-সঙ্গের দিকে অগ্রসর হন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মঃ ২২।৯) দেখা যায়—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥

ভক্তিশাস্ত্রে অনেকস্থলে ভাগ্যকে সুকৃতি বলেন, এবং সুকৃতিকে ভাগ্য বলেন। এইপ্রকার সুকৃতিসম্পন্ন ভাগ্যবান জীব তাহাদের কামনানুযায়ী তিন প্রকার। তজ্জন্য সুকৃতিও তিন প্রকার বলা যায়। যথা, নিষ্কামভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি, মোক্ষকামোন্মুখী সুকৃতি। এ-স্থলে নিষ্কামভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ব্যতিরেকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। সুকৃতির ফলে উত্তম বিষয় ও রাজ্য সুখ-ভোগাদি লাভ হয়। তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত নির্গুণ-কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। মোক্ষোন্মুখিনী সুকৃতি অর্থাৎ যে সুকৃতির ফলে একমাত্র মুক্তিকে পাওয়া যায়, ভক্তিকে লক্ষ্য করে না, সেই সুকৃতি মোক্ষোন্মুখিনী সুকৃতি।

এই মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি ও ভোগোন্মুখী সুকৃতিবানগণের হৃদয়ে কামনা থাকায় নিষ্কাম ভক্তুন্মুখী সুকৃতি হইতেছে না। সেইজন্য শুদ্ধভক্তিতে তাহাদের অধিকার কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা ছাড়া হয় না। গীতায় ৭ম অঃ, ১৬ শ্লোকে—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী, জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

চৈতন্যচরিতামৃত ২৪।৯।৯১-৯২ পয়ারে—

আর্ত্ত, অর্থার্থী, দুই—সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্ত্বতঃ কামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান॥
সাধুসঙ্গ কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কর্ম্মাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধ-ভক্তি পায়॥

এই চারিপ্রকার অনর্থযুক্ত ভক্ত ভোগোন্মুখী ও মোক্ষোন্মুখী। ইহারা স্বীয় কামনা পুরণের জন্য আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজন করেন, আমিও তাহাদের সেই সেই অভিলাষ পূরণ করি। কিন্তু নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধাভক্তির আশ্রয় না করিলে আমাকে পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয় না। কামশূন্য হইলে আমি উহাদিগকে আমার শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করাই। এবং ঐ সঙ্গের প্রভাবের দ্বারা কামাদি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার পরাভক্তি লাভের অধিকারী হইয়া আমায় প্রাপ্ত হন।

—শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

অস্মদীয় পরম গুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ। অনেকের বিচারে নির্ব্বিশেষ বাদই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেটি সমল—অশুদ্ধ। ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতা-মূলে আবরণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা রূপ 'জাল-জুয়াচুরী'-কৈতব নাই। ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হয়েছে—ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের

অধ্যয়ন প্রয়োজন নাই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই—সব পাব। ভাগবত হয়ে গেছি—ভাগবত পড়ে ফেলেছি মনে ক'রলে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটী জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। যতক্ষণ বুঝে নেবো মনে করি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যাইতে পারি নাই। বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচার, অনুস্বার-বিসর্গ-পড়া ভাষাজ্ঞান—শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হবে না। যাঁরা ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-সেবা কর্‌ছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়্‌তে হ'বে—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"। তাঁদের কাছে জান্‌তে হ'বে—ভাগবত কি জিনিষ। ভাগবত শ্রবণ ক'রে নিজে পাঠ কর্‌তে হ'বে। অমুকে পাঠ কর্‌বে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করবো, তা' নয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোনও বস্তু তাঁদের প্রিয় নয়; বিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। নিত্যত্বের যাঁরা ভিক্ষুক, চেতনের, পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁরা,—তাঁরা বৈষ্ণব, তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ বলে অবলম্বন করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা কর্‌তে হ'বে। সমল মনুষ্য-জাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞানদ্বারা ভাগবত বোঝা যায় না। তাহাতে অমল-জ্ঞানের কথা আছে। অন্য পুঁথিতে সেরূপ 'পরং'-জ্ঞানের কথা নাই। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী কপটতা-যুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর পাঠ্য নহে। তাহা পঞ্চম বর্গের সৌন্দর্য্যদর্শনে লোলুপব্যক্তির পাঠ্য। চতুর্ব্বর্গের প্রার্থনায় যারা ব্যস্ত, তারা ভাগবত প'ড়ে ফল পান না। 'প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ যাঁদের প্রয়োজন-বিষয়, তাঁরাই ভাগবত পাঠের ফল পান। 'প্রেমা' সবচেয়ে বড় জিনিষ ব'লে আলোচ্য হ'লে, ভাগবত পড়ার আবশ্যক হয়।

বেদের অর্থ পূরণার্থ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণে প্রাচীন কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ব্যাস-রচিত পুরাণ-বিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একায়ন-পদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ। ইহ'কে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়। একায়ন-পদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত অকৃত্রিম বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত নাস্তিকা কুণ্ঠনের বস্তু নন। শ্রীনারায়ণ ঋষি ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস আবার শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা বলেন। ব্যাসের শম্যাপ্রাস আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক হয়েছিল। শ্রীশুক সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা ক'রেছিলেন। সেই সময় হইতেই ভাগবত শব্দের প্রয়োগ, তৎপূর্ব্বে পরমহংস সাত্বতগণের আলোচ্য 'পারমহংসী', 'সাত্বত-সংহিতা' প্রভৃতি ব্যবহার আমরা ইতিহাস আলোচনার সময় পাই।

ভাগবতালোচনা ঋষি-বংশের মধ্যেও ছিল।

ভগবানের কথাদ্বারাই সব সুবিধা হ'বে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চলিবে। "কিংবাপরৈঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বপক্ষ-রূপ সমস্ত বিরুদ্ধ কথার অবতারণা ক'রে—তার সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন। মানুষের ভগবানের সেবা-বিচার এতটা কমে' গিয়েছে যে, শতকরা ৯৯·৯ পর্য্যন্ত বলিলেও ভ্রম হ'বে না। ভাগবতের কথাই যেন অনাদরের বস্তু। কোথায় অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শতভাগই ভাগবতের কথা—নিত্যমঙ্গলের কথা প্রবল হবে, তা' না হ'য়ে উল্টো বিচার হ'য়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সঙ্কীর্ণ বিচার থেমে যাক্। ভাগবতের কথা আলোচনা না করিলেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব—বিশ্ব ব'লে সংসার ব'লে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হ'বে। যারা জন্ম জন্ম-ধরে' ভগবৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখ হ'য়ে সংসারে দুঃখ-কষ্ট—অশান্তি ভোগ কর্‌ছেন, তাঁরা কি এখনও স্বাস্থ্যলাভ করার জন্য চেষ্টা কর্‌বেন না? প্রবৃত্তি-মার্গে নানা প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে পদে পদে অশান্তি ভোগ করতে হয়, একমাত্র ভগবৎকথাশ্রয়েই পরমাশান্তি লাভ হতে পারে। মনুষ্যজাতির এ কথা কি এখনও বিচার্য্য হ'বে না?

ভাগবতকে যেন পণ্যদ্রব্য করা না হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা যাঁরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ভাগবত তাঁদেরই আরাধ্য, তাঁরাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জ্জন, পুণ্যসংগ্রহ বা দুঃখ-নিবৃত্তির 'দাওয়াই-খানা'-মাত্রে পর্য্যবসিত করা ভাগবতের সেবা নয়। ভারতে, কেবল ভারত নয়, সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হ'ক; অন্য সব কথা থেমে যাক্। ভাগবতের কথাই চৈতন্যদেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হ'লে লোকের নিত্যমঙ্গল লাভ হ'বে। অনন্ত-কাল-সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূর হ'বে। এই শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপরদিকে ভাগবতের পাঠক বা শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্ত্তিস্থানে 'ভক্তি' বা 'ভাগবতকথা-শ্রবণাদি' সেবা। ভাগবতের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। সমলজ্ঞানে ভাগবত কথা আলোচ্য হয় না। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবত কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই, তাঁদের কাছেই ভাগবত কথা আলোচ্য।

আগম ও নিগম একত্র মিলিত আকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান। সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্ব্বোত্তম অংশ বলে বিচার করে থাকেন। **গীতার বিশেষ অর্থ ভাগবতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, বেদার্থ-পরিবৃংহিত এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত হ'য়েছে।** এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে ভগবত্তার কথা প্রচুরভাবে বলা হ'য়েছে এবং কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগুলি বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। সেই শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখিত আছে। যেমন স্কন্দপুরাণ—বিষ্ণুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ডে, গরুড়পুরাণে এবং আরও কতিপয় পুরাণে ভাগবতের প্রাধান্য লিখিত হ'য়েছে। **সর্ব্বোপরি ভাগবতের অনুগ সম্প্রদায় ইহাকে প্রমাণ-শিরোমণি ব'লে থাকেন।**

ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ভাগবত নিত্যলীলাময় ভগবানের চরিত্র বর্ণনের প্রমাণ। ভাগবতের দ্বারা কি কার্য্য হয়? ইনি সমগ্র মানব-জাতির ভীষণ তম-ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক উভয়ই। পারমার্থিকের আদর্শ যাঁরা, তাঁদেরও ইহা পরম সেব্য। তদ্ব্যতীত সংসারে যাঁরা বাস করেন, বর্ণ ও আশ্রম-চতুষ্টয় সকলেরই এই গ্রন্থ আরাধ্য। এমন কি জিনিস ভাগবতে আছে, যা' সকল শ্রেণীর আরাধ্য? কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—যেমন ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের ধর্ম্মের বিষয় পৃথগ্‌ভাবে লিখিত আছে। বর্ণ বিচারে বিভিন্ন বর্ণাদির লক্ষণ এবং তল্লক্ষণের দ্বারা বর্ণনিরূপণের বিধান আছে। ভাগবতে দর্শনের কথা, জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথাই আছে; সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য এবং পরম প্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসার-নির্ম্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদভিন্ন বস্তু। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণ প্রভৃতিই—ভগবদনুশীলন।

ভাগবত একাদশ স্কন্ধ আলোচনা করলে জানা যায়, রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে বিনাশ ক'রে, সত্ত্বের দ্বারা মিশ্র সত্ত্বকে নিরাস কর্‌তে হ'বে। রজোগুণের কার্য্য কি? আমি Red cross societyর member, দেশ-বিদেশের flood relief করাই আমাদের ধর্ম্ম! ওতে কি হয়? না, আমি অন্যের যা' উপকার করেছি, তদ্বিনিময়ে তারা আমার কামুকতার ইন্ধন সরবরাহ করুক্। সত্ত্বগুণের দ্বারা এই প্রবৃত্তিটা থামিয়ে দিতে হ'বে। যদি রাজসিকগণ বলেন—বিষ্ণুভক্তিতে দেশ জাহান্নামে গেল, তা' হ'লে তাদের তমোগুণটাই বৃদ্ধি

হ'য়ে যাবে। ভাগবত যে উপকার করেছেন তাঁর কার্য্য তাঁরা আলোচনা করেন না।

ভাগবত কি বিষয় আলোচনা করেছেন? কৃষ্ণের, রৌহিণেয় রামের, দাশরথি-রামের, পরশু-রামের, বামনের, বরাহদেবের, নৃসিংহদেবের, মৎস্য-দেবের, লক্ষ্মী-নারায়ণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মার ব্যাপকতা ও শক্তির বিষয় আলোচনা করেছেন। সুতরাং 'নির্ব্বিশেষ'-ব্যাধি নিরাস ক'রে সবিশেষ-ধর্ম্মের পূর্ণতা স্থাপিত হয়েছে। এই ডাক্তারখানার—যেখানে সকল ঔষধের ভাণ্ডার, চৈতন্য ও তদনুগ-গণের দ্বারা অকাতরে ঔষধ বিতরিত হ'চ্ছে। ধর্ম্মজগতে যত রোগ হয়েছে, এই সকলেরই চিকিৎসা-প্রণালী ভাগবতে আছে। বিষম-ব্যাধির চিকিৎসক হচ্ছেন ভাগবত। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য এ-দেশের, যেমন ক'রে হোক ভাগবত এ-দেশ হ'তে চলে যায়, তজ্জন্য উঠে-প'ড়ে লাগাই প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়েছে। ভাগবতের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে বর্দ্ধন করা হচ্ছে।

অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ দ্বারাই সম্যক্ কীর্ত্তন হ'বে। অন্য অবতারের কথা শুনিলে হ'বে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের কীর্ত্তন অপেক্ষা, রামের কীর্ত্তন অপেক্ষা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, মথুরেশ অপেক্ষা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্ত্তনই সর্ব্বতো-ভাবে জয়যুক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তন হলেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না। যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাপ্তি হয়। দশমস্কন্ধে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পূর্ণমাত্রায় আছে। তা' হলে দশমটি লিখ্‌লেই হ'ত; অন্যান্য স্কন্ধের কি প্রয়োজন? তারতম্য নির্দ্দেশের জন্য মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-রাম-রাম-রাম—সকল অবতারেরই কথা বর্ণিত হয়েছে। রৌহিণেব রামের রাস পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত আছে। চৈতন্যদেবের কথা যাঁদের শুনা হয় নাই, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায় নি, তাঁরা ভাগবতের আলোচনাই বুঝবেন না।

ভাগবত আলোচনা কর্‌লে শাস্ত্রীয় বিচার থেকে দূরে গমনের যে অবস্থা, তা' থেকে অবসর হয়। আমাদের ভাগবত পাঠ কর্‌তে হবে। ভাগবত হ'তে নির্ব্বিশেষ-বাদ শতসহস্র যোজন দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। **কেবলাদ্বৈতবাদের কোন কথাই ভাগবতে নাই।** সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্য্যন্ত জীব আধ্যক্ষিক থাকে। ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা। পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি বল্‌ছেন তা' জান্‌তে হ'লে, আলোচনার ইচ্ছা থাকলে, দশমস্কন্ধ আলোচনা করতে হ'বে। **দশমস্কন্ধ আলোচনার পরে একাদশ-**

স্কন্ধ না পড়্‌লে অধঃপতন হ'বে ; সেজন্য ভাগবত শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য্য। ভাগবত শ্রবণেই অন্যান্য চারটি অঙ্গ—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রি-সেবা, মথুরাবাস হ'বে। মথুরা জ্ঞান-ভূমিকা, পূর্ণজ্ঞানে বাস ; অচেতন ভূমিকায় বাস না করার নাম মথুরা বাস। "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ" প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অঙ্ঘ্রি-সেবার পদ্ধতি-সমূহও ভাগবতে আছে।

ভোগী ভাগবত পাঠ করতে পারে না। তাঁর মুখে ভগবান্ (ভগবন্নাম) আসতে পারেন না। পঞ্চোপাসকের বা অঘ, বক, পূতনার অনুগত জন-মুখে ভাগবত শুনতে নাই। ভাগবত নিগম শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান পুস্তক। উহাই বাস্তব-বস্তুর সন্ধান দিয়েছেন, যা'তে আমাদের মত লোক সেই ভগবদ্বস্তুর সেবা করবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয়। ভাগবত ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা বলেছেন। বেদশাস্ত্র যে সম্বন্ধের কথা বলেছেন, সেই সম্বন্ধ নির্ণীত হয়েছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি ভাগবতের প্রথম শ্লোকের 'সত্যং পরং ধীমহি'-বাক্যে। সেই পরম ও সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। সম্বন্ধের সঙ্গে-সঙ্গে অভিধেয়ের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিধেয় শ্লোকটি "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ"—এই ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক। প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং"—এই ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে।

শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার ক'রে মঙ্গল বিধান করুন। সেই মঙ্গলটী কর্ম্মপথ বা কর্ম্মবন্ধ মাত্র নহে। কর্ম্মের পরিণাম আছে ; কর্ম্মে লভ্যবস্তু পরিণাম-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তা'কে রক্ষা করতে পারি না—চ'লে যায়। কিন্তু আমরা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে তা'র ফলভোগ করিতে বাধ্য হই। পর-বঞ্চনা-দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, পরমাত্মার কৈবল্য লাভ করা—এই সকল সঙ্কীর্ণ চেষ্টা হইতে শ্রীচৈতন্যদেব মানবজাতিকে পরিষ্কৃত, নির্ম্মল ও উন্নত করেছেন—ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'রে। শ্রীচৈতন্যদেব যিনি সকল ধর্ম্মের প্রকৃত-সমন্বয় সাধন করেছেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকেই পরমার্থ শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ গ্রন্থ ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ঋষি বলেছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব উহা শিষ্য-পারম্পর্য্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা করেছেন। এটী তাঁরই উক্তি। তিনি বলেছেন,—এস, সকলে ধ্যান করি। মুখ্যগুণবিশিষ্ট বিগ্রহ যিনি, যাঁর গৌণ-গুণে জগৎ রচিত হয়েছে—তাঁর ধ্যান করি। তিনি

মূঢ়দের মোহনের জন্য রাজস, তামস পুরাণাদি করেছেন। ভাগবত ব্যতীত অপর পুরাণাদিতে বিমোহনের কথা আছে। এটা তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন।

ভাগবত-শ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎপূর্ব্বে সংশ্রবণ; তারপর বিচার-পরতা। সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক—এইটিই বিচার-পরতা। তাতে লক্ষ্য করি,—ভাগবত-শ্রবণ-পঠন-চিন্তন ভক্তির প্রধান সাধন। শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; আর তিনি যাঁদের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, সেই ভাগবতজীবন সজ্জনগণ ভক্ত-ভাগবত। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। তাঁতে ভগবদবতার-সমূহের লীলা-তারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চ্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত। এই সূর্য্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন-মুখেই ভাগবত-সূর্য্যের পূজা—তাঁর অঙ্ঘ্রিসেবা। **পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ—'কীর্ত্তন'**। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভাগবত বলেন, তাঁর পাঠক নির্ম্মৎসর।

ভাগবতে পরমধর্ম্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্ম্মের কথা নাই। সাধুগণের অর্থাৎ মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাগবতে কথিত। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম্ম। তাহা শিবদ—মঙ্গলপ্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মূলিত হ'বে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হ'বে, তা' আর বাড়তে পারবে না—একেবারে নাম-গন্ধও থাকবে না। ভাগবতের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ", "শ্রেয়ঃস্রুতিং" এবং "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং" প্রভৃতি শ্লোকে নির্ব্বিশেষ বিচারকে অবিবেচকের চিন্তাস্রোত বলেছেন। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যারা ভগবদ্ভক্তি-রসের কথায় মন দেয় না, তাদের ভাগবত শ্রবণে রুচি হয় না।

ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা করেছেন, জড়-রসের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকলেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তুজ্ঞান করিলে মূঢ়তারই পরিচয় দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হ'তে হ'লে ভাগবত-রস পান কর। ভগবদ্ভাবে ভাবুক, সেবা-নিপুণ, রস-নিপুণ, ভাগবতগণ, রসিক-সম্প্রদায় ভগবানের লীলা-পূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুথিতে অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে। কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুষ্ঠুভাবে নাই।

জগতের মধ্যে যাঁরা থাকতে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁরা মহাভারত পড়ুন; কিন্তু জন্মজন্মান্তরের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁদের আলোচনার বিষয় হ'বে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁদের বিচার, তাঁরা ভাগবত আস্বাদন করুন। রসের আলয়ে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগবত পড়তে হ'বে।

এই গ্রন্থটি বে-রসিকের হাতে দিতে নিষেধ। অনর্থযুক্ত—রস-বিচাররহিত, সংসারে আবদ্ধ যারা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যাদের আছে, তাদের জন্য ভাগবত নয়। অনর্থ-নিবৃত্ত না হলে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না। শ্রবণ অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যাদের মনোযোগ নাই, যারা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি ক'রে হ'বে তাতেই মনোযোগী, তাদের নিজ মঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগীর বিচার 'প্রেয়ঃ', আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। জহুরী না হ'লে মূল্যবান্ বস্তু কিনতে গিয়ে ঠক্‌তে হবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত

পরম ঈশ্বর, পরম ব্রহ্ম,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
পরম পুরুষ, পরম তত্ত্ব,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥১॥

পরম ধর্ম্ম, পরম অর্থ,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
পরমা মুক্তি, পরমা গতি,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥২॥

পরমা ভক্তি, পরমা শান্তি,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
পরাৎপর, প্রেম প্রদাতা,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥৩॥

অনাদি আদি, কারণ-কারণ,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
সচ্চিদানন্দ, নবঘন তনু,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥৪॥

সগুণ নির্গুণ, গুণাতীত ধন,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
সচল অচল, চঞ্চল অটল,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥৫॥

পরমাত্মারূপী, অন্তরে বাহিরে,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব বিশ্বাধার, সর্ব্ব মূলাধার,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥৬॥

অভক্ত সকাশে তুমি নিরাকার,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
ভকত সমীপে নিত্য নরাকার,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥৭॥

অজেয় অমর, ভুবন ঈশ্বর,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
ভবের কাণ্ডারী, পাপ-তাপহারী,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥৮॥

হৃদয়-দর্পণ, মার্জ্জন বিধান,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
ভব-দাবানল, প্রশমনকারী,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥৯॥

শ্রেয়ঃ চন্দ্রিকা, বিকিরণকারী,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
বিদ্যাবধূর, জীবন স্বরূপ,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥১০॥

আনন্দ-অম্বুধি, বর্দ্ধনকারী,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
অপূর্ব্ব পীযূষ, আস্বাদনকারী,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥১১॥

সকল আত্মা, স্বপনকারী,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বসাধন, বিজয়কারী,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
(ভজ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ॥১২॥

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

নিখিল বঙ্গ-বৈষ্ণব-সম্মেলন

হুগলী-জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট মাহেশ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই ঠাকুরের স্থান। তাঁহার তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে সিঁথি বৈষ্ণব-সম্মেলন ও শ্রীরামপুর ধর্ম্মসভার উদ্যোগে বিগত ২৯শে চৈত্র, শুক্রবার হইতে ১লা বৈশাখ, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **নিখিল-বঙ্গ-বৈষ্ণব-সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংসস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** পৌরোহিত্য করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও তিনি শেষ দিবস ১লা বৈশাখ, রবিবার সাধারণ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, অধ্যাপক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম-এ, বি-এল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি আহূত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুত বিনোদকিশোর গোস্বামী পুরাণতীর্থ মহাশয় উক্ত সভার উদ্বোধন করেন ও শ্রীযুত পতিতপাবন চট্টোপাধ্যায়, এ্যাড্‌ভোকেট্—প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীপাট মাহেশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে একটী মুদ্রিত ভাষণ প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীপাট মাহেশের ইতিহাস সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ লিপি পাঠ করেন; তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রধান-অতিথি মহোদয়ের বক্তৃতা ও শ্রীযুত ফণীভূষণ শাস্ত্রী মহোদয়ের লেখনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাই সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতামুখে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থাদির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কমলাকর পিপ্পলাইর জীবন-বৃত্তান্তে যে-সমস্ত কপটতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার তাঁহার চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে, তাহার কঠোর প্রতিবাদ করেন। তৎপরে ধন্যবাদান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
গৌষাখা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪ ; ইং ২৮।৫।৫৭

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ১২ই আষাঢ় ১৩৬৪, ইং ২৭শে জুন ১৯৫৭, বৃহস্পতিবার হইতে ২২শে আষাঢ় ১৩৬৪, ইং ৭ই জুলাই ১৯৫৭, রবিবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবস-ব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **১২ই আষাঢ়**, ২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **১৩ই আষাঢ়**, ২৮শে জুন, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, পরে গঙ্গা স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৪ই আষাঢ়**, ২৯শে জুন, শনিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **১৫ই আষাঢ়**, ৩০শে জুন, রবিবার হইতে **১৭ই আষাঢ়**, ২রা জুলাই, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **১৮ই আষাঢ়**, ৩রা জুলাই, বুধবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **১৯শে আষাঢ়**, ৪ঠা জুলাই, বৃহস্পতিবার হইতে **২১শে আষাঢ়**, ৬ই জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **২২শে আষাঢ়**, ৭ই জুলাই, রবিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**, পরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ**।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

অনন্ত, সুন্দরানন্দ ও হরিদাস

অনন্তবাসুদেব [পুরীদাস স্বামী (?)], সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, নবদ্বীপের হরিদাস বাবাজী একত্রিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। এই ষড়যন্ত্রকারিগণের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-একটী কথা বলা আবশ্যক।

সুন্দরানন্দ

সর্ব্বপ্রথমে "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থ-লেখক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-সহরে মালাকার টোলায় প্রসিদ্ধ বৈশ্য-সাহাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা—মৃত ব্রজেন্দ্রকুমার রায় এবং মাতা—পরলোকগতা যামিনীসুন্দরী দাসী। সুন্দরানন্দের পিতৃদত্ত নাম—শ্রীসুবোধচন্দ্র সাহা রায়। সুবোধ বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণ তের-অপসম্প্রদায়ের অন্তর্গত সহজিয়া-শ্রেণীর কোন জাতি-গোস্বামীর শিষ্য-পারম্পর্য্যে তথাকথিত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। তিনি পার্থিব বিদ্যাশিক্ষাকালে ছাত্রাবস্থাতেই দার-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম—শ্রীমতী তিলোত্তমা। শ্রীমতী তিলোত্তমা তাহার পিতা গোকুলচন্দ্র দাসের একমাত্র কন্যা; তাহার মাতার নাম জ্ঞানদা-সুন্দরী দাসী। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ-সহরেই গোকুল বাবুর নিজ বাসগৃহ। সুবোধ বাবুর পিতা ব্রজেনবাবু সাংসারিক নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইয়া তাঁহার পুত্রের শ্বশুর গোকুল বাবুর শরণাপন্ন হইলে তিনি ব্রজেন বাবুর ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করেন।

সুবোধবাবু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিবার পর, মাননীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পায় প্রাকৃত-সহজিয়াকুলের কবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। এবং জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপালাভ করিবার অভিনয় করেন। ক্রমশঃ বিশ্ববিখ্যাত 'শ্রীগৌড়ীয় মঠে' যাতায়াত করিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এবং বিচারযুক্তি ও তর্কের ধারা বিশেষভাবে অবগত হয়েন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করা হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালেই জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী

ঠাকুরের কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রভৃতভাবে সম্প্রসারিত করেন। কিছুদিন পরে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক মঠজীবন যাপন করিতে থাকেন।

সুবোধ বাবুও পিতার একমাত্র পুত্র। পিতার অর্থাভাব ও ঋণগ্রস্তাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ তিনি গৌড়ীয় মঠ হইতে সকলেরই অজ্ঞাতসারে পলায়ন করেন। তৎপরে গৌড়ীয় মঠের শিক্ষার সুযোগ লইয়া এলাহাবাদে Indian Pressএ ৭৫৲ বেতনে একটি চাকুরী স্বীকার করেন। সুন্দরানন্দের আর্থিক অভাব-অভিযোগের বিষয় জ্ঞাত হইয়া গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার স্বজাতি-প্রীতি ও কথঞ্চিৎ স্বীয় দুরগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুবোধ বাবুর মাসিক কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিয়া ন্যূনাধিক এক বৎসর পরে তাহাকে উদ্ধার করেন। তদবধি তিনি মঠে থাকিয়া কিছুদিন কুঞ্জবাবুর সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

সুবোধবাবু দীক্ষা লাভ করিবার পর 'সুন্দরানন্দ' ও পরিশেষে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিদ্বারা ভূষিত হইয়া সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ নামে পরিচিত হইলেন। ক্রমশঃ তিনি মদ্য-ব্যবসায়ী বৈশ্য-সাহা-কুলোদ্ভবের পরিচয় এবং নাম, উপাধি প্রভৃতি গোপন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য গুরুদত্ত নামই ব্যবহার করিতে থাকেন—যদিও গুরুসেবকের গুরুদত্ত নামেই নিজ পরিচয় প্রদান কর্ত্তব্য। কিন্তু সুবোধ বাবু বর্ত্তমানে ভুবন-বিখ্যাত জগদ্‌গুরু পরম-মুক্তকুলের উপাস্য পরতত্ত্বাভিন্ন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরু-পাদপদ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াও জগদ্বঞ্চনামূলে সেই মহাপুরুষের প্রদত্ত নাম বিক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের পিপাসা তিনি আজও পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা তাঁহার গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহিতার পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে পাইয়া থাকিলেও "অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ"-গ্রন্থখানিতে উহা অমানিশার নক্ষত্রের ন্যায় প্রজ্বলিত ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমরা এই "অচিন্ত্যভেদাভেদ"-গ্রন্থের বিভিন্ন 'সিদ্ধান্তে' (অধ্যায়) তাহা প্রদর্শন করিব।

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এখন আর পূর্ব্বের সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ নাই। শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'হরিভক্তিবিলাসের' উক্ত প্রমাণ শিরোধার্য্য করিয়া

গুরুপাদপদ্মের উপদেশক্রমে দীক্ষাগ্রহণের পর উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি উহা পরিত্যাগ করায় তিনি বৈশ্য-সাহায় পরিণত হইয়াছেন। যদিও সাহা শুঁড়িগণের ন্যায় তিনি মদ্য-ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই, তথাপি তিনি গুরুদ্রোহিতারূপ মদের নেশায় ভরপুর হইয়া জ্ঞানহীন ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে ক্ষেত্র-বিশেষে **সুবোধ-বাবু** অথবা **সাহা বাবু** বলিয়াই উল্লেখ করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী-র্গুরুষু নরমতি-র্বৈষ্ণবে জাতি-
বুদ্ধি-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল-মথনে পাদ-তীর্থেঽম্বু-বুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণো-র্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজ্য বিগ্রহে শিলা-কাঠ-পাথর-বুদ্ধি, **গুরুদেবে সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধি, শুদ্ধবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি,** বিষ্ণুপাদোদক চরণামৃতে ও বৈষ্ণব-পাদোদকে সাধারণ জল বুদ্ধি, সকল মলাঘহারী বিষ্ণুর সাক্ষাৎ নাম ও মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তিই নারকী। সুতরাং যে-ব্যক্তি নারকী, তাহাকে কখনও বৈষ্ণব বলা যায় না। বিশেষতঃ পরমমুক্ত গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে গেলে তাহাকে কখনও বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে পরিগণিত করা যায় না। যদিও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তথাপি আমরা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পূর্ব্বকুলের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি—যেহেতু তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ সাক্ষাদ্ গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার আচার-বিচার অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বৈষ্ণব বলিতে হরিভক্তিবিলাসের ১ম বিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচনে জানা যায়—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, এই মন্ত্রের দ্বারা বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞগণ তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত করেন। এতদ্ব্যতীত অপর সকলে অর্থাৎ গুরু এবং তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্রত্যাগকারী ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া কথিত। সুতরাং সুবোধ বাবু তাঁহার গুরুপাদপদ্ম ত্যাগ করায় তিনি অবৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; অতএব তাঁহাকে জাতিবুদ্ধি করিলে দোষ

হইবে না। পরন্তু যথার্থ-বাক্য ব্যবহার করায় সত্যই সংরক্ষিত হইবে। ন্যায় বিচারে বা ধর্ম্মাধিকরণে সত্য গোপন করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বলা বাহুল্য, সুবোধ বাবুর রুচির অনুকূল হইলে তিনি পুনঃ পুনঃ গুরুত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। পূর্ব্বে তাঁহার স্বজাতি-গুরু জাতি-গোস্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ীয়-মঠের আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরে গৌড়ীয় মঠের আচার-বিচার পরিত্যাগ করিয়া অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শরণাগত হন। তৎপরে হরিবোল কুটীরের হরিদাস বাবাজীর আনুগত্য করিয়া কিছুদিন পরে তাঁহাকেও বাহ্যতঃ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে নবদ্বীপের কোন অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিয়া পুনরায় তাঁহাদের কুলগুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। গুরুত্যাগীর সিদ্ধান্ত কখনও একরূপ থাকিতে পারে না। ধাবমান শশকের (running deer) ন্যায় ইতস্ততঃ সত্য-মিথ্যা নানা সিদ্ধান্তে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সাহাবাবু কোন সময়ে তাঁহার স্বজাতি কুঞ্জবিহারীর প্রদত্ত নিয়মিত অর্থলোভে তাঁহার পূজা ও প্রশংসা করিয়া বহু নব নব সিদ্ধান্তের উদ্ভব করিয়াছেন, আবার বৈশ্য-সাহাকুলকে অপেক্ষাকৃত হীন জ্ঞান করিয়া ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-কুলোদ্ভূত অনন্তবাসুদেবের মহিমায় (?) মুগ্ধ হইয়া তাহার চরিত্রগত ঘটনাসমূহ গোপন রাখিয়া কেবলমাত্র মিথ্যা ব্যাপারকেই অবলম্বনপূর্ব্বক প্রচুর প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎপরে তাহার প্রতিও শ্রদ্ধাহীনতার জন্যই হউক, অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবের জন্যই হউক, তিনি নবদ্বীপস্থ হরিবোল কুটীরের হরিদাস বাবাজীর সহিত পুনরায় সৌহৃদ্য স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" এই ন্যায়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে। হরিদাস বাবাজী, অনন্ত-বাসুদেব ও সুন্দরানন্দ—ভক্তিতত্ত্ব-বিনাশের রুদ্রহস্তস্থিত ত্রিশূলের তিনটী শূলের প্রতীক। ইহারাই একত্রিত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ", "গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর" ও "গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য" নামক গ্রন্থত্রয় সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নামে সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনন্ত-বাসুদেব

বর্ত্তমানে আমরা সুন্দরানন্দের তৃতীয় গুরু অনন্ত-বাসুদেবের কিছু পরিচয় প্রদান করিব। তাহার পূর্ব্বনাম—শ্রীঅনন্তবাস বসু। পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী-নামক প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামে তাঁহার নিবাস। পিতার নাম—শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী। এই সংসার-ত্যাগী বাবাজী মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্ররূপেই অনন্তবাসুদেব সকলের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া

থাকেন। বাবাজী মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় থাকায় তিনি অনন্ত-বাসকে জনৈক প্রধান সহজিয়া ও পালি-ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহে রাখিয়া ও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে 'আই-এ'পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। পরে বিশেষ ভাগ্যোদয় হওয়ায় অনন্ত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যকুল-মুকুটমণি মুক্তপুরুষোত্তম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অনন্তবাসের স্মৃতিশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে B. A. পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। B. A. পাশ করিবার পর দরিদ্র অনন্তবাস কুঞ্জবাবুর সাহায্যে পোষ্টাফিসে সামান্য বেতনে একটি চাকরী অঙ্গীকার করেন। কয়েকমাস পরে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার পিতা রাধাগোবিন্দ বাবাজী মহাশয় বহুকাল হইতেই সহজিয়া-ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন। অনন্তবাসের ভাগ্যে বিদ্যাভ্যাসের সময়েও অমূল্য বাবুর ন্যায় একজন পরিপক্ক সহজিয়ার সঙ্গলাভ ঘটিয়াছিল। যৌবনের প্রথম অবস্থাতেই যদি কাহারও চিত্তে অপসম্প্রদায়ের বিষাক্ত বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা বিধ্বংস হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনন্ত-বাসের মুখে আমরা এই অমূল্য বিদ্যাভূষণের শতমুখিনী প্রশংসা শুনিয়াছি। তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইবার কৃতজ্ঞতাই হউক, অথবা তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-শিক্ষার মূল উপাদান সংগ্রহের জন্যই হউক, অনন্তবাসের অমূল্য বাবুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা চিরদিনই ছিল।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অসীম শাস্ত্রজ্ঞান ও বীর্য্যবতী বাণীর প্রভাবে অনন্তবাসের সহজিয়ার অঙ্কুরিত বিষাক্ত বীজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর তাহার অন্তরে বিশুদ্ধ মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-চিন্তাধারা-বিদগ্ধকারী ধূমায়িত বহ্নি দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সহজিয়াগণ পরস্ত্রী-সম্ভাষণাদি-ক্রিয়াকেই অপ্রাকৃত পারকীয়া মাধুর্য্য-রস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অনন্তবাসুদেব এই চিন্তাস্রোতে অন্তরে অন্তরে অনুপ্রাণিত হইয়া অসীমা-প্রীতি-ধারায় আকৃষ্ট হন। অনন্তবাস জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত গুরু-পাদপদ্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁহার বাহ্য বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গৌড়ীয়-মঠ-সেবকগণ তাঁহাকে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন। সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে গৌড়ীয়-

বৈষ্ণববর্গের আচার্য্য-পদ সংরক্ষণ করা অতীব সুকঠিন। অনন্ত-বাসুদেবের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে।

বাসুদেব আচার্য্য-পদের সুযোগ লইয়া অসীমা-নীলিমা প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীতা বিদুষী মহিলাগণকে প্রচুর ভজন-শিক্ষা দিতেন। পরে ক্রমশঃ বাসুদেবের নানাকথা লোকের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়া 'অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী'।—এই নাম আচ্ছাদন করিলেন এবং **শ্রীভক্তি-প্রসাদ পুরী**-নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। সুন্দরানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন সুলেখকের প্রচেষ্টায় অনন্তবাস একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হন। তাহার ফলে ঢাকা-জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নাগ পরিবারের জনৈকা বিদুষী (বি, এ,-বিদ্যার্থিনী) তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহাকেও তিনি নানাপ্রকার নিগূঢ় ভজন শিক্ষা দিতেন। বলা বাহুল্য, এই মহিলাটী কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্তা।' এই মহিলাটী দীক্ষালাভ করিবার পর 'গরিমা' নামে পরিচিতা হইলেন। কালক্রমে গরিমা তাহার গুরুদেবের নিকট হইতে ভজনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিলে, তাহার আত্মীয়বর্গ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজকে** (গরিমাকে) বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। এলাহাবাদে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে সন্ন্যাসের বেশভূষা ও সন্ন্যাস-নামাদি পরিত্যাগ করিয়া অনন্তবাস বসু রূপে পরিণত হন। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এইরূপ চিত্র চাক্ষুষ দর্শন করিয়াও সহজিয়া-ধর্ম্মের সংরক্ষণে এই ঘটনাটী বৈষ্ণব-জীবনের আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন।

হরিদাস দাস

অনন্ত ও সুন্দরানন্দের এইপ্রকার সাহজিক প্রীতি লক্ষ্য করিয়া তাহাতে যোগ দিলেন— সোণায় সোহাগা-স্বরূপ নবদ্বীপের হরিদাস বাবাজী। ইনি বহু সহজিয়া-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বহু অভিনব অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রাচীন বৈষ্ণবগণের নাম সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এবং অনন্তবাসের দ্বারা তাহার পূর্ব্ব সমস্ত নাম গোপন করিয়া 'পুরীদাস গোস্বামী' এই নামে বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রকাশ করান্। এই গ্রন্থগুলি সরল উদ্দেশ্যে মুদ্রিত হয় নাই। সহজিয়া-চিন্তাস্রোতের পরিপোষক বাক্যাবলী সন্নিবেশিত ও উক্ত চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধ বাক্যাবলী উৎসাদিত করিয়া এক নবীন ধারায় নবীন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ঐ সংস্করণগুলিকে বহুলোক ও সুধীমণ্ডলী সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ঐ সংস্করণ বিনামূল্যে কেবলমাত্র

সহজিয়াগণের মধ্যেই বিতরিত হয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণকে একখানিও দেওয়া হয় নাই। এবং যাহাদিগকে ঐ গ্রন্থ বিতরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে দিয়া এইরূপ কথা স্বীকার করাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত কাহাকেও ঐ গ্রন্থ না দেখান। এইরূপ ঘটনা হইতে সুধী পাঠক-মণ্ডলী বিচার করিবেন, এইরূপ সংস্করণের বিশুদ্ধিতা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য।

পুরীদাসের সঙ্কলন-চাতুর্য্য

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই সংস্করণ অবলম্বন করিয়া "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থ সঙ্কলন বা রচনা করিয়াছেন। তিনি 'পুরীদাস গোস্বামীর সংস্করণ' হইতে যে-সমস্ত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার ২।১টী আমরা অন্য সংস্করণ গ্রন্থের পাঠ মিলাইতে গিয়া অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি। নিম্নে পুরীদাসের সঙ্কলিত **'তত্ত্বসন্দর্ভের'** একটী উদাহরণ উদ্ধার করিলাম। যথা—

"যৎ খলু পুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্ ; —যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ো দৃশ্যতে, সর্ববেদার্থলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ। * * * গারুড়ে চ—'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥ * * * ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতম্, তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতম্, পশ্চাদ্-বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি। তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্য-র্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোল-কল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে" *

আমরা তত্ত্বসন্দর্ভের এই উদ্ধৃতাংশের সহিত অতি প্রাচীন দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত তত্ত্বসন্দর্ভ ও সত্যানন্দ গোস্বামীর ১৩১৮ সালে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদসহ 'তত্ত্বসন্দর্ভের' পাঠ মিলাইয়া দেখিলাম—উক্ত উদ্ধৃতাংশের সহিত নিম্নলিখিত তিনটী স্থানে মিল নাই। বলা-বাহুল্য, দেবনাগরী সংস্করণ ও সত্যানন্দ গোস্বামিজীর সংস্করণের পাঠ একইরূপ। পাঠকগণ যে-যে অংশ

* [উক্ত সংস্কৃত অংশটী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-গ্রন্থের "কয়েকটী প্রারম্ভিক কথা" শীর্ষক ভূমিকায় ৵০ আনা পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতাংশের প্রমাণ দিতে গিয়া ২। পাদটীকায় লিখিয়াছেন,—"তত্ত্বসন্দর্ভ, ১০-১১ অনুচ্ছেদ (শ্রীমৎ **পুরীদাস গোস্বামী-সম্পাদিত সংস্করণ**)"।]

তথাকথিত পুরীদাসের পাঠে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত **স্পষ্ট ও স্থূল অক্ষরে'** মুদ্রিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"যৎ খলু **'সর্ব্ব'**-পুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্; —যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ো দৃশ্যতে, সর্ব্ববেদার্থ **সূত্র'**-লক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ। * * * গারুড়ে চ—**'পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ'**। 'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।' * *

—তত্ত্বসন্দর্ভ ১৯, ২১ অনুচ্ছেদ—(সত্যানন্দ ও নাগরী-সংস্করণ)

অর্থাৎ 'যৎ খলু' বাক্যের পর **'সর্ব্ব'**, ও 'সর্ব্ববেদার্থ' বাক্যের পর **'সূত্র'** এবং 'গারুড়ে চ—' বাক্যের পর **'পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ।'**—এই বাক্যত্রয় পুরীদাসের সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য **পুরীদাসের অথবা অনন্ত-বাসুদেবের প্রকাশিত কোন গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার্য্য নহে।**

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, নব-বিবাহিত ভক্তিপ্রসাদ পুরী (পুরীদাস গোস্বামী বা অনন্তবাসুদেব) ও নবদ্বীপের হরিদাস দাস একত্র মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আম্নায় উৎসাদিত করিবার জন্য বিবিধ গ্রন্থ বিবিধ-নামে রচনা ও প্রকাশ করিতেছেন। তন্মধ্যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "কয়েকটী প্রারম্ভিক-কথা" শীর্ষক ভূমিকার ১৶০ (১৯) পৃষ্ঠায় শ্রীহরিদাস দাসের প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা"-নামক একখানি নব-রচিত আধুনিক গ্রন্থের (টীকার) যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীনাথ-চক্রবর্ত্তি-কৃত **"শ্রীশ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষার"** উপক্রমে 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের মত হইতে পৃথক্"। উক্ত বাক্যের ২নং পাদটীকায় প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—"২। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা— **শ্রীহরিদাসদাসেন** প্রকাশিতা, ৪৬৬ চৈতন্যাব্দ, শ্রীধাম নবদ্বীপ।" এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত টিপ্পনী গ্রন্থখানি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কৃষ্ণনগর-নদীয়া শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়াছে। **পূর্ব্বে বা অদ্য পর্য্যন্ত কোন গোস্বামী গ্রন্থে শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীপ্পনীস্বরূপ "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা"-গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না** শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয়ের উর্ব্বর

*শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৫ শ্রীধর, ৪৭১ গৌরাব্দ মঙ্গলবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৬৪; ইং ১৫।৭।৫৭ | ৫ম সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৫)

বাসুদেবাপরিমেয়-সুধামন্ শুদ্ধ সদোদিত "সুন্দরীকান্ত।"
ধরাধরধারণ বেধুর ধর্ত্তঃ সৌধৃতি-দীধিতি-বেধৃবিধাতঃ॥১॥

অধিক বন্ধং রন্ধয় বোধাচ্ছিন্ধি পিধানং বন্ধুরমন্ধা।
"কেশব" কেশব শাসক বন্দে পাশধরার্চ্চিত শূরবরেশ॥২॥

নারায়ণামলকারণ বন্দে কারণ-কারণ পূর্ণ বরেণ্য।
মাধব মাধব সাধক বন্দে বাধক বোধক শুভসমাধে।৩॥

গোবিন্দ গোবিন্দ পুরন্দর বন্দে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিতপাদ।
বিষ্ণো সৃজিষ্ণো গ্রসিষ্ণো বিবন্দে "কৃষ্ণ" সদুষ্ণ-বধিষ্ণো সুধৃষ্ণো॥৪॥

মধুসূদন দানবসাদন বন্দে দৈবতমোদিত বেদিত-পাদ।
ত্রিবিক্রম নিষ্ক্রম বিক্রম বন্দে সুক্রম সংক্রম হুংকৃতবক্ত্র ॥৫॥
বামন বামন ভামন বন্দে সামন সীমন শামন সানো।
শ্রীধর শ্রীধর শঙ্কর বন্দে ভূধর বার্দ্ধির কন্ধর-ধারিন্ ॥৬॥
হৃষীকেশ সুকেশ পরেশ বিবন্দে শরণেশ কলেশ বলেশ সুখেশ।
পদ্মনাভ শুভোদ্ভব বন্দে সন্ততলোক-ভরাভর ভূরে ॥৭॥
দামোদর দূরতরান্তর বন্দে দারিতপারগ-পার পরস্মাৎ ॥৮॥
আনন্দতীর্থমুনীন্দ্রকৃতা হরিগীতিরিয়ং পরমাদরতঃ।
পরলোক-বিলোকন-সূর্য্যনিভা হরিভক্তি-বিবর্দ্ধন-শৌণ্ডতমা ॥৯॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

হে বাসুদেব! হে অপরিমেয়দিব্যপ্রভাব! হে বিশুদ্ধস্বরূপ! হে নিত্যপ্রকাশ! **হে সুন্দরীকান্ত!** **হে গিরিধর!** হে অসুরবিদারক! হে জগদ্ধারণ! হে পরমসন্তোষপর ব্রহ্মার মূলপুরুষ ॥১॥

হে কেশব! কেশব! শাসক! বরুণ-পূজিত! শূরবরেশ্বর! আপনাকে বন্দনা করি। আপনি জ্ঞানপ্রদানদ্বারা আমাদের প্রবল সংসার-বন্ধন নাশ করুন এবং বিচিত্র মায়িক আবরণ ছেদন করুন ॥২॥

হে নারায়ণ! হে বিশুদ্ধ কারণ! হে কারণ-কারণ! হে পূর্ণ! হে বরেণ্য! আপনাকে বন্দনা করি। **হে মাধব!** মাধব! হে সাধক; হে জগৎপ্রলয়ঙ্কর! হে জ্ঞানপ্রদ! হে শুদ্ধধ্যানশীল! আপনাকে বন্দনা করি ॥৩॥

হে গোবিন্দ! গোবিন্দ! হে পুরন্দর! হে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিত-চরণ! হে বিষ্ণো! হে সৃষ্টিশীল! হে প্রলয়শীল! **হে কৃষ্ণ!** হে সজ্জনপীড়ক-বিঘাতক! হে উত্তমধৃতিশীল! আপনাকে বন্দনা করি।৪॥

হে মধুসূদন! হে দৈত্যবিনাশন! হে দেবগণানন্দিত! হে স্বপদ-জ্ঞাপক! আপনাকে বন্দনা করি। হে ত্রিবিক্রম! হে নিষ্ক্রমণশীল! হে বিক্রমশীল! হে উত্তমক্রমশীল! হে সংক্রমণশীল! হে হুংকৃতবদন! আপনাকে বন্দনা করি ॥৫॥

হে বামন! (সজ্জনগণের শুভ ও অসজ্জনগণের অশুভপ্রদ!) হে বামন-দেব! হে ভামন! (জ্ঞানাদিপ্রকাশ-প্রাপক!) হে সামন! (সাম্যভাবপ্রাপক!) হে সীমন! (মর্য্যাদারক্ষক!) হে শামন! (শমভাবপ্রাপক!) হে সানো! (সর্ব্বাধার!) আপনাকে বন্দনা করি। **হে শ্রীধর!** হে মঙ্গলাধার! হে ভূমিধর! হে জলধর! হে মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥৬॥

হে হৃষীকেশ! হে সুকেশ! হে পরেশ! হে ব্রহ্মাদি শরণ্য-দেবগণের অধীশ্বর! হে চতুঃষষ্টিকলাধিপতে! হে বলাধিপতে! হে উত্তমসুখপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি। হে পদ্মনাভ! হে কল্যাণাকর! হে লোকভার-ধারক! হে সর্ব্বধারক! হে বহুরূপ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৭॥

হে দামোদর! হে অসজ্জনদুর্লভ! হে ভবার্ণবপারগামি-মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥৮॥

আনন্দতীর্থমুনি-বিরচিতা শ্রীহরির এই স্তুতি পরম আদরে পঠিতা হইলে ইহা বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রদর্শনে সূর্য্যসদৃশ এবং হরিভক্তিবর্দ্ধনে সুনিপুণ ॥৯॥

মেকী ও আসল

আসল ও মেকী কাহাকে বলে?—নিত্যবস্তুই আসল

বস্তু নহে, কিন্তু বস্তুর ন্যায় প্রতীতি-বিশিষ্ট—তাহাই মেকী-বস্তু। অস্তিত্বা-ভাবে, মেকী-বস্তুর অজ্ঞান তিরোহিত হইলে, তাহাই অবস্তু বলিয়া প্রতীত হয়—উহা আসল নহে। আসলের মত দেখায়, কিন্তু কর্ত্তৃ-সত্তায় আসল নহে—অজ্ঞানের খাদ্য মাত্র। যাহা নিত্যকাল অবস্থিতি-বিশিষ্ট, তাহাই বস্তু। বস্তুর ধর্ম্ম শক্তি বলিয়া পরিচিত। যে স্থলে বস্তু নিত্য, তথায় শক্তি নিত্য।

শক্তিহীন ব্রহ্ম অবস্তু

যে-কালে শক্তি অনিত্য, সে-কালে বস্তুর ধারণা নিঃশক্তিক ব্রহ্ম। নশ্বর-শক্তি-বিশিষ্ট বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহে; সুতরাং তাহা অবস্তু বা মেকী। বস্তুরূপ বা তদ্রূপ বৈভব নিত্য ও প্রপঞ্চাতীত। প্রপঞ্চে বস্তু বা তদ্রূপ বৈভবের অবতার বা বিলাস অবস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়; কিন্তু অনুভূতি যে-স্থলে বস্তু বা তদ্রূপ-বিষয়ক, সে-ক্ষেত্রে নশ্বর মেকী বস্তুর সদৃশ অনুভূতি বলিয়া তাহাকে ভ্রমপূর্ণ মনে করা উচিত নহে।

গৌরসুন্দরের প্রতি মেকী ও আসল ধারণা

শ্রীগৌরসুন্দর যে-কালে নশ্বর অনুভূতি-বিশিষ্ট মানবের উপাস্য, সে-কালে গৌরসুন্দরের ধারণা উপলক্ষণে ভোগময় জীবের যে বদ্ধপ্রতীতি তাহা আসল নহে, তাহাও মেকী; সদ্‌ভক্ত যে-কালে আত্ম-বৃত্তিতে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচন দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেন, অপ্রাকৃত গুণের উপলব্ধি করেন, অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেন, তৎকালে তাহা **আসল**।

গৌরধাম নবদ্বীপ – আসল অর্থাৎ অপ্রাকৃত ও তদ্রূপ-বৈভব

(যখন) শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন, তাঁহার তদ্রূপ বৈভব (তখন) তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীগৌর-সুন্দর বা তদ্রূপ-বৈভব শ্রীনবদ্বীপধাম নশ্বর প্রতীতির অনুভবনীয় মেকী বস্তু নহে। অপ্রাকৃত ভক্তের উপাস্য গৌরহরি কিছু কপট মেকী-নয়নের দৃশ্য বস্তু নহেন। প্রপঞ্চে তদ্রূপ-বৈভব শ্রীনবদ্বীপ আবির্ভূত হওয়ায়, তাহা ভক্তের আবাস্য ভূমি। প্রাকৃত অভক্ত তাহার আদৌ দর্শন পায় না,—সেই ভূমি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ স্বচ্ছ কাচের অভ্যন্তর-স্থিত মধু বহিঃ-প্রদেশ-স্থিত মক্ষিকার লভ্য বস্তু হয় না, তদ্রূপ বৈভব সেইরূপ প্রাকৃত নয়নের দৃষ্টি-গোচর হয় না।

মেকী-ভক্ত আসল মায়াপুর দেখিতে পান না. মেকী মায়াপুরকেই আসল মনে করে

শুদ্ধ ভক্তের অনুভূতি আসল, মিছা-ভক্তের অনুভূতি মেকী। মেকী ভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান যোগপীঠ দেখিতে পান না। তিনি মিছাভক্তিবলে অপ্রাকৃত যোগপীঠকে স্থানান্তরিত করিয়া মেকী-মায়াপুর নির্ম্মাণ করেন, আবার যাহারা মিছা-ভক্তের অনুগত তাহারা মেকী মায়াপুরকে আসল বলিয়া মনে করেন। যে প্রেম-দৃষ্টিতে স্বয়ং-প্রকাশ-বস্তু তদ্রূপ-বৈভব মায়াপুর শুদ্ধভক্ত ও তদনুগগণ দর্শন করেন তাদৃশ শুদ্ধ ভক্তির অভাবে স্থানান্তরকে বৈকুণ্ঠ বা মথুরা মনে করিয়া জড় ভোগের উপাদান ইন্দ্রিয় তর্পণ ও কামিনী-কাঞ্চন-লাভই মিছা-ভক্তের প্রাপ্য বলিয়া নির্ণীত হয়। মেকী বুদ্ধির এরূপ দৌরাত্ম্য যে, আসল বস্তুকেও মেকী বলিয়া তাহাদের ভ্রম হয়। তাই বলি শুদ্ধ-ভক্তির মেকী ও আসল স্বরূপ শুদ্ধ ভক্তগণ জানিতে পারেন, পক্ষান্তরে কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ মিছা-ভক্তগণ মেকী জিনিষ লইয়াই দিনপাত করেন।

মেকী দর্শনে মেকী-মায়াপুর ও আসল দর্শনে আসল-মায়াপুর

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শন করিবার দুইপ্রকার বুদ্ধি আছে। মেকী-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মেকী চক্ষুর সাহায্যে মেকী স্থানকেই মায়াপুর বলেন। মেকী মায়াপুরকে আসল বলিয়া চালাইতে গিয়া প্রাচীন মায়াপুর নাম দেন। মিছা-ভক্তের কথায় মিছা-ভক্তগণই আসল বস্তু ছাড়িয়া মেকীকেই আদর করেন। তাহারা আদর করিলেই যে মেকী বস্তুটি চলিবে তাহা নহে। আসল চক্ষুদ্বারা আসল বস্তু দেখিবার যত্ন হইতেই আসল বস্তু পাওয়া যাইবে। নকল মরক চর্ম্ম কিছু মরক চর্ম্ম নহে, গিল্টী কিছু সোনা নহে, চুণের গোলা কিছু দুগ্ধ নহে, মিছাভক্তের অনুভূতি কিছু সত্য ভক্তি নহে, নাস্তিকের অনুভূতিতে কিছু ঈশ্বর স্থাপিত নহেন। কপট পাপাচারীর চেষ্টা কখনও সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হয় না, বিষয়ী কিছু নির্ব্বিষয় বুঝিতে পান না, পরন্তু "ভাল করিতে পারি না মন্দ করিতে পারি" এই নীতি গ্রহণ করেন।

কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত মিছাভক্তি শুদ্ধ ভক্তের গ্রহণীয় নহে

কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত চেষ্টাকে ভক্তি বলিয়া চালাইব, শুদ্ধভক্তকে মিছাভক্ত বলিয়া লোক ঠকাইব এরূপ বৃত্তি যেন কোন বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে স্থান না পায়। মেকী-ভক্তির দ্বারা জন-সাধারণ প্রতারিত হন সত্য, পরমেশ্বর বস্তু দর্শনে জীবের মিছাভক্তি ছাড়িয়া যায়। সেইজন্যই বৈয়াসিক-সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীবাদরায়ণ পরমহংস সংহিতার প্রারম্ভেই নিরস্ত-কুহক সত্য-বস্তুর ধ্যান করিয়াছেন। আমরা বারান্তরে কুহকাবৃত সত্য উদ্ঘাটনে প্রয়াস করিব। শক্তি-পরিণাম-বাদীর মিছাভক্তি আদৌ গ্রহণের বিষয় নহে। ধান্য বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া শ্যামাঘাস রাখিয়া দিলে কালে উহা শ্যামা ঘাসের বীজ উৎপাদন করিবে, ধান্য পাওয়া যাইবে না। মেকী ধারণায় প্রতারিত হইলে চিন্ময় ধামের ধারণা হয় না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

———

তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠার পর)

মায়াবাদী ও নাস্তিকগণের সঙ্গ ত্যাজ্য

ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। ব্যবহারিক কার্য্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহুদেব-সেবী ধর্ম্মী নির্ভেদ-জ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ভগবদ্বহির্ম্মুখ।

বহু শিষ্য ও বহু শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে

শুদ্ধভক্তিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা উদয় হয় নাই সেরূপ লোককে শিষ্য করিবেন না। করিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কাযে কাযে দূষিত হইয়া পড়ে। মহারম্ভাদি-ক্রিয়ার উদ্যমে ভক্তি হ্রাস হয় বলিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

ভক্তি-বহির্ম্মুখ গ্রন্থ-সমূহের কোন অংশ অভ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবে না। শুদ্ধ ভক্তি যে-সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অন্য মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়।

যথালাভে সন্তোষ বা হানি-লাভে সমজ্ঞান

গৃহস্থ জীবনে বা গৃহ-ত্যাগের পর চিরদিন ভক্ষ্য-আচ্ছাদনের চেষ্টাদি ব্যবহার থাকিবেই থাকিবে। অতএব সেই-সকল ব্যবহারে অকার্পণ্যের প্রয়োজন। তৎ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

তাৎপর্য্য এই যে—গৃহেই থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের কোন না-কোন প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকার্য্য বা কোন কারবার, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গৃহ-ত্যাগীকে ভিক্ষাদি দ্বারা তৎকার্য্য-সাধন করিতে হইবে। তাই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য-আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত ছাড়া

তথা তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শান্তমতি হইয়া কৃষ্ণ-[illegible]ণ নিযুক্ত হইবেন।

শোকাদি বর্জ্জন একান্ত কর্ত্তব্য

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয়; কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই সেই অবস্থায় ঘটনা-ক্রমে উপস্থিত হওয়া শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্প-কালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য। গৃহ-ত্যাগীর কান্থা-কমণ্ডলু বা ভিক্ষা-দ্রব্য না থাকিলে বা কোন পশু বা মনুষ্যকর্ত্তৃক হৃত হইলে, তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, [illegible]া প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন; নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবদেবীর আরাধনা নিষিদ্ধ

ভজন প্রয়াসী ব্যক্তি একমাত্র কৃষ্ণকে আরাধনা করিবেন। অন্য দেবাদির ভজন করিবেন না। কিন্তু অন্য কোন দেবতার বা শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অন্য দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত দাস, ইহা জানিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পাইলে সম্মান করিবেন পদ্মপুরাণ বলেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্ব-দেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

তাৎপর্য্য এই যে—পরমেশ্বর এক বস্তু। অন্য সকলেই পরমেশ্বরের গুণাবতার-বিশেষ। মানবের অধিকার ভেদে সেই সেই দেবতা উপাস্য হইয়া পূজিত হন। কিন্তু সাত্বিক মানবদিগের পক্ষে বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। মানবগণ বহু জন্মে অন্যান্য দেবতা ভজন করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণোন্নতি-ক্রমে যে জন্মে বিষ্ণুকে একেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, সেই জন্মে তাঁহাদের নিত্য-মঙ্গল উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু-তত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্ব-গুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে কৃষ্ণ-তত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হ'ন।

কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না

সর্ব্বভূতে অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাহাদের উদ্বেগ দান করিবেন না। হৃদয় সর্ব্বদা অন্যের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। সর্ব্বভূতে দয়া কৃষ্ণ ভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। এই স্বভাব ভজন-প্রয়াসী যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।

সেবাপরাধ ও দশটী নামাপরাধ অবশ্য বর্জ্জনীয়

সেবাপরাধ বর্জ্জন ও দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে যত্ন করা ভজন-প্রয়াসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমূর্ত্তির সেবা সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তের পক্ষে কিছু কিছু অপরাধের বিচার আছে। সমস্ত সেবাপরাধ বর্জ্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভাবনা নয়। ভগবন্মন্দিরে গমন করিতে হইলে কতকগুলি সেবাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। নামাপরাধ দশটী, অনেক স্থানে বিচারিত হইয়াছে। সেই অপরাধগুলি বিশেষ যত্ন-সহকারে সকল সাধকের বর্জ্জনীয়। এ বিষয়ে যাঁহাদের শৈথিল্য, তাঁহাদের ভজন-চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ-পাংসনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্ব-সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

তাৎপর্য্য এই—শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে সর্ব্ব-অপরাধ ক্ষয় হয়। হরির প্রতি যে-সকল অপরাধ করা যায়, অর্থাৎ যে-সকল সেবা-অপরাধ লেখা আছে, সে-সমস্ত নামাশ্রয়ে বিগত হয়। নামই বৈষ্ণব-মাত্রকে উদ্ধার করেন। কিন্তু, যে-দশটী নাম-অপরাধ উল্লিখিত আছে, সেই অপরাধগুলি নামাশ্রিত ভক্তকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা নামাশ্রয় করিয়াও পতন হওয়া অনিবার্য্য।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা পরিত্যাগ ও গুরুপদাশ্রয়

সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণব নিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সে-রূপ নিন্দা হয় সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহাদের হৃদয় দুর্ব্বল তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন।

উপরোক্ত বিংশতি অঙ্গের বিশেষ আদর করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। কৃষ্ণ-কৃপাই ভাবোদয়ের মূল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপা হয় না। ইহার মধ্যে গুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরু-সেবাই সকলের মূল।

দাস্য-সখ্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ

ইহার পর যে-সকল ভজনাঙ্গ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব চিহ্নধারণ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অর্চ্চনাঙ্গ। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লভ্য এই সকল অঙ্গ যথাসাধ্য সাধন করিবে। দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন—এইগুলি ভাবোদ্বোধক ক্রিয়া-বিশেষ; প্রকৃত প্রস্তাবে

হইলেই তাহারাই ভাব হয়। কেবল সাধন-অবস্থায় তাহারা সাধনভক্তি-কার্য্য-মধ্যে গণনীয়।

সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা আপনার প্রিয়, সে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন,—ইহাতে অনেক অর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই,—নিজের প্রীতি-জনক বলিয়া ভোগ না করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশে দান করত তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেন।

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা এবং কৃষ্ণের জন্যই সংসার কর্ত্তব্য

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক। (নারদ) পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ৯।২।৯৩)

তাৎপর্য্য এই যে—মানবগণ সংসারে বর্ত্তমান হইয়া যে-সকল বৈদিকী বা লৌকিকী ক্রিয়া করিয়া থাকে, সে-সমস্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ভাবে না করে। সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবার অনুকূলরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া সে-সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত। বিবাহাদি স্মার্ত্ত-সংস্কার ও ক্রিয়া—বৈদিকী এবং লোক-রক্ষার্থ যে-সকল সাংসারিক ও শারীরিক-ক্রিয়া করা হয় সে-সমস্ত লৌকিকী। কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনের জন্য বিবাহ, কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা, কৃষ্ণ-দাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, কৃষ্ণের জীব সকলের তর্পণের জন্য ভোজন মহোৎসব—এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্ম কাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের'—এই বোধে দেহ-রক্ষা, গেহ-রক্ষা ও সমাজ-রক্ষা করিবে। ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।

শরণাগতি ও নয় প্রকার তুলসী-সেবা

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাপত্তিতে মণ্ডিত থাকিবে। এই পত্রিকার অনেক স্থানে ষড়্‌বিধ শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণ-ভজন করিবে।

কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুকে 'তদীয় বস্তু' বলা যায়। তুলসী-সেবা তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান। স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥

নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগ-কোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে ॥

তাৎপর্য্য এই যে—সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে, হরি-গৃহে বাস লাভ করেন। তুলসীর দর্শন, তুলসীর স্পর্শন, তুলসীর ধ্যান, তুলসীর কীর্ত্তন, তুলসীর নমস্কার, তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসীর রোপণ, তুলসীতে জলসেবা, তুলসীর পূজা—এই নয় প্রকার তুলসীর ভজন।

ভক্তি-শাস্ত্র-পাঠ, মথুরা-বাস ও ভক্ত-সেবা

কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রও তদীয়-বস্তুমধ্যে পারিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবত তন্মধ্যে প্রধান। আবার, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেরও সেই প্রকার সম্মান। এই সকল ভক্তিশাস্ত্র পঠন ও শ্রবণ যাঁহারা নিত্য করেন, তাঁহারা ধন্য।

মথুরাদি কৃষ্ণ-তীর্থ সাধকের বাস-যোগ্য স্থান। তন্মধ্যে মথুরা বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিয়াছেন—

শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতাচ মথুরাভীষ্ট-দায়িনী ॥

কৃষ্ণভক্ত জন 'তদীয়'-মধ্যে গণনীয়। আদিপুরাণে লিখিয়াছেন—

যে মে ভক্ত-জনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ ॥

ভক্ত-সেবা সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তবান্তি তদ্ভক্ত-ভক্তেরপি বুধা বিদুঃ ॥ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

তাৎপর্য্য এই যে—কৃষ্ণভক্তির যে-সকল অঙ্গ বলা হইল, প্রায় সেই সকল অঙ্গ আবার কৃষ্ণভক্ত-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানিয়া থাকেন। 'প্রায়'-শব্দের দ্বারা ভেদ এই হইল যে, কৃষ্ণভক্তকে কেবল 'কৃষ্ণপ্রসাদ' দিয়া পূজা করিতে হয়। প্রণতি-প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ একই প্রকার।

শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, যাত্রা-মহোৎসব ও রসিকজনের সহিত ভাগবত আস্বাদ

সাধকের যথা-বৈভব মহোৎসব করা উচিত। সাধুসঙ্গে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের ছলে অসাধু সঙ্গ না হয়।

শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় প্রীতি করা

উচিত। মূঢ় লোকেরা অবিবেচনা পূর্ব্বক নিরাকারনিষ্ঠ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির অনাদর করে। তাহারা যদি সৎসঙ্গে সদ্বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে শ্রীমূর্ত্তি-সেবার নিত্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পায়।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যক। হেতুবাদী, তার্কিক ও শুষ্কবাদ-পরায়াণ লোকের সহিত শ্রীভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের আস্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে,—রসোদয় হয় না।

সাধু-সঙ্গ

ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন। জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রভৃভি দুষ্ট-আশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত ন'ন। স্বজাতীয়-ভক্তি-বাসনা যাঁহাদের আছে, সেই স্নিগ্ধ-পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গই ভক্তি-সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। নতুবা, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিবে না। হরিভক্তি-সুধোদয়ে লিখিয়াছেন—

যস্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলদ্বৈর্য্যে ততো ধীমান্ স্ব-যুথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥ (৮।৫১)

তাৎপর্য্য এই যে,—যিনি যেরূপ সঙ্গ করিবেন, স্ফটিক-মণির ন্যায় তাঁহার সঙ্গ-ফল হইবে। স্বজাতীয়-ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ-যূথকেই আশ্রয় করিবেন। এ'-বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ-ফল হয়। আবার রূপানুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণব তাঁহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তি উদয় হয়। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভক্ত-সঙ্গ' একটী প্রধান অঙ্গ।

সাধন-শ্রেষ্ঠ পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ, তন্মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা সর্ব্বপ্রধান

যে-সকল ভক্তির অঙ্গ লেখা গেল, সকলের মধ্যে প্রধান পাঁচটী অঙ্গ, অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকজনের সহিত ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, স্বজাতীয়-বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত-সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরা-বাস—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন—

যেন জন্ম-সহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরি নামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা বহু জন্ম শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিয়া থাকেন তাঁহাদের

মুখে তৎফল-স্বরূপ হরিনাম সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। (পদ্মপুরাণে লিখিত আছে)—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২ ১০৮-১০৯)

নাম ও কৃষ্ণ এক বস্তু,—চিন্তামণি-স্বরূপ, চৈতন্য-রস-বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ জড়াতীত, অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। জড় জিহ্বাদিতে নাম গ্রাহ্য নহেন। তবে শুদ্ধ চিদ্দেহে যখন জীব কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হ'ন, তখন চিন্ময় নাম স্বয়ং তাঁহার জিহ্বাদিতে অবতীর্ণ হন। চিন্ময় বস্তুর এইরূপ স্বতন্ত্র কৃপা।

শ্রীমথুরামণ্ডল, ভগবন্নাম, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, শুদ্ধভক্ত ও শ্রীমূর্ত্তি এই পাঁচটি অলৌকিক পদার্থ। ইহাদের সঙ্গ হইলে ভাব ও কৃষ্ণ সহসা উদয় হন।

রাগানুগাভক্তি ও তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

সাধন-ভক্তিতে এই প্রকার বৈধী ভক্তি বিবৃতা আছেন। আবার, রাগানুগা 'সাধন-ভক্তি' সাধনকার্য্য অত্যন্ত প্রবলা। ব্রজ-জনের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তদনুসরণ প্রবৃত্তি হইতে যে সাধন-পর্ব্ব উদয় হয়, তাহাকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ইহার বিবরণ পরে বিচারিত হইবে।

ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ কায়-মনোবাক্যে এই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবেন। বৈধী সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তিতে যে সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে, সাধক অধিকার-ভেদে সেই সেই কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কেহ বা এক অঙ্গ সাধনে ও কেহ বা বহু অঙ্গ-সাধনে ভাবরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা নাম ও বৈষ্ণব সেবামাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে রুচি প্রাপ্ত হন না। অতএব সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ দৃঢ় নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———

কাজীর পরাভব

প্রভুর আজ্ঞা ঘোষণার সাথে সাথে
ঘরে ঘরে সবে গাহে হরিনাম অতি হ্লাদে।
সকল যবন কহিল কাজীর পাশে—
'একি দেখি অনাচার রটিতেছে দেশে দেশে ?
অমনি রুষিয়া কহিল কাজী—
"কঠিন দণ্ড দানিব আছে যত হাঁদু পাজী।"
পশি' এক ঘরে ভাঙিল মৃদঙ্গ,
কহে,—"রোখো নাম আর ভক্ত-সঙ্গ।
আজি ক্ষমিতেছি তোমা' সবে
দিয়েছি বিধান যবনে এবার হিন্দুর জাতি লবে।"
শুনি' সেই বার্ত্তা প্রভু
কহেন সবারে—"করহ কীর্ত্তন, ভীত হইও না কভু।
আজি সন্ধ্যায় সবে
নগরে ভ্রমিব গেয়ে দেখি কেবা নিষেধিবে ?"
কাজীর দুয়ারে আসি'
তোলে কলরব তর্জ্জে গর্জ্জে নাগরিয়া রাশি রাশি।
কাজী ভয় পেয়ে মনে
ঘরের বাহির হ'ল না'ক আর লুকাইল সন্তর্পণে।
দুয়ারে প্রভুজী বসি'
ডাকান কাজীরে লোক পাঠাইয়া, এলে তিনি হ'ন খুশী।
এলো কাজী মাথা নোয়ায়ে,
প্রভু ক'ন—আমি তব অভ্যাগত, কোথা ছিলে এবে লুকায়ে ?
কাজী কহে,—"তুমি হয়েছিলে বাম
এবে প্রসন্ন জানিয়া তোমারে, আপনি যে মিলিলাম।

না জানি কি পুণ্যফলে
অতিথি হইয়া এ তব মাতুলে, কি ছল ছলিতে এলে ?"
কহেন প্রভুজী—"এমু কিছু প্রশ্ন লাগি'
গাভী বৃষ বধে যে পাপ করিছ, তাহে কেবা হবে ভাগী ?
পিয় যে দুগ্ধ তাহে গাভী মাতা,
উপজয়ে অন্ন তাহে বৃষ পিতা।'
হে মাতুল ! বিকর্ম্ম কেন কর
উদর পূরিতে কোন্ ধর্ম্ম বলে—পিতা মাতা তব মার ?"
কহিল কাজী,—"জীবনে যা' মোর শেখা—
প্রবৃত্তি মার্গে গো-বধের বিধি কোরাণে আছে যে লেখা।
কেমতে বিকর্ম্ম হয়
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধিলে তো কভু রহে না'ক পাপ-ভয়।
তোমার বেদেও কহে,
বড় বড় মুনি করিত গো-বধ, তাহে পাপ নাহি রহে।'
কহেন প্রভুজী আর—
"গো-বধ করিতে নিষেধ বেদেতে নানাস্থানে বহুবার।
বেদ পুরাণের আজ্ঞাবাণী—
জীয়াইতে যদি পার কেহ কভু তবে বধ কর প্রাণী।
হয় তাহে উপকার
জরদ্‌গব হয়ে যুবা হয় পুনঃ বধ মাত্র নহে সার।
কলিকাল দুর্দ্দিন
বধ করি' প্রাণী জীয়াইতে পুনঃ ব্রাহ্মণও শক্তিহীন।
তোমরা জীয়াতে নার
বধ তবে কেন কর ?
ক্লেশের না হবে অন্ত
নরকের দ্বার খুঁজিয়া ফিরিছে, শাস্ত্র তোমার ভ্রান্ত।
গোবধী রৌরবে ঘোরে

যত লোম রয় গরুর অঙ্গে,　　তত হাজার বছর ধরে।"
বিচারিয়া কাজী কয়—
কল্পিত মোর যবন শাস্ত্র,　　তব বাণী সত্য হয়।
পুছে প্রভু অতঃপর
নগরে তোমার হতেছে কীর্ত্তন ; কেন রোধ নাহি কর ?
কহিল কাজী,—"যবে প্রভু গৌরহরি
হিন্দুর ঘরে মৃদঙ্গ ভাঙি'　　কীর্ত্তনে মানা করি
সে রাতে গৃহেতে মোর
নরদেহাকৃতি সিংহমুখ এক গর্জ্জয়ে বিস্তর।
শয়নে আমার 'পরে
মহা লম্ফ দিয়া চড়ে।
নখ দিয়া মোর বক্ষে
কহে ঘোর স্বরে ফাড়িমু তোমায় মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে।
অট্ট অট্ট হাসি' কয়
কীর্ত্তন মোর করেছিস্ মানা,　　এবে তোরে করি ক্ষয়।
কহে সদয় হইয়া অতি
সবংশে তোরে নাশিব এবার পুনঃ কর ঐছে যদি।
এত কহি গেলা চলে
বক্ষেতে আমার নখচিহ্ন তার,　　দেখহ বসন তলে।
শুনি' দেখি' তাহা বিস্মিত সর্ব্বজন
কহিল সে কাজী—"কহিনি' কারেও এতক্ষণ এ বিবরণ।
কীর্ত্তন রোধিতে গিয়া
সহসা অগ্নি-উল্কায় গেছে পেয়াদার দাড়ি পুড়িয়া।
যতেক পেয়াদা সবাকার,
আগ্ লেগে মুখে হইয়াছে ব্রণ—সবার এই সমাচার।
তাই ঘরে বসে রহি,
সকল ম্লেচ্ছ কহিছে আমায় কেমনে এ সব সহি ?

এক ম্লেচ্ছ কহে মোরে,
যাবৎ হিঁদুরে পরিহাস কৈনু জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে।
পাষণ্ডী কয়েক আসি'
কহিল—নিমাই কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল হিন্দুর ধর্ম্ম নাশি'।
কহিনু সবারে ধীরে
এবে ফিরে যাও, নিষেধিব আমি তারে।
জানি' তুমি হরি নারায়ণ
তোমার সঙ্গ লভিয়া আজিকে পূত হ'ল হৃদি মন।"
হাসিয়া কহেন প্রভু—
'মাগি দান মোর সংকীর্ত্তনে বাধা সাধিও না যেন কভু।'
কহিল কাজী,—'যত মোর বংশধর
বাধা দিবে না'ক কীর্ত্তনে কভু আর।'
প্রভুরে প্রণমি' কহে—
যুগে যুগে যেন চরণে তোমার মতি মোর সদা রহে।"
কাজীরে বিদায় দিয়া
চলিলেন প্রভু হরিনাম নিয়া সবে উল্লসিত হিয়া।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

—কেদার-বদ্রী-পরিক্রমা—

আগামী ৮ই শ্রাবণ ১৩৬৪, ইং ২৪।৭।৫৭, বুধবার রাত্র ৮ ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেশনের ৬নং প্লাটফর্ম্ম্ হইতে যাত্রা করা হইবে। প্রতি যাত্রীর জন্য ৩৫০৲ টাকা ভিক্ষা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ৪ঠা শ্রাবণ মধ্যে অগ্রিম ১০০৲ টাকা এবং বাকী টাকা যাত্রাদিনে হাওড়া ষ্টেশনে সন্ধ্যা ৬ টার পূর্ব্বে দিতে হইবে। কেদার-বদ্রী যাতায়াত ট্রেণ ও বাস ভাড়া, দুইবেলা প্রসাদ ও সর্ব্বত্র কুলী খরচ সমিতি বহন করিবেন। যাত্রীগণ প্রবল শীতোপযোগী জামা-কাপড় ও বিছানা, জুতা, (চামড়ার নহে), ছাতা ও

বিছানা বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অয়েল-ক্লথ বা রবার-ক্লথ, সর্ব্বসমেত পনের হইতে বিশ সেরের মধ্যে লইবেন। বিশ সেরের অধিক দ্রব্য লইতে প্রতিসেরে ৸৹ টাকা অধিক দিতে হইবে। যাঁহারা চলিতে পারিবেন না তাঁহারা ডাণ্ডী, কাণ্ডী বা ঘোড়ায় চড়িয়া পরিক্রমা করিতে পারিবেন, তাহার জন্য পৃথক খরচ লাগিবে। অধিক জানিতে হইলে চুঁচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইবেন। ইতি—

—নিজস্ব সংবাদ

একাদশীর জন্মকথা*

চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবার পর পরমেশ্বর জীবগণের দমনার্থ পাপপুরুষকে সৃষ্টি করেন। তাহার **মস্তক**—দ্বিজাতিহত্যার স্বরূপ, **লোচনদ্বয়**—মদিরাপান, **বদন**—স্বর্ণচৌর্য্য, **কর্ণদ্বয়**—গুরুতল্পগতি, **নাসিকা**—স্ত্রীহত্যা, এবং গো-হত্যাদোষ—**বাহু**, (ভ্রূণহত্যা)—**গলদেশ**, সুহৃল্লোকবধ—**উদর**, শরণাগতহত্যা—**নাভি**, গুরুনিন্দা—**সক্থিভাগ**, পিতৃবধ—**অঙ্ঘ্রিদ্বয়**, উপপাতক—**রোমাবলী**। নিজসৃষ্ট মহাকায় পাপপুরুষের এইপ্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া পুরুষোত্তম প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য চিন্তা করিতেছিলেন। অতঃপর একদিন ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ারোহণে যম-মন্দিরে গমন করেন। যমরাজ ভগবানকে দর্শন করিয়া উপযুক্ত স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রভুকে উপবেশন করাইয়া পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।

যমরাজের সহিত উপবেশন ও কথোপকথনকালে ভগবান্ পুরুষোত্তম দক্ষিণদিকে ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমরাজকে জিজ্ঞাসা করেন—'কাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে?' যমরাজ উত্তর দেন—'হে দেব! পাতকী মর্ত্ত্য জীবগণ স্বহস্তার্জ্জিত কর্ম্মদোষে অত্যন্ত দুঃখপ্রদ নরক ভোগ করিতেছে। পাপ-

* বিগত ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় ৯৩ পৃষ্ঠায় 'একাদশীর আবির্ভাব' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সেইরূপ হইলেও ইহাতে অনেক জানিবার ও শিখিবার বিষয় আছে। তজ্জন্য এই প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইল।

—সম্পাদক

বৃক্ষের ফল অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পাপিগণ রোদন করিতেছে। যমরাজের বাক্য-শ্রবণপূর্ব্বক ভগবান্ স্বয়ং রৌরবাদিতে দুঃখপ্রাপ্ত জীবগণের দুঃখ অবগত হইয়া সদয়-হৃদয় প্রভু চিন্তা করিয়াছিলেন—আমার সৃষ্ট প্রজাগণ আমি বর্ত্তমানে তাহাদের কর্ম্মদোষে অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। অতএব ইহাদের দুঃখের অবসানের উপায় স্থির করিতে হইবে। তৎপরে ভগবান্ স্বয়ং একাদশী-তিথি হইলেন এবং সেই সমস্ত পাপিগণকে একাদশী ব্রত পালন করাইয়া পরম ধামে লইয়া গেলেন। অতএব একাদশীকে বিষ্ণুর মূর্ত্তি জানিতে হইবে এবং উহা সমস্ত ব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত।

একাদশীকে জগৎপাবনী জানিয়া পাপপুরুষ শঙ্কিত হইয়া ভগবানের স্তব করিতে উদ্যত হইল। সে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কোমল বাক্যে ভগবানের স্তব করিতে থাকিলে তাহার স্তবে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার স্তবের উদ্দেশ্য কি বল।" পাপপুরুষ বলিতে লাগিল—'হে প্রভো, নিজানুগত জীব সকলকে দুঃখ প্রদানার্থ আমি আপনাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু একাদশী-প্রভাবে সম্প্রতি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, সমস্ত প্রাণীর ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে, এই সংসার-কৌতুকাগারে আপনার ক্রীড়া-কৌতুক বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি আপনি জগৎ-কৌতুক-মন্দিরে ক্রীড়ার বাঞ্ছা রাখেন, তাহা হইলে আমাকে একাদশী-তিথির ভয় হইতে ত্রাণ করুন। অন্য শতসহস্র পুণ্য আমাকে মারিতে পারিবে না। কিন্তু একাদশীই আমাকে হননে সমর্থ; যেহেতু উহা আপনারই স্বরূপ। একাদশী-তিথি-ভয়ে আমি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ মধ্যে পর্ব্বত, বৃক্ষ, জল, স্থল, নদী, সমুদ্র, বন, প্রান্তর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এবং দেব-গন্ধর্ব্বাদির নিকট পলায়ন করিয়াছি; কিন্তু কোনখানে নির্ভয় হইলাম না। কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে একাদশীর স্থান আছে। সুতরাং, আমার স্থান কুত্রাপি নাই। হে দেবদেব! আমি যেখানে একাদশী হইতে নির্ভয় হইয়া বাস করিতে পারি, এমন একটী স্থান নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হয়। যেহেতু আপনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং আমাকে আশ্রয় প্রদান করা আপনারই কর্ত্তব্য।"

শ্রীভগবান্ হাস্য করিয়া পাপ-পুরুষকে বলিলেন—"পাপপুরুষ! তুমি শোক ও ভয় পরিত্যাগ কর। একাদশী-তিথি সমাগত হইলে তুমি যাহাতে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, তাহার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি।—তুমি একাদশীর দিন অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। আমার মূর্ত্তিস্বরূপা একাদশী

অন্নাশ্রিত ব্যক্তির পাপ বিনাশ করিবে না। অর্থাৎ, একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে তাহাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ আক্রমণ করিবে।"—এই কথা বলিয়া পরম পুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন। পাপপুরুষও ভগবদ্বাক্যে কৃতার্থ বোধ করিয়া নিজ-স্থানে গমন করিল।

অতএব একাদশীর দিন অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যাবতীয় পাপ একাদশীর দিন অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। মর্ত্ত্যজীবগণ যত গ্রাস ভোজন করে, প্রতিগ্রাসে কোটী ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ভোজন করে, সে পাপী-শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সধবা, বিধবা সকলের পক্ষেই এই তিথি পালন করা কর্ত্তব্য। মাতাকে মাতা বলা যায় না; কিন্তু একাদশীই প্রকৃত মাতা। কারণ, গর্ভধারিণী মাতা কেবল ইহলোকেই পালন করেন, কিন্তু একাদশী সর্ব্বত্র পালন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রতানুষ্ঠান করে, সে হস্তস্থিত মণি পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র গ্রহণ করে মাত্র। যে-ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে একাদশী-ব্রত পালন করে তাহার দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি সকল কার্য্যই কৃত হয়। মোহবশতঃ যে পাপবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, শ্রীহরি তাহার প্রতি রুষ্ট হন। যিনি একাদশী ব্রত করেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মই কৃত হয়। আর যে একাদশী লঙ্ঘন করে, সে সমস্ত অধর্ম্মই করিয়া থাকে। যেমন সমস্ত দেবতা-মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ একাদশী সর্ব্বব্রত-মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আদিত্যগণের মধ্যে সূর্য্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, রুদ্রগণমধ্যে শিব, গজগণের মধ্যে ঐরাবত, অশ্বগণ-মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, তীর্থসকলের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ সমস্ত ব্রত-মধ্যে একাদশী শ্রেষ্ঠ।

একাদশী-ব্রতের নিয়মাবলী

এক্ষণে একাদশীর নিয়মাবলী কীর্ত্তিত হইতেছে,—একাদশীর পূর্ব্বদিন অর্থাৎ দশমীর প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দন্তধাবন ও তৈল ব্যতীত স্নান করিয়া বিষ্ণু-পূজা-পূর্ব্বক হরিধ্যান করিতে করিতে মধ্যাহ্নে একবার মাত্র ভোজন করিবে। আমিষ, লবণ, শাকাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দ্বি-ভোজন, পরান্ন ভোজন, কাংসপাত্রে ভোজন, নিমপাতা, বেগুণপোড়া, জামির, অত্যন্ত ভোজন, অত্যম্বু-পান, তাম্বুল ভোজনাদিও নিষিদ্ধ। দশমীর নিয়ম দ্বাদশীতেও পালন করিতে হইবে। সম্যক্ ফল পাইতে হইলে দশমীতে নিশি-ভোজন অকর্ত্তব্য। ঐ দিন অপরাহ্ণে পুনরায় দন্তধাবন করিবে। পরে সায়ংকালে শ্রীহরির মন্দিরে গমন

করিয়া শ্রীহরিকে ধ্যান করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

এতদ্‌গৃহীতং গোবিন্দ ময়া ত্বৎপুরতো ব্রতং।
সিদ্ধিং গচ্ছতু নির্ব্বিঘ্নং তব পাদানুকম্পয়া॥
অতি-চঞ্চল-চিত্তোঽহং লোভমোহময়ো নরঃ।
শক্নোম্যেতদ্‌ব্রতং কর্ত্তুং কিং তবানুগ্রহাহতে॥

অর্থাৎ, "হে গোবিন্দ, আমি আপনার সাক্ষাতে এই একাদশী-ব্রত গ্রহণ করিতেছি। আপনার কৃপায় তাহা যেন নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হয়। আমি অতি চঞ্চল-চিত্ত ও লোভমোহময় প্রাণী, আপনার কৃপা ব্যতীত এই ব্রত পালনে সমর্থ হইব না"—এই বলিয়া শ্রীহরির শ্রীচরণপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে এবং কুশশয্যায় শয়ন করিয়া নিশি অতিবাহিত করিবে। প্রাতে উঠিয়া আর দন্ত-মার্জ্জন করিবে না, কেবল দ্বাদশবার জল দ্বারা কুল্লি করিয়া মুখশুদ্ধি করিবে এবং স্নানান্তে বিষ্ণু-পূজাদি নিজক্রিয়া সমাপন করিবে। সমস্ত দিন শ্রীহরিনাম ও হরিকথা আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠী লইয়া হরিনাম কীর্ত্তনদ্বারা নিশি জাগরণ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণাদি পাঠ সহকারে রাত্রিযাপন করা কর্ত্তব্য। প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দুগ্ধদ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইতে হয়। **পরে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিতে হইবে।** সামর্থ্য থাকিলে বৈষ্ণবসেবা করাইয়া পরে সময়মধ্যে পারণ করা কর্ত্তব্য।

একাদশী-ব্রত-মাহাত্ম্য

অতঃপর একাদশী-ব্রত-মাহাত্ম্য কথিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে **'কোটিরথ'** নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, রাজনীতিবিৎ, সত্যবাদী, জিতক্রোধ, জিতবৈরি, নারায়ণার্চ্চক ও হরিবাসরতৎপর ছিলেন। তাঁহার পত্নী সুপ্রজ্ঞা ও প্রিয়বাদিনী ও সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না নারী ছিলেন। তিনি একাদশী ব্রতপরায়ণা ও জাতিস্মরা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একদিন একাদশী-নিশিতে রাত্রি জাগরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এমন সময়ে শৌরি নামক ব্রাহ্মণ সেই জাগরমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা পরম সমাদরে পাদ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে পূজা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অখিল তত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি তথায় বহু ব্রতীকে বিষ্ণুপূজা পরায়ণ দেখিতে পাইলেন। কেহ নানা মনোরম পুষ্পে শ্রীহরির পূজা করিতেছেন, কেহ দিব্য গন্ধ ধূপদীপাদি প্রদান করিতেছেন, কেহ কেহ করতাল সহযোগে নৃত্যগীত কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ চামর ব্যজন, কেহ

কোমলাক্ষরে স্তুতি পাঠ, কেহ বাণীবন্দন দ্বারা কেশবের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। সেই রাজদম্পতীও অত্যন্ত হর্ষসহকারে ললিত গীত গান করিয়া শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে নৃত্য-গীত নিরত দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মহীপাল! আপনারা উভয়েই ধন্য। আপনাদের ন্যায় সুচরিত্রবান্ বৈষ্ণব জগতে দুর্লভ। সপ্তদ্বীপপতি হইয়াও আপনি যেরূপ নৃত্য-গীতাদি করিতেছেন আপনার ন্যায় চরিত্রবান্ নরলোকে বিরল। আপনাদের এইরূপ বুদ্ধি কি প্রকারে জন্মিল?"

ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপ্রজ্ঞা ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন—"আমরা পূর্ব্বজন্মে মহাপাতকী ছিলাম; কিন্তু একাদশী-প্রভাবে যমরাজের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি। পূর্ব্বজন্মস্মৃতিপ্রভাবে শ্রীহরির অক্ষয়লোক লাভের জন্য একাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"যদি আপনারা পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন, তবে তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। উহা শুনিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে।" সুপ্রজ্ঞা বলিলেন—"যদিও ইহা অপ্রকাশ্য, তথাপি আপনি বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া আপনার নিকট বর্ণন করিব।" —"আমি পূর্ব্বজন্মে চিত্রপদা নাম্নী বারবনিতা ছিলাম এবং বহুবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এই রাজাও সর্ব্বপ্রকার আচার-বর্জ্জিত, পরদ্রব্যাপহারক, পরদাররত, অহঙ্কারী ও ধর্ম্মনিন্দক 'নিত্যদয়'-নামক এক শূদ্র ছিলেন। ইহার অনাচার জন্য জ্ঞাতিবন্ধুগণ ইহাকে পরিত্যাগ করিলে ইনি আমার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। তদবধি আমরা উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বাস করিতে থাকি। একদিন কোন একাদশী তিথিতে অত্যন্ত জ্বরপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমি অন্ন-পানাদি গ্রহণ না করিয়া দিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম এবং পীড়ায় কাতর হইয়া, হে হরি! হে গোবিন্দ! হে নারায়ণ! আমাকে রক্ষা করুন—এইরূপে কাতরভাবে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়া, ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া সমস্ত নিশি জাগরণ করি। আমার প্রতি প্রীতিহেতু এই রাজাও অন্ন-পানাদি গ্রহণ করেন নাই। প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই। ইনিও অতি কাতরতাবশে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। তৎপরে যমদূতগণ আমাকে দৃঢ়-পাশে বন্ধন করিয়া দুর্গমপথে যমপুরীতে লইয়া যায়। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে আমাদের শুভাশুভ কর্ম্মসকল জানাইতে আদেশ করেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন—"ইহারা মহাপতকীশ্রেষ্ঠ হইলেও একাদশী-উপবাস প্রভাবে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাদশী উপবাস করে, সে সর্ব্বপাপ বর্জ্জিত হইয়া পরম

ধামে গমন করে।" চিত্রগুপ্তের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যমরাজ অকস্মাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগকে বন্দনা করিলেন এবং সুগন্ধি চন্দন দিব্যপুষ্প বস্ত্রালঙ্কার-মণ্ডিত করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও অমৃতোপম ভোজন প্রদান করিয়া আমাদিগের স্তুতি করিলেন এবং দিব্যরথে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন—আপনারা পুণ্যবন্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেখানে ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন আপনারা তথায় গমন করুন।

আমরা তখন যমরাজকে জানাইলাম যে আমরা নরকস্থ প্রাণিগণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। যমরাজ আমাদিগকে রথে চড়াইয়া নরকস্থ জীবগণকে দেখিতে পাঠাইয়া দেন। আমরা তথায় দুষ্প্রেক্ষ্য নরক সকল দর্শন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা তথায় পাপাত্মগণের যা' যা' দুর্দ্দশা দর্শন করিয়াছেন তাহা আমার নিকট বিস্তৃতভাবে বলুন। পাপাত্মা ও পুণ্যবানগণ কোন্ পথে গমন করে এবং তাহাদের প্রতি যমরাজের ব্যবহার কীদৃশ, পাপিগণ কিই-বা বলে এই সমস্ত কথা বিস্তৃতভাবে বলুন। তদুত্তরে সুপ্রজ্ঞা যমপুরী ও যমরাজের বিচারাদি সম্যক্ কীর্ত্তন করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবত্তত্ত্ব

আত্মকল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রই অনিত্য অবর-জগতের হেয়তা ও অবরতা লক্ষ্য করিয়া বর বস্তু বা শ্রেষ্ঠ বস্তুর অনুশীলন বা অনুসন্ধান-প্রয়াসী। শ্রেষ্ঠ-বস্তুর অনুসন্ধানকারিগণ যখন শাস্ত্রানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাদের সম্মুখে পরতত্ত্বের অতুলনীয়, অতিমর্ত্ত্য, অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য দৃগ্-গোচর হয়। পরতত্ত্ব-বস্তু অদ্বয়-জ্ঞান-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময়। তিনি সমস্ত জীবের আদি-কারণ-স্বরূপ পরমপিতা; তাই তাঁহার সঙ্গেই সমস্ত জীবের নিত্যকালের নিত্য সম্বন্ধ। পরতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া শাস্ত্র-কর্ত্তৃগণ বেদ ও বেদানুগশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণন করিয়া তাহার প্রতি সকলকেই—সাধক-মাত্রকেই বিশেষ লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি। তাঁহারই শ্রীচরণ-নখ-কোণে সর্ব্ব-প্রকার সু-সৌভাগ্য, সু-সৌন্দর্য্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা পরানন্দের অক্ষুরন্ত প্রবাহ নিত্য অবস্থিত। জীব-সমূহ সেই অমৃতের সন্তান হইয়াও নিরানন্দ-সাগরে কেন প্রতিনিয়ত হাবুডুবু

খাইতেছে? ইহার কারণ কি? ইহার কারণ-নির্দ্দেশে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রকাশক শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সম্বন্ধ-জ্ঞানোপদেশ-মুখে ইহার কারণ এইরূপে জানাইয়াছেন।

"পরমাত্ম-বৈভব-গণনে চ তত্তটস্থ-শক্তিরূপাণাং চিদেক-রসানামপি অনাদি-পরতত্ত্ব-জ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্য-লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃত-স্বরূপ-জ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্ম-ভাবানাং জীবানাং সংসার-দুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্। (ভঃ সঃ ১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ্-ভক্ত ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ 'তত্ত্ব', 'পরমাত্ম', 'ভগবৎ' ও 'কৃষ্ণসন্দর্ভে' পরতত্ত্ব-নির্দ্দেশমুখে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনদ্বারা সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া 'ভক্তিসন্দর্ভের' প্রথমেই বলিলেন—"পরমাত্ম-বৈভবগণনাকালে জীবসমূহ শ্রীভগবানের তটস্থ-শক্তিরূপ ও একমাত্র চিন্ময়-রস-বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপিত হইলেও অনাদি-পরতত্ত্বের জ্ঞান-সংসর্গের অভাবময় হরি-বিমুখতা-বশতঃ ছিদ্র পাইয়া ভগবানের মায়া জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আচ্ছাদন করিয়াছে। সেই মায়ার প্রভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় প্রাকৃত জড়জগতে 'আমি স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মমন'—এইরূপ অভিমান বশতঃ জীবগণ সংসার-দুঃখ লাভ করিতেছে।"

পুনরায় এই সংসার-দুঃখ হইতে অব্যাহতি কি প্রকারের হইবে, তাহার উপায় বর্ণন-মুখে অভিধেয়-যাজন-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতে গিয়া বলিলেন—"তত্রাভিধেয়ং তদ্বৈমুখ্য-বিরোধিত্বাত্তৎ-সাম্মুখ্যমেব। তচ্চ তদুপাসন-লক্ষণং, যত এব তজ্জ্ঞানমাবির্ভবতি। প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ। স চান্তর্বহিঃ সাক্ষাৎকার-লক্ষণম্। যত এব স্বয়ং কৃৎস্ন-দুঃখ-নিবৃত্তির্ভবতি।" পরতত্ত্ববিষয়ে অভিধেয়ানুষ্ঠানেই ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ হয়। উহাই হরি-বিমুখতার বিরোধী। সেই অভিধেয়—উপাসনালক্ষণাত্মক; যেহেতু উপাসনা প্রভাবেই সম্বন্ধ-জ্ঞান আবির্ভূত হয়। আর প্রয়োজন অর্থে ভগবদনুভবকেই বুঝায়। সেই ভগবদনুভব অন্তরে ও বাহিরে পরতত্ত্ব বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভকেই বুঝায়। প্রয়োজন লাভ হইতেই আপনা-আপনি সমগ্রদুঃখ নিবৃত্ত হয়।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্বন্ধতত্ত্বই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সম্বন্ধ-ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। ক্রিয়াশীল চেতন-জীবের সম্বন্ধ-ব্যতীত কোন প্রকার ক্রিয়াও অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; সেই কারণ, সম্বন্ধ-

জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র-কর্ত্তৃগণ পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠ-তত্ত্বের সঙ্গেই প্রত্যেক জীবের নিত্য সম্বন্ধ আছে, ইহাই জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরতত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে এইপ্রকার পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পরতত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৬৭)

পরতত্ত্ববস্তু একটীই, তাই তাঁহাকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ববস্তু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই একই তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে উপাসনাকারী অধিকার-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি বা অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন যে,—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই ত্রিবিধ সাধনপন্থাবলম্বিগণ সেই পরতত্ত্ব-বস্তুকে ত্রিবিধ ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞান-মার্গীয় উপাসকগণ তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে, যোগ-পন্থাবলম্বিগণ তাঁহাকে পরমাত্মরূপে এবং ভক্তি-মার্গাবলম্বনকারিগণ তাঁহাকে বিগ্রহবান্ ভগবদ্‌রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মারূপে-তাঁরে করে অনুভব ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।২৫-২৬)

এ-বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে জানাইয়াছেন—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ ৮ম শ্লোক)

যাঁহার নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞায়

সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়া-নিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক তাহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং প্রদ্যুম্নরূপে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নিজ অংশ-অবতারগণের সহিত বিভবসংজ্ঞক লীলাবতার সমূহের প্রকট করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতে তাঁহার পাদপদ্ম ভজনকারী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন। কঠশ্রুতি, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরব্রহ্মের স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ (কঠ ২।২।১৫)

সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্ব-প্রকাশ পরম-ব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মসংহিতাতেও পরব্রহ্মকে—আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ গোবিন্দ আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার অঙ্গকান্তিকেই ব্রহ্মসংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া শ্রীভগবান-কেই ব্রহ্মের কারণরূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটী-
কোটীষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

গীতোপনিষদেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে জানাইয়াছেন যে, জ্ঞানীদিগের উপাস্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও তিনিই (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই) একমাত্র প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ (গীঃ ১৪।২৭)

সবিশেষতত্ত্ব আমিই জ্ঞানীদিগের চরম গতি নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা

আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক সুখরূপ ব্রজরস—সমুদয়ই এই নির্গুণ সবিশেষতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সবিশেষ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বা অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। সবিশেষ পরব্রহ্মই মূল বস্তু। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাহার অসম্যক্ প্রকাশ মাত্র। পরব্রহ্ম ভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্বের অভাবই দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পরতমতত্ত্ব ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজনানুমোদিত।

পরমাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলেও আমরা জানিতে পারিব যে, পরমাত্মা সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রতীতি। গীতাতে পরমাত্মতত্ত্বের কার্য্য ও পরিচয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে জানাইয়াছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ (গীঃ ১০।৪২)

অধিক কি বলিব, হে অর্জ্জুন, আমার প্রকৃতি-সর্ব্বশক্তিসম্পন্না। তাহার এক আংশিক প্রভাবদ্বারা আমি সারা জগতে প্রবিষ্টহইয়া পরমাত্মারূপে বর্ত্তমান। পুনরায় বলিতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ (গীঃ ১৮।৬১)

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত। আমার অংশ পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। যন্ত্রারূঢ়বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীব সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

পরমাত্মা যিঁহ, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব্ব-অবতংশ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬১)

ভাগবতে যোগী-পুরুষগণের ধ্যেয় পরমাত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ (ভাঃ ২।২।৮)

কোন কোন যোগীপুরুষ স্ব-স্ব দেহে হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাকে পরতমতত্ত্বরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধেও এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী-পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সৈই স্বয়ং ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

পরতম-তত্ত্ব যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (ভাঃ ১।৩।২৮)

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্য-নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূল পুরুষ, আদ্য-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি বা মূল।

ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই সকল ঈশ-তত্ত্বের ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, তিনি যে, সকল কারণের কারণ ও আদি পুরুষ, তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ (ব্রহ্মঃ সঃ ৫।১)

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা, সবার আধার ॥

সচ্চিদানন্দ তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৩-১৩৫)

উপর্য্যুক্ত প্রমাণাবলী হইতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যতত্ত্ব। ভগবত্তত্ত্বমাত্রই আরাধ্যতত্ত্ব হইলেও শ্রীকৃষ্ণই সকল ভগবৎ-তত্ত্বেরও মূল পুরুষ, সুতরাং তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব একমাত্র আরাধ্যতত্ত্ব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভাক্তসার মহারাজ

পাপের পরিচয় ও সীমা

আমাদের জনৈক সহৃদয় বন্ধু শ্রীমান্ কিশনচান্দ মহেশ্বরী (সুপ্রীম-কোর্টের উকীল) আমাদিগকে পাপের পরিচয় কি, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, প্রাকৃত ভৌতিকবাদই পাপের পরিচয়। যেমন ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েড্ রোগের পরিচয় জ্বর ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা পাওয়া যায়, সেই-প্রকার শুদ্ধজীব যখন ইচ্ছা, দ্বেষ-দ্বারা চালিত হইয়া (জড়া) প্রকৃতির কবলিত হয় অর্থাৎ মায়িক শরীর ধারণ করিয়া প্রকৃতি-ভোগ-বিষয়ে চালিত হয়, তখনই তাহার পাপের বীজ রোপিত হয়। সেই বীজ কুটস্থ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান থাকিয়া ফালোন্মুখ প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ নামে অভিহিত হইয়া পাপ বা পুণ্য নামে পরিচিত হয়। গীতায় এই পাপের প্রারম্ভ সম্বন্ধে বর্ণন এইরূপ। যথা—

ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ (গীঃ ৭।২৭)

দ্বৈত-জগতে (relative world) দুই কথা একসঙ্গে না থাকিলে পরস্পর অর্থ বুঝা যায় না। 'ভাল' বুঝিতে গেলে 'মন্দ'ও জানা দরকার। 'মন্দ' না থাকিলে 'ভাল' বুঝা যায় না এবং 'আলো' না থাকিলে 'অন্ধকার' বুঝা যায়। সেইপ্রকার পাপের বিপরীত অর্থাৎ দ্বিতীয় কথা পুণ্য। এই 'পুণ্যের' পদ্ধতির জগতে কিছু বেশী খাতির আছে। পুণ্য স্মৃতিকে সদ্‌গুণ বলিয়াও বলে। কিন্তু সেই সদ্‌গুণ আমরা অনেক সময় মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও দেখিতে পাই। যেমন প্রভুভক্তি একটি সদ্‌গুণ; কিন্তু এই সদ্‌গুণ আমরা কুকুর জাতির ভিতরও লক্ষ্য করি। এইভাবে আমরা যদি ৮৪ লক্ষ জীব-জাতিগণকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে কেবল মানুষ কেন ঐ 'পাপ-পুণ্য' বা 'সদ্-অসদ্'-গুণ সমূহের বহু-প্রকার বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে পারি। পাপ বা পুণ্য মনুষ্যজাতির একচেটিয়া

সম্পত্তি নহে, ইহা মনুষ্যেতর সকল যোনিরও অবশ্য ভোক্তব্য কর্ম্ম-ফল।

আমাদের প্রবন্ধের বিশেষ আলোচ্য বিষয় পাপ কি? কিন্তু পাপ কি তাহা বুঝিতে হইলে পুণ্য কি?—তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক। উপরোক্ত বিচারে আমাদের সিদ্ধান্ত এই হয় যে, পাপ ও পুণ্য দুইই শুদ্ধজীবের জ্বর-জাতীয় একটি বাহ্যিক লক্ষণ। শুদ্ধজীব পাপীও নহে বা পুণ্যবানও নহে। মায়ার সহিত শুদ্ধ-জীবের সংশ্রব-ফলে পাপ ও পুণ্যের আবির্ভাব। মায়ার সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ মায়িক সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া। রজস্তমোগুণের প্রাবল্যে যে সকল লক্ষণ দেখা যায় সেইগুলি 'পাপ'-নামে অভিহিত। আর সাত্ত্বিক লক্ষণগুলি 'পুণ্য'-নামে অভিহিত। শুদ্ধজীব গুণাতীত অবস্থায় নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় ২৬টি শুদ্ধ নিত্যগুণ জীবে নিত্যকাল অবস্থিত থাকে। সেইগুলির নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—

১ কৃপালু, ২ অকৃতদ্রোহ, ৩ সত্যসার, ৪ সম।
৫ নির্দ্দোষ, ৬ বদান্য, ৭ মৃদু, ৮ শুচি, ৯ অকিঞ্চন ॥
১০ সর্ব্বোপকারক, ১১ শান্ত, ১২ কৃষ্ণৈকশরণ।
১৩ অকাম, ১৪ নিরীহ, ১৫ স্থির, ১৬ বিজিত-ষড়গুণ ॥
১৭ মিতভুক্, ১৮ অপ্রমত্ত, ১৯ মানদ, ২০ অমানী।
২১ গম্ভীর, ২২ করুণ, ২৩ মৈত্র, ২৪ কবি, ২৫ দক্ষ, ২৬ মৌনী।

—এই ২৬টী গুণ যখন মায়িক গুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখনই তাহাকে পুণ্য বলে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ও সাত্ত্বিকগুণ প্রায় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সত্ত্বগুণে প্রভাবিত ব্যক্তিরই প্রকাশময় নির্গুণ সর্ব্বোত্তম জীবন হয়।

জড়া প্রকৃতিই আমাদের বদ্ধাবস্থায়, প্রকৃতি নামে পরিচিত। আর জীবাত্মা বা শুদ্ধজীব পুরুষ-নামে পরিচিত। ভগবদ্গীতায় এই পুরুষ 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' নামে দুইভাগে বিভক্ত আছে। 'ক্ষর' ও 'অক্ষর'-পুরুষ গুণ-গত এক হইলেও শক্তিগত এক নহে। 'ক্ষর'-পুরুষ-জীব পতনশীল; সুতরাং 'ক্ষর'-পুরুষই পাপ পুণ্যের ভাগী হয়। 'অক্ষর'-পুরুষ কুটস্থ বা নিত্যকাল 'অচ্যুত'-থাকেন। সেইজন্য ভগবান্ বা ভগবানের বিবিধ অবতারগণ সকলেই অচ্যুত, কুটস্থ বা অক্ষর পরম-ব্রহ্ম-নামে অভিহিত। 'ক্ষর'-পুরুষ প্রকৃষ্টভাবে প্রকৃতির সঙ্গক্রমে পাপী-নামে অভিহিত হয়। সুতরাং ক্ষর পুরুষের পতন অবস্থাই পাপময় জীবন। কিন্তু বিবিধ পুণ্য কার্য্যের দ্বারা ঐ পতিত জীব যখন সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত হয়, তখনই সে তার নিত্য স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া

হইয়া, ভাগবত জীবন বা সেবাময় জীবন লাভ করে। এই সেবাময় জীবনই পাপ-পুণ্যের অতীত নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা,—সকল জীবের একমাত্র মৃগ্য বস্তু।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ (গীঃ ৭।২৮)

প্রকৃতি ও পুরুষের যোগাযোগ হইয়া যে ভাবে অনাদিকাল হইতে পুরুষের পতন হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ, যথা—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ (গীঃ ১৩।২০)

জীবজাতি-পুরুষ এবং জড়াপ্রকৃতি উভয়েই অনাদিকাল হইতে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছেন। মায়িককাল সৃষ্টির পর জন্মগ্রহণ করে। মায়িক-সৃষ্টি একটি বৃহদ্ অট্টালিকার উন্নয়ন-স্বরূপ। এরূপ ভাবিতে হইবে না যে, জড় জগতের সৃষ্টির সহিত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও বৃহদ্ অট্টালিকার উন্নয়নের সহিত তাহার অধিবাসীর যেমন সৃষ্টি হয় না, সেইরূপ মায়িক জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বেই জগতের উপাদান কারণ এবং জগতের অধিবাসী জীবজাতি উভয়েই পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিলেন—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। উক্ত শ্লোকে অনাদি কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, জীব ও প্রকৃতি উভয়েই প্রারম্ভ-বিহীন। উভয়েই সূক্ষ্ম অবস্থায় ভগবানের বিভিন্ন শক্তি স্বরূপে অবস্থান করে। তাহারা উভয়েই মায়িক দেশ-কালাদির অধীন নহে। কালের পরিচায়ক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই সৃষ্টির পর দেখা যায়। 'অনাদি'-শব্দে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান প্রযুজ্য হয় না। পরমব্রহ্ম শ্রীভগবান্ যেমন নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন, সেইপ্রকার তাঁর বিবিধ শক্তিও নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই মায়িক দেশকালের অতীত সদ্‌বস্তু। ভগবানের ইচ্ছা হইলেই তাঁর সূক্ষ্ম শক্তি জড়াপ্রকৃতি প্রকাশিত হয় এবং ভগবানই সেই প্রকৃতিতে তাঁর অংশস্বরূপ চিৎকণ জীবসমূহকে বীজ-প্রদানরূপ প্রকৃতির গর্ভাধান করেন।

যে-সমস্ত জীবগণ এইভাবে প্রকৃতির গর্ভস্থ হইয়া মায়িক শরীর ধারণ করে, তাহারা সকলেই ভগবদ্-বিমুখ মায়ার ভোগেচ্ছা প্রণোদিত জীব-কোটি। "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তা'রে জাপটিয়া ধরে॥" —(প্রেমবিবর্ত্ত) এই বিচার। অতএব এই কৃষ্ণ-সেবা হইতে বিচ্যুত হওয়া, আর জড়াপ্রকৃতিকে ভোগ করার ইচ্ছা, ইহাই জীবের-পাপ-বীজ বলিয়া বুঝিতে

হইবে। এই পাপ-বীজ রোপণ হওয়ার পূর্ব্বে, জীব নিত্যকালই শুদ্ধ জীব। অনাদি করমফলে জীবের পাপ-বীজ রোপিত হয়, এবং সে তখন ভবার্ণব-জলে পতিত হয়। কিভাবে অনাদিকাল হইতে এই পাপবীজের রোপণ হইল, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমাদের এই বদ্ধাবস্থায় কোন ফল লাভ হয় না। এ'-বিষয়ে আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে, আমাদের এই মায়িক বদ্ধাবস্থাতেই আমরা দুই প্রকার জীবের প্রাধান্য দেখি। কতকগুলি জীব ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট (যদিও খুব কম), আবার কতকগুলি জীব ভগবানের প্রতি অনাকৃষ্ট। এখন এই অনাকৃষ্ট জীবগুলির মধ্যে এমন অনেকেই আছে যাহারা ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না—ভগবানের সেবা বা ভজন করা ত' অনেক দূরের কথা। অনেক সময় আমরা এমন অনেক লোকের সহিত পরিচিত হই, যাহারা ভগবানের নাম শুনিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়ে। যদি আমরা সাধ্যমত তাহাদিগকে ভগবানের কথা কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলেও তাহারা স্পষ্টই বলে যে, এইপ্রকার ভগবদ্ আলোচনায় তাহাদের কোনও প্রবৃত্তিই নাই। এখন প্রশ্ন যে, এই উভয় প্রকার (আকৃষ্ট ও অনাকৃষ্ট) জীবের মধ্যে কাহার জন্ম প্রথম হইয়াছে এবং কাহারই বা পরে হইয়াছে। ভগবদ্-বিশ্বাসী জীবগণের পক্ষে নিত্যকালই বহু শাস্ত্র—যথা বেদ, পুরাণ, ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদি আছে; কিন্তু ভগবদ্ অবিশ্বাসী জীবগণের পক্ষে সুদৃঢ়যুক্তিপূর্ণ কোনই শাস্ত্র নাই,—আছে কেবল কতকগুলি শুষ্কতর্ক এবং নিরস অন্তঃসার শূন্য আধুনিক পাশ্চাত্য বিচার। অতএব এই দুইপক্ষ লোকের মধ্যে কে প্রথমে জন্মিয়াছে ও কে পরে জন্মিয়াছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। মোট-মাট আমরা এই দুই প্রকার লোককেই একসঙ্গে দেখিতে পাইতেছি—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং এই ভগবদ্ বিশ্বাসী লোকসকলকে আস্তিক এবং ভগবদ্ বিশ্বাস-হীন লোকগুলিকে নাস্তিক বলিয়াই আমরা অভিহিত করিয়া থাকি। নাস্তিক লোকগুলি জড়বাদী (materialists) এবং আস্তিক লোকগুলিই পারমার্থিক (spiritualists)। যে যত পরিমাণে জড়বাদ হইতে মুক্ত হয়, সে সেই পরিমাণে পারমার্থিক রাজ্যে প্রবেশ করে। জড়বাদ যত বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, জীবের পাপও তত বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। সেইজন্য পাপ বা জড়বাদকে "বিকার" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মস্তিষ্ক-'বিকার' উপস্থিত হইলে যেমন লোককে পাগল বা 'ভুতে-পাওয়া-রোগী' স্থির করা হয়, সেই প্রকার বিবিধ জড় বিকার-গ্রস্ত জীবকেও 'মায়া-পিশাচী-গ্রস্ত জীব' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

মায়া-পিশাচী-গ্রস্ত জীব পাগল হইয়া যথেচ্ছা পাপাচারণ করে, এবং সেই অবস্থাতেই তাহার স্বরূপ-বিভ্রম হইয়া, প্রকৃতির অধীন হইয়া বহুপ্রকার অপকার্য্য সাধন করে।

পাপাচরণের পর্য্যায় অনেক প্রকার। যথা—জীবহত্যা, আত্মহত্যা, চৌর্য্য-বৃত্তি, পরদার-হরণ, মিথ্যাচার, অপরের গৃহে অগ্নিদান ইত্যাদি। বড় বড় পাগল-চিকিৎসকগণ আজকাল বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু পাগলের ছিট্ আছে এবং যার যত বেশী পরিমাণে সেই-ছিট্ বর্ত্তমান থাকে, সে তত বেশী পরিমাণেই পাপাচারণ করে। উপরোক্ত পাপ-পর্য্যায়ের কার্য্যগুলি 'পাগল' না হইলে, কেহ আচরণ করিতে পারে না।

বর্ত্তমানকালে ইরাণ-দেশে যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহাতে ইংরাজ ও ফরাসী-দেশের পাগলামী বলিয়াই বড় বড় মনীষীগণ স্থির করিতেছেন। ইরাণদেশে ইংরাজ, ফরাসী, ইজরাইলগণের অগ্নি-প্রদান-কার্য্য পাপ-পর্য্যায়-কার্য্য-ক্রম। এ' কথা লর্ড রাশেল সাহেব তাঁ'র তথ্যপূর্ণ বিবৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র-দৃষ্টিতে আমরা এইগুলি মায়ারই প্রভাব বলিব। মায়ার প্রক্ষেপ আত্মিকা শক্তির অন্যতম কার্য্যই এই সকল ভোগময়ী যুদ্ধ-বিদ্রোহ। যাহারা অত্যন্ত অধিকভাবে মায়ার কবলিত হইয়াছে তাহারা নিরন্তর পাপাচরণ ভিন্ন আর কিছুই করিতে সমর্থ নহে। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত
সম্পাদক, ব্যাক্-টু-গড্হেড্

ভেটুরিয়ায় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

বিগত ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১০ জুন, বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা দিবসে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানান্তর্গত ভেটুরিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ননীগোপাল দাসাধিকারীর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহার ভবনে পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুত ননীবাবু সপরিবারে স্বামিজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত। ননীবাবু যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করত বিশেষ সমারোহ সহকারে এই উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে অভিষেক, পূজা, হোমাদি কার্য্য, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণাদি যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৬ই জুন ভেটুরিয়া হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বচক, পিছলদা ও কল্যাণপুর গ্রামে ২।১ দিন করিয়া অবস্থান করত ১৮ জুন, ৩রা আষাঢ় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। —নিজস্ব-সংবাদ

মস্তিষ্ক হইতে আবির্ভূত হইয়া এই গ্রন্থখানি ৪৬৬ চৈতন্যাব্দ শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী, অর্থাৎ ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সর্ব্বপ্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করিয়াছে।

সুবোধ-সাহার ষড়যন্ত্র ও অচিন্ত্য

আমরা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, সুন্দরানন্দ (সুবোধ সাহা) অনন্তবাসুদেব (পুরীদাস) ও হরিদাস দাস এই তিন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন দূরবর্ত্তী অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানাপ্রকার গ্রন্থাদি প্রকাশ করিতেছেন। এস্থলে তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থখানি ৩০ গোবিন্দ, ৪৬৪ গৌরাব্দের শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিতে (৯ই চৈত্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ৪৬৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী (১৬ই ফাল্গুন ১৩৫৭, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ দুই বৎসর পরে প্রকাশিত শ্রীহরিদাস দাসের "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা"র উল্লেখ কি-প্রকারে সম্ভবপর হয়?—তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! * তবে প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে জানা যায়, রাম জন্মিবার পূর্ব্বেই বাল্মীকি-মুনি "রামায়ণ" রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও "শ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষা" রচিত, সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইবার ২ বৎসর পূর্ব্বেই তাহা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থে 'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা'র উল্লেখ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে—"শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা" গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে "অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তবে উক্ত মঞ্জুষা-গ্রন্থ প্রকাশের যে দিন-তারিখ মুদ্রিত হইয়াছে, উহা ভুল বা মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিতে হয়। অথবা 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' পরে মুদ্রিত হইয়াছে, মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ ৪৬৪ গৌরাব্দ ছাপা হইয়াছে। অথবা "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থের ভূমিকার ১৵০ পত্রখানি ২ বৎসর পরে পূর্ব্ব পত্র বদল করিয়া সেইস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। অথবা উভয় গ্রন্থেরই মুদ্রন বা প্রকাশের তারিখ ঠিকই আছে—

* (এ সম্পর্কে "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থের ভূমিকার ১৵০ পৃষ্ঠার ২নং পাদ-টীকা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)। পাদ-টীকা যথা—"২। **শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা—শ্রীহরিদাস দাসেন প্রকাশিতা, ৪৬৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীধাম নবদ্বীপ।**"

ধরা হউক ? ইহার যে কোন যুক্তি অবলম্বন করা হউক না কেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এইপ্রকার অবৈধ কার্য্যের হাত হইতে কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ ইহা একটী দণ্ডনীয় অপরাধ। যাহা হউক আমরা ইহাকেই বলি—ষড়যন্ত্র, কৃত্রিমতা ও প্রকৃত সত্যের অপলাপ। তবে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে" যে-প্রকার মস্তিষ্ক-চালনার ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে '৪৬৪ গৌরাব্দে' '৪৬৬ গৌরাব্দের' ভবিষ্যৎ-উক্তিকে অতীতাব্দ বলিয়া প্রকাশ করাও একপ্রকার **'অচিন্ত্য'** ব্যাপার; এইপ্রকার অচিন্ত্য ব্যাপার লইয়াই তিনি 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ' বা **অচিন্ত্য-অভেদ-বাদ** প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য-মত-মঞ্জুষা ও শ্রী-শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে শ্রীহরিদাস দাসের "শ্রীচৈতন্য-মত-মঞ্জুষা"-নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও তাহার রচয়িতা শ্রীশ্রীল শ্রীনাথ-চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আলোচনা করিতেছি—

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী অদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য এবং কবি কর্ণপুরের গুরু বলিয়া প্রচার আছে। সুতরাং গুরু-পারম্পর্য্য ও কাল-বিচারে তিনি ছয় গোস্বামীর গৌরবের পাত্র ও কিয়ৎকাল পূর্ব্বে প্রকট ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার দীর্ঘায়ুঃ কল্পনা করিলে শ্রীল জীব গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা" শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত হইলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে "শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা"ই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম টীকা এবং এই টীকাই সকলের আদর্শ হইত। শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপগোস্বামী, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কেহই এই টীকার উল্লেখ করেন নাই বা এই টীকা হইতে কোন প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই। তবে এই টীকার উল্লেখ না থাকিলেও, ইনি যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত আচার্য্য ছিলেন, এ' বিষয়ে কাহারও কোনও মতভেদ নাই। কবি কর্ণপুর "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়" তাঁহাকে গুরু * বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনি সেন-শিবানন্দের পুত্র।

* গুরুং নঃ "শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়-বধূং
নুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতম্।
যদাস্যাদুন্মীলল্লিরবক বৃন্দাবনরহঃ-
কথাস্বাদং লব্ধ্বা জগতি ন জনঃ কোঽপি রমতে ॥৩॥

শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুর ছয় গোস্বামী হইতে বয়সে বড় হইলেও তাঁহারা সকলেই সমসাময়িক,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীনাথজী রূপ-সনাতনের গ্রন্থের কোনও উল্লেখ করেন নাই, বা তাঁহাদের কোনও গ্রন্থ হইতে প্রমাণও উদ্ধার করেন নাই,—অবশ্য করাও স্বাভাবিক নহে ; কারণ কালবিচারে ইনি

পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেন-বংশ-প্রদীপকম্।
বন্দেঽহং পরয়া ভক্ত্যা পার্ষদাগ্র্যং মহাপ্রভোঃ ॥৪॥
যে বিখ্যাতাঃ পরীবারাঃ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোঃ।
নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োশ্চ তেষামপি মহীয়সাম্।
গোপালানাঞ্চ পূর্ব্বাণি নামানি যানি কানিচিৎ।
স্ব-স্ব-গ্রন্থে স্বরূপাদ্যৈর্দর্শিতান্যাদি-সূরিভিঃ।
বিলোক্যান্যাদি সাধূনাং মথুরৌড়্র-নিবাসিনাম্।
গৌড়ীয়ানামপি মুখান্নিশম্য স্ব-মনীষয়া।
বিবিচ্যাম্রেড়িতঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিত্তানি লিখাম্যহম্।
নাম্না **'শ্রীপরমানন্দ-দাসঃ'** সেবিত-শাসনঃ ॥৫॥

অর্থাৎ, এই গৌরাঙ্গদেবের প্রিয়, ব্রাহ্মণ-বংশের চন্দ্র, জগতের অলঙ্কার ও রত্নস্বরূপ, **সেই "শ্রীনাথ"-নামক গুরুদেবকে নমস্কার করি**, যাঁহার বদন-বিনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবনের নির্জ্জনকেলি-কথাস্বাদ লাভ করিয়া জগতে কোন্ ব্যক্তি না আনন্দিত হইয়া থাকেন ? ॥৩॥

যিনি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি, আমার পিতা সেন-বংশ-প্রদীপ শ্রীশিবানন্দ সেনকে পরম-ভক্তিসহকারে বন্দনা করি ॥৪॥

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের যে-সকল বিখ্যাত পরিবার তাঁহাদের এবং মহানুভব গোপ-বংশীয়দিগের যে-সকল নাম, তাহা আদি-পণ্ডিত 'স্বরূপ' প্রভৃতি মহাত্মগণ স্ব-স্ব-গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, সেইসকল অবলোকন, তথা উড়িষ্যা-দেশীয় ও গৌড়ীয় সাধু মহাত্মাদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া সুবুদ্ধিদ্বারা বিবেচনাপূর্ব্বক মহানুভব কতিপয় সাধু ব্যক্তির বারম্বার অনুরোধ-ক্রমে **"শ্রীপরমানন্দ দাস"** (কবি কর্ণপুরের পূর্ব্বনাম) নামক আমি এই সংগ্রহ গ্রন্থ লিখিতেছি ॥৫॥

—(কবি কর্ণপুর-প্রণীত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা—বামদেবমিশ্র-কর্ত্তৃক চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত)

একটু পূর্ব্বকার মহাজন। রূপ-সনাতনও শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষার কোনও প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, ইহার উল্লেখও কোথাও করেন নাই। কোনও বৈষ্ণব আচার্য্যই ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। কেবল আধুনিক ১০।১২ বৎসরের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাইতেছে। আমরা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই ইহার উল্লেখ না দেখিয়া স্পষ্টই বলিতে বাধ্য হইতেছি—এই গ্রন্থখানি নবীন প্রস্তুত ও বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধ এবং সহজিয়া অপধর্ম্মের সংস্থাপন-কল্পে প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র। ইহার বিশুদ্ধতা ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে এবং শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর লেখা বলিয়া গ্রহণ করিতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। এইরূপ সন্দেহ করিবার আরও একটি কারণ আমরা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

"শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা"-নামক টীকাখানি ষড়যন্ত্র-কারিগণের কল্পনার মধ্যে যখন আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছিল, তখনই "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য" নামক আর একখানা 'ইতিহাস' প্রস্তুত হইতেছিল। পূর্ব্ব হইতেই উক্ত মঞ্জুষার ভিত্তিস্থাপন করা আবশ্যক মনে করিয়া ঐরূপ একখানা তথাকথিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাস (?) সঙ্কলন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। আমরা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে'র ১০ম পরিচ্ছেদে—চৈতন্য-যুগধর্ম্ম ১১০-১১১ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি—**'শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী ও শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা'**-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে শ্রীনাথজীর সম্বন্ধে কিছু লেখা না থাকিলেও এই কল্পিত মঞ্জুষাখানিরই পরিচয় বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় 'মঞ্জুষা-টীকা'খানি লিখিবার কল্পনা করিয়া তাহার একটি ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষেপ লিপি বা ইঙ্গিত এই ইতিহাস-গ্রন্থে পূর্ব্ব হইতেই ভূমি প্রস্তুত করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ভ্রমপূর্ণ সাহিত্যখানা ৪৬২ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত হয়। এবং ৪৬৪ গৌরাব্দে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' এবং ৪৬৬ চৈতন্যাব্দে 'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা' প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থই সমকালে রচিত। এবং লেখকগণ পরস্পর পরস্পরের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া উক্ত গ্রন্থাদি হইতে বাক্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন।

'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য'-গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় ১২ ছত্র হইতে ১৬ পর্য্যন্ত এস্থলে উদ্ধার করিতেছি—

"ইনি (শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী) প্রতি অধ্যায় প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই; কেবল যে-সব স্থলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকর্ষের ব্যাঘাত মনে করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। **কিন্তু**

দুঃখের বিষয় এই যে (১০।১৮।২৪) 'উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ' এই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—'ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরাজয়াৎ' শ্রীদামবহনেঽনৌচিত্যাচ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্তোককৃষ্ণ ইত্যর্থঃ, এই পঠাটী চৈতন্যমত বিরোধী, × × × ।"

৪৬২ চৈতন্যাব্দে ইহা মুদ্রিত করিয়া ৪৬৬ চৈতন্যাব্দে টীকা রচনাকালে ভাগবতের ১০।১৮।২৪ শ্লোকের টীকাটী 'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা'য় সন্নিবেষিত করিতে হরিদাস বাবুর একেবারেই বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে। একটা নূতন কিছু বিরাট্ ভাবে করিতে গেলে মাথা ঠিক রাখিয়া প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে লোকের জাল, তঞ্চকতা ধরা পড়িবে কি প্রকারে? দুঃখের বিষয় ভাগবতের 'উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ' (ভাঃ ১০।১৮।২৪) —এই শ্লোকার্দ্ধের টীকা হরিদাস বাবুর ৪৬৬ চৈতন্যাব্দে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষা গ্রন্থের মধ্যেত দেখাই যায় না, এমন কি, 'অষ্টাদশ' অধ্যায়ের উপরই কোনও টীকা রচিত বা মুদ্রিত হয় নাই—দেখা যাইতেছে। এই প্রকার বিবিধ বৈষম্য হইতেই প্রমাণিত হয় যে উহা শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর নাম দিয়া ষড়যন্ত্রকারি-গণের মহল্লা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত-প্রস্তাবে উহা কোনও প্রাচীন আচার্য্য-কৃত নহে।

শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষায় শ্রীল বিশ্বনাথের শ্লোক

এই টীকাখানি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য সংক্ষেপতঃ শেষ করিতেছি। হরিদাসবাবু 'শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা' টীকা রচনা করিবার সূত্র পাইলেন কোথায়? তাহার একটু অনুসন্ধান এ-স্থলে প্রয়োজন। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত মহাপ্রভুর মত সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত একটি শ্লোক বৈষ্ণব-সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। সেই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ-বর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

এই শ্লোক অবলম্বন করিয়াই দাসবাবু মঞ্জুষা রচনা করেন। এবং উক্ত মঞ্জুষা-নাম্নী টীকায় মঙ্গলাচরণ শ্লোকেই ঐ শ্লোকটীর একটু পাঠ পরিবর্ত্তন

করিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে পাদটীকায় * তাহার অপহৃত শ্লোকটীও মুদ্রিত হইল। তিনি সম্ভবতঃ বলিবেন যে উক্ত শ্লোকটী জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথই পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ত ঐ শ্লোকটী কোন পূর্ব্ব আচার্য্যের রচিত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই? সুতরাং তাহার ঐ প্রকার যুক্তি পণ্ডিত সমাজে কখনই গৃহীত হইবে না। যাহা হউক তিনি তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে গ্রহণ-যোগ্য করিবার জন্য অনেক চেষ্টা যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নিজনামে ঐরূপ সহজিয়া গ্রন্থও রচিত ও প্রকাশিত হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাহা কখনও গ্রহণ করিবেন না; সুতরাং অন্য নাম দিয়া অর্থাৎ প্রাচীন কোনও বৈষ্ণবের নাম উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ ছাপাইলে সকলের গ্রহণীয় হইবে এবং তাহাদের দলের সকলেরই অসৎ উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত

শিষ্টাচার-বিরোধ

আমরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই—যে-কোনও ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-রূপ শিষ্টাচার সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থের কথা ত দূরে থাকুক, বাংলা ভাষায় উপাসনা গ্রন্থেও শিষ্টাচার বর্জ্জিত হয় নাই। প্রত্যেক শুভকার্য্যেরই মঙ্গলাচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-কার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-কার শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর প্রভৃতি প্রত্যেক আচার্য্যই মঙ্গলাচরণমুখে তাঁহাদের স্ব-স্ব-ইষ্টদেবতার প্রণাম, কৃপা-প্রার্থনা বা জয়গান করিয়াছেন। তবে গদ্য-লেখকগণ শ্লোক বা পয়ার রচনা করিয়া

* আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রংভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থোমহা
নিত্থং গৌরমহাপ্রভো র্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত অংশই চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের স্বরচিত শ্লোকের সহিত পাঠ পরিবর্ত্তিত অংশ।

মঙ্গলাচরণ কোথাও কোথাও না করিলেও তাঁহাদের ইষ্ট বা পূজ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সকলেই করিয়াছেন।

আমরা সুবোধ বাবুর 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ'-গ্রন্থের প্রারম্ভে কোনরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। অবশ্য গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে "**শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ**"—এইরূপ একটি ছত্র অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাইতেছি; তবে ইহাই কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মঙ্গলাচরণ? তিনি উক্ত বাক্যটী যে শিষ্টাচার রক্ষা করিতে গিয়া মঙ্গলাচরণ করেন নাই—ইহাই আমরা এইস্থলে প্রদর্শন করিব।

'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ'-বাক্যের তাৎপর্য্য

'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ'-বাক্যের অর্থ,—শ্রীগুরু এবং শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যকাল জয়লাভ করিতেছেন, অথবা শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়লাভ করুন—এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সুন্দরানন্দবাবু উহা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাহার গ্রন্থ হইতে কোনও ক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না। এবং আমি ইহা বিশেষ জোর করিয়াই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তিনি উক্ত বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই উহা তাহার অসিদ্ধান্তপূর্ণ-গ্রন্থের শিরোভাগে স্থাপন করিয়াছেন। কপট দৈত্য-দানবগণ কিম্বা দেব-বিশ্ব-দ্রোহী অসুরগণ যে-প্রকার তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের গূঢ় অসৎ-উদ্দেশ্যগুলি গোপন রাখিয়া শিবাদি দেবগণকে তপস্যাদ্বারা মুগ্ধ করিয়া পরে সেই উপাস্য দেবগণকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে; সেইপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ওরফে সুবোধচন্দ্র সাহা মহাশয় "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" বাক্যটী ব্যবহার করিয়াছে। তিনি তাহার গ্রন্থের রচয়িতার নাম অর্থাৎ নিজনাম ব্যবহারেও যে-প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থপ্রতিপাদ্য-বিষয়েও সেরূপ অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি **'অচিন্ত্যভেদাভেদ'**-সিদ্ধান্তকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে এবং **'অচিন্ত্যাদ্বৈতবাদ'**-স্থাপনের চেষ্টায় 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ' নাম দিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার নিজনাম ব্যবহারে ছদ্ম-বেশ ও কৃত্রিমতা, গ্রন্থের নাম-ব্যবহারেও ছদ্ম-নাম ও কৃত্রিমতা, এমন কি তাহার সিদ্ধান্ত স্থাপনেও ছদ্ম-ভাব ও কৃত্রিমতা এবং সঙ্ঘের লোকগুলির মধ্যেও ছদ্ম-বেশ ও কৃত্রিমতা লক্ষ্য করিতেছি।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি সুবোধ সাহার গুরু কে? তিনি কাঁহার জয় গান করিতেছন? শ্রীগৌরাঙ্গ কে? তাঁহার সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন

কোথায়?—কাঁহার নিকট? আমরা তাঁহার পরিচয় পাইতে পারি কি? তিনি কি কাহারও নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছেন? তিনি কি দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন? বা তাহা লাভের কোনও উপায় করিয়াছেন? তাঁহার গুরুদেবের কোনও পরিচয় তাহার গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইবে কি? শ্রীগুরুদেবের নাম উল্লেখ করিতে হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস কিরূপ বিধান দিয়াছেন? তাহা তিনি জানেন কি? সেইরূপ বিধানে কাহারও নাম উল্লিখিত হইলেও আমরা ধরিয়া লইতে পারিতাম—যে সাহাবাবুর গুরুদেব 'অমুক' মহাজন। আধুনিক রামা-শ্যামা-যদু-মধুর নামের সহিত একপর্য্যায় শ্রীগুরুদেবের নাম উল্লেখ করিলে সকলের সহিত গুরুদেবও সমান হইয়া পড়েন—ইহা তিনি কি জানেন না? মঙ্গলাচরণ বা শিষ্টাচার কাহাকে বলে? তিনি কি শাস্ত্রীয় শিষ্টাচার শিক্ষা করেন নাই? যদি এইটুকুও শিক্ষা লাভ না করিয়া থাকেন, তবে গুরুতর বিষয়ে গ্রন্থাদি লেখার ভণ্ডামী না করাই উচিত ছিল। অসুর বা দৈত্যগণ অনেক কিছুই করিয়া থাকে—কিন্তু আমরা তাহাদিগকে হেয় চক্ষেই দেখিয়া থাকি। পূতনার ন্যায় মাতৃ-স্থানীয়া হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিষ-প্রয়োগ অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যবহার—এ-বিষয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে মতভেদ নাই। অসুরগণই পূতনার ধাত্রীগতি দেখিয়া অনন্ত-আনন্দ অনুভব করিয়া গরিমা বোধ করে। শুদ্ধ সারস্বত বৈষ্ণবগণ ইহাকে আসুরিক গতি বিচার করিয়া উপেক্ষা করেন; কিন্তু সহজিয়াগণ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পূতনার সেবায় নিযুক্ত হয়।

সাহাবাবুর গুরুত্যাগ সম্বন্ধে আমরা পরে উপযুক্ত স্থানে আলোচনা করিব। ভক্তিরাজ্যে যিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—তিনিই প্রসিদ্ধ গুরুসেবক। গুরুদেবের মতকে ধ্বংস করিয়া কোনও বিচার আজও ধর্ম্মজগতে স্বীকৃত হয় নাই। হরিবাবাজীর সেবা বা বাসুদেবের (পুরীগোস্বামীর) অকলে অবৈধ বিবাহের সেবা বা পরিপোষণ করা কোনও ধর্ম্মজগতই মানিয়া লইবে না। ঐরূপ কুৎসিৎ আচার যদি ধর্ম্মজগতে আদৃত হয়, তবে অধর্ম্ম অনাচার, অবৈধ ব্যবস্থা ও পাপ কাহাকে বলা যাইবে? হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি অসুরগণের পাণ্ডিত্যের কিছু অভাব ছিল না। ভাগবতে হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীর নিকট হিরণ্যকশিপুর উপদেশ আলোচনা করিলেই তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'লঙ্কাবতার'-সূত্রে 'তথাগত বুদ্ধে'র সহিত দশানন রাবণের যে-সমস্ত বিচার হইয়াছিল তাহাতে অদ্বৈতবাদিগণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। প্রকৃত আচারহীন মস্তিষ্ক চালনাদ্বারা পাণ্ডিত্যই কি ভক্তি বলিয়া



৯ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৭ হৃষীকেশ, ৪৭১ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৬৪; ইং ১৭।৮।৫৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৬)

মৎস্যক-রূপ লয়োদ-বিহারিন্ বেদ-বিনেতৃ-চতুর্মুখ-বন্দ্য।
কূর্ম্ম-স্বরূপক মন্দর-ধারিন্ লোক-বিধারক দেব-বরেণ্য ॥১॥

সূকররূপক দানব-শত্রো ভূমি-বিধারক যজ্ঞ-বরাঙ্গ।
দেবনৃসিংহ হিরণ্যক-শত্রো সর্ব্ব-ভয়ান্তক দৈবত-বন্দ্যো ॥২॥

বামন বামন মানব-বেশ দৈত্য-বরান্তক কারণ-রূপ।
রাম ভৃগূদ্বহ সূর্জ্জিত-দীপ্তে ক্ষত্র-কুলান্তক শম্ভু-বরেণ্য ॥৩॥

রাঘব রাঘব রাক্ষস-শত্রো মারুতি-বল্লভ জানকী-কান্ত।
দেবকি-নন্দন সুন্দর-রূপ রুক্মিণী-বল্লভ পাহি-মনন্য ॥৪॥

দেবকি-নন্দন নন্দ-কুমার বৃন্দাবনাঞ্চন গোকুল-চন্দ্র ।
কন্দ-ফলাশন সুন্দর-রূপ নন্দিত-গোকুল বন্দিত-পাদ ॥৫॥

ইন্দ্র-সুতাবক নন্দক-হস্ত চন্দন-চর্চ্চিত সুন্দরী-নাথ ।
ইন্দীবরোদর-দল-নয়ন মন্দর-ধারিন্ গোবিন্দ বন্দে ॥৬॥

চন্দ্র-শতানন কুন্দ-সুহাস নন্দিত-দেবতানন্দ সুপূর্ণ ।
দৈত্য-বিমোহক নিত্য-সুখাদে দেব-সুবোধক বুদ্ধ-স্বরূপ ॥৭॥

দুষ্ট-কুলান্তক কল্কি-স্বরূপ ধর্ম্ম-বিবর্দ্ধন-মূল যুগাদে।
নারায়ণামল কারণ-মূর্ত্তে পূর্ণ-গুণার্ণব নিত্য-বিবোধ ॥৮॥

সুখতীর্থ-মুনীন্দ্র-কৃতা হরি-গাথা পাপ-হরা শুভ-নিত্য-সুখার্থা ।৯॥

———

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

হে বেদোপদেশক, চতুর্ম্মুখ-বন্দ্য, প্রলয়-সলিল-বিহারিন্! **মৎস্য-দেব**! হে মন্দর-ধারিন্! লোক-ধারক! দেব-বরেণ্য! **কূর্ম্ম-দেব** ॥১॥

হে ভূমি-উদ্ধারক! দানব-রিপো! যজ্ঞ-মূর্ত্তে! **বরাহ-দেব**! হে হিরণ্যকশিপু-বিনাশন! দেবগণ-বন্ধো! সর্ব্ব-ভয়ান্তক! **নৃসিংহ-দেব** ॥২॥

হে দৈত্যবর-রিপো! কারণ-রূপিন্! ব্রহ্মচারি-বেশ! **বামনদেব**! হে শম্ভু-বরেণ্য! প্রবল-প্রতাপ! ক্ষত্র-কুলান্তক ভৃগু-বংশধর! **পরশুরাম** ॥৩॥

হে মারুতি-প্রাণবল্লভ! রক্ষঃ-কুল-রিপো! জানকী-কান্ত! **রাঘব-দেব**! হে পাণ্ডব-বান্ধব, রুক্মিণী-বল্লভ, সুন্দর-মূর্ত্তে! **দেবকি-নন্দন** ॥৪॥

হে **বৃন্দাবন-বিহারিন্**! **গোকুলানন্দন**! পূজিত-চরণ! কন্দফল-ভোজিন্! সুন্দর-মূর্ত্তে! গোকুল চন্দ্র! **নন্দ-কুমার**! **দেবকি-নন্দন** ॥৫॥

হে **ইন্দ্র-সুত-পালক (অর্জ্জুনের রক্ষক)**, **নন্দক-হস্ত**, চন্দন-চর্চ্চিত, সুন্দরীগণ-নাথ, কমল-দল-বিলোচন, মন্দর-ধারিন্! গোবিন্দ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৬॥

হে চন্দ্র-শত-সুবদন! কুন্দ-সুহাস! দেবগণানন্দন! আনন্দ-পরিপূর্ণ! দৈত্য-বিমোহন। নিত্য-সুখাদি-সম্পন্ন। দেবগণ-জ্ঞানপ্রদ! **বুদ্ধদেব** ॥৭॥

হে দুষ্টকুল বিনাশন, ধর্ম্ম-বর্দ্ধন, সত্যযুগ-প্রবর্ত্তক, **কল্কিদেব**! হে নিত্য-জ্ঞান, পূর্ণ গুণ-সিন্ধো! **কারণ-রূপ**! বিশুদ্ধ-স্বরূপ! নারায়ণ! (আপনাকে বন্দনা করি) ॥৮॥

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মুনি-বিরচিত এই শ্রীহরিস্তোত্র পাপ-নাশন ও নিত্যশুভ সুখজনক ॥৯॥

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত-ভেদে দর্শন দ্বিবিধ

তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব-নিরূপণ-বিষয়ে যে বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহাকে দর্শন বলে। দর্শন দ্বিবিধ। দার্শনিক যে-কালে মনোবৃত্তি দ্বারা বাহ্য আকার, গুণ ও ক্রিয়া দর্শন করেন, সেই কালে তাদৃশ দর্শনকে খণ্ডাখণ্ড ভেদে প্রাকৃত দর্শন বলে। প্রকৃতির অতীত দর্শনের দ্রষ্টব্য বস্তু, জড়-জগতের ন্যায় ভোগ্য ও অচিৎ না হওয়ায়, চিৎধর্ম্ম-প্রভাবে স্বতন্ত্র-ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নশ্বর ও প্রাকৃত দার্শনিকের দর্শন হইতে অব্যক্ত থাকেন। অপ্রাকৃত দ্রষ্টব্যে স্বতন্ত্র-ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকায়, প্রাকৃত দার্শনিকের চেষ্টায় অপ্রাকৃত বস্তু দৃষ্ট হন না। অপ্রাকৃত বস্তু নিজ স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-ক্রমে প্রাকৃত-আবরণ-মুক্ত দার্শনিকের দৃগ্‌-গোচর হন। সুতরাং প্রাকৃত-দর্শন হইতে অপ্রাকৃত দর্শন ভিন্ন বা ভেদ দর্শন।

প্রাকৃত দর্শনের লক্ষণ; ও প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার

প্রাকৃত দার্শনিকগণ দার্শনিক ও দৃশ্যের মধ্যে জড়-ভেদ আছে বিচার করেন। প্রাকৃত দার্শনিক বলেন, দৃশ্য বস্তু-মাত্রেই প্রাকৃত, ভোগ্য বা জড় এবং জড় ও চিতের মধ্যে দৃশ্য-দ্রষ্টার অভাবে নিত্য সমন্বয় নির্ব্বিশেষ অবস্থিত। প্রাকৃত দার্শনিকের সম্বল প্রাকৃত প্রত্যক্ষ। তাঁহারা আরও বলেন, প্রাকৃত পরোক্ষ তাঁহাদের দর্শনের অন্তর্গত। প্রাকৃত দার্শনিক প্রাকৃত প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃত পরোক্ষ দৃশ্য-বস্তুর ভেদাভাবকে অপরোক্ষ সংজ্ঞা দিয়া অপ্রাকৃতত্বের সহিত সমন্বয় করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত অপরোক্ষের স্বতন্ত্র-চিন্ময়তা-হেতু তাঁহার প্রাকৃত চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় অপ্রাকৃত অপরোক্ষকে জড়-বিশেষ-রহিত তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মোটের উপর, অচিৎ দৃশ্যের দার্শনিক নিজের জড়মিশ্র ভাবাপন্ন অবস্থা হইতে যে অপরোক্ষের ধারণা করেন, তাহাতে জড়-জগতের ভেদ-বুদ্ধির

হেয়ত্ব অবস্থিত। প্রাকৃত অপরোক্ষানুভূতি কাল্পনিক, অচঞ্চল মনোধর্ম্মে অবস্থিত। অর্থাৎ ভোক্তৃবুদ্ধিতে ভোগের আবাহনের অন্যতম বিষয়।

অপ্রাকৃত বস্তু নির্ম্মল অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়

অপ্রাকৃত বস্তু নির্ম্মল ; তাহাতে জড়ের দেশ-কাল-পাত্রজ দোষের সম্ভাবনা নাই। তাহা নিত্যসত্ত্বাযুক্ত, কেবল চেতন-বৃত্তি-বিশিষ্ট ও অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ-তাৎপর্য্যময়। কেবল-চেতন-বৃত্তিবিশিষ্ট পরমার্থ-বস্তু মিশ্র-চেতনের ভোগ্যবস্তু হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, মনের দ্বারা তাহা বিজ্ঞেয় নহে। অর্থাৎ স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য বস্তু নহে। বস্তুটী জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য-সমূহের অন্যতম না হওয়ায় প্রাকৃত দর্শন তাঁহার অমল পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্যানন্দ বিরাজমান। সেখানে জড়-নির্ব্বিশেষের লক্ষ্য বস্তু ব্রহ্ম আভাসরূপে লক্ষিত হইলেও তাহা অনন্ত, অবিকুণ্ঠ-বিশেষের অন্যতম মাত্র। প্রাকৃত দার্শনিক অপ্রাকৃত সবিশেষ তত্ত্বকে নিজ ভোগ্য-বস্তু জ্ঞান করায়, জড়-ভোগপর মনের অপরোক্ষ বিচারেও বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইতে পারেন না।

জীব অণু-সম্বিৎ ও তাহার বদ্ধ ও মুক্তাবস্থা

কিন্তু যে-কালে অবিমিশ্র বিভু-চিতের নিকট তাঁহার অচিৎ-মিশ্র অণু-সম্বিৎ উন্মুখ হইবার চেষ্টা করেন, সেই কালে ভোগ্য জড়মিশ্র ভাব পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার নিজ অচিদনুভূতিগ্রাহ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর থাকে না। বিশুদ্ধ অণু সম্বিৎ জীব অবিমিশ্র বিভু-সম্বিতের দিকে অগ্রগামী হইলেই পরমাত্মা স্বতন্ত্র ইচ্ছা-শক্তিক্রমে অণু-সম্বিৎকে নিত্য দৃশ্যরূপে দর্শন দেন। যে-কাল পর্য্যন্ত অশুদ্ধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অচিতের অন্যতম জ্ঞানে পরমাত্ম-দর্শনে বদ্ধজীব ধাবমান্ হন, তৎকালাবধি পরমাত্ম-বস্তু দৃশ্যরূপে তাঁহার অধিকৃত বিষয় হন না। দৃশ্য-বস্তুর নিত্য-কামনা-পুরণই অণু-সম্বিতের বিশুদ্ধ কামনা। অণু-সম্বিৎ যে-কালে বিভু-সম্বিতের কামনা অবহেলনপূর্ব্বক স্বীয় অণু-চেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহার করিতে গিয়া বিভু-বিমুখ জড় ভোগপর হন, তখনই তাঁহার জীবাত্ম-নিজত্বে বৈষ্ণবেতর প্রতীতি উপস্থিত হয়।

বৈষ্ণবেতর প্রতীতিতে প্রাকৃত মনেন্দ্রিয়গত বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রকাশিত

বৈষ্ণবেতর প্রতীতির মূল-ভূমি প্রাকৃত মন এবং অস্ত্র-শস্ত্র ভোগপর জড়েন্দ্রিয়-সমূহ। সেই কালেই অণু-সম্বিতের ভগবদ্বস্তুর মায়াশক্তি-পরিণতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই সবিশেষ, নিত্য, চিদানন্দ তত্ত্ব বলিয়া ভ্রান্তি ঘটে। অণু-সম্বিতের

নিজত্বে বৈষ্ণব প্রতীতি দ্বারা বিষ্ণু দৃষ্ট হন। সবিশেষ বিষ্ণু বস্তুই বৈষ্ণবের নিত্য চিদানন্দ বৃত্তি-ত্রয়ের আরাধ্য। অবৈষ্ণব প্রতীতিতেই জড়-নির্ব্বিশেষ বৌদ্ধ-বাদ প্রতিষ্ঠিত। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদে অজড়-নির্ব্বিশেষ-বাদের জড়চেষ্টাদ্বারা কল্পনা দেখা যায়। জড়াজড়-নির্ব্বিশেষ-বাদেও গৌণভাবে ভোগ-কামনা বর্ত্তমান। সবিশেষ বিভু-বস্তুর নিত্য কাম অণু-সম্বিতের নিত্য কামের সহিত অভিন্ন।

বদ্ধ-জীবের ও মুক্তজীবের অবস্থা ও তাহাদের কৃত্য

যে কালে জীবাত্মা পরমাত্ম-ভক্তি-রহিত হ'ন, তৎকালেই তিনি বিষ্ণু-মায়ার রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দ অর্থাৎ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিয়া লইয়া ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। অণু সম্বিৎ জীবাত্মার বৈকুণ্ঠ-সেবন-বৃত্তি নিত্য, কেবল চিন্ময় ও অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময়ী। জীবাত্মার মাপিয়া লইবার বৃত্তিই পরমাত্ম-বিমুখতা। সচ্চিদানন্দ বস্তুকে মায়ানির্ম্মিত নিজ জড়ভোগময় আধার বলায় তাহা কুবিচার মাত্র। সেব্য ভগবানে সর্ব্বতোভাবে সেবন-বুদ্ধিতে নিত্য অবস্থিত হইয়া সেবকাভিমানেই সবিশেষ বিষ্ণুর কামনা বা প্রীতি জীবের নিত্যশুদ্ধ চিদানন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। জড়ানন্দ বা প্রাকৃতিক দার্শনিকের লক্ষিত প্রেম কখনই বিষ্ণুপ্রীতির সহিত সম বস্তু নহে।

ভগবদ্-দর্শনের বাধা-নিরসনকল্পে গৌরসেবা

প্রাকৃত নির্ব্বিশেষ দার্শনিক এবং অপ্রাকৃত-নির্ব্বিশেষ দার্শনিক উভয়েই বিষ্ণু-প্রীতির অনুসন্ধান না করিতে পারিয়া, জড়েন্দ্রিয়-চালিত হইয়া স্বীয় মায়িক ভোগ বা ত্যাগকেই বহুমানন করেন। ভগবান্ স্বীয় করুণাময় রূপ না দেখাইলে কেহই তাঁহার মধুর কামদেব-মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হন না। ইতর বাসনা আসিয়া জীবকে শ্যামসুন্দর-দর্শনে বাধা দেয়, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের উদার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির দর্শন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাতেই মধুর চেষ্টার মুরলী নিঃস্বন প্রকৃত্যতীত জীবের অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে জীব-মনের সমাধি দিবে। জীবের নির্ম্মল মন নিত্য বৃন্দাবনে লীন হইলেও কামদেবের বাসনা হইতে অন্য বাসনায় চালিত হইয়া অনিত্যকালে বিপথগামী হয় না।

সাধন-ভজনের দার্শনিক-ক্রম

সম্বিতের বিভিন্ন প্রকাশমালায় কৃষ্ণ-জ্ঞানের পারতম্য আবদ্ধ। পরমাত্ম-জ্ঞান সেখানে পূর্ণাপূর্ণ বিচারে অসম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুর সান্দ্র-তারল্য-বিচারে অস্ফুট বা তরল। এ'-সকল কথা অণু-সম্বিৎ জীব স্বীয় ব্রাহ্মণতার উন্নতিক্রমে সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন আরম্ভ করিলেই চরমকল্যাণ লাভ করিবেন।

নিত্যবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানে ব্রাহ্মণ অনেক সময় নির্ব্বিশেষে প্রাকৃত দর্শনে আবদ্ধ থাকিয়া যোগী হইতে অসমর্থ হন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া পরমাত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলে তিনি যোগী হইতে পারেন, আবার সততযুক্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রেম-সেবায় নিযুক্ত হইলে বৈষ্ণবতা পর্য্যন্ত নিজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীবমাত্রই সচ্চিদানন্দ বৈষ্ণব, কিন্তু সেবন-ধর্ম্মের হ্রাস হওয়ায় যোগী, এবং রহিত হওয়ায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানপর ব্রাহ্মণ, পরে অবনত হইয়া তাঁহার সগুণ ব্রাহ্মণতা হয়।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সঙ্গ-ত্যাগ

'সঙ্গ-ত্যাগ—প্রবন্ধের সূচনা

'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে—উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, সঙ্গ-ত্যাগ ও সদ্‌বৃত্তি (সাধু জীবন ও সাধু প্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে 'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য' ও 'তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন'-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'সঙ্গ-ত্যাগ'-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিবিধ দুঃসঙ্গ—চারিপ্রকার

সঙ্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ 'সংসর্গ' ও 'আসক্তি'। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মাগণ ভক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন-সহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। (ঐ প্রকার) সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা গীতায় ;—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্‌ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি-নাশো বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (২।৬২-৬৩)

ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন হইতে জীবের অবিদ্যা-দোষ ও দুঃসঙ্গ

এই ভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, অতি অল্পে অল্পে তাঁহার 'আসক্তি' বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে —জীব চিন্ময়; মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা-দোষে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎ-প্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্য সঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধ-অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ, যোষিৎ সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। **চিৎসঙ্গ-মাত্রই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ।** বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয় বিষয় বিচার করিতেছি।

চতুর্ব্বিধ দুঃসঙ্গ মধ্যে (১) অভক্ত সংসর্গ-বিচার ; তন্মধ্যে অভক্ত কাহারা ?—জ্ঞানিগণ

প্রথমেই অভক্ত সংসর্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত ন'ন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন যে,—'আমিও জ্ঞান-বলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞান-বলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত ব্রহ্ম-জ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তি-বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানীমাত্রেই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধন-কালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, (কিন্তু) তিনি সিদ্ধি-কালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্যা ভক্তি বা ঈশানুগত্যের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটী সম্প্রদায় করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধ-ভক্তির অবস্থা-ভেদ মাত্র। তাহা কেবল ভগবৎ প্রসাদে শুদ্ধ-ভক্তগণ (অনায়াসে) লাভ করিয়া থাকেন; যথা শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ :—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥

জ্ঞানবাদে আসক্তগণ অভক্ত

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বলিয়া যে একটী সাধন-ফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎ-সেবার দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদ লাভ, তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না।

কর্ম্মীগণও অভক্ত

কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন; অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে-কর্ম্মের নাম ভক্তি। যে-কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ-জ্ঞান দান করে, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মীগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য এই যে, কোনও প্রকার প্রাকৃত সুখলাভ হউক। স্বার্থপর কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। অতএব, কর্ম্মী ব্যক্তিকে অভক্ত বলা যায়।

যোগী, বহুদেব-দেবী-পূজক, নৈয়ায়িক, বিষয়ীগণ সকলেই অভক্ত

যোগীগণ কোন-স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন-স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়।

বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায়, তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্ বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র, তাঁহাদের ত কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত মধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্ত-দিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধি-নাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাঁহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

যোষিৎ-সংসর্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ—ত্যাগী-পক্ষে

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎ সংসর্গ। যোষিৎ সংসর্গও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই :—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

'স্ত্রী-সঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। যাঁহারা গৃহ-ত্যাগী তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-মাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং, যোষিৎসঙ্গ-ত্যাগ বলিলে, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-লোকের সহিত কথোপকথন নিষেধ হইয়াছে। যথা, প্রভু-বাক্য ঃ—

ক্ষুদ্র-জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষিয়া ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)

বৈষ্ণবী স্ত্রী-সম্বন্ধে (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৪২)—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।

স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈল প্রভু-দরশন।

যোষিৎ-সঙ্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ—গৃহী-পক্ষে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি ঃ—গৃহস্থ-ব্যক্তি পর-স্ত্রী বা বেশ্যা-সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুমোদিত সংসর্গ-ব্যতীত অন্য-প্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈণ-ভাব একবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্ত-ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ (রঘুনন্দন-কৃত উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত কুল্লুকভট্ট-ভাষ্য)—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-রূপ ত্রিবর্গ-সাধন

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক। সেই গৃহিণীর (সহিত) একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারিপ্রকার, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই **'ধর্ম্ম'**; শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম **'অধর্ম্ম'**; সেই সমস্ত বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ-ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম **'অর্থ'**। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই 'অর্থ'। সেই সমস্ত 'অর্থ' ভোগের জন্য **'কাম'**। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটীকে **ত্রিবর্গ** বলে। কর্ম্ম-চক্রে ভ্রাম্যমান্ মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ সাধন করাই স্মার্ত্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রিদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ-সাধন করিবেন। তীর্থ-

যাত্রাদি-কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে-পর্য্যন্ত পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা-ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি ?

মোক্ষ ও তাহার সাধন

মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুই প্রকার অর্থাৎ 'অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি' ও 'চিৎসুখ প্রাপ্তি'। শুষ্ক-জ্ঞান বা মায়াবাদ যাহাদের ধর্ম্ম জীবনকে নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ। বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁহাদের হৃদায় স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব—গৃহীই হউন বা গৃহ-ত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী।

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কৃত্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া, স্বীয় গৃহিণীর সহিত এক-যোগে সকল কার্য্য করেন। সকল-কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ-জীবনে তাঁহার যোষিৎ-সংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ স্ত্রী-সঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব, তিনি একবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (১।৯-১০, ১৩-১৪) সূত-গোস্বামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব গৃহস্থের নিয়মটীকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; যথা :—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কাম-লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ (২।৯-১০)
অতঃ পুংভির্দ্বিজ-শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরি-তোষণম্॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥ (২।১৩-১৪)

গৃহীগণের সংসারে নির্ব্বেদের জন্যই কর্ম্ম কর্ত্তব্য

তাৎপর্য্য এই যে—বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ত্রিবর্গ-ধর্ম্মের প্রাধান্য-রূপে উপদেশ আছে। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি 'ধর্ম্ম-শাস্ত্র' রচনা করিয়াছেন। কর্ম্মীগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

এই ভগবদ্ বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবর্গিক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুষ্ক-জ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। বহু জন্মার্জিত সুকৃতি-বলে ভগবৎ-কৃপা লাভ করত যাঁহাদের ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। ইহাঁরাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ্য-ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন, এবং সেই অর্থ ভোগ-বিষয়ে যে কাম প্রাপ্ত হন, সে-সমস্তই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশে হয় না, কিন্তু চিৎ-স্বরূপ জীবের ভক্তি-অনুকূল পবিত্র জীবন-যাত্রার সহিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এইস্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থ-বৈষ্ণব-জীবন-যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎ-প্রসাদ-লাভের উদ্দেশে গৃহস্থ-জীবনে সাধন করিবেন। **যখন তাঁহার গৃহ তৎ-সাধনে প্রতিকূল হইবে, তখন তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন।**

গৃহস্থের নির্ম্মলতার জন্য ত্রিবর্গ-সাধন

সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ-ধর্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্য-শরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণীও তদনুগতা অন্যান্য-স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে সর্ব্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোনপ্রকার অবৈধ আচরণ থাকে না; অতএব, তাহাতে যোষিৎ-সঙ্গ হইবে না। অতএব, গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষে যোষিৎ-সঙ্গ একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে 'সংসর্গ-রূপ সঙ্গ' পরিত্যাগ করিবেন।

আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ,—তন্মধ্যে প্রাক্তন জ্ঞান-সংস্কারাসক্তি বিচার

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। 'সংস্কারাসক্তি' ও 'জড়-দ্রব্যাসক্তি'-ভেদে আসক্তি দুইপ্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। 'প্রাক্তন' ও 'আধুনিক'-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়া-বদ্ধ হইয়া অনাদি কাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা

জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন-সংস্কার। সেই সংস্কারকে স্বভাব বলা যায়। যথা গীতায় (৫।১৪)—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥

"অনাদি-প্রবৃত্তা প্রধান-বাসনাত্র স্বভাব-শব্দেনোক্ত-প্রাধানিক-দেহাদিমান্ জীবঃ কারয়তি কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বম্" ইতি—(শ্রীবলদেব) ভাষ্যকারঃ।

পুনশ্চ (১৮।৬০)—

স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥

জ্ঞান-সংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে গীতা (১৪।৬) বলিয়াছেন; যথা—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চানঘ ॥

তত্র (শ্রীলদেব) ভাষ্যকারঃ—"'জ্ঞানবহং, সুখ্যহম্'—ইতি অভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি।"

এই প্রকার স্বভাব-জনিত কর্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভূত সংস্কার-প্রসূত-আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ উদয় হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদী-দিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সাক্ষীগোপাল

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণের তীর্থে যেতে হ'ল মন,
'বড়-বিপ্র' ধনী পরম কুলীন 'ছোট-বিপ্র' মূর্খ দীন।
গয়া, বারাণসী, প্রয়াগাদি হেরি' মথুরা আসিলা দোঁহে,
তথা গোবর্দ্ধন নয়নাভিরাম পালিছেন সবে স্নেহে ॥১॥
দ্বাদশ বনানী হেরি' অবশেষে আইলা শ্রীবৃন্দাবন,
কেশী-তীর্থ আর করি' স্নান সমাপন;—
মিলিল উভয়ে কালিয়-হ্রদেতে দেবতা-দেউলে পশি'
শ্রীগোপাল আগে

ব্রহ্ম যাঁর পায়　　মধুর মূরতি　　কোথাও কি আছে হেন,
নিবেদিয়া মন　　প্রভুর চরণে　　পূত হ'ল দোঁহে যেন।
পাঞা মনে সুখ　　রহি কত দিন　　বিশ্রাম লভি' তথা,
বিপ্র-মধ্যে দুই　　এক বৃদ্ধ-প্রায়　　অন্য বিপ্র নব-যুবা ॥৩॥

'বড়-বিপ্র' লাগি'　　'ছোট-বিপ্র' সদা　　সেবা করে অহরহঃ,
কৃষ্ণ-প্রিয় জনে　　কৈলে সেবা মনে　　নাশ পাইবে কু-গ্রহ।
সেবায় সন্তুষ্ট　　'বড়-বিপ্র' ভক্ত　　তন্তোষ করিতে তায়,
স্বকন্যা দানিতে　　যোগ্য পাত্র তাকে　　প্রতিশ্রুতি দিতে চায় ॥৪॥

'ছোট-বিপ্র' কয়—　　"শুন মহাশয়　　তুমি বিপ্র মহাজ্ঞানী,
আমি অকুলীন　　ধনাদি বিহীন　　নাহি কোন মানে মানী।
তোমার কন্যার　　হইবারে বর　　যোগ্য নহি আমি কভু,
হরি-সেবা লাগি　　তোমা' প্রীতি করি　　এই মাত্র জানি' প্রভু" ॥৫॥

'বড়-বিপ্র' কয়,—　　"নাহিক সংশয়,　　নিশ্চয় দিব যে কন্যা,
দুহিতা আমার　　লভি' হেন বর　　হবে সে জীবনে ধন্যা।"
'ছোট-বিপ্র' কহে—"বুঝ ভাল মনে　　আছে তব বহু জ্ঞাতি,
স্ত্রী-পুত্র-সব　　বহুত বান্ধব　　দিবে কিনা সম্মতি ॥৬॥

তাহারি প্রমাণ　　রুক্মিনীর পিতা　　ভীষ্মকের ইচ্ছা মনে,
যশোদা-দুলাল　　ব্রজের গোপাল　　কৃষ্ণে কন্যা সমর্পণে।
পুত্রের বিরোধে　　নারিলেন দিতে　　কন্যা-রত্ন কৃষ্ণধনে,
তেমতি তোমার　　হতে পারে বাধা　　মোরে কন্যা সম্প্রদানে" ॥৭॥

বড়-বিপ্র কহে,—　　"মোরে করে মানা　　আছে হেন কোন্ জন,
ভর্ৎসি' সবারে　　অর্পিব তোমারে　　কন্যা মোর নিজ-ধন"।
'ছোট-বিপ্র' কহে,—　　"যদি তব মন　　মোরে কন্যা সমর্পিতে,
গোপাল-সমীপে　　এ' সত্য বচন　　কহ অশঙ্কোচ চিতে" ॥৮॥

গোপালের আগে　　তেমতি ব্রাহ্মণ　　কহিল,—"জান ত' প্রভু,
'ছোট-বিপ্রে' মুই　　অর্পিব কন্যায়　　শুনিব না মানা কভু"।
'ছোট-বিপ্র' তবে　　ঠাকুরের আগে　　কহে,—"তুমি সাক্ষী হ'লে,

এত কহি উভে চ'লে গেলা দেশে পশিলা আপন ঘর,
তীর্থ বাক্যটীরে সত্য করিবারে 'বড়-বিপ্র' সকাতর।
স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতি বন্ধু-কুটুম্বাদি সবারে একত্র করে,
বৃত্তান্ত সকল কহিতে লাগিল শুনি' সবে লাজে মরে ॥১০॥

গোষ্ঠি সবে তার করে হাহাকার জাত-কুল যাবে নাশ,
'নীচে কন্যা দেয়' শুনিলে সবাই করিবে যে উপহাস।
বিপ্র বলে,—"আমি অন্যথা না জানি তীর্থে গিয়েছিনু যবে,
ধর্ম্মের বিধান দিব কন্যাদান কথা যারে দি'ছি তবে" ॥১১॥

জ্ঞাতি-লোকে কয় ত্যজিব তোমায় জাতির সর্ব্বনাশ,
স্ত্রী-পুত্র কহে মরি বিষ খেয়ে দেখি' তব কত আশ!
বিপ্র কহে—"সে যে সাক্ষী বোলাইঞা ন্যায় করিবেক স্থিতি,
জিতি' কন্যা ল'বে ধর্ম্ম ব্যর্থ যাবে আমি হ'ব হেয় অতি" ॥১২॥

পুত্র কহে,—"পিত! সাক্ষী তো প্রতিমা সেও অতি দূরদেশে,
চিন্তা কর এবে সে কি সাক্ষী দিবে? ধর্ম ব্যর্থ যাবে কিসে?
কহিও সবারে এ' মিথ্যা-বচন স্মরণ হয় না এবে,
তব বিস্মরণে ন্যায় ভাবি' মনে জিনিব সে-বিপ্রে তবে" ॥১৩॥

শুনি' বাণী হেন, চিন্তিত ব্রাহ্মণে বন্দি' গোপাল-চরণ,
কহে,—"রক্ষ প্রভু ধর্ম্ম হ'তে মোরে মৃত্যু হ'তে নিজ-জন।
এ দুই রক্ষায় লইনু শরণ তোমার চরণে আজি,
তুমি তো হে জান কন্যা-দানে মম হয়েছিনু সেথা রাজি" ॥১৪॥

আর-'দিন ভক্ত সেই 'লঘু-বিপ্র' আসি' কহে নমস্কারি',—
"তীর্থে গুরুবর কৈলে অঙ্গীকার এবে ধর্ম্ম রাখ তা'রি"।
শুনি' হেন বাণী রহে বিপ্র মৌনী, পুত্র তার হ'ল বাম,
কহে—"রে অধম হইয়া বামন ধরিবে কি অংশুমান্" ?১৫॥

ল'য়ে ঠেঙ্গা হাতে ব্রাহ্মণে বধিতে ধাইল সত্বর অতি,
ভীত বিহ্বলা বিপ্র চ'লে গেলা কৈল কথা লোক-প্রতি।
আর দিন সবে ডাকি' 'বড়-বিপ্রে' কহে,—"এ কি সুবিচার!

বিপ্র কহে,—"শুন মোর নিবেদন স্মরণ তো কিছু নাই,
কি বলেছি কবে 'ছোট-বিপ্রে' এবে কন্যা-রত্নে দিব তাই"।
পাঞা বাক্যছল প্রগল্‌ভ পুত্র কহে সম্মুখে আসি',—
"তীর্থ-যাত্রা-কালে পিতার সকাশে ছিল বহু ধন রাশি ॥১৭॥

তা' দেখি' উহার হৈল বড় লোভ ধুতুরা সেবনে তাঁরে,
করিল পাগল ধন লুটি' নিল কহে,—'চুরি কৈল চোরে'।
এবে কহে পুনঃ— 'দিয়াছে বচন প্রাপ্য তার কন্যা-ধনে,'
কহো তো সবাই যোগ্য কিবা হয় হেন পাত্রে কন্যা দানে" ?১৮॥

শুনি' সবে ভাবে ইহাও সম্ভবে ধন-লোভে ধর্ম্ম ছাড়ে,
'ছোট-বিপ্র' বলে—"এ মিথ্যা বচন কহে ন্যায় জিনিবারে।
সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বিপ্র বলে মোরে কন্যা দিবে,
আত্মীয় বান্ধব জাতির নিষেধ সে সকলি উপেক্ষিবে ॥১৯॥

মুই কৈনু তবু তুমি যে পণ্ডিত পরম কুলীন ধনী,
আমি কোথা দীন নীচ কুল-হীন কন্যার অযোগ্য গণি।
তথাপি ব্রাহ্মণ কহে বার বার তোমা' কন্যা দিনু মম,
দ্বিধা ত্যজ চিতে করহ স্বীকার নাহি পাত্র তব সম ॥২০॥

তবে কহিলাম— 'এ সত্য বচন কহ গোপালের কাছ',
দৃঢ় মনে তবে কহিল গোপালে কন্যা দিনু একে আজ।
সাক্ষী করি' তাঁরে কয়েছিনু—'প্রভু ঘটে যদি পরমাদ,
সাক্ষী বোলাইব কভু না ছাড়িব জেনো ইহা বড় সাধ' ॥২১॥

আজিও সেথায় আছেন গোপাল পরম পুরুষ হরি,
যাঁহার ভাষণ মানে ত্রিভুবন পরমসত্য করি'"।
'বড়-বিপ্র' কয়,— "যদি সত্য হয় পারি কন্যা সমর্পিতে,
যদি দয়াবান্ গোপাল স্বয়ং আসে হেথা সাক্ষী দিতে" ॥২২॥

পুত্র ভাবে মনে প্রতিমা সাক্ষী কভু না আসিবে হেথা,
রয়েছে সম্মতি আমারো ইহাতে করেছেন যাহা পিতা'।
'বড়-বিপ্র' ভাবে নিশ্চয় আসিবে দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ নিজে,
করিবে প্রমাণ ভক্তের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম যায় যদি পিছে ॥২৩॥

কি করিবে হায় তবু সে বলিল অসত্য বচন সবে,
স্ত্রী-পুত্র যবে চাহে মরিবারে উপায় কি আছে তবে !
'ছোট-বিপ্র' কহে,—"লিখ সর্ব্বজনে, দোঁহার সম্মতি লয়ে,
যেন বচনের ঘটে না'ক ফের পুনঃ কন্যা-দান লয়ে ॥২৪॥

বিপ্র কহে পুনঃ শুন সর্ব্বজন ধর্ম্ম-পরায়ন ইনি,
জ্ঞাতি-মৃত্যু ভয়ে স্ববাক্য ছাড়িয়ে ক'ন লট-পটী বাণী।
ইহাঁরই পুণ্যে ভগবান্ কৃষ্ণে সাক্ষী বোলাইমু আমি,
তবে এ বিপ্রের প্রতিজ্ঞা রাখিব যাহা সত্য করি' মানি" ॥২৫॥

নাস্তিকেরা সবে করে উপহাস কেহ কেহ বিশ্বাসে,
তবে সে ব্রাহ্মণ গেলা বৃন্দাবন ব্রহ্মণ্য-দেবের পাশে।
দণ্ডবৎ করি' কহে বিবরণ,— "কি উপায় প্রভু হয়,
মিনতি আমার এ দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ কৃপাময় ॥২৬॥

নাহি মনে সুখ কন্যা পা'ব বলে বরং হিয়া দুঃখ পায়,
তব কাছে কিছু নাহি তো অজানা বিপ্রের প্রতিজ্ঞা যায়।
দেহ সাক্ষী তুমি হে জগৎ-স্বামী ! রক্ষ ব্রাহ্মণের পণ,
যদি না সাক্ষী দেও তা'রি পাপ হয় করি তাই নিমন্ত্রণ" ॥২৭॥

বিপ্রে কহে কৃষ্ণ,— "গিয়া স্বভবন সভা করি' পুজো মোরে,
হৈয়া আবির্ভাব সাক্ষী দিব সেথা কয়েছ যা' মোর দো'রে"।
বিপ্র কহে,—"তুমি হও চতুর্ভুজ না হবে প্রতীতি তবু,
প্রতিমা চলিলে মানিবে সকলে সাক্ষী যে সাক্ষাৎ বিভু" ॥২৮॥

কৃষ্ণ কহে,—"মুই প্রতিমা কোথাও চলে কভু নাহি শুনি",
বিপ্র কহে তবে,— "প্রতিমা-স্বরূপে কহ কেন তুমি বাণী ?
তুমিই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন নহ তো প্রতিমা কভু,
বিপ্র লাগি' কর অকার্য্য সাধন পদ-ব্রজে চল প্রভু" ॥২৯॥

হাসিয়া গোপাল কহে,—"শুন বিপ্র ! যা'ব তব পাছে পাছে,
নূপুর ধ্বনিতে প্রতীতি করিবে চাহিবেনা কভু পাছে।
যদি চাহ ফিরে র'ব সেথা ধীরে কভু না যাইব আর,
এক সের অন্ন দেহ, খাঞা যাব ত্যজি' এ দেউল-দ্বার" ॥৩০॥

তবে আর দিন　　করিলা গমন　　বিপ্র-পাছে শ্রীগোপাল,
নূপুরের ধ্বনি　　বাজে রণ-রণি　　বিপ্র হর্ষে বিহ্বল।
করায় ভোজন　　সে-অন্ন উত্তম　　করি' পাক নিজ হাতে,
এইমত ধীরে　　এলো দেশে ফিরে　　সাক্ষী চলে বিপ্র-সাথে ॥৩১॥

গ্রাম সন্নিকটে　　চিন্তিলা অন্তরে　　এবে তো পশিব গ্রামে,
সাক্ষাতে হেরিতে　　সাধ যায় মনে　　না হয়, রবে এ-স্থলে।
—এত চিন্তি' বিপ্র　　চাহিল ফিরিয়া,　　হাসিয়া গোপাল কহে,—
"যাহ তুমি ঘর　　র'ব অতঃপর　　এসো গ্রাম্যসবে লয়ে" ॥৩২॥

তবে সেই বিপ্র　　প্রবেশি' নগরে　　কহিল বৃত্তান্ত সবে,
আইল সব লোকে　　সাক্ষী দেখিবারে　　কে দেখেছে হেন কবে!
দেখিয়া গোপালে　　বিস্মিত সকলে　　হ'য়ে হরষিত অতি,
গোপালের আগে　　হৈয়া দণ্ডবৎ　　জানায় বিনম্র নতি ॥৩৩॥

গোপাল-সমক্ষে　　কৈল কন্যাদান　　'বড়-বিপ্র' 'ছোট-বিপ্রে',
ত্রিভুবন-রাজ　　সাক্ষী দিলা আজ　　কৃপা করি' দুই বিপ্রে।
কহিলা ঈশ্বর　　দোঁহে,—"মাগ বর　　সন্তুষ্ট হৈলাঙ আমি,
তোরা দোঁহে মোর　　সুপ্রিয় কিঙ্কর　　হৈনু তাই অনুগামী" ॥৩৪॥

কহে দুই বিপ্র　　প্রফুল্ল অন্তরে,—　　"দয়া তব সবে জানে,
যদি দেহ বর　　রহ অতঃপর　　সেবি তোমা' এই স্থানে"।
রহিলা গোপাল　　হইয়া সন্তোষ,　　দুই বিপ্রে সেবা করে,
সে-দেশের রাজা　　দেখিতে আসিয়া　　তথায় মন্দির গড়ে ॥৩৫॥

'সাক্ষী-গোপাল'　　নাম খ্যাতি হৈল　　বিদ্যানগরে বাস,
সেবা অঙ্গীকরি'　　চিরকাল ধরি'　　হাসেন মধুর হাস।
উৎকল-রাজ　　শ্রীপুরুষোত্তম　　সে-দেশ জিনিয়া রণে,
রাজ-সিংহাসন　　অনেক রতন　　লুটি' আনিল স্ব-স্থানে ॥৩৬॥

গোপাল-চরণে　　মাগে ভক্তিবশে　　চল মোর রাজ্যে হরি,
ভক্ত-আবদারে　　কহিলা গোপাল,—"ভক্ত-ইচ্ছা সদা পূরি"।
তবে সে রাজন্　　করিল স্থাপন　　কটকে গোপাল-সেবা,
সিংহাসন খানি　　জগন্নাথে দানি'　　লভিলা তৃপ্তি যেবা ॥৩৭॥

মহিষী তাঁহার আইলা একদা শ্রীগোপাল দরশনে,
প্রভুর নাসায় মুকুতা পরাতে বাসনা জাগিল মনে।
"যদি ছিদ্র হৈত এ-দাসী পরা'ত মুক্তা ঠাকুরের নাসে",—
চিন্তিয়া অন্তরে নমস্করি' ফেরে হেরে স্বপ্ন রাত্তি-শেষে ॥৩৮॥

"বাল্যকালে মাতা ছিদ্র কৈল নাসা"—হাসিয়া গোপাল কহে,
"তাহে যত্নভরে পরা'ত মুকুতা সেই ছিদ্র আজো রহে।
হের গিয়া সেথা পরাহ মুকুতা যদি তব সাধ মনে,
ভক্ত-বাঞ্ছা তবু অপূরণ কভু রাখি না'ক কোনখানে" ॥৩৯॥

স্বপ্ন হেরি' রাণী অত্যাশ্চর্য্য বাণী রাজারে কহিলা তবে,
রাজা সাথে তিনি লৈয়া মুক্তামণি আইলা দেউলে সবে।
ছিদ্র নিরখিয়া ঠাকুরের নাসে মুকুতা পরা'ল তায়,
হৈয়া হরষিত কৈল উৎসব সবে প্রভু-কৃপা পায় ॥৪০॥

সেই হ'তে প্রভু কৃপালু গোপাল 'সাক্ষীগোপাল' নাম ধরি',
আছেন কটকে মহানন্দে সুখে ললিত বিগ্রহ ধরি'।
ভক্তের লাগিয়া অকার্য্য সাধিয়া প্রতিমা-স্বরূপে আসি',
প্রভুজী শিখান সাক্ষী ভগবান্ হাসেন অলক্ষ্যে বসি' ॥৪১॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

একাদশীর-জন্মকথা (২)

পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মার পরিচয়

সুপ্রজ্ঞা বলিলেন—সর্ব্বাগ্রে **পুণ্যাত্মা প্রাণিগণের কথা** বলিতেছি। পুণ্যবন্ত জীবগণের যম-পুরী-গমনের পন্থা সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব-বর্জ্জিত। পথিমধ্যে কোনস্থানে গন্ধর্ব্ব-কন্যাগণ গান গাহিতেছেন, কোথাও সুকোমলা অপ্সরীগণের নৃত্য, কোথাও বীণাবাদ্য, কোনস্থানে পুষ্পবৃষ্টি, কোন জায়গায় শীতল বালুকা, শীত নীর-বিশিষ্ট জলপ্রপাত, কোনখানে গন্ধর্ব্বগণ স্তুতি পাঠ করিতেছেন, কোথায়ও প্রফুল্ল পদ্ম-পুষ্প-শোভিত দীর্ঘিকা বা সুচ্ছায়া-বিশিষ্ট পাদপ ;—এই প্রকার সুন্দর মার্গে পুণ্যাত্মগণ কেহ রথে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ হাতীতে অলঙ্কার-মণ্ডিত হইয়া দিব্য ছত্রাতপ-তলে যম-পুরীতে গমন করেন। কাহাকেও

দেবাঙ্গনাগণ চামর ব্যজন করেন, কোন কোন ব্যক্তি দেবর্ষি-ঋষি-কর্ত্তৃক স্তুত হইতেছেন—কেহ কেহ নিজ অঙ্গের জ্যোতিতে দশদিক্ আলোকিত করিয়া চলিতেছেন। কেহ পায়স, কেহ সুধাপান, কেহ দুগ্ধ, কেহ-বা ইক্ষুরসাদি, কেহ দধি, কেহ মধুপান করিতে করিতে চলিতেছেন। যমরাজ তাহাদিগকে দেখিয়া নারায়ণ-তুল্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইয়া সম্ভাষণ করেন। চিত্রগুপ্ত এবং যম-কিঙ্করগণও নারায়ণ-তুল্য-বপু হইয়া থাকেন। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে মধুর-ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া দিব্য অন্নাদি ভোজন করাইয়া বলেন,—আপনারা নরক-ক্লেশ-ভয়ে যে শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎ-প্রভাবে পরম উন্নত স্থানে গমন করুন। এই বলিয়া যমরাজ সেই প্রাণীসকলকে পরম-ধামে প্রেরণ করেন।

অতঃপর **পাপাত্মগণের গতি** শ্রবণ করুন। তাহাদের মার্গ ৮৬ হাজার যোজন দীর্ঘ, অতি দুঃখ-প্রদ ও দুর্গম। কোথাও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, কোথাও সন্তপ্ত কর্দ্দম, কোনস্থানে শিলাবৃষ্টি, অঙ্গার বৃষ্টি, উল্কা বৃষ্টি, কোথাও অত্যন্ত উষ্ণ, কোনস্থান তৃণাবৃত অন্ধকূপাচ্ছন্ন, কোথাও কণ্টক বৃক্ষ, নারাচ তুল্য কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ, দুরারোহ পাষাণ-শ্রেণী, কোথাও গাঢ় অন্ধকার, কোনস্থানে শোণিত বৃষ্টি, কোথাও দুর্গন্ধ মাংসরাশি, অস্থিরাশি স্তূপীকৃত, কোন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর জন্তুসকল গর্জ্জন করিতেছে;—এইরূপ বহু ক্লেশপূর্ণ ছায়া-জল-শূন্য ভয়ঙ্কর পথে প্রেতসকল 'নিজ নিজ দুষ্ট কর্ম্ম-চিন্তা করিয়া' অনুতাপ করিতে করিতে যাইতেছে। যমদূতগণ কাহারও গলায়, কাহারও বাহুতে, কাহারও নাসিকায়, কর্ণরন্ধ্রে চর্ম্মপাশে বন্ধন করিয়া অঙ্কুশ প্রহার করিতে করিতে টানিয়া লইতেছে। কাহারও কাণে গুরুভার পাষাণ ঝুলাইয়া, কাহারও শিশ্নাগ্রে লৌহখণ্ড বাঁধিয়া দিয়া—কাহারও কর্ণে, পায়ে, বাহুতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিতেছে। কাহারও গ্রীবাদেশে কর-প্রহার করিতে করিতে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করত লইয়া যাইতেছে। কেহ ঊর্দ্ধপদে অধঃশির হইয়া, কেহ পায়ু সাহায্যে, কেহ একপদে গমন করিতেছে। তাহারা আসিলে ধর্ম্মরাজ দিব্য-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ত্রিংশৎ যোজন দীর্ঘ বাপীসদৃশ ধূম্রবর্ণ লোচন, মহাতেজা প্রলয়-কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জনশালী, বৃক্ষসদৃশ লোমবিশিষ্ট নাসারন্ধ্রে উষ্ণশ্বাস প্রবাহকারী মহিষারূঢ় হইয়া ক্রোধে নয়ন রক্তবর্ণ ও অট্টহাস্য সহকারে বিরাজ করেন। চিত্রগুপ্ত ও যম-কিঙ্করগণেরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হয়। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে কালদণ্ডে তাড়ন করিতে করিতে বলেন,—রে পাপিষ্ঠ! দুরাচার! অবিবেকী!

মস্তকোপরি দণ্ডদাতা আমাকে না জানিয়া আত্মপীড়াকর অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত ফল গ্রহণ কর। আমি পুণ্যাত্মগণের বন্ধু ও পাপাত্মদিগের রিপু। তোমরা কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে, পাপানুষ্ঠান করিলে দুঃসহ নরক ভোগ করিতে হইবে? তোমরা এ সকল মিথ্যা মনে করিয়া বিদ্যা-ধন-বয়োমদে মত্ত হইয়া দুরাচার করিয়াছ; এখন দুষ্ট-কর্ম্মের ফল ভোগ কর—ক্রন্দন করিয়া কি লাভ হইবে? তৎপরে যমরাজ চিত্রগুপ্তকে আজ্ঞা করেন—ইহাদের পাপসকল বর্ণন কর।

চিত্রগুপ্ত আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত পাপানুষ্ঠান বর্ণন করিলে, পাপিগণ যমপাশ-যন্ত্রিত অবস্থায় বলে—আমরা যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার সাক্ষী কে? কে আপনার নিকট ঐ সকল নিবেদন করিল? আমাদের যদি কোন শুভাশুভ কর্ম্মের কেহ দ্রষ্টা থাকেন, তবে বলুন। তখন যমরাজ হাস্য করত সাক্ষীসকলকে আহ্বান করিলে সূর্য্য, চন্দ্র, অনল, অনিল, আকাশ, পৃথিবী, জল, তিথিসকল, দিন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম—সকলে উপস্থিত হইয়া পাপীদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলের যথাযথ অনুষ্ঠান ফলাদি বর্ণন করেন। পাপীসকল তাহা শুনিয়া ভীত ও কম্পিত-হৃদয়ে মৃতবৎ অবস্থান করে।

ধর্ম্মরাজ দন্ত কড়মড় করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তাড়ন করেন। সেই পাতকী সকলও নিজ কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে থাকে। যমাদেশে কিঙ্করগণ পাপীসকলকে বিভিন্ন নরকে নিক্ষেপ করে। কাহাকেও অসিপত্রবনে, কাহাকেও লালাভক্ষ্য স্থানে, কাহাকেও বিষ্ঠাগর্ত্তে, কাহাকেও তপ্ত কূপে, তুষাগ্নিতে অস্থিপূর্ণ হ্রদে বা কণ্টকপূর্ণ গর্ত্তে নিক্ষেপ করে। কেহ নিজ মাংস ভক্ষণ, কেহ মল ভোজন, শুক্রপান, রক্তপান, মূত্রপানাদি করে। কাহাকেও সর্প-গর্ত্তে, জলৌকা-গর্ত্তে, দংশক-মশকাদি-পূর্ণ স্থানে ফেলিয়া দেয়। কাহারও মুখে, নাকে, কর্ণরন্ধ্রে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দেয়। কাহাকেও জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে, কাহাকেও নারাচতুল্য শয্যায়, তপ্ত কর্দ্দমে, শমন-কিঙ্করগণ শোয়াইয়া থাকে। কাহারও গলায় পাষাণ বাঁধিয়া পূঁজ-রক্তপূর্ণ গর্ত্তে নিক্ষেপ করে। কাহারও কাহারও মস্তক পাষাণোপরি আছড়াইতে থাকে, কাহারও চক্ষু তীক্ষ্ণ বড়িশের দ্বারা উৎপাটন করে, কাহারও নাকে বৃশ্চিক পূরিয়া দেয়, কাহাকেও বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া বৃক্ষতলে আগুণ জ্বালাইয়া পোড়ায়, কাহাকেও ধূম্র পান করায়, কাহাকেও হেঁটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে দীর্ঘকাল ঝুলাইয়া রাখে, কাহাকেও বা মুষল-মুদ্গরাদি দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাড়ন করে; তাহারা প্রহার ফলে রক্ত বমন

করিতে থাকে। কোন পাপীকে পূতিগন্ধময় মশকপূর্ণ অন্ধকার গৃহে রাখিয়া দেয়। কাহাকেও ভস্ম ভোজন, কাহাকেও কৃমি ভক্ষণ, কাহাকেও দুর্গন্ধ মাংস ভক্ষণাদি করাইয়া থাকে। কাহারও চক্ষু বড়িশাদি দ্বারা উৎপাটিত করায়। কাহাকেও ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি জন্তুদ্বারা ভক্ষণ করায়। উগ্রবিষ-সর্প কাহাকেও দংশন করে। কোনও পাপীকে ভূতলে শয়ন করাইয়া তপ্তলৌহ, পাষাণাদি দ্বারা যন্ত্রণা দেয়। কাহারও শ্বাসবায়ু নিরোধ-জন্য মুখে বা নাসিকায় বস্ত্র পূরিয়া দেয়। কাহারও কেশে ধরিয়া মহীতলে নিক্ষেপ করে—কাহাকেও পদাঘাত করিয়া তাড়না করে। কোন কোন পাপীকে চিল, গৃধ্রাদি পক্ষীসকল গ্রাস ও উদ্‌গীরণ করিতে থাকে। কোন কোন পাপীকে বিকৃত-বদন রাক্ষসের খড়্গতুল্য নখদ্বারা শরীর বিদীর্ণ করাইতে থাকে। কাহাকেও ক্ষারজল সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন ও পান করায়। কাহাকেও শয়ন করায়। কাহাকেও পিত্ত পান, কাহাকেও স্নুহীক্ষীর (মনসাগাছের ক্ষীর) পান করায়। কাহাকেও শয়ন করাইয়া বক্ষে পর্ব্বততুল্য গুরুভার পাষাণ চাপাইয়া দেয়। কাহারও গ্রীবায় ও গলদেশে দুই খণ্ড দীর্ঘ কাষ্ঠ ধরিয়া দৃঢ় পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখে। কোন পাপীর নাকে বড়শিদ্বারা আকর্ষণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কাহাকেও বৃক্ষশাখায় চাপাইয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিতে থাকে।

এইরূপে পাপী ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর হইয়া পাপফল ভোগ করিতে করিতে 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে চীৎকার করিতে থাকে। দীর্ঘকাল পাপ ভোগ করিয়া পাপ-শেষ ভোগের জন্য পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ব্যাধি-পীড়িত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, দুঃখী, পরসেবক, অতিমূর্খ, পরহিংসা-পরায়ণ, অল্পায়ু, অল্পমতি, কু ভার্য্যা-পতি প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করত কায়মনোবাক্যে নিরন্তর পাপ কার্য্য করে,—এবং পুনরায় নরকে গমন করে। নারকীদের কোনদিন নিষ্কৃতি হয় না। এজন্য কাহারও পাপকার্য্য করা উচিত নহে।

এইরূপে পাপীদের দুর্গতি দর্শন করিয়া আমরা দুইজনে রথে চড়িয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলাম। কোটি-কল্পকাল তথায় বাস ও অখিল সম্পদ উপভোগ করিয়া রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। **এ-জন্মে একাদশী-ব্রত আচরণ ও তন্মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া সুখমৃত্যু লাভ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিব।**

একাদশীর সমান কোন ব্রত জগতে নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বে একাদশীব্রত

অনুষ্ঠিত হইয়া যখন আমাদের এইরূপ গতি হইয়াছে, তখন ভক্তিভাবে এই ব্রতানুষ্ঠানের ফল বর্ণনাতীত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪০ পৃষ্ঠার পর)

যে সাধু ভাগবত পড়েন, তাঁর সঙ্গ কর্‌তে হ'বে। যে উদর-ভরণে ব্যস্ত, তার সঙ্গ কর্‌তে হ'বে না। আত্ম-নিবেদন না হ'লে ভাগবত শোনা যায় না। ভাগবত পড়লে 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপম্'-বিচার বুঝতে পার্‌বে। ভাগবতে কৃষ্ণভক্তি-রস বর্ণিত আছে। রূপানুগত্যেই তাহা লভ্য হয়।

বেদের প্রপক্ক ফল যে ভাগবত, তাঁর গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন যোগ্য ক'রে (প্রথম) তিনটি শ্লোক পড়লেই হয়। তা' হলে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে সংশ্লিষ্ট 'যাবানহং যথা ভাবঃ', 'অহমেবাসমেবাগ্রে', 'ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত', 'যথা মহান্তি ভূতানি', 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে **সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার**; **অভিধেয়-বিচারে** 'স বৈ পুংসাং পরো-ধর্ম্মঃ', 'ভক্তি-যোগেন মনসি' এবং **প্রয়োজন-বিচারে** 'আসামহো চরণ-রেণু-জুষাং', 'তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি' প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহা আলোচনা করা হ'বে। ভক্তিরস ভাগবতের অভিধেয় বিচার। ভাগবত পড়া হ'লে আর অভক্ত থাক্‌বে না, জড়রস থাক্‌বে না, উজ্জ্বলরসে অধিকার হবে।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম তিনটি শ্লোকে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন। মহাপ্রভু বলেছেন—

বেদশাস্ত্র কহে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ-ভক্তি', 'প্রেম',—তিন মহাধন ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৩)

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সম্বন্ধ-বিচারে আমরা জানিতে পারি যে, সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ বহু ব্যক্তির সহিত কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধ। সম্বন্ধ নির্ণীত হবার পর, অভিধেয় বিচার অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার ফল প্রয়োজন। এই তিনটি তত্ত্বই ভগবানেতে আশ্রয় ক'রে আছে। বেদশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত বেদপ্রতিপাদ্য এই ত্রিতত্ত্বের

বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণন করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধ-বিচারে সেই অদ্বিতীয় বস্তু-বিষয়ের আলোচনা এবং অভিধেয়-বিচারে তাঁর প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজন-বিচারে প্রেমভক্তি-প্রাপ্তি বিচার করেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে যে শ্লোকটি আছে, তাহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।—

সর্ব্ব-বেদান্ত-সারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণম্।
বস্তু দ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্॥

সর্ব্ব-বেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবত। আর সেই ভাগবত—তন্নিষ্ঠ, অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ। ভাগবতনিষ্ঠ জনগণই অভিধেয় বিচারে সুনিপুণ। আর 'কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্' অর্থে প্রেমভক্তিই একমাত্র লভ্য পদার্থ। 'সর্ব্ববেদান্তসারং'—ভাগবত গ্রন্থকেই সকল বেদান্তের সার অর্থাৎ 'শ্রুতিসার' বলা হচ্ছে। বেদান্ত বলতে গেলে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসে—বেদের অন্ত অর্থাৎ চরম বুঝায়। আর সাধারণতঃ উপনিষদগুলি শ্রুতিমৌলি বেদান্ত। সেই বেদান্তের সার হচ্ছেন শ্রীমদ্ভাগবত। তাতে কি কথা আছে? না 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণং'—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ একই বস্তু। ভাগবত সেই ভগবদভিন্ন বিগ্রহ। উক্ত তিনপ্রকার ভাষায় সেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে বলা হয়। কিন্তু ভাষা ভিন্ন হলেও বস্তুটি এক। এই কথা ভাগবতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে সম্পূর্ণ-রূপে নিরাকৃত—সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। মানুষ মানুষের রচিত গ্রন্থ প'ড়ে দুর্গতি বরণ করছে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের আলোচনা না ক'রে ভ্রমে পড়ছে। শ্রীমদ্-ভাগবতের আশ্রয় না করাই দুর্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়, যে-কাল পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজ বস্তু ত্যাগ ক'রে অক্ষজ-বস্তুর সেবা বা ভোগ করতে দৌড়াই; ভক্তিমান্ না হয়ে নিজকে সেব্য জ্ঞান করি, তৎকাল পর্য্যন্তই অসুবিধা —দ্বিতীয়াভিনিবেশ। অচিন্ত্যভেদাভেদই ভাগবতের প্রতিপাদ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তব ধর্ম্মের উপদেষ্টা। ইহাতে বাস্তববস্তু বেদ্য এবং কৈতব-রহিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের একমাত্র ধর্ম্ম কথিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা কৈতব-রহিত ধর্ম্ম লাভ করা সম্ভব নয়। সংসারে ত্রিতাপের হস্ত থেকে যাঁরা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁদের শ্রীমদ্ভাগবতের আরাধনা ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু। ভাগবতের অধ্যয়নকারী, শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী এবং বিচারণপর ব্যক্তিই সদ্য-সদ্য ভগবদ্‌বস্তু লাভ করেন। সেই ভগবদ্বস্তুর প্রকাশ-মূর্ত্তিদের কথাও ভাগবতে আছে।

বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করতে হ'লে ভক্তিরস-পাত্র ভাগবতের নিকটই ভক্তিরস-শাস্ত্র ভাগবত পাঠ করুন। ভাগবতের নিকট ভাগবত শুনতে হ'বে। অভাগবত ভাগবত-পাঠের অনধিকারী। যে নিজেই ভাগবতের মর্ম্ম বুঝে না, অপরকে আর কি বুঝাবে? যদি বুঝ্‌ত তাহা হ'লে নিজেই ভাগবত হ'ত—ভাগবতকে আর পণ্য-দ্রব্য করতে সাহসী হ'ত না।

যাঁরা নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ ভগবৎ-কথায় জীবন যাপন না করেন—ভগবৎ-সেবার অনুশীলন না করেন, তাঁরা যত বড়ই হউন না কেন, সংসার হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে পারেন না। এ' কথা শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত অধোক্ষজ ভগবৎ-সেবার কথা বলিয়াছেন। সেব্য-সেবকের নিত্য স্থিতির কথা বলেছেন।

গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পঞ্চায়েৎ আখ্‌ড়ার লোক তা'দের প্রধান পূজ্য-বস্তু ব'লে নানা টীকা-টীপ্পনি রচনা ক'রে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সরল বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ কর্‌ছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার ক'র্‌তে গিয়ে তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার কর্‌ছে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলেছেন—

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥
× × × ×
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ॥
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত ॥
× × × ×
ভক্তি বিনু ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে,—"সে অধম কিছুই না জানে ॥"
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়। [চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৪,১৫,১৭,২০]

শ্রীমদ্ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে আর নাই। ইহা একটি গল্পের কথা নহে; মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুধাবন করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। ভাগবতের মত গ্রন্থ হয় নাই ও হইবে না। আমরা যে কথা বলিয়া থাকি, সেই 'সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পরকীয় বিলাসের' উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা এই ভাগবত-গ্রন্থে

প্রকাশিত হইয়াছে। দশমস্কন্ধে কৃষ্ণলীলার কথা বিবৃত হইয়াছে ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে নয়টি স্কন্ধ রচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? যে গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণলীলা, সেই গ্রন্থ স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলিবার জন্য তৎপূর্ব্বে নয়টি স্কন্ধ স্থাপন করিলেন। তাহাতে সংশয়, নাস্তিক্য, নিগুর্ণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত পারকীয় বিলাসের কথা দশমস্কন্ধে গোপীগীতা প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিলেন। 'ভাগবত' মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও ত অনেকে পাঠ করেছেন ; কিন্তু যাঁহারা রূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়া ভাগবত পাঠ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন—ব্যবসায়ী যে ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে শ্রীরূপানুগ-পন্থায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট পন্থায় ভাগবত-পাঠ আবৃত হয়।

মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা করবার পরও শ্রীব্যাসের যে অবসাদ ও শ্রীনারদের সেই অবসাদের কারণ নির্দ্দেশ, তন্মধ্যে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের কথার সম্যক্ আলোচনার অভাবেই শ্রীব্যাসের ঐ রকম অবস্থা হইয়াছিল। অনেকে মনে করিতে পারেন—ব্যাসদেব ত মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কথা যথেষ্ট বলেছেন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-কথা আলোচনার অভাব কিসে হল ? মহাভারতের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচিত হয়েছে তা' নারায়ণের কথা, বিষ্ণুর কথা। বিষ্ণুর যে আকর-মূর্ত্তি, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও পরম কারণ। অর্থাৎ নারায়ণের কারণ বলদেব, বলদেবের কারণ শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতে অভিধেয় বিচারেরও সুষ্ঠুতা প্রকাশিত হয় নাই। অর্জ্জুন-গীতায় সম্বন্ধজ্ঞানের কথা আছে ; অভিধেয়ের প্ররোচনা মাত্র আছে। কিন্তু সম্যগ্ভাবে বর্ণনা নাই। তাই ভারতার্থ নির্ণয়ের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার। শ্রুতির অধিকাংশ বাক্য-সমূহেই শান্তরসের কথা আছে। অশান্ত ভাব নষ্ট হয়ে গেলে এই শান্তরসের উদয় হয়। পারমার্থিক রাজ্যের প্রথম পথিকগণের পক্ষে এই শান্তরসই প্রথম পাঠ। শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে—সেই সকল কথা আরও অধিক প্রস্ফুটিতরূপে বিবৃত হয়েছে। শ্রুতির কথাই বোধ সৌকর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত ও বিস্তৃত হয়ে বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

পরলোকে শ্রীল পদ্মনাভ মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, ২৫শে মে ১৯৫৭, শনিবার কৃষ্ণ-একাদশী-তিথিতে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশোভন পদ্মনাভ মহারাজ ইহলীলা সম্বরণ করিয়া রাত্র ৮টার সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পরলোক গমন করেন। পদ্মনাভ মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীপতিচরণ ব্রজবাসী (দাসাধিকারী) বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত জনগণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশোভন পদ্মনাভ মহারাজ" নামে পরিচিত হন।

ইনি বহুপূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-কন্যা-আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজন করিবার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর-জেলার অন্তর্গত মেচাদা নামক রেলষ্টেশনের সন্নিকট একখণ্ড ভূমি সংগ্রহ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-সেবাশ্রম স্থাপন করেন। একাকী থাকিয়া ভজন করিতে গেলে সাধারণের নিকট এইরূপ আদর্শ মঙ্গলজনক হইবে না—বিবেচনা করিয়া তিনি ৮৬নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বসবাস করিয়া ভজন করিতে থাকেন। তিনি দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কোনপ্রকার ত্রুটী করেন নাই।

দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে, সোমবার তিনি শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে শয্যাশায়ী অবস্থায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার গৌড়ীয় সেবাশ্রমের গৃহ ও ভূমিখণ্ড ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের নামে একটী উইল সম্পাদন করিয়া সর্ব্বতোভাবে দান করেন। তাঁহার দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়বর্গকে সংবাদ দিবার কথা জানাইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। পার্থিব আত্মীয়স্বজন প্রকৃত 'আত্মীয়' শব্দবাচ্য নহে; পারমার্থিক জীবনে হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণই পরমাত্মীয়; পূর্ব্বাশ্রমের সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করাই সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য—ইহা তিনি স্বীয় জীবনে শিক্ষা দিয়াছেন। পদ্মনাভ মহারাজের দেহত্যাগের পর-দিবস হাস-পাতাল হইতে তাঁহাকে শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী এম. এ ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ

অধিকারী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় মোটরযোগে লইয়া গিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সমাধিস্থ করেন। আমরা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশোভন পদ্মনাভ মহারাজের নিকট তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদের ন্যায় দীন সেবকগণের প্রতি পরলোক হইতে যেন সর্ব্বদাই শুভদৃষ্টি রাখেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে বিগত ১২ই আষাঢ় ১৩৬৪, ইং ২৭শে জুন ১৯৫৭, বৃহস্পতিবার দিবসে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনার পর ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রথযাত্রা

১৩ই আষাঢ় শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন করেন। তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও শ্রবণ করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে সকলে মিলিত হইয়া **শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন** করেন। তৎপরে গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয় এবং অপরাহ্ণকাল হইতে পাঠ কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ই আষাঢ় শনিবার—শ্রীপুরীধামের রীতি-অনুসারে **প্রাতে** রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে লইয়া ভক্তগণ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন। বহির্দ্দেশ হইতে সমাগত এবং স্থানীয় ভক্তগণ ও জনসাধারণ বিপুল আনন্দে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি-সহকারে জগন্নাথদেবের রথাকর্ষণ করিতে থাকেন। "সেই ত পরাণ নাথ পাইনু, যাহা লাগি' মদন দহনে ঝুরি গেনু" প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে লইয়া গুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে উপস্থিত হন। শ্রীল জগন্নাথদেব এখানে অষ্ট দিবস অবস্থান করেন এবং 'রথযাত্রা নবদিনাত্মিকা'-বিচার অনুসারে নবম-দিবসে পুনর্যাত্রা করেন। **বৈষ্ণবগণ পুষ্যা-নক্ষত্রের প্রাবল্য বিচারে স্মার্ত্তগণের ন্যায় বৈকাল ২।১৭ মিনিটের পর ৩টা। ৩॥ টার মধ্যে রথযাত্রা করেন নাই। গৌড়ীয়-**

গণের রথ জগন্নাথের রথানুযায়ী হইবে। ইহাই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মত। এবৎসর শ্রীধাম মায়াপুরে স্মার্ত্তমতে নূতন রথ-যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ইহার আলোচনা পরে করিব।

১৪ই হইতে ১৭ই আষাঢ় পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরথযাত্রা প্রসঙ্গ কৃপাপূর্ব্বক আলোচনা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ১৫ই এবং ১৬ই আষাঢ় রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা আলোচনা করেন।

১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই বুধবার—প্রাতে গুণ্ডিচামন্দিরে যাইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **হেরাপঞ্চমী** লীলা পাঠ করা হয়। অদ্য অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সভাপতি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পরদিন ১৯শে হইতে ২১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রত্যহই তিনি অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগেন্দ্র সংবাদ হইতে অমূল্য শিক্ষাবলী কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করেন। এবং পরে রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন।

২২শে আষাঢ় রবিবার—অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শ্রীল জগন্নাথদেব পুনরায় রথারোহণ করেন এবং ভক্তগণকৃত মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-করতাল-ঘণ্টা-ধ্বনির মধ্যে ধীরে ধীরে গুণ্ডিচামন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকেন। পথিমধ্যে ভক্তগণ শ্রীল জগন্নাথদেবকে নানাপ্রকার অপূর্ব্ব ভোগ নিবেদন করেন। মাননীয় উকিল **শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** মহাশয় এ-বৎসর অসুস্থ থাকায় তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তাঁহাদের বাড়ীর সম্মুখে অর্চ্চনাদি ও ভোগ নিবেদন করেন। মাননীয় উকিল **শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়** মহাশয়ও জগন্নাথদেবের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করেন। স্বগোষ্ঠী **শ্রীযুত বলাইচাঁদ গুঁই** মহাশয়ও তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে জগন্নাথদেবের সেবায় বহু উপকরণাদি প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে জগন্নাথদেব সন্ধ্যাকালে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দিরে গমন ও সিংহাসনে আসীন হইলে পর বিবিধ বিচিত্র ভোগ-সামগ্রী সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করা হয়। অবশেষে রাত্র ৮টা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমাগত সহস্রাধিক ব্যক্তিকে সেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার

বিরাট আয়োজন

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা)

তাং—ইং ১৭।৮।৫৭

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীশ্রীমথুরাধামস্থ **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উর্জ্জব্রত** উপলক্ষে **শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন** করিয়াছেন। তজ্জন্য **২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর, বুধবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮টার ট্রেণে রিজার্ভ গাড়ীতে** যাত্রা করা হইবে। পথিমধ্যে **গয়া, কাশী, প্রয়াগ** প্রভৃতি দর্শন করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি— নিবেদক—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ

নিয়মাবলী ঃ—

১। **পত্র ব্যবহার ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী), পঃ বঙ্গ।**

২। উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমায় ন্যূনাধিক **৩০ দিন সময়** লাগিবে।

৩। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ,** হাওড়া ষ্টেশন হইতে **যাতায়াত ট্রেণভাড়া ও মোটর ভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **১৫০৲ টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

৪। **মোটর বাসে** পরিক্রমা হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ ব্যয় লাগিবে না।

৫। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যক বোধে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী লইবেন।

৬। যাত্রিগণ **৯ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বেই** দেয় ভিক্ষার মধ্যে **৫০৲ টাকা** ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট চুঁচুড়ার ঠিকানায় জমা দিবেন।

৭। অগ্রিম ৫০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী ১০০৲ টাকা ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর বুধবার—**বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে** হাওড়া ষ্টেশনে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীদ্বারকা-যাত্রিগণের পক্ষে ৩০০৲ লাগিবে।

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে (চুঁচুড়া) বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এ বৎসর ২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার—একাদশী তিথি হইতে ২৫শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট, শনিবার—পূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্ত ৫ দিন যাবৎ ঝুলনোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের ঝুলন-কক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলিত বিগ্রহ সুরম্য সুসজ্জিত সুপুষ্পাভরণে সুভূষিত সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বিবিধ বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা ঝুলনমঞ্চের অতীব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল।

এ বৎসরে ঝুলন-উৎসবের বৈশিষ্ট্য মধ্যে ঝুলন-প্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে জল-প্রপাত, সুদৃশ্য ফোয়ারা এবং তদ্দ্বারা কয়েকটী গোলক আকৃষ্ট হইয়া শূন্যে অবস্থিতি, বিবিধ বর্ণের গুল্ম-লতাদির দ্বারা সুসজ্জিত স্থানটী স্থানীয় দর্শক-বৃন্দের আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই দলে দলে দর্শক-বৃন্দ উদ্‌গ্রীব হইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি দর্শন করিয়া সেবার পরিপাটির প্রশংসা করিতেছিলেন। চুঁচুড়া সহরে এইরূপ অপূর্ব্ব ঝুলনোৎসব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

দেব-গন্ধর্ব্বাদি সেবকসকল-কর্ত্তৃক ঝুলনের নিত্যক্রিয়া সমাপন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের আনন্দ-বিধানই ঝুলন-উৎসবের নিগূঢ় উদ্দেশ্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই উৎসব অতি আগ্রহের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দেব-বিহিত ঝুলন ও গন্ধর্ব্ব-বিহিত ঝুলন শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরমোৎসাহ বিধান করিয়া থাকে। দেব-বিহিত ঝুলনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উৎসাহ নাই—এইরূপ বিচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সেবকগণের নহে, গন্ধর্ব্বাদি অন্যান্য জীবাত্মগণের কা কথা। শুদ্ধ জীবমাত্রই কৃষ্ণ-প্রীতি-বিধানে তৎপর।

মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দেবগণকেই প্রধান বৈষ্ণব বলিয়া বিচার করেন। কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্যপর বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহারা দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। সুতরাং জীবমাত্রই বৈষ্ণব, তন্মধ্যে দেবগণের অধিকার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে বহির্ভূত করিয়া দেওয়া চলে না। 'গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা' যাঁহারা সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করিয়াছেন এবং অন্যান্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, দেবগণ মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমেই

গৌর-লীলায় আবির্ভূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঔদার্য্য-রসের সেবক হইয়াছেন। সেই দেবগণই পরম-মাধুর্য্যরসে শ্রীকৃষ্ণলীলাতেও প্রকট ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নহেন, অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, এরূপ বিচার আমরা কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারি না। "অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ"-লেখক গুরুত্যাগী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ নামক জনৈক ব্যক্তি এইরূপ ভ্রান্তিময় বিচারে পতিত হইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অধোগতি বরণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবলদেবের আবির্ভাব

শ্রীশ্রীঝুলন-পূর্ণিমার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথি আমাদের হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতেছে। শ্রীগান্ধার্ব্বিকা-গিরিধারীর মিলন-প্রয়াসী সেবকগণের ঝুলনযাত্রা সমাপ্তি অনুভব করিতে গেলে একপ্রকার অপ্রাকৃত সেবা-সঙ্কোপনের স্মৃতি তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক হয়। এই স্মৃতির নির্ব্বেদ-হেতু শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভূত হইয়া সমুদয় ভক্ত-হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া থাকেন। বলদেবের আবির্ভাবে ভক্তগণ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" উপনিষদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলদেবাবির্ভাবের সাদর আহ্বান করিয়া থাকেন। এই আনন্দ-উৎসবে একনিষ্ঠ সেবকগণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবলদেবের বিজয়-উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই বলদেব-আবির্ভাব-পূর্ণিমাতিথি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরম আদরের এবং সর্ব্বোত্তমা উপাস্যা তিথি।

শ্রীবলদেব কৃষ্ণের ন্যায় বাসুদেব ও দেবকী-নন্দন। 'বাসুদেব' বলিলে বসুদেবের অপত্য শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ লক্ষ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বসু-দেবের অপত্য অর্থে শ্রীবলদেবকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে। সুতরাং 'বাসুদেব' বলিলে কৃষ্ণ এবং বলদেব উভয়কেই লক্ষ্য করা হয়। 'দেবকীনন্দন' বলিলেও তাহাই বুঝাইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অবতারী, শ্রীবলদেবও সেইপ্রকার অবতারী। যদিও শ্রীল জয়দেব গোস্বামী "দশাবতার-স্তোত্রে" শ্রীবলদেবকে অষ্টম অবতার-রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি অন্য সমস্ত অবতারই শ্রীবলদেব হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইজন্য শ্রীবলদেব মূল-সঙ্কর্ষণ বা মহা-সঙ্কর্ষণ। সুতরাং বলদেবও কৃষ্ণের ন্যায় অবতারী। শ্রীকৃষ্ণকে আচার্য্যবর্গ যেপ্রকার পরমেশ্বর বিচার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসদ্‌গুণ-সমষ্টি-স্বরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেইপ্রকার বলদেবও সর্ব্বসদ্‌গুণ-সমষ্টি-স্বরূপ। কৃষ্ণ যেরূপ দুষ্ট নিগ্রহ ও শিষ্টপালনকারী,

বলদেবও সেইরূপ দুষ্ট-বিনাশকারী ও শিষ্ট-রক্ষক। কৃষ্ণ ও বলদেবকে সূক্ষ্ম-বিচারের দ্বারা দর্শন করিতে গিয়া এবং তাঁহাদের উভয়ের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিয়া একই বলিয়া মনে হইলেও "তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তর-তম।" ইহাই ঈশ্বরের তারতম্যমূলক ঈশ্বরত্বের লীলা-বৈশিষ্ট্য বা লীলা-পার্থক্য। তজ্জন্যই ঈশ্বর-তত্ত্বে আয়ুধ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথিতে আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কথা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করিতেছি। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ। 'বলদেবাভিন্ন' বলিলে হৃদয়ের মধ্যে একপ্রকার পার্থক্যের ময়লা আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। তজ্জন্য তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ বলদেব' বলিয়া আচার্য্যবর্গ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ বলদেব হইলেও হলায়ুধ নহেন। ইহাই ঈশ্বরত্বের ঐক্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক লীলাগত ভেদ। এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুন্দরানন্দের ন্যায় অশুদ্ধ-হৃদয়ে ইহা **অচিন্ত্য**-অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর একটী শ্লোক স্মৃতিপটে জাগরূক হওয়ায় নিম্নে উদ্ধার করিলাম।—

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১)

শ্রীশ্রীবলদেব-জয়ন্তীর উপবাস

কেহ কেহ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথিকে 'জয়ন্তী' বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। এইরূপ বিচার আমরা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে করি। শ্রীবলদেব মূল-সঙ্কর্ষণ-স্বরূপে সমস্ত অবতার সকলের আশ্রয়-স্বরূপ হইলে অর্থাৎ তাঁহাকে বিষয়-বিগ্রহ-স্বরূপ গ্রহণ করিলে তাঁহার আবির্ভাব-তিথিকে **'জয়ন্তী'** বলিতে আপত্তি করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী, শ্রীগৌর-জয়ন্তী, শ্রীনৃসিংহ-জয়ন্তী, শ্রীনিত্যানন্দ-জয়ন্তী তিথিতে যে-প্রকার নিরম্বু উপবাস করিয়া আবির্ভাব-মুহূর্ত্তের পরে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ অনুকল্প গ্রহণই (অশক্তপক্ষে) স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইপ্রকার বিচার শ্রীবলদেব-আবির্ভাবেও স্বীকৃত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা জয়ন্তী-ব্রতের তারতম্য বিচার করিতে গিয়া "এই ভাল, এই মন্দ, এইসব ভ্রম"—এই ন্যায় বিচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সমুদয় মঠ-মন্দিরের অনুগত সেবকগণ সকলেই বিগত ২৫শে শ্রাবণ, ১০ই আগষ্ট, শনিবার সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীবলদেবের পূজা-অর্চ্চনাদি সমাপনান্তে কীর্ত্তন-মহোৎসবের পর (অশক্তপক্ষে) অনুকল্প স্বীকার করিয়াছেন। এবং তৎপরদিবস রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩৩ মিনিট মধ্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা সমাপন করিয়া পারণ করিয়াছেন।

———

গৃহীত হইবে ? মস্তিষ্কের ব্যায়াম বা কসরৎ করিয়া চার্ব্বাকের ন্যায় কতকগুলি যুক্তি তর্ক সৃষ্টি করিতে পারিলেই কি ভক্তি হইবে ? সনাতনও শাস্ত্রের প্রমাণ তুলিয়া কথা বলে ;—তাই বলিয়া তাহার বাদ-বিতণ্ডাই কি সাধকগণের গৃহীত হইবার যোগ্য ? শাস্ত্রকারগণ আচারহীন প্রচারের কোনও মূল্য দেন নাই। বাবুকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

সুতরাং দীক্ষা-সংস্কারাদি শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়া অনার্য্য হইয়া লাভ কি ? 'গুরু ছাড়ি গৌরাঙ্গ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।"—এই ন্যায়টী কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ভুলিয়া গেলেন ?

প্রকাশকের মঙ্গলাচরণ

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" বাক্যটী যে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। ইহা আমি পূর্ব্বে প্রমাণ করিলেও এসম্পর্কে আরও দুই একটী কথা নিবেদন করিব। তিনি গুরু-সেবামূলা ভগবদ্ভক্তির বিনাশ-সাধনের জন্য ত্রিশূল-স্বরূপ যে গ্রন্থত্রয় রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" ব্যতীত অপর দুইখানি গ্রন্থের * প্রথমেই গ্রন্থ-শিরোনামার শিরোদেশে উক্ত "শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" বাক্য মুদ্রিত করিয়াও তৎপরে গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, "শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ" অথবা "শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ" প্রভৃতি বাক্যসমূহ মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিজেও গ্রহণ করেন নাই। যদি উহাই মঙ্গলাচরণ বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব হইত, তাহা হইলে অপর দুইখানি গ্রন্থে পৃথক্ করিয়া গ্রন্থারম্ভেই মঙ্গলাচরণ করিতেন না। সর্ব্বত্রই শিষ্টাচার রক্ষার জন্য শাস্ত্রকারগণ ও মহাজনগণ সকলেই মঙ্গলাচরণ করিবার রীতি রক্ষা

* 'গৌড়ীয়-দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য' ও 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর'—৪৬৭ গৌরাব্দ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয়-মিশন রেজিষ্টার্ড-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

করিয়াছেন। এমন কি, গ্রন্থ-প্রকাশকগণও প্রকাশ-কার্য্যে বিঘ্নবিনাশের জন্য মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। গ্রন্থ-শিরোনামার পূর্ব্বে অনেকস্থলেই ঐরূপ উক্তি দেখা যায়। উহা সর্ব্বত্রই প্রকাশকের মঙ্গলাচরণরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে, গ্রন্থ-কর্ত্তার নহে। 'শ্রীগণেশায় নমঃ', 'শ্রীসীতারামাভ্যাং নমঃ', 'শ্রীরাধা-কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ', 'শ্রীহনুমতে নমঃ', 'শ্রীশিবায় নমঃ', 'শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ', 'শ্রীনারায়ণায় নমঃ', 'শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ', 'শ্রীগুরুচরণারবিন্দাভ্যাং নমঃ' এবং বর্ত্তমান আলোচ্যগ্রন্থে 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' ও 'শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ' প্রভৃতি বাক্যসমূহ প্রকাশকেরই মঙ্গলাচরণস্বরূপে দেখা যায়। যদি কোন মহাপুরুষ উক্ত বাক্যসমূহকে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহাতে আমরা কোনরূপ দোষ মনে করিতে পারি না। যদিও কোন নাস্তিক ধর্ম্ম-প্রচারক উক্ত বাক্যসমূহকে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই, তথাপি উহা মঙ্গলাচরণের বহির্ভূত নহে; তবে উহা প্রকাশকের, গ্রন্থকর্ত্তার নহে।

"অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থ গৌড়ীয়-মিশন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুতরাং গৌড়ীয়মিশন যদি 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রটী গৌড়ীয়-মিশনের পক্ষ হইতেই মঙ্গলাচরণ হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমান (রেজিষ্টার্ড্) গৌড়ীয়-মিশনের উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আছে কি না তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান, যেহেতু পূর্ব্বতন গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতার সহিত অথবা গুরু-গৌরাঙ্গের সহিত বর্ত্তমান গৌড়ীয়-মিশনের কোন সম্বন্ধ নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত এই শ্রেণীর গুরুদ্রোহিতা-মূলক গ্রন্থ প্রকাশ করাই 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' বাক্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচার। সে যাহাই হউক, প্রকাশকের মঙ্গলাচরণকে গ্রন্থকর্ত্তার মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের বহু সংস্করণে * দেখা যায় গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রটী উল্লিখিত হইয়াছে। আবার অপরপক্ষে উক্ত

* (১) ভবানীপুর, ৩৭নং বলরাম বসুর ঘাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ; (২) ১৯৬০ সম্বতে শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত রাজর্ষি বনমালী রায়-বাহাদুর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ; (৩) ১৩০৪ বৈশাখে প্রকাশিত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণ এবং (৪) ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নমহাশয়ের সংস্করণ প্রভৃতি।

মন্ত্রটী লিপিবদ্ধ হয় নাই, এইরূপ সংস্করণও দেখা যায়; যথা :—

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক ৪৩৭ শ্রীচৈতন্যপ্রকটাব্দীতাব্দে শ্রীমদ্-গৌড়ীয়ভাষ্য-সমেত প্রকাশিত সংস্করণ (গৌড়ীয় মঠ-সংস্করণ) এবং ১২৮৮ সালে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ১৬৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীভগবতীচরণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের যতগুলি সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শেষোক্ত শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীধরস্বামীর টীকা-সমন্বিত সংস্করণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' অথবা 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ গ্রন্থকর্ত্তার নিজস্ব কৃত মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উক্ত প্রাচীনতম সংস্করণে শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকটী ব্যাসের মঙ্গলাচরণ রূপেই গৃহীত হইয়াছে। এবং এই শ্লোকের শিরোনামায় সম্পাদক মিত্র মহাশয় 'শ্রীভাগবতকৃতো মঙ্গলাচরণম্' এইরূপ বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি, ইনি এই শ্লোক-টীকে শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতার শ্লোক-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পৃথক্ মঙ্গলাচরণ-স্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় একজন প্রধান অদ্বৈতবাদী হইলেও উক্ত শ্লোকের 'সত্যং পরং ধীমহি' বাক্যের দ্বারা ব্যাসদেবই তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অথচ তিনি নাস্তিক অদ্বৈতবাদী বিধায় স্বয়ং কোন মঙ্গলাচরণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে অদ্বৈতবাদেরই পরিপোষক একখানি প্রধান গ্রন্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীও একজন অদ্বৈত-বাদাচার্য্য-স্বরূপে 'ভাবার্থ-দীপিকা' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন—ইহাই মিত্র মহাশয়ের মত। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও মিত্র মহাশয়ের ন্যায় অদ্বৈত-বাদীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' গ্রন্থে এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

পূর্ব্বকথিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলেও গ্রন্থ-শিরোনামার ঊর্দ্ধ-ভাগে 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' এই বাক্যটী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা গ্রন্থকর্ত্তার নহে, প্রকাশকেরই বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। তথাপি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের স্বীয় গৌড়ীয়-ভাষ্যে স্বয়ং শিষ্টাচার রক্ষণকল্পে সর্ব্বপ্রথমেই

শ্রীগুরু-পরম্পরা * কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক টীকাকারগণই এবং গোস্বামীবর্গ সকলেই উক্ত শ্লোকটীকে ভাগবতের শ্রীব্যাস-কৃত মঙ্গলাচরণ-স্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা উক্ত শ্লোকের স্ব-স্ব টীকা রচনাকালেও স্ব-স্ব ইষ্টদেবের প্রণাম ও জয়গান করিয়াছেন।

শ্রীগুরুবন্দনা।

* কনকবর্ণ গৌরহরি, নিত্য দুই তনু ধরি, রাধাকৃষ্ণ আনন্দ চিন্ময়।
বিভাব সামগ্রী-নাম, বিষয় আশ্রয় ধাম, আলম্বন নামে পরিচয়॥
নিত্য উদ্দীপনযোগে, উপাদেয় রস-ভোগে, চিদ্বিলাসে মত্ত নিরন্তর।
অপ্রাকৃত রতি জুষ্ট, সদা নামরসে পুষ্ট, গৌরভক্ত সব পরিকর॥
পরিকর পরিচয়, সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা লাগি পরম্পরা গান।
অন্বয় নির্দ্দেশ করি, গুরুগণ পদ ধরি, যাহে হরিজন অভিমান॥
কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, **মধ্ব কহে ব্যাসদাস,** পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি॥
নৃহরি মাধব বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে, শিষ্য বলি অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়-তীর্থ নামে পরিচয়, তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥
তাঁহা হ'তে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়-ধর্ম্ম নামে পরিচয়, পরম্পরা জান ভালমতে॥
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি, তা হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থসূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, **লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস, তাঁহা হতে মাধবেন্দ্রপুরী॥**
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর, নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বর পুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য, জগদ্‌গুরু গৌর মহাপ্রভু॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য, রূপানুগজনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ হন, তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর, যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ, তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর, হরি-ভজনেতে যাঁর মোদ॥
ইঁহারা পরমহংস, গৌরাঙ্গের নিজবংশ, তাঁদের চরণে মম গতি।
আমি সেবা-উদাসীন, নামেতে ত্রিদণ্ডী দীন, **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী॥**

—(শ্রীঅনন্তবাসুদেব-প্রকাশিত গৌড়ীয় মঠ-সংস্করণ শ্রীমদ্ভাগবত)

বেদ ও উপনিষদে মঙ্গলাচরণ

আমরা অপৌরুষেয় ও প্রাচীনতম পৌরুষেয় শাস্ত্রেও মঙ্গলাচরণ লক্ষ্য করিয়া থাকি। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম ও আদি। এই বেদেরও প্রারম্ভে শিষ্টাচার ও মঙ্গলাচরণ শিক্ষা-স্বরূপ প্রথম মন্ত্রেই আমরা দেখিতে পাই—

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতম্। (ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ১মা ঋক্) †

অর্থাৎ "অগ্নি-দেবতার স্তব করি। তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনি ঋত্বিক্, তিনি হোতা, তিনি দেবতা, তিনি শ্রেষ্ঠ-রত্নের অধিকারী।" সায়নাচার্য্য ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—অগ্নি-নামকং দেবমীলে। স্তৌমি। ঈড় স্তৌতি। × × × ড়-কারস্য ল-কারঃ × × প্রাপ্তঃ।

সুতরাং স্বয়ং ঋগ্বেদ ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিয়া অগ্নিদেবতার স্তুতিমুখে মঙ্গলাচরণই করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এই মঙ্গলাচরণে বেদের নিজের অমঙ্গল দূর করা বুঝাইবে না। জীব-শিক্ষার উদ্দেশ্যেই স্বয়ং ভগবানের ঐরূপ উক্তি বলিয়া গৃহীত হইবে। বেদে মঙ্গলাচরণের উক্তির দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার নিজের অমঙ্গল দূর করিতেছেন, এইরূপ বুঝাইবে না। বৈদিক পদ্ধতিতে শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া মঙ্গলাচরণ না করিলে তাহাকে অবৈদিক বৌদ্ধ-শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। বেদের উক্ত বাক্য হইতে আমরা এইরূপ নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিতেছি। শুধু বেদে নহে, উপনিষদেও এই বৈদিক পদ্ধতির ব্যতিক্রম হয় নাই। ঋষিবর্গ বেদানুশীলন করিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত চিন্তা-প্রসূত শিক্ষা যাহা উপনিষদ্রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও আদিতে মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যক-উপনিষদে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ একই শান্তিপাঠ লক্ষ্য করা যায়; যথা—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ ও নৃসিংহতাপনীতে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ শান্তিপাঠ এই প্রকার—"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম" ইত্যাদি। ঐতরেয়োপনিষৎ, কৌষীতকী উপনিষৎ ও মুদ্গলোপনিষৎ প্রভৃতিতে দেখা যায়,—"ওঁ বাঙ্‌মে মনসীতি শান্তিঃ।" কঠ ও শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদেও যে শান্তিপাঠ উচ্চারণ করিয়াছেন তাহাও একই প্রকার—"ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। × × ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

† শ্রীযুত দুর্গাচরণ লাহিড়ী-সম্পাদিতা ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৫ম পৃষ্ঠা

সূত্রকারগণের মঙ্গলাচরণ

ভারতের ছয়খানি দর্শন সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ন্যায়-দর্শনের কথা পরে আলোচিত হইবে। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—এই দর্শন-পঞ্চকের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, প্রত্যেকেই 'অথ' এই শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। বেদ-উপনিষদাদি যে-প্রকার 'ওঁ' এই শব্দের যোগে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, সূত্রকারগণ কেবল 'অথ' এই শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। কপিলের সাংখ্য-দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ।" এই সূত্রে 'অথ' শব্দে মঙ্গলাচরণই লক্ষিত হইয়াছে। আচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু উক্ত অথ শব্দের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"'অথ' শব্দোঽয়মুচ্চারণ-মাত্রেণ **মঙ্গলরূপঃ**।" পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রেও দেখা যায়—"অথ যোগানুশাসনম্"। যোগদর্শনের এই প্রথম সূত্রে 'অথ' পদের দ্বারা যে মঙ্গলাচরণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বাচস্পতি মিশ্রের টীকায় স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়; যথা—"অথেষ 'জ্যোতিরিতিবৎ', **নন্ত্বা-নন্তর্য্যার্থঃ**। ×× অধিকারার্থস্য চাঽথশব্দস্যাঽনর্থান্তরং নীয়মানোদকুম্ভদর্শনমিব শ্রবণং **মঙ্গলায়োপকল্পত** ইতি মন্তব্যম্।" কণাদের বৈশেষিক-দর্শনের প্রথম সূত্রে—"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এবং জৈমিনী-কৃত পূর্ব্বমীমাংসায় "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রে 'অথ' শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রেও আমরা দেখিতে পাই,—"অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" বেদান্তদর্শনের এই 'অথ' শব্দের অর্থ সকল আচার্য্যগণই মঙ্গলাচরণ-স্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। সূত্রকারগণের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র **সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা**। **অভিধেয় তত্ত্ব-বিচারে** শাণ্ডিল্য-ঋষির সূত্রে আমরা দেখিতে পাই—"অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা" এবং **প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারে** * "অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ"

* গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ভক্তিকে অভিধেয় এবং প্রয়োজন উভয় স্বরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রে অভিধেয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীনারদের ভক্তিসূত্রে প্রয়োজন-তত্ত্বই লক্ষ্য করা যায়। তিনি ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সূত্রে লিখিয়াছেন—"সা ত্বস্মিন্ পরম-প্রেমরূপা"। তৃতীয় সূত্র—"অমৃত-স্বরূপা চ" ইত্যাদি। ইহা হইতেই জানা যায়, নারদের কথিত ভক্তি প্রেমরূপ, অমৃত-স্বরূপ প্রয়োজন-তত্ত্বের সংস্থাপক।

নারদের এই ভক্তি-সূত্রে 'অথ' শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণই লক্ষিত হইয়াছে। এমন কি, বৈয়াকরণিক ঋষি পাণিনি প্রথম সূত্রে লিখিয়াছেন—"অথ শব্দানুশাসনম্।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, সূত্রকর্ত্তাগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব সিদ্ধান্তসমূহ অতিসংক্ষেপে বর্ণন করিতে গিয়া নিজ নিজ হৃদয়ের ভাব-গাম্ভীর্য্য 'অথ' শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদ-উপনিষদাদি কোথাও 'ওঁ' এই বীজমন্ত্রের সহযোগে মঙ্গলাচরণ উচ্চারণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ একান্ত কর্ত্তব্য, ইহাই সূচিত হইতেছে।

'কাতন্ত্রে নমস্কার-বিবেকঃ'

কাতন্ত্রকার 'অথ' শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ না করিলেও 'সিদ্ধি' শব্দ উল্লেখ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। কাতন্ত্র অর্থাৎ কলাপ-ব্যাকরণের টীকাকারগণ উক্ত 'সিদ্ধি'-শব্দের উপর নানাবিধ টীকা রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্রিলোচন-কৃত 'পঞ্জিকা'-টীকা ও অরুদা তর্ক-চূড়ামণি-কৃত 'কৌমুদী'-টীকা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহারা মঙ্গলাচরণ সম্বন্ধে যে-সমস্ত পূর্ব্বপক্ষ উদ্ধার করিয়া তাহার মীমাংসা প্রদর্শন করিয়াছেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে আমরা তাহা আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদের ঐ সমালোচনা কলাপ-ব্যাকরণের মূলের সহিত মুদ্রিত থাকিলেও তাহা পৃথক্‌ভাবে **"নমস্কার-বিবেকঃ"** নামে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র তর্কবাগীশ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, সুষ্ঠুভাবে মঙ্গলাচরণ না হইলে গ্রন্থে অনেক দোষ থাকিয়া যায়। আমাদের মনে হয়, কাতন্ত্রের 'পঞ্জিকা'-বৃত্তি-ব্যাখ্যা ও 'কৌমুদী'-টীকার বিচার অনুসারে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থে অনেক ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মঙ্গলাচরণ সম্বন্ধে দয়ানন্দের বিচার খণ্ডন

প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদ-উপনিষৎ বা সূত্রকারগণ ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে 'ওঁ' বা 'অথ' শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ স্বীকৃত হইবে না। আমরা দয়ানন্দ সরস্বতীর "সত্যার্থ-প্রকাশ" নামক একখানি পুস্তকে দেখিতে পাই,—'অথ' এবং 'ওঁ' এই দুইটী শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শ্লোক, বাক্য বা ছন্দাদির দ্বারা মঙ্গলাচরণ বৈদিক বিধান নহে। আমরা তাঁহার এই মতকে নাস্তিকতার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান-রহিত চিন্তাস্রোত বলিয়া মনে করি। সূত্রে চিন্তের আবেগ সঙ্কুচিত করিয়া অল্পাক্ষরে গভীর বিস্তৃত তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা হয়। *

* **অল্পাক্ষরমনল্পার্থং** বিশুদ্ধং সর্ব্বতো মুখং।
বিশেষ-কথনাপেক্ষং সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥
(রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কর্ত্তৃক বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হরিনামামৃত-

সুতরাং হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া ইষ্টদেবতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিলে যদি তাহা মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ গৃহীত না হয়, তবে কাহাকেই বা মঙ্গলাচরণ বলা হইবে—কাহাকেই বা শিষ্টাচার বলা যাইবে? স্বামী দয়ানন্দের উক্ত বিচার অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য; যেহেতু বেদ ও উপনিষদ কেবলমাত্র 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াই মঙ্গলাচরণ করেন নাই। সূত্রকারগণের পক্ষে তাঁহাদের বক্তব্যবিষয়ের সংক্ষেপহেতুই কেবল 'অথ' শব্দের ব্যবহার দ্বারা মঙ্গলাচরিত হইয়া থাকে।

আমাদের বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হয়ত বলিবেন,—মঙ্গলাচরণের শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেই হইবে, এইরূপ প্রমাণ কোথায়? স্বামী দয়ানন্দের ন্যায় শ্রীবিগ্রহবিরোধী নাস্তিকও যে-কোন প্রকারেই হউক মঙ্গলাচরণরূপ শিষ্টাচার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুবোধবাবু মনে করিতে পারেন, যদিও ইহা পূর্ব্বানুক্রমে রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি ইহার প্রমাণ অভাবহেতু মঙ্গলাচরণের পদ্ধতি গ্রহণ না করিলেও কোন দোষ হইবে না। আমাদের এইরূপ অনুমানের কারণ এই যে, তিনি মহামন্ত্রের প্রতি অত্যাচার করিতে গিয়া প্রমাণ-অভাবে মহামন্ত্র অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তনীয় নহে—শ্রীনামের অঙ্গে এইরূপ এক অসৎ-উক্তির মুদ্গরাঘাত করিয়া নামাপরাধী হইয়াছেন। আমরা "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থে বিদ্যাবিনোদ নামক কুলাঙ্গারের নামাপরাধমূলক বিচারের খণ্ডন করিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলক প্রমাণাদি প্রদর্শন করিব। যাহারা ষোলনাম বত্রিশঅক্ষর মহামন্ত্রের অসংখ্যাত উচ্চ কীর্ত্তন করেন না, তাহারা নামাপরাধী ভণ্ড-তাপস মধ্যে গণ্য।

মঙ্গলাচরণ সম্বন্ধে সাংখ্য-দর্শন

সে যাহা হউক, শিষ্টাচার সম্বন্ধে আমরা কপিলের সাংখ্য-দর্শনে একটী প্রমাণ দেখিতে পাই,—

"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ" ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি ॥

(সাংখ্যদর্শন ৫।১)

অর্থাৎ শিষ্টাচারহেতু, ফলদর্শনহেতু এবং শ্রৌত-ব্যবহারহেতু মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির আছে।

সাংখ্যকারের উক্ত সূত্র হইতে মঙ্গলাচরণের পদ্ধতির প্রতি অস্বীকার দেখা যায় না। এবং বিজ্ঞানভিক্ষুও "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ইতি স্বয়মেব পঞ্চমাধ্যায়ে

ব্যাকরণের ৪২ সূত্রের টীকায় উদ্ধৃত মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের টীকাকার দুর্গাদাস-কৃত শ্লোক)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম স্বনুষ্ঠরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৮ পদ্মনাভ, ৪৭১ গৌরাব্দ | মঙ্গলবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬৪; ইং ১৭।৯।৫৭ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৭)

বিশ্ব-স্থিতি-প্রলয়-সর্গ-মহাবিভূতি-
বৃত্তি-প্রকাশ-নিয়মাবৃতি-বন্ধ-মোক্ষাঃ।
যস্যা অপাঙ্গ-লব-মাত্রত উর্জ্জিতা সা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥১॥

ব্রহ্মেশ-শক্র-রবি-ধর্ম্ম-শশাঙ্কপূর্ব্ব-
গীর্ব্বাণ-সন্ততিরিয়ং যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য বিশ্ব-বিজয়ং বিসৃজত্যচিন্ত্যা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥২॥

ধর্ম্মার্থ-কাম-সুমতি-প্রচয়াদ্যশেষ-
সন্মঙ্গলং বিদধতে যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য তৎপ্রণত-সৎপ্রণতা অপীড্যা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥৩॥

ষড়্‌বর্গ-নিগ্রহ-নিরস্ত-সমস্তদোষা
ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুমৃষয়ো যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য যানপি সমেত্য ন যাতি দুঃখং
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥৪॥

শেষাহি-বৈরি-শিব-শক্র-মনুপ্রধান-
চিত্রোরু-কর্ম্ম-রচনং যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য বিশ্বমখিলং বিদধাতি ধাতা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥৫॥

শক্রোগ্র-দীধিতি-হিমাকর-সূর্য্যসূনু-পূর্ব্বং
নিহত্য নিখিলং যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য নৃত্যতি শিবঃ প্রকটোরুশক্তিঃ
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥৬॥

তৎপাদ-পঙ্কজ-মহাসনতামবাপ
শর্ব্বাদি-বন্দ্যচরণো যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য নাগ-পতিরন্য-সুরৈর্দুরাপাং
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥৭॥

নাগারিরুগ্র-বলপৌরুষ আপ বিষ্ণো
র্বাহত্বমুত্তমজবো যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য শক্র-মুখ-দেব-গণৈরচিন্ত্যং
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥৮॥

আনন্দতীর্থ-মুনি-সম্মুখ-পঙ্কজোত্থং
সাক্ষাদ্রমা-হরি-মনঃ-প্রিয়মুত্তমার্থম্ ।
ভক্ত্যা পঠত্যজিতমাত্মনি সন্নিধায়
যঃ স্তোত্রমেতদভিযাতি তয়োরভীষ্টম্ ॥৯॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গীহেতু এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, মহা-বিভূতি, বৃত্তিসমূহের প্রকাশ, নিয়মন ও আবরণ এবং বন্ধ-মোক্ষ সাধিত হয়, সেই প্রবলা শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥১॥

ব্রহ্মা, শম্ভু, ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টির লেশমাত্র আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বে উৎকৃষ্টরূপে বিরাজমান, সেই **অচিন্ত্যস্বরূপা শ্রীদেবী** যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥২॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রণত এবং সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত পুরুষগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও উত্তম জ্ঞানরূপ অশেষ পরম-মঙ্গল বিধান করেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥৩॥

কামাদি ষড়্‌বর্গ-বিজয়হেতু যাঁহাদের সমস্ত দোষ নিরস্ত হইয়াছে এবং যাঁহাদের সঙ্গবশতঃ অপর লোকও দুঃখভাগী হয় না, তাদৃশ ঋষিগণ যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে নিরত, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥৪॥

যে শ্রীদেবীর অপাঙ্গভঙ্গী শেষ, গরুড়, শিব, ইন্দ্র ও মনুপ্রমুখ পুরুষগণের বিচিত্র মহৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরণা দান করে এবং যে অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥৫॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক **প্রকট-মহাশক্তিশালী** শিব, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র ও শনিপ্রমুখ নিখিল বিশ্বের সংহার করিয়া তাণ্ডবরত, সেই শ্রী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥৬॥

শম্ভুপ্রমুখ দেবগণেরও পূজ্যপাদ নাগরাজ যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক অপর দেবগণের দুর্ল্লভ, শ্রীহরিপাদপদ্মযুগলের উত্তম আসন-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥৭॥

প্রবল-পৌরুষশালী মহাবেগবান্ শ্রীগরুড় যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক বিষ্ণুর বাহনত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥৮॥

যিনি হৃদয়ে অজিত শ্রীহরির ধ্যানপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ মুনিবরের শ্রীমুখ-বিনির্গত এবং শ্রীদেবী ও শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ এই উত্তম অর্থবিশিষ্ট স্তব পাঠ করেন, তিনি নিজ অভীষ্ট লাভ করেন ॥৯॥

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন (পূর্ব্বভাষ)

রঘুনন্দন বাঙ্গালার প্রধান স্মার্ত্ত

বাঙ্গালা দেশে হিন্দু আর্য্য-জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অনেকেই রঘুনন্দনের নাম শুনিয়াছেন। যাঁহারা শুনেন নাই, তাঁহারা রঘুনন্দন কে, জানিবার জন্য স্বাভাবিক কৌতূহল-বিশিষ্ট হন। রঘুনন্দনের পরিচয় এক কথায় দিতে হইলে, তিনি বঙ্গদেশীয় প্রধান স্মার্ত্ত বলিলেই হয়।

অবরোহ-পথে সত্যের আবির্ভাব

স্মার্ত্ত বলিলে স্মৃতি-বিৎকেই বুঝায়; সুতরাং, স্মৃতি কাহাকে বলে, এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অবরোহ-পন্থায় সত্যবস্তু পরব্যোম-পতি হইতে ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে নারদ, এবং নারদ হইতে ব্যাস তাহা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা নারদের নিকট সত্য-স্বরূপ কীর্ত্তন করেন; নারদ তাহা ব্যাসের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ব্যাস হইতেই বৈয়াসিক সম্প্রদায়ে সেই সত্যবস্তু অবরোহ-পথে সৎ-সাম্প্রদায়িকের হস্তগত হইয়াছে।

আরোহ-পথে শৌক্র-ধারায় সত্য অবরুদ্ধ

ব্রহ্মা হইতে শৌক্র পারম্পর্য্যক্রমে চ্যুত-গোত্রীয় ঋষিকুল উৎপত্তিলাভ করে। অচ্যুতকুলের ন্যায় ঋষিকুলের পন্থা অবরোহ-ধারায় আগত হইবার পরিবর্ত্তে বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত হইয়া আরোহ-পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ঋষিকুল ও

তদধীন বর্ণত্রয় নিজ নিজ জড়েন্দ্রিয় জ্ঞানকে নিজানুকূল জানিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি আবাহন-পূর্ব্বক আম্নায়-পারম্পর্য্য বা অবরোহ-পথকে কণ্টকিত করিয়াছেন। অবরোহ-পথের পথিক যেরূপ নিত্য সত্যের অধিকারী, সেই অবিসম্বাদিত সত্যে উপনীত হইতে বাহ্য আরোহ-পথ স্বীকার করায় সত্যের মর্য্যাদা বিপন্ন করিতে আরোহ-পথের পথিক ব্যগ্র হইয়াছেন। তৎফলে তিনি মুখে অপৌরুষেয় শ্রুতিকে বিশ্বাস করেন বলিয়া অভিমান করিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রুতির অমর্য্যাদাই তাঁহাদের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—ইহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না।

আরোহ-পথেই মতভেদ ; অবরোহ-পথে মতভেদ নাই—কিন্তু একতাৎপর্য্যপর বৈচিত্র্য আছে

ঋষিকুল যে-স্থলে শ্রুতি লঙ্ঘন করিয়া শ্রুতির ব্যাখ্যাবাদের আবাহন করেন, সেইকালে পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ উপলব্ধির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। আরোহ-পথের এক ঋষি অপর ঋষিকে আক্রমণ করেন এবং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ-স্থাপনে ব্যাকুল হন। অবরোহ-পথে সেরূপ দৌরাত্ম্য বা অসুবিধা নাই। যে কিছু বিচিত্রতা পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানের সেবা হইয়া যায় মাত্র—তদ্দ্বারা আত্মম্ভরিতা বা ঈশ-বৈমুখ্য সংগৃহীত হয় না।

বাসুদেব-সুন্দরানন্দ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্-বাণী

সদ্‌গুরু-মুখ-নিঃসৃত বাক্য শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র নহে। উহা শাস্ত্রেরই অনুকূল পরিপুষ্টি মাত্র। সত্য-গ্রহণে যে অনুকূল আরোহ-পন্থা স্বীকৃত হয়, তাহা অবরোহপ্রথার অনুবর্ত্তীমাত্র। কিন্তু যে-স্থলে অবরোহ-পথের অবহেলন পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অদ্বয়-জ্ঞান ন্যূনাধিক বিমর্দ্দিত হয় মাত্র। যেখানে শ্রীগুরুদেবের গৌরব হ্রাস হইয়াছে, সেখানে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ আরোহপথ ভ্রম-প্রমাদাদি-পুষ্ট আত্মম্ভরিতা-ময় 'বিবর্ত্তবাদ-বিবেক' নামক একটি বৃত্তি কল্পনা করিয়াছে মাত্র। কিন্তু, তাদৃশ আময়-গ্রস্ত অবস্থায় উদ্দিষ্ট বিবেক পরবর্ত্তীকালে উচ্ছৃঙ্খলতার আকর ভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

গুর্ব্ববজ্ঞাকারী শ্রৌত-বিষয়ে ধারণা করিতে অসমর্থ

বেদ-পুরুষকে যেকালে গুর্ব্ববজ্ঞাকারী নিজ কুচেষ্টায় দর্শন করেন, সেইকালে দৃশ্য-বস্তু-জ্ঞানে নানা মতভেদ দেখা যায় ; কিন্তু অবরোহ-পথাবলম্বী ঋষি নিজ বাহ্য চ্যুত-গোত্রাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে 'সাম'-

গান করেন, তাহা 'ঋক্' হইতে পৃথক্ নহে। কিন্তু শৌক্র বর্ণাভিমানগ্রস্ত স্থূল-শারীর-জ্ঞান প্রবল হইলে গুরুমুখ-নিঃসৃত বাণীর শ্রবণ-যোগ্যতার অভাব হয়। প্রাকৃত অভিমান দমনপূর্ব্বক যে-কালে ঋষিকুল বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুকুলে বাস করেন, সেই কালে তিনি শ্রুতি অধ্যয়নে বা শ্রবণ-বিষয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হন। শ্রুত-বিষয়ের ধারণাই স্মৃতি অর্থাৎ অবরোহ পথে গুরুকুল হইতে শ্রুত-বিষয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাহা আচরণ করাই স্মৃতির অনুষ্ঠান।

আরোহ-বাদী রঘুনন্দনের স্মৃতি পারমার্থিকের হানিকারক

আমাদের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরোহ-পথের পথিকের জন্য যাহা স্মৃতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা পারমার্থিকগণের আদরণীয় বিষয় নহে। লৌকিক বা সামাজিক স্মৃতি লোকরঞ্জনে সমর্থ ও লৌকিক মঙ্গল-বিধানে উচ্চ-স্থান অধিকার করে; কিন্তু অবরোহ-পথের পথিককে তাঁহার উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট করাইয়া অধঃপাতিত করে। স্মৃতিশাস্ত্র-নিপুণ স্মার্ত্ত যখন আরোহ-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমার্থে বাধা দিবার জন্য আচার-প্রণালীর যোগে সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, সেই-কালে তাঁহার পরমার্থ-বিরোধ ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টাই পারমার্থিকগণ লক্ষ্য করেন না।

ভোগপর স্মৃতি ও সেবাপর স্মৃতির পার্থক্য

পারমার্থিকগণের স্মৃতি ও নিজ-ভোগ-তাৎপর্য্যপর কর্ম্মিগণের স্মৃতি এক প্রকার নহে। স্মৃতিশাস্ত্রকে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রের ধারণাকে স্মার্ত্ত ও পরমার্থী বিভিন্ন পর্য্যায়ে স্থাপন করেন। পরমার্থী বলেন—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

অর্থাৎ ভক্তিপথের পথিক যাহা কিছু লৌকিক ও বৈদিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সকল গুলিই হরিভক্তির উদ্দেশে। আর অভক্ত সম্প্রদায় হরিসেবা রহিত হইয়া যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষের আবাহন করেন, তদ্দ্বারা হরিসেবা উদ্দিষ্ট না হইয়া নিজ হরিবিমুখ ভোগ-তাৎপর্য্য-পরতা ফুটিয়া বাহির হয়। ভগবদ্বিমুখ-রাজ্যে যাহাদের নিত্যকালের যোগ্যতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাই লৌকিক বা বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে হরিসেবার মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তাদৃশ স্মার্ত্তগণ বলেন, ভক্তিপথের পথিকগণের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। সামান্য স্মৃতি ও পারমার্থিক বিশেষ স্মৃতির মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ আছে।

পারমার্থিক-স্মৃতি ও লৌকিক-স্মৃতির সমন্বয় হয় না — উহা নিত্যকাল পৃথক্

স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করিবার উৎকট পিপাসা উদিত হইতে পারে ; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিষয়টির মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রত্যেক সুধী ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, তাদৃশ সমন্বয়-প্রয়াস অদ্বয়-জ্ঞানোপাসনার অন্তরায় মাত্র। সাধারণতঃ লৌকিক জ্ঞানে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব বর্ত্তমান। শ্রুতিশাস্ত্র তাহার অতীত। শ্রুতির অনুগত স্মৃতিশাস্ত্রও তাহার অতীত হওয়া উচিত। সাধারণ জড়ভোগপর প্রতীতি জীবের কর্ম্মফলোচিত কর্ম্মভূমিতে অবস্থিত। পারমার্থিকের ভূমিকা নিজভোগপর কর্ম্মভূমি নহে। সুতরাং গুরুমুখ-শ্রুত বেদ বা বেদের ধারণা এবং লৌকিকী স্মৃতি এক নহে। দেশভেদে, কালভেদে অসংখ্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী স্মার্ত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জীবের পারমার্থিক প্রতীতি না হওয়া পর্য্যন্ত, সে লৌকিক স্মার্ত্তকে এবং আরোহ-পথিক হরিসেবা-বিহীন স্মার্ত্তকে শ্রুতিশাস্ত্রের অনুগত মনে করে, কিন্তু প্রকৃতির অতীত রাজ্যের ভূমিকায় অর্থাৎ ভক্তিরাজ্যে বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন সময়ে জাত স্মার্ত্তগণের চেষ্টা সমূহ হরিসেবার প্রতিকূলবোধে তাদৃশ কর্ম্মীদিগকে নিত্যকালের জন্য বিদায় দিয়া পারমার্থিক স্মৃতির অনুগমন করে।

আধুনিক বৈষ্ণবব্রুবগণ রঘুনন্দনের আনুগত্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিরোধী হইয়াছে

আমাদের বঙ্গদেশীয় রঘুনন্দন নিজ প্রতিভা-বলে যে স্মৃতি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রচার করিয়াছেন, তাহার আনুগত্যে হরিসেবা-বিরোধী সমাজ চলিতেছে। আবার লৌকিক হরি-পরায়ণগণ 'কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার' উদ্দেশেও সেই রঘুনন্দনের বৈষ্ণব-বিরোধী স্মৃতিশাস্ত্রের অনুগমন করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক প্রবৃত্তির সমূলে বিনাশ সাধন করিতেছেন। গৃহস্থ সজ্জায় নানাপ্রকার কামনা আবাহনপূর্ব্বক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগমন করাই তাঁহাদের হরি-ভজনের অঙ্গবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পারমার্থিক সমাজ আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমতে সংগৃহীত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার কোন প্রয়াসই করেন নাই। যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছার প্রতিকূলে স্মার্ত্তের মত পাইয়াছেন, তাহাই অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন—নিত্যসত্যের

সর্ব্বতোভাবে উৎসাদন করিতেছেন—কৃষ্ণভক্তির পথ নিত্যকালের জন্য অবরুদ্ধ করিতেছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রতি রঘুনন্দনের দৌরাত্ম্য

রঘুনন্দনের স্থান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বহু উচ্চে অবস্থিত হইলেও পারমার্থিকের দৃষ্টিতে তাদৃশ উচ্চতা প্রাকৃতভূমিতেই অবস্থিত। রঘুনন্দন ও তদনুগ স্মার্ত্তগণ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে উৎপত্তি লাভ করিয়া যে পরমার্থ ধর্ম্মের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পারমার্থিকগণ স্মার্ত্তগণের লৌকিক সম্মান, মর্য্যাদা প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতে পারেন না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে সতর্ক করণ

তজ্জন্য তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নিকট, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট, এই সকল কথা বিনীতভাবে উপস্থাপিত করিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই সামাজিক দুর্দ্দিনে তাঁহাদের অভীপ্সিত ভজনীয়-বৃত্তি স্মার্ত্তগণের দ্বারা এরূপ উপদ্রুত ও অত্যাচারিত হইতেছে, দেখিয়া তাঁহাদের মর্ম্মস্থল নিশ্চয়ই বিকম্পিত হইবে। ক্রমশঃ তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত অমল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আজ স্মার্ত্ত-পাশবদ্ধ হইয়া ঈশবৈমুখ্য বর্দ্ধন করিতেছে। হে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ! স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের উল্লঙ্ঘন হইবে ভাবিয়া, পরমার্থের জলাঞ্জলি দিও না। রঘুনন্দনের নিকট সুপরিচিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে নিত্যকালের জন্য বিদায় গ্রহণ কর।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

অন্বয় ও অনুবাদ সহ

"শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,
কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব সংস্করণ।
হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্ত্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।
বৈষ্ণব মাত্রেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
ভিক্ষা—৷৷০ আনা মাত্র
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

সঙ্গ-ত্যাগ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ—তন্মধ্যে প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কারাসক্তি বিচার

কর্ম্ম-সঙ্গীদিগের কথা এইরূপে উক্ত আছে :—

ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং।
যোষয়েৎ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ (গীঃ ৩।২৬)

প্রাক্তন-সংস্কার হইতে কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয়। এই সংস্কার সঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। বহুচেষ্টা এমত কি আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাঁহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণদাস্য। (জীব) মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন না; তখন প্রাক্তন জনিত কুসংস্কার তাঁহার দ্বিতীয় স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে।

সাধু-সঙ্গেই সংসারাসক্তি ক্ষয় হয়,—যোগ তপস্যাদিতে নহে

সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই ভক্তি-সিদ্ধি হইতে পারে না। যথা শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে—

সঙ্গো যঃ সংসৃতেহেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ (৩।২৩।৫৫)

অসদ্ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয় তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসতের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও, সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্ব উদয় হয়। পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্ব-সঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ (১২।১০-২)

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, বিদ্যা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা ব্রত সমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম, এই সকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠিত হইলেও সঙ্গদোষ-শূন্য হইয়া জীব আমাকে পায় না। কিন্তু কেবল সৎ-সঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে, আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গ-দোষ দূর হয়।

সংস্কার-সঙ্গ হইতেই রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি—বৈষ্ণব-অপরাধ ও দশটী নামাপরাধের উদয় হয়

এই সংস্কার সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস প্রবৃত্তি জীবে প্রবল হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কার-আসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদয় হয়। যত দিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটী নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্ত-সাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়। সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। কৃষ্ণে একেশ্বর বুদ্ধির বিরোধী হইয়া সংসারাসক্তিই দুর্ভাগা জীবকে অনন্য-শরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতি-নিন্দা, নামে অর্থবাদ, ভগবান্নামের সহিত অন্য শুভ-কর্ম্মের সাম্য বুদ্ধি, নাম-ছলে পাপাচরণ, অহংতা-মমতা-জনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সে-স্থলে আর জীবের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাব

কিছুদিন বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধের ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই—"তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।" বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়-আসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদয় হয়। এমত কি, আহার-ব্যবহার-

সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-ভোজন, মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন।

আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাবে সংসারাসক্তি ক্ষয়

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারো কাহারো শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণব সঙ্গ করিলে সংসার আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্য-লাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তি হইয়াছে। এমত কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব, এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনে উপায়ন্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তি সকলেরই ত্যাজ্য

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে, ব্যবহার্য্য-দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ-শরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহীলোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্র-পানে, তাম্বুল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে, এবং মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদাদিতে আদর করে না। ধূম্রপানে মুহুর্মুহু স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তি গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি আস্বাদন, দেব-মন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তন কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজন-সুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ-চেষ্টা-দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগবদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচরণ-দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

হরিবাসরাদি ব্রত পালনে আসক্তি ক্ষয়

হরিবাসর-ব্রত ও জয়ন্তী-ব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ-সকল আসক্তি

যায়। ব্রতনিয়ম-পালনেই আসক্তি ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রত-দিবসে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে।

ভোগ দ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ **প্রাণ-রক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক**। অন্ন-পানাদি দ্রব্য **প্রাণরক্ষক**। মৎস্য, মাংস, তাম্বূল, মাদক-দ্রব্য, তাম্র-কূটাদির ধূম্রপান,—এই সমস্ত **ইন্দ্রিয়-তোষক**। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই—পরিত্যাগই বিধি।

ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয় যে, কষ্টে-স্রষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব; তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেন-না ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ-সকল দ্রব্য-সঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রত-গুলি প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপী। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গরোধ করিতে করিতে এক-মাস-ব্যাপী ও চতুর্ম্মাস্য-ব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। ব্রত-পালনে যাঁহাদের "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা"—এই গীতা বচনের (৯।৩১) তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাঁহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-স্নানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যোষিৎ-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাজ্য

যাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎ-সঙ্গ-রূপ সংসর্গদ্বয় একবারে বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রতসমুদয় পালন করা আবশ্যক। এই-সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাটি রূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য-সমুদায় নিস্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়েন।

সঙ্গ ও সঙ্গ-ত্যাগ কাহাকে বলে?

সঙ্গ-ত্যাগ ও সঙ্গ কি করিলে হয়—এ বিষয়ে অনেকের সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে, কেন-না কেবল অসৎ-ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ

হয়, তবে সঙ্গ ত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ-বৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপট-বেশধারী-ব্যক্তিকে গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন আর বনে থাকুন, জীবন নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যই অসৎ-ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব অসৎ-ব্যক্তির সঙ্গ-ত্যাগের সীমা সম্বন্ধে শ্রীউপদেশামৃতে এইরূপ বিধি হইয়াছে :—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

অসতের নৈকট্যই তাহার সঙ্গ নহে; পরন্তু তাহার সহিত প্রীতিই তাহার সঙ্গ

হে সাধকগণ! দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসৎব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ় জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধিতাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্য-বোধে করা হয় মাত্র—প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। **প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়।** সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণে সৎসঙ্গ হয়।

দান-প্রতিগ্রহ, গূহ্যকথার আদান-প্রদান এবং ভোজন করা ও করান—এই ছয় প্রকারে সঙ্গ হয়

অসতের প্রতি দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসৎ-ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়-কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ়-জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। **নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক বার্ত্তা মাত্র করিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতি-সহকারে করিয়া, তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে।** কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার

করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক-বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।

ক্ষুধিত আতুর বিদ্যা-ব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে, অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতি-বিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাঁহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না, এবং সৎসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।

সঙ্গ-ত্যাগ-সম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদের উপদেশ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্-গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এই বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল-ভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ, অন্ন, পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ কৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং, স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবে না। অতএব, শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপগোস্বামী স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার
বিরাট আয়োজন
নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা-গীতি

নিখিল শ্রুতি-শাস্ত্র, স্মৃতি-শাস্ত্র আর।
পুরাণাদি, পঞ্চরাত্র, ভাগবত সার॥
সেই গুরুতত্ত্ব সবে করিছে প্রকাশ।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ॥ ১॥
মায়াপুর নিত্য ধামে প্রভু নিত্যানন্দ।
শিখাইল জগ-জীবে কৃষ্ণ-নামানন্দ॥
নিত্যানন্দ গুরুদেব অভিন্ন প্রকাশ।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ॥ ২॥
নিজ-কর্ম্মদোষে জীব পড়ি' মায়াজালে।
ভ্রমিতেছে বহুজন্ম অসতের কোলে॥
তারে কৃপা করি' যিনি রেখেছেন পাশ।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ॥ ৩॥
অনর্থ বহুল-হেতু পড়ি' অভিমানে।
ক'ত অপরাধ করে শ্রীগুরু-চরণে॥
তবু সে অজ্ঞানে যিনি ক্ষমি' করে দাস।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ॥ ৫॥
ভকতিবিনোদ-বাণী সার ধরি' শিরে।
হরিকথা প্রচারিল জগতের দ্বারে॥
যাঁর কৃপা-কণ পেয়ে সবার উল্লাস।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ॥ ৫॥
(জীব) নিজ-চক্ষু-দ্বারে নিজে যত নাহি চিনে
তদপেক্ষা গুরুদেব তারে অধিক জানে॥
গুপ্ত নাহি কিছু যেই গুরুদেব-পাশ।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ॥ ৬॥
বৈকুণ্ঠ হ'তে তাঁর হেথা আগমন।
'ন্যাসী'-রূপে দেখাইয়া শ্রীহরি-ভজন॥

বিশ্বজীব উদ্ধারিতে যাঁহার প্রয়াস।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ ॥ ৭ ॥
যে বিষয়-ভোগদ্বারে হয় সর্ব্বনাশ।
ত্রিতাপ-যন্ত্রণা দিয়া লয় যম-পাশ ॥
সে-বিষয়-ত্যজি' যাঁর কৃষ্ণ-সেবোল্লাস।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ ॥ ৮ ॥
"অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার"।
মহাজন বাক্য এই করিয়া বিচার ॥
তুর্য্যাশ্রম শুদ্ধসঙ্গ করিলা প্রকাশ।
সেই গুরু-পাদপদ্ম হউ মোর আশ ॥ ৯ ॥
'মুক্তগুরু শ্রীচরণে সদা চিত্ত রয়।
জন্মে জন্মে যেন মোর'—এই মতি হয় ॥
'অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠসঙ্গে এই দাসের দাস।
রহে যেন চিরদিন'—এই অভিলাষ ॥ ১০ ॥

দীন পতিত—**শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী**
(আসাম)

ত্রিবিধ শাস্ত্র ও মায়াবাদাদি-মত

ভগবতী পার্ব্বতী দেবী মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন—পাষণ্ডিগণের লক্ষণ কি? রুদ্র বলিলেন—যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।

নারায়ণাজ্জগন্নাথাৎ তে বৈ **পাষণ্ডিনস্তথা** ॥
কপাল-ভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিক-লিঙ্গিনঃ।
ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটা-বল্কল-ধারিণঃ ॥
অবৈদিক-ক্রিয়োপেতাস্তে বৈ **পাষণ্ডিনস্তথা**।
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতা যে দ্বিজা দেবি! তে বৈ **পাষণ্ডিনস্মৃতাঃ** ॥
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ।
সমস্ত-যজ্ঞ-ভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্য-দৈবতম্।
উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ ॥

স **পাষণ্ডীতি** বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রশ্চাপি কর্ম্মসু।
স্বাতন্ত্র্যাৎ কুরুতে যস্তু কর্ম্ম বেদোদিতং মহৎ ॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স **পাষণ্ডী** ভবেৎ সদা ॥
অবস্থা-ত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্-কায়-কর্ম্মভিঃ।
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্দ্বিজঃ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যেঽপ্যবৈষ্ণবাঃ।
ন স্প্রষ্টব্যা ন বক্তব্যা ন দ্রষ্টব্যা কদাচন ॥ (পদ্মপুরাণ)

যে-সকল ব্যক্তি অজ্ঞানমোহিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণ ব্যতীত অপর দেবতাকে পর-দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে, তাহারা **পাষণ্ডী**। অবৈদিক চিহ্ন-স্বরূপ কপাল-ভস্মাস্থিধর ব্যক্তিগণ এবং বাণপ্রস্থাশ্রমী ব্যতীত জটা-বল্কলধারী অবৈদিক কর্ম্মরত ব্যক্তিসকল **পাষণ্ডী**। শ্রীহরির প্রিয়তম চিহ্ন শঙ্খ-চক্র-ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রহিত দ্বিজগণ **পাষণ্ডী**। যে ব্রাহ্মণ শ্রুতি-স্মৃতিহিত আচরণ করে না—সমস্ত-যজ্ঞভোক্তা ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে হোমদানাদি কার্য্য করে না, বৈদিক ক্রিয়া সকল স্বেচ্ছাচারিতাবশে অনুষ্ঠান করে, যাহারা নারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-দেবতার সম-পর্য্যায়ে দর্শন করে তাহারা **পাষণ্ডী**। যাহারা ত্রিবিধ অবস্থায় কায়-মনোবাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা বাসুদেবকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া জানে না, সেই দ্বিজগণই **পাষণ্ডী**। **অধিক বলিবার কি প্রয়োজন—যে ব্রাহ্মণগণ অবৈষ্ণব, তাহাদের দর্শন, স্পর্শন, বা তাহাদের সহিত কথা বলাও অকর্ত্তব্য।**

এই কথা শুনিয়া দেবী-ভগবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুরসত্তম! এতদ্‌বিষয়ে আমার বিশেষ সংশয় রহিয়াছে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা নিরসন করুন। আপনি বলিলেন—কপাল-ভস্মাস্থি-ধারণ-কার্য্য—শ্রুতিবিগর্হিত। তাহা হইলে এই গর্হিত আচরণ আপনি কেন করিতেছেন? স্ত্রী-চাপল্যবশে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি মহানুভব বলিয়াই জিজ্ঞাসায় সাহস পাইতেছি। উত্তর প্রদান অকর্ত্তব্য মনে করিলে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীরুদ্র বলিলেন—হে দেবি! অতিগুহ্য অদ্ভুত কথা বলিতেছি—ইহা অপরের নিকট প্রকাশ করিও না। তুমি আমার অভিন্ন-তনু বলিয়াই এই গুহ্য-কথা কীর্ত্তন করিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নমুচি আদি কতিপয় দৈত্য অতি বলবান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নিষ্পাপ ও ত্রয়ী-ধর্ম্ম-রত ছিল এবং (বিষ্ণুর প্রিয়জনের সেবা-রহিত হইয়া) বিষ্ণু-সেবাপরায়ণ হওয়ায় দেবগণের অজেয় হইয়াছিল। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ উহাদিগকে জয় করিতে না পারিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে নিবেদন করেন—হে কেশব! আমরা তপঃ প্রভাবে নিষ্পাপ অসুরগণকে জয় করিতে অসমর্থ; আপনি কৃপাপূর্ব্বক উহাদিগকে বিনাশ করুন। দেবগণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক, দৈত্যগণ তাঁহার ভক্ত বলিয়া তাঁহার অজেয় হওয়ায়, আমাকে আদেশ করেন—**হে রুদ্র! তুমি সুরু-দ্বেষী অসুরগণের মোহনার্থ পাষণ্ড-আচরণ প্রদর্শন কর।** তামস পুরাণাদি-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক তাহাদের মোহজনক শাস্ত্র প্রদর্শন কর। আমার ভক্ত-মহর্ষিগণকে তোমার শক্তিতে বাধ্য করিয়া তোমার সহায়তার্থ নিযুক্ত কর। কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব ও জমদগ্নি এই দশ জন তোমার শক্তিতে বাধ্য হইয়া জগদ্‌হিতার্থ তামস-শাস্ত্র প্রচার করিবে। তুমি কপাল-ভস্মাস্থি-চিহ্ন-ধারণ করিয়া মোহন কার্য্যার্থ পাশুপত শাস্ত্র রচনা কর। কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড, মহাশৈবাদি-ভেদে বেদ-বাহ্য মতসকল প্রকাশ করিলে সকলেই কপাল-ভস্মাস্থিধারী হইবে, সন্দেহ নাই। তামস-শাস্ত্রসকল তোমাকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। **আমিও যুগে যুগে তামস ব্যক্তিগণের মোহনার্থ তোমাকে আরাধনা করিব। এই মত যে অবলম্বন করিবে, সে অবশ্যই পতিত হইবে।**

শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া দীনভাবে বলিলাম—হে প্রভো, আপনার এই বাক্য যদি পালন করি, তবে আমার নাশ অবশ্যম্ভাবী। এই আজ্ঞাপালন আমার দুঃসাধ্য। আর আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাও অকর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য?

আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—**দেবগণের হিতার্থ তুমি এই কার্য্য করিলে তোমার নাশ হইবার কোন আশঙ্কা নাই।** তথাপি তোমার রক্ষার উপায় বলিতেছি— তুমি নিত্য আমার সহস্রনাম এবং ষড়ক্ষর তারক মন্ত্র জপ করিবে। ইন্দীবর-দল-শ্যাম, পদ্মপত্র-লোচন, শঙ্খারি, শার্ঙ্গধর, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, পীতবস্ত্র, চতুর্ব্বাহু, জানকী-প্রিয়-বল্লভের মন্ত্র—"শ্রীরামায় নম" নিত্য জপ করিলে নির্ম্মল হইতে পারিবে। এই মন্ত্র সর্ব্ব-দুঃখ-হর এবং পাপিগণের

মুক্তিপ্রদ। ভস্মাস্থি-ধারণে যে অশুভ হইবে, আমার মন্ত্র উচ্চারণে তাহা বিনষ্ট হইবে। আমাকে মনে মনে অর্চ্চন করিবে ও আমার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বথা শুভ হইবে।

এই আদেশ করিয়া ভগবান্ দেবগণকে বিদায় করিলেন। তাঁহারাও নিশ্চিন্তে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

হে দেবি! দেবতাগণের হিতের নিমিত্ত আমি পাষণ্ডীদের আচরণ—কপাল-ভস্মাস্থি-ধারণ, তামস পুরাণ এবং পাষণ্ড শৈব-শাস্ত্রসকল প্রস্তুত করিয়াছি। আমার শক্তিতে সমাবিষ্ট হইয়া **গৌতমাদি দ্বিজগণও বেদশাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছেন।** আমার প্রকাশিত বেদ-বাক্য শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সেই অসুরগণ তমসাবৃত হইয়া ভগবদ্বিমুখ হইয়া পড়িল। তাহারা মাংস, রক্ত-চন্দনাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া আমার নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিষয়াসক্ত কাম-ক্রোধ-পরায়ণ ও সত্ত্বহীন হওয়ায় দেবগণের দ্বারা পরাজিত হইয়া পড়িল।

যাহারা আমার (মহেশ্বর শিবের) এই মত অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া নরক দর্শন রূপ অধম গতি লাভ করিবে। আমি দেব-দ্বেষীদের মোহনার্থ বাহ্যে ভস্মাস্থি-ধারণ করিলেও অন্তরে নিরন্তর শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম ও মন্ত্র জপ করিয়া সদানন্দ-নিমগ্ন থাকি।

পার্ব্বতী দেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তামস শাস্ত্রসকল কি কি? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবি! তামস শাস্ত্রসকল শ্রবণ কর। ঐ সকল স্মরণমাত্র জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য হয়। প্রথমে আমি তামসিক পাশুপত শৈব-শাস্ত্র প্রচার করি। পরে আমার শক্ত্যাবিষ্ট বিপ্রগণ যাহা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কণাদ বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতম ন্যায়, কপিল সাংখ্য, বৃহস্পতি চার্ব্বাক্ মত প্রকাশ করিয়াছেন; এবং দৈত্যগণের নাশার্থ শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট হইয়া বুদ্ধদেবও নগ্ননীলপটাদি বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। আর মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ অসৎশাস্ত্র আমিই কলিতে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে 'শঙ্করাচার্য্য' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রচার করিয়াছি। শ্রুতিশাস্ত্রের লোকগর্হিত অপকৃষ্ট অর্থ প্রদর্শন করিয়া কর্ম্ম-ত্যাগ ও ঈশ্বর-জীবের ঐক্য প্রতিপাদন এবং স্বয়ংরূপ ব্রহ্মের নির্গুণরূপ প্রকাশ করত জগতের নাশহেতু অবৈদিক মতসকল স্থাপন করিয়াছি। দ্বিজ জৈমিনিও বেদের অপকৃষ্টার্থ প্রচার করিয়াছেন।

কণে তামসাদি পুরাণের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর—অষ্টাদশ পুরাণ-মধ্যে কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শৈব, স্কন্দ ও অগ্নি পুরাণ—তামস পুরাণ। ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, র্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন—এই ছয়টি রাজস পুরাণ এবং নারদীয়, গরুড়, বিষ্ণু, পদ্ম ও শ্রীমদ্ভাগবত—সাত্ত্বিক পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণসকল াদ, রাজস পুরাণ—স্বর্গপ্রদ এবং তামস পুরাণসকল নরকপ্রদ। ঋষি-প্রচারিত স্মৃতিসকলও ত্রিবিধ। বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, ব্যাস, ভরদ্বাজ প-কৃত স্মৃতিসকল সাত্ত্বিক। যাজ্ঞবল্ক্য, আত্রেয়, তৈত্তির, দাক্ষ, কাত্যায়ন ঞ্চব স্মৃতি—রাজস এবং গৌতম, বৃহস্পতি, সাম্বর্ত্ত, যম, শঙ্খ ও লিখিত স্মৃতিসকল তামসিক।

ধিক কি বলিব, পুরাণ-স্মৃতি মধ্যে তামস-শাস্ত্রসকল সর্ব্বদা নরকপ্রদ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ উহা পরিত্যাগ করিবে। (পাদ্ম, উত্তর খণ্ড)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পাপের পরিচয় ও সীমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

য়া পিশাচী শুদ্ধ জীবকে নিজের কবলিত করিয়া কি ভাবে পাপ কার্য্য করায়, তাহা ভগবদ্গীতায় আমরা এইভাবে দেখিতে পাই। যথা—

কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ (গীঃ ১৩।২০)

ৌতিক উপাদানে গঠিত এই জড়শরীর মায়াই তৈয়ারী করিয়া দেয়। মায়া উপাদান-কারণ এবং এই ভৌতিক স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর সেই কারণের স্বরূপ। ইন্দ্রিয়গুলিও শরীরের অংশ হিসাবে সেই কারণের কার্য্যস্বরূপ। রীরের আধার—মন। অতএব এই স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরের "আমার" ন থাকিলেও তাহার উপর আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। ট বাড়ীর Occupier আমরা, শরীর-সম্বন্ধে একেবারেই নির্ব্বল। র যে কোন স্থানে রোগাদি আঘাত প্রাপ্ত হইলে, আমি নিজে খানিকটা ্য করিতে চেষ্টা করিলেও (শেষ পর্য্যন্ত) প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বই প্রধান। শরীরের ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আধিদৈবিক কর্ত্তৃত্বের অধীন। এমন কি, আমরা র যে পলক ফেলি, তাহাও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বাধীন, অন্যের আর কি কথা।

এই সকল কর্তৃত্ব করিবার জন্য বিভিন্ন অধিকারী দেবতাগণ আছেন। সেই সকল অধিকারী দেবতাগণের যে আইন-কানুন আছে, কোনও মনুষ্যের দ্বারা তাহার বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না। বহু কষ্ট-সাধ্য বৈজ্ঞানিক-সাধনের দ্বারাও প্রাকৃত-নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না। প্রাকৃত-নিয়ম অদল-বদল করিবার জন্য যে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক-চেষ্টা দেখা যায়, তাহাও এক প্রকার মায়ার প্রহেলিকা। সেই প্রকার প্রহেলিকাময় চেষ্টাও এক প্রকার পাপ-কার্য্য; কারণ, "জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব"—জীবজাতির পারমার্থিক অভিরুচির বাধক। মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য—মায়ার কর্তৃত্বাধীন হইতে বিমুক্তিলাভ করা। তাহা যদি আমরা মনুষ্য জীবনে না করি, তাহা হইলে আমরা জন্মজন্মান্তর কেবলমাত্র মায়ার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া সুখ-দুঃখের ভাগী হইব। "কেহ দুঃখে, কেহ সুখে করে সংসার ভোগ। সেই কার্য্য নাহি করে যাতে যায় ভবরোগ॥" ভবরোগের মেয়াদ বাড়াইবার জন্য যে 'জড়-বৈজ্ঞানিক-প্রসার,' তাহাও পাপ কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। কারণ পাপই মূলতঃ সংসার ভোগ করায়। প্রকৃতির দ্বারা সমস্ত কার্য্য সংঘটিত এবং কর্তৃত্ব সাধিত হইলেও সেই কার্য্যের সুখ-দুঃখরূপ ফল-ভোগের কারণ হচ্ছে জীব স্বয়ং। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত পুরুষ অর্থাৎ জীব নিজেই সকল পাপের কারণ রূপে নির্দ্ধারিত হয়। ভৌতিক শরীর ধারণ করাই ত্রিতাপ যন্ত্রণার মূল কারণ। জীব-জাতি নিজের পাপে নিজে কি-ভাবে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণাদি ভোগ করে, তাহা আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে পারি।

কোন রাজ্য-বিশেষের প্রজাবর্গ রাজ্যে গঠিত বিধান-অনুসারে সকলেই সম-ভাবে রাজ্যের সুবিধাগুলি গ্রহণ করিতে পারে। কারণ প্রত্যেক রাজ্যই প্রজা-কল্যাণ-সাধনের জন্য বহুবিধ বিধান প্রস্তুত করে। কিন্তু সেই প্রকার কল্যাণময় বিধান থাকা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন প্রজা নিজের দুষ্কার্য্যজনিত ফল-স্বরূপ পুলিশের 'নজর-বন্দী' হইয়া যায়। প্রজা যখন এইভাবে পুলিশের আশ্রিত হইয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে, সে তাহার নিজের পাপেই নিজে বদ্ধ হইয়াছে। রাজ্য-বিধান তার জন্য দায়ী নহে। রাজ্য-পরিষদ কোন প্রজাকেই পাপ-কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহ দেয় না। বরং পাপ-কার্য্য হইতে নিবারণ করিবারই চেষ্টা করিয়া বহু প্রকার সুখ সুবিধা করিয়া দেয়। কিন্তু, তথাপি সেই রাজ্যের প্রজাবর্গ কেহ কেহ পুলিশের অধীনতত্ত্ব হইয়া যায়। অপর পক্ষে রাজ্য সমস্ত প্রজাবর্গকে উত্তমভাবে শিক্ষিত হইবার জন্য, ব্যবসা-

বাণিজ্য করিবার জন্য, বা অন্যান্য বহুপ্রকার সুখ-বিধানের ব্যবস্থা করাসত্ত্বেও কোন কোন প্রজা কেন এইভাবে পুলিশেরে দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা আমাদের চিন্তা করা দরকার। সিদ্ধান্ত এই—রাজ্য-বিধান দ্বারা প্রজাবর্গ নিয়ন্ত্রিত হইলেও, সে রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনভাবেই বিচরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু সে যদি ইচ্ছা করিয়া রাজ্য-পরিষদের নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে নিজেই তার দুঃখভোগের কারণ হয়। এবং সেই দুঃখ ভোগ করাইবার জন্য যে পুলিশ বিভাগের আবশ্যকতা আছে, তাহা রাজ্য-বিধান-কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হইয়া সেই সেই দুষ্কার্য্য-পরায়ণ প্রজাদের উপর কঠিন শাসকরূপে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অজ্ঞানতাবশতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃতি তাহাকে দুঃখ দিবার জন্য বিরত হইবে না। অজ্ঞানতাবশতঃ কেহ রাজ্য-বিধান অতিক্রম করিলে পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। পুরুষই স্বয়ং তাহার সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ; প্রকৃতি তাহার সুখ-দুঃখ-ভোগের উপাদান কারণ মাত্র।

বিবিধ পাপকার্য্যের কারণ-জন্যই আমরা বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি এবং অজ্ঞানতাবশতঃই আমরা পাপ কার্য্য করি, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। অজ্ঞানের অপর নাম রজস্তমোগুণ। সেই প্রকার রজস্তমোগুণের অন্ধকার-মধ্যে আমরা যত বেশী কার্য্য-তৎপর হই, ততবেশী আমরা পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া বহুপ্রকার দুঃখের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যাই। ইহাই ভৌতিক জীবনের শেষ পরিণতি। রজস্তমোগুণের দ্বারা কি ভাবে আমরা প্রকৃতির কবলিত হইয়া পড়ি, তাহা আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। "সোভিয়েট-ল্যাণ্ড" নামক মাসিক পত্রিকায় আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ টিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যথা ঃ—

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পর হইতেই সূর্য্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে তাপ দিতেছেন। এই সূর্য্যের তাপ যদি আমরা ঠিক-ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর চেহারাই অন্যরূপ করিয়া দিতে পারি (?)। কিন্তু, এ-পর্য্যন্ত মানুষ ঠিক-ঠিকভাবে সূর্য্যতাপকে নিজের কার্য্যে লাগাইতে পারে নাই। সূর্য্যতাপকে প্রকৃতি কিছু কিছু কার্য্যে লাগাইয়াছে বটে, যেমন সূর্য্যতাপের দ্বারা প্রকৃতি-গত জ্বালানী, শুষ্ককাষ্ঠ, কয়লা, কেরাসিন তৈল প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় জিনিষ আমরা লাভ করি। আদিবাসীগণ সূর্য্য-তাপে শীতের সময় নিজের অঙ্গকে তাপিত করিয়া লয় বা চাষ-বাসের সময় ধান্যাদি শস্য শুকাইয়া লয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক যে, এইসকল

কার্য্য সাধন করিয়াও আমরা সেই সূর্য্যতাপের শতাংশের একভাগ মাত্র যথাবিধি কার্য্যে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছি ; বাকী ৯৯ নিরানব্বই ভাগই বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।"

"যে-দিন থেকে পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে সে-দিন থেকেই মানুষ এই সূর্য্যতাপকে নিজের কার্যে লাগাইবার জন্য বহুচেষ্টা করিলেও, তাহা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রভাব বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যতাপকে তাহার কার্যে লাগাইবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। কিছুদিন হইল মানুষের এই বহু পুরাতন স্বপ্ন এখন কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে —সোবিয়েত রাশিয়ার রাজ্যে।"

উপরিউক্ত সংবাদের উদাহরণ দ্বারা আমরা এই মাত্র প্রতিপন্ন করিতে চাই যে, মানুষের প্রকৃতি-ভোগ করিবার ইচ্ছা কিরূপ প্রবলভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে! মানুষ অফুরন্ত সূর্য্যতাপের আশায় জ্বালানী কাষ্ঠ, কয়লা, খনিজ তৈল, শস্য উৎপাদন, বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রণ বা শীতকালে শরীর তাপ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। পরন্তু, আরও অধিকতর ভাবে যাহাতে সূর্য্যতাপ নিজের জড়ভোগ-কার্য্যে লাগাইতে পারে তারজন্য চেষ্টা করিতেছে। অথচ রজস্তমো গুণের দ্বারা এই প্রকৃতি ভোগ করিবার ইচ্ছাই —জীবের পাপবীজ রূপ দুঃখের মূল কারণ। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ভগবৎ-সেবা ভুলিয়া যাওয়া এবং মায়াকে মিথ্যা ভোগ করিবার প্রেরণাই জীবের অজ্ঞান, এবং সেই অজ্ঞান দ্বারাই জীবের পাপবীজ রোপন ও সেই পাপবীজই জীবের সকল যন্ত্রণার মূল ভিত্তি। আমাদের বক্তব্য ইহা নহে যে, মানুষ তার বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি হইতে বিরত হউক। কিন্তু, আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, প্রকৃতিকে ভোগ করিতে গিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যাইবার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা জীবের বর্ত্তমান আছে, তাহাতে কি করিয়া পাপকার্য্য নিবারিত হইতে পারে? প্রকৃতি-ভোগ এবং পাপকার্য্য-নিবারণ—এই দুইটি একসঙ্গে চলিতে পারে না। "আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত"—যথাযোগ্য প্রকৃতি ভোগ করাই আমাদের পাপকার্য্য হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। অন্যথায় দৃঢ়ভাবে প্রকৃতির 'দুরত্যয়া' ত্রিগুণময় বিধান দ্বারা উত্তরোত্তর আবদ্ধ হওয়া। যথাযোগ্য ভোগ করিবার জন্যই প্রকৃতির বিধান। প্রকৃতির রাজ্যে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও আমরা তাহা ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব না। ইহাই একমাত্র পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার উপায়। সমুদ্রে অফুরন্ত লবণ

আছে। লবণ আমাদের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। কিন্তু আমরা অফুরন্ত লবণ ভোগ করিতে সমর্থ নহি। অথচ লবণ না হইলেও আমাদের চলিবে না। অতএব প্রকৃতি হইতে আমরা ততটা লবণই গ্রহণ করিব যতটা না হইলে আমাদের জীবনধারণ হইবে না। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যিনি বেশী লবণ গ্রহণ করিবেন, তিনিও বিপদে পড়িবেন। আবার যিনি কম গ্রহণ করিবেন তিনিও বিপদে পড়িবেন; ইহাই আমাদের বক্তব্য। সমুদ্রের অফুরন্ত লবণ-ভাণ্ডার হইতে যতটুকু লবণ দরকার তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা যদি প্রকৃতির কঠিন বিধান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভগবানের রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য-জীবন সার্থক হয়। কিন্তু আমরা যদি লবণ সমুদ্রকে মন্থন করিয়া লবণ হইতে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাসন করিয়া ভোগপ্রবণ হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করি, তাঁহা হইলেই আমরা জন্ম-মৃত্যুমালারূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারিব না; উত্তরোত্তর উগ্র কর্ম্মের দ্বারা জগতের ধ্বংস এবং নিজের অকল্যাণ সাধন করিব। আজ যে জগতের অবস্থা তাহা এই প্রকার অবৈধ প্রকৃতি ভোগের প্রবল ইচ্ছা হইতে সম্ভাবিত হইয়াছে। পশু-জীবনে জীবের কার্য্যশক্তি পরিমিত থাকায় তাহারা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু, মনুষ্য জীবনে চিত্তবৃত্তি উন্নত হইয়া যদি আরও অধিকমাত্রায় প্রকৃতি ভোগের লিপ্সা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আবার আমাদের পশুজন্মই গ্রহণ করিতে হইবে,—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত
সম্পাদক, ব্যাক-টু-গড্‌হেড্‌

শ্রীকৃষ্ণ ও জীব

পরমার্থ বাস্তব-বস্তু স্বয়ং ভগবান্।
জীব ও মায়ার নিয়ন্তা সর্ব্ব-শক্তিমান্॥
জীব-কৃষ্ণের কলা অংশ, মায়া—শক্তি তাঁর।
জীবের সংসার লাগি সৃজে কারাগার॥
মায়াধীশ কৃষ্ণ স্বয়ং জগতের প্রভু।
জীব তাঁর নিত্যদাস,—সংশয় নাই কভু॥

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, জীব তার বশ।
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হ'য়ে ভুঞ্জে নানা ক্লেশ॥
কৃষ্ণ ও জীব যুগপৎ নিত্য ভেদাভেদ।
কৃষ্ণ বিভু, জীব অণু—এই হয় ভেদ॥
কৃষ্ণে জীবে অভেদ যথা শক্তি-শক্তিমানে।
জীবশক্তি তটস্থা, শাস্ত্রের প্রমাণে॥
সূর্য্য ও কিরণ-কণ পৃথক্ কভু নয়।
কৃষ্ণ সূর্য্যসম, জীব কিরণ-কণ হয়॥
বিভু-চিৎ অণু-চিৎ স্বরূপতঃ ভেদ।
বিমুক্ত হ'লেও কভু নহেত অভেদ॥
প্রভুর ইচ্ছায় শক্তি হয় ক্রিয়াবতী।
কৃষ্ণে ভুলি' লভে জীব মায়াতে প্রগতি॥
অণু-চৈতন্য জীব তাই পায় নানা দুঃখ।
কৃষ্ণ-ভক্তি অনুশীলনে পায় সেবা-সুখ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০১ পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের সংখ্যা খুব অল্প। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলেছেন—"কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"। সেই সুদুর্লভ ভগবদ্ভক্তের প্রিয় বস্তু হচ্ছে—শ্রীমদ্ভাগবত। তাতে ভাগবত পরমহংসদিগের কথা আছে। ভাগবতই—পরমহংস বৈষ্ণব। যাঁরা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, তাঁরাও ভাগবত আলোচনা না করিলে অধঃপাতিত হয়ে যাবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণাশ্রমের সমল বা সগুণ-জ্ঞান পর্য্যন্ত আলোচিত হয় নাই, তাঁতে অমল নির্গুণ জ্ঞান—ভাগবত-পরমহংস-জ্ঞান পর্য্যন্ত আলোচিত হয়েছে। সে জ্ঞান 'নির্ণয়সিন্ধু' বা অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত নয়—'ভামতীর' বা পরিমলের জ্ঞান পর্য্যন্ত নয়;—অপরোক্ষের উত্তরার্দ্ধ, অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত জ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতে আলোচিত হয়েছে। ভাগবতে

জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নৈষ্কর্ম্মবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলপিপাসা-রহিত সেবাপ্রবৃত্তিযুক্ত যা, তাই নৈষ্কর্ম্ম্য; চুপ করে বসে থাকা নয়। কৃষ্ণেতর পিপাসা-রাহিত্যই বৈরাগ্য। ভক্তির সহিত ভাগবত শ্রবণ করিলে, পাঠ করিলে বা বিচার করিলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয়, মুক্তি হ'তে মুক্তি লাভ হয়; সেবোন্মুখ না হলে ভগবৎ-কথা বুঝ্‌তে পারা যায় না, কিম্বা ভগবন্নাম উদিত হন না।

আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করি, কিন্তু বহির্জগৎ হইতে অসংখ্য বাদানুবাদ, বিরুদ্ধধারণা ও চিন্তাস্রোত আসিয়া আমাদিগকে ভাগবত অনুশীলনে নানা প্রকারে বাধা দেয় এবং অসুবিধা ঘটায়। সুতরাং ভগবদ্‌বিমুখ বহির্জগতের পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তে—তাহাদের সততা, বন্ধুতা, আত্মীয়তায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নিরন্ত-কুহক বাস্তব-সত্যে প্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রিয় ভাগবতগণ-সমীপে ভাগবত উপদেশ শ্রবণই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং তাহাই সর্ব্ব-সমস্যা-সমাধানের একমাত্র রাজকীয় পন্থা। কেবল-মাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই পুনঃ পুনঃ বলব—জীবনের শেষ দিন, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত বলব। যে কয়দিন বেঁচে থাকি যেন সমগ্র বিশ্বের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী সহস্রমুখে কীর্ত্তন করতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্ত ভাগবতের নিকট হতে পাঠ না করলে মহাভারত বা গীতা পড়া সম্পূর্ণ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ কতটা অধিকার দিয়াছেন, আর ভাগবতই বা কতটা অধিকার দিয়েছেন তা বিচার করা আবশ্যক। **বিষ্ণুপুরাণ বা রামায়ণ মাত্র পাঠ করে শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করলে হবে না, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে হবে।** শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণবতার বিচার অতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কে কতটা ভগবানকে প্রিয়তমরূপে গ্রহণ করতে পেরেছেন, কে প্রত্যহ অষ্টপ্রহরের মধ্যে অষ্টপ্রহর অপতিতভাবে ভজন করেন, কে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ভজন করেন, এ সকল কথা শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করা হয়েছে। এখানে শঙ্কর-মতাবলম্বীদিগের বিচার নয়,—বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণবের বিচার। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোমণি; সর্ব্বশাস্ত্রের আরাধ্য শাস্ত্র মহাপ্রভু যাকে প্রমাণ-শিরোমণি বলেছেন। 'বিশতে তদনন্তরম্' গীতোক্ত এই শ্লোকের লীলা-প্রবেশের বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুট হয়েছে।

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবাস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকটি পাই—যাতে বলা হয়েছে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুতাদিদেবগণ দিব্য স্তুতি বাক্য দ্বারা তাঁর স্তব করেন। সামগান-কারিগণ তাঁর মাহাত্ম্য গান করেন। সেই বস্তুটি অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। কাল তাঁ হতে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কালের অধীন নন বা ইহ জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থবিশেষ নন। তাঁর তত্ত্ব বলবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয়েছে। আপনারা জানবেন—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অতি সহজ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয়টি এইরূপে লিখিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ ॥

[ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্যমতে নাই।]

ইদানীন্তন ভাষায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

[বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিল রসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।]

এই দশমূল শিক্ষা উক্ত শ্লোকে ঠাকুর বর্ণনা করেছেন। এইগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দরকার। ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবত সাত্বত সংহিতা। এর অপর নাম—পারমহংস্য পঞ্চরাত্র। বেদব্যাস ভক্তিযোগে অবস্থিত হয়ে সেই অধোক্ষজতত্ত্ব দর্শন করে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের শেষে কএকটি শ্লোক আছে—

ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্॥
আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যান-সংযুতম্।
হরিলীলা-কথাব্রাতামৃতানন্দিত-সৎসুরম্॥

[ভগবান নারায়ণ সর্ব্বাগ্রে নাভিপঙ্কজস্থিত ভবভীত ব্রহ্মার প্রতি করুণা-বশতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে বৈরাগ্যজনক আখ্যানসমূহে সংযুক্ত হইয়া হরিলীলা কথামৃত-বিতরণে সজ্জন ও দেবগণকে আনন্দিত করিতেছেন।]

"এর আদি, মধ্য এবং শেষে জগতের সহিত আসক্ত হবার কথা নাই। বৈরাগ্যাখ্যানযুক্ত হরিলীলাকথা-সমূহ এতে বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা যাঁরা ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁদের পরমা গতি লাভ হয়ে থাকে।

রাজংস্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্॥

ভাগবত কথা না শুনিলে জীবন বৃথা। এই পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং অমৃত সাগর। অন্যান্য পুরাণ বা মহাভারতাদি কখন সম্মানিত হয়? যখন ভাগবত না থাকে।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

ভাগবতে তৃপ্তি হলে অন্য কথায় রতি হয় না। সব শ্রুতির সার চরমবস্তু ভাগবত রস পান করলে অন্য রসে আসক্তি হয় না।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

এই পুরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু, দেবতাগণের মধ্যে

অচ্যুত এবং নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তেমনি সকল পুরাণ মধ্যে শ্রীমদ্-ভাগবতই শ্রেষ্ঠ।

ভাগবত অমল প্রমাণ। জগতে যে-সকল অবৈষ্ণব আছেন, যাঁরা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের এটি প্রিয় নয়। যাঁদের বিচার অন্যাভিলাষ বা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, তাঁদের প্রিয় নয়। যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত, তাঁদেরই ইহা প্রিয়। এই গ্রন্থ মধ্যে পরমহংসদিগের ধর্ম্ম—মলিনতা-রহিত জ্ঞান গীত হয়েছে। জগতে চারিটি আশ্রম—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। আবার যতিগণের মধ্যে কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস—এই চার প্রকার বিভাগ। মনুষ্য যে কোন আশ্রমে থাকুন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম যতি। যতিগণের সর্ব্বোত্তম শিরোমণি পরমহংস। তাঁরা বৈষ্ণব; অবৈষ্ণব অন্যদেব-পূজক। অন্যদেব-পূজক কখনও পরমহংস-শব্দ ব্যবহার করতে পারে না। ত্রিদণ্ডিগণের গন্তব্য স্থান পারমহংস্য। সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডিত্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার শীর্ষস্থান পারমহংস্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে একটি শ্লোক দেখিতে পাই—

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ-ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥

[যিনি কল্প-প্রারম্ভে ব্রহ্মার নিকট এই জ্ঞান-প্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা-রূপে মহর্ষি নারদের নিকট, নারদরূপে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ইহার প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ, বিমল, শোক-রহিত, অমৃত, পরম-সত্যস্বরূপ শ্রীনারায়ণ তত্ত্বের ধ্যান করিতেছি।]

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে যেমন "সত্যং পরং ধীমহি" ব'লে ভাগবত আরম্ভ হয়েছে, শেষেও তদ্রূপ "সত্যং পরং ধীমহি" ব'লে উপসংহার করলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

———

স্বধামে শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ মহারাজ

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুগৃহীত শিষ্য শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী গত ১৬ই শ্রাবণ ১৩৬৪, ১লা আগষ্ট ১৯৫৭, বৃহস্পতিবার অনুমান বেলা ২ ঘটিকায় কলিকাতার উপকণ্ঠে কালীঘাটের অন্তর্গত ৬নং রাজা সীতারাম রোডে তাঁহার নিজ প্রবাস-গৃহে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অসুস্থ সংবাদ পাইয়া ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ব্রহ্মচারীজীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত তাঁহার যথারীতি সেবা-শুশ্রূষা করেন এবং তাঁহার দেহান্তে পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্যাপন করেন।

শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ প্রভু পূর্ব্ববঙ্গের যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া সামান্য বিদ্যাভ্যাসের পর যৌবনের প্রারম্ভেই শ্রীচৈতন্য মঠের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। বাল্যাবধি তাঁহার রন্ধন-কার্য্যের পরিপাটী দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত সেবায় তাঁহাকে নিযোগ করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া জগদ্‌গুরুদেবের নির্যাণ কাল পর্য্যন্ত রন্ধনাদি-সেবা করিয়া গৌড়ীয় মঠসেবকগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গের মধ্যে স্বধামগত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজই প্রথম সন্ন্যাসী। তিনি সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীকে তাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সম্মানসূচক (Honourary) 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করেন। ভারতী মহারাজের প্রদত্ত এই 'মহারাজ' নামেই শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য-বর্গ তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীগণকেই 'মহারাজ' বলা হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী ব্যতীত কোন গৃহস্থ এই 'মহারাজ' উপাধি দান বা গ্রহণে সমর্থ নহেন। সন্ন্যাসীবর্গই শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবক এবং সজ্জনানন্দ প্রভুও শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তজ্জন্যই ভারতী মহারাজ সাগ্রহে সজ্জনানন্দ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে সম্মানসূচক (Honourary) 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি আমরা সকলেই তাঁহাকে 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিতাম। শ্রীল প্রভুপাদের অধরামৃত আকাঙ্ক্ষা করিলে আমাদের সকলকেই সেই সজ্জনানন্দ মহারাজের অনুগ্রহপ্রার্থী

হইতে হইত। তিনি সকলের আর্ত্তি ও আবেদন অতি আদরের সহিত সম্পাদন ও পূরণ করিতেন। আমরা তাঁহার বিরহে, তাঁহার সেবা সু-কৌশলের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। তাঁহার আত্মীয়-বর্গ একাদশ-দিবসে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণব-বিধানমতে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সজ্জনানন্দ মহারাজ পরলোক হইতে আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীপাদ বনমালী প্রভুর নির্যাণ

আমরা মর্ম্মান্তিক বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, সুদূর দক্ষিণ দেশীয় গঞ্জাম-জেলার অন্তর্গত গোবরা-গ্রাম-নিবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একটি নক্ষত্র-স্বরূপ আমাদের সতীর্থ শ্রীবনমালী দাসাধিকারী মহোদয় ৪৮ বৎসর বয়সে গত ১৯শে ভাদ্র ১৩৬৪, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, বৃহস্পতিবার, বামন-দ্বাদশী তিথিতে মধ্যরাত্রে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী ও তিনটি পুত্রকে রাখিয়া ইহ-লীলা সম্বরণ করেন। দেহত্যাগকালে তিনি সর্ব্বদাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করিয়াছেন। দেহত্যাগের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান বিন্দুমাত্র লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট গোস্বামীর 'সৎক্রিয়ার-দীপিকা' নামক স্মৃতি-অনুসারে তাঁহার আত্মীয়বর্গকে পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করিতে নির্দ্দেশ দেন।

বনমালী প্রভু যৌবনেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মঠে অর্চ্চন-পূজাদি সেবাকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও মন্দিরাদিকে সুসজ্জিত করিবার যোগত্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়া ছিল। দৈহিক শক্তির প্রাচুর্য্যহেতু শ্রীচৈতন্য মঠের বৈদ্যুতিক আলোক পরিচালনের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও নিষ্পাপ জীবন গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের আদর্শ ছিল।

শ্রীঅনন্ত বাসুদেব আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিনয় করিলেও তাহার আসুরিক দুর্নীতির প্রতিবাদ করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাহার ফলে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে

হইয়াছে। তিনি যেরূপভাবে সত্য স্থাপনের জন্য আত্মোৎসর্গের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। বাসুদেব, সুন্দরানন্দ প্রভৃতির অঘ-বক-পূতনা অপেক্ষাও অধিকতর পাষণ্ডোচিত ক্রিয়া-কলাপের প্রতিবাদ-কল্পে আমরা বনমালী প্রভুকেই অগ্রণীস্বরূপ দেখিয়াছি। কেবলমাত্র পাষণ্ডগণই এই ভক্ত-বীরের সেবা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারে নাই, পারিবেও না। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক একনিষ্ঠ সেবকগণই এই মহাত্মার জীবনাদর্শের কথা অবগত আছেন। আমরা তাঁহার বিরহ-কাতরা স্ত্রী ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্রত্রয়কে কিভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বনমালী প্রভুর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিবেন এবং ভবিষ্যতে তাহারাও যাহাতে বনমালী প্রভুর আদর্শে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-জীবন যাপন করিতে পারেন—ইহাই ভগবৎচরণে একমাত্র প্রার্থনা। বনমালী প্রভু দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচারে মঠ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তিনি আদর্শ গৃহস্থ-জীবনই যাপন করিয়াছেন। আমরা এই ভক্ত-বীরের নিত্যকাল কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

অচিন্ত্যভেদাভেদ

'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-শীর্ষক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। ইহা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতি সংখ্যার শেষে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া ক্রমশঃ ছাপা হইয়াছে ও হইবে। শ্রীপত্রিকার ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর হইতে এই প্রবন্ধটী আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। বর্ত্তমান ৭ম সংখ্যায় ৩৩-৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছাপা হইল। সহৃদয় পাঠকগণ এই প্রবন্ধ গত সংখ্যার ৩২ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তির সহিত মিল করিয়া পাঠ করিবেন।

বক্ষ্যতি"—ইহা প্রথম সূত্রের 'অথ' শব্দের টীকাতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্রন্থারম্ভেই 'মঙ্গলাচরণ' অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে—ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হয়ত মনে করিবেন, কপিলের সাংখ্য—যোগশাস্ত্র; তাহার প্রমাণ আমরা বৈষ্ণবগণ মানিব কেন? দার্শনিক ঐতিহ্য-জগতে সাংখ্য-দর্শনকে একবাক্যে সকলেই প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করেন এবং সাংখ্যের পার্থিব জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারে যে বিচার, তাহা বেদান্ত-দর্শনে ব্যাসদেব কখনও উল্লঙ্ঘন করেন নাই। যদিও তাঁহার নিরীশ্বর-চিন্তাস্রোত এবং তাঁহার সাধ্য-সাধনের বিচার-ধারা সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার 'মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ' (৫।১) —এই বাক্যের প্রামাণ্য কোনও প্রকারে উল্লঙ্ঘিত হয় নাই। এই উক্তিটি যে ঈশ্বরের শক্ত্যাবেশ-অবতার দেবহূতি-নন্দন কপিলের নহে, তাহা কে বলিতে পারে? আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে * দেবহূতি-নন্দন কপিলদেবই সাংখ্য-সূত্রের প্রণেতা। সাংখ্য-সূত্র দ্বাবিংশ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। তাহারই বিস্তৃতি বা ব্যাখ্যাস্বরূপ ষড়াধ্যায়ী 'সাংখ্য-প্রবচন' অগ্নির অবতার কপিলের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সাংখ্য-প্রবচনই বর্ত্তমান যুগে সাংখ্য-দর্শন নামে অভিহিত। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—সাংখ্য-প্রবচনের মূল—দ্বাবিংশ সূত্রীয় সাংখ্য-সূত্র। সুতরাং "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ" বাক্যের উৎপত্তি-স্থল সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার দেবহূতি-পুত্র কপিল হইতেই—জানিতে হইবে।

* "শাস্ত্র-মুখ্যার্থ-বিস্তারস্তন্ত্রাখ্যেঽনুক্তপূরণৈঃ। ষষ্ঠাধ্যায়ে কৃতঃ পশ্চাদাখ্যার্থ-শ্চোপসংহৃতঃ॥" তদিদং সাংখ্য-শাস্ত্রং কপিল-মূর্ত্তির্ভগবান্ বিষ্ণুরখিল-লোক-হিতায় প্রকাশিতবান্। যৎ তত্র বেদান্তিব্রুবঃ কশ্চিদাহুঃ—সাংখ্য-প্রণেতা কপিলো ন বিষ্ণুঃ। কিন্ত্বগ্ন্যবতারঃ কপিলান্তরম্—"অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ।" ইতি (মহাভারত) স্মৃতেরিতি। তল্লোক-ব্যামোহন-মাত্রম্। "এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ। প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্ম-দর্শনে॥" ইত্যাদি (ভাগবত ৩।২৪।৩৬) স্মৃতিষু বিষ্ণ্বতারস্য দেবহূতি-পুত্রস্যৈব সাংখ্যোপদেষ্টৃত্বাবগমাৎ। কপিলদ্বয়কল্পনাগৌরবাচ্চ। তত্র চাগ্নি-শব্দোঽগ্ন্যাখ্যশক্ত্যাবেশাদেব প্রযুক্তঃ। যথা—"কালোঽস্মি লোক-ক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।" ইতি (গীতা ১১।৩২) শ্রীকৃষ্ণবাক্যে কাল-শক্ত্যাবেশাদেব কাল-শব্দঃ। অন্যথা বিশ্বরূপপ্রদর্শক-কৃষ্ণস্যাপি বিষ্ণ্বতার-কৃষ্ণাদ্ভেদাপত্তেরিতিদিক্॥ (সা ভা—৬।৭০)

বিজ্ঞানভিক্ষুর মত পরিত্যাগ করিলেও, প্রাচীনতম সাংখ্যাচার্য্য শূন্যবাদী গৌড়পাদও তাঁহার সাংখ্য-ভাষ্যের প্রারম্ভেই কপিলদেবকে ব্রহ্মার পুত্র-সপ্তকের * অন্যতম বলিয়া জানাইয়াছেন। গৌড়পাদের উক্তিই যদি যুক্তির খাতিরে মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা ব্রহ্ম-পুত্র কপিল তৃতীয় ব্যক্তি। বিজ্ঞানভিক্ষু-কথিত অগ্নির অবতার কপিল এবং দেবহূতি-পুত্র কপিল—এই উভয় কপিল হইতেই ব্রহ্মপুত্র কপিল পৃথক। ইনি যদি ব্রহ্মার পুত্র হন, তবে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার উক্ত বাক্য মানিয়া লইতে বিশেষ আপত্তি করিবেন না। সুতরাং কপিল যিনিই হউন, তাঁহার উক্তি ভগবদ্-ভজনের অনুকূল হইলে, গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই।

শিষ্টাচার-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত

আমরা সকলের বিচার ছাড়িয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার নতশিরে গ্রহণ করিতে বাধ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রে 'অথ' শব্দের দ্বারা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আচরণ-মুখে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেও তৎ সম্বন্ধে বিধি লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটী করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অর্থাৎ—এই শাস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা নারায়ণ পুরুষোত্তম নর-ঋষি-নামক ভগবদবতার, সরস্বতীরূপিণী পরাবিদ্যাদেবী এবং মুনি ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া তৎপর জয় অর্থাৎ সংসার-বিজয়ী গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে।

(৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে অনন্ত বাসুদেব-প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত)

উক্ত শ্লোকের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে পূজ্য-তত্ত্বের নমস্কার বিহিত হইয়াছে। তৎপরে সংসার-বিজয়ের নিমিত্ত জয়গান করিয়া উপদেশ-গ্রন্থাদি লিখিতে হইবে। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার উল্লেখ করিতেছি—"জয়ত্যনেন সংসারমিতি জয়ো গ্রন্থস্তম্ উদীরয়েৎ ইতি স্বয়ং তথোদীরয়ন্ অন্যানপি

* ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম। তদ্‌যথা— সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। অষ্ট্য ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥"

(সাংখ্য-দর্শনম্—কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত উপোদ্‌ঘাত, ৵০ পৃষ্ঠা, ৫ম সংস্করণ)

পৌরাণিকানুপশিক্ষয়তি।" ব্যাসদেব স্বয়ং বদ্ধজীবের সংসার-জয়ের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনাকল্পে উপাস্যবর্গের নমস্কার বিধান করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে 'অন্যানপি পৌরাণিকান্ উপশিক্ষয়তি'। অর্থাৎ শ্রীধরস্বামীর এই বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে, 'অন্যান্য পৌরাণিকেরাও যেন ইঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া জয়াখ্য * গ্রন্থ রচনা করেন।' যদিও শ্রীধরস্বামিপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য নহেন, এবং তাঁহার বিচার ও মতের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের চিন্তার ও বিচারের প্রচুর পার্থক্য বর্ত্তমান, তথাপি ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচলিত টীকাকারগণের মধ্যে এক প্রকার আদি টীকাকার-বিধায় তাঁহাকে সকলেই প্রচুর সম্মান করিয়াছেন। বিশেষতঃ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীধরস্বামিপাদের সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রবল চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন; তজ্জন্যই আমি এস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সাহাবাবুর শিষ্টাচার-বিরোধিতা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছি। উক্ত শ্লোকের 'ততো জয়মুদীরয়েৎ' বাক্যে নমস্কার-অন্তে 'জয়' উচ্চারণ করিবে—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের শিরোনামায় 'শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ' বাক্যটীও শ্রীধরস্বামিপাদের পদাঙ্কানুসরণে প্রয়োগ হয় নাই। 'জয়'-শব্দের দ্বারা যদি সংসার-বিজয়ী শাস্ত্রসকলকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থখানি সংসার-জয়ের জন্য লিপিবদ্ধ হয় নাই, বুঝিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের একটি স্বভাবের পরিচয় দিতেছি—তিনি তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বিপরীত-সিদ্ধান্ত ও স্ববিরোধ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাকে সাক্ষাদ্ভাবে ঐপ্রকার মতিচ্ছন্নের উক্তিগুলি লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিয়া থাকেন—'আমি যন্ত্রী নহি,—যন্ত্র।' সুতরাং তিনি যখন যে-যন্ত্রীর আনুগত্য করেন, তখন সেই যন্ত্রীর বেতনভোগী কর্ম্মচারীর ন্যায় তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ মতবাদও প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। আমরা এই প্রবন্ধে গ্রন্থ-সমালোচনা-মুখে তাহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিব। তবে এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা এই—

* জয়শব্দস্যায়মর্থো ভবিষ্যোত্তরে। বিষ্ণুধর্ম্মাদিশাস্ত্রাণি শিবধর্ম্মাশ্চ ভারত। কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমো বেদো যন্মহাভারতং স্মৃতম্॥ সীতারামাদি-ধর্ম্মাশ্চ মানবোক্তা মহীপতে। জয়েতি নাম চৈতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণ ইতি॥— (শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি-সঙ্কলিত শ্রীমদ্ভাগবত-১।২।৪ শ্লোকের পাদটীকা)

তাঁহার "অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ"-গ্রন্থের যন্ত্রী কে? তিনি কি সংসার-বিজয় করিতে না পারিয়া শ্রীগুরুদেবকে ও সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াছেন? এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বয়ংও কি বান্তাশী হইয়া চিরকাল গৃহস্থাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন? সুতরাং তাঁহার রচিত গ্রন্থ সংসার-বিজয়ের গ্রন্থ হইবে কেমন করিয়া?—পরন্তু, সংসার-কূপে নিমজ্জিত মণ্ডূকের ন্যায় নিত্যবদ্ধ-দশার পুষ্টিকারক হইবে। সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদের "সংসারমিতি জয়ো গ্রন্থম্ উদীরয়েৎ"—এই বাক্যের কোন সার্থকতাই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থে রক্ষিত হয় নাই ও হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকে 'জয়'-শব্দের দ্বারা সংসার-বিজয়ী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এবং 'উদীরয়েৎ'-শব্দের দ্বারা তাহার বাচন, লিপিবদ্ধ-করণ বা গ্রন্থিত-করণ বুঝাইতেছে। সুতরাং 'জয়' বলিলে শাস্ত্রকর্ত্তা পৌরাণিকগণের শিক্ষাসমূহকেও বুঝাইবে। 'অন্যানপি'—স্বামিপাদের এই পদের দ্বারা অন্য যে-কোন ব্যক্তি উপদেশ-মূলক গ্রন্থাদি রচনা করিবেন—তাঁহা-দিগকেও লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং সকলকেই শাস্ত্রসম্মত শিষ্টাচার পালন করিতেই হইবে—শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্য-বর্গের অনুসরণে উক্ত শ্লোকের টীকায় গ্রন্থ-লেখকগণের প্রতি আরও একটী সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"**গুরুং নত্বা** দেবতাদীন্ প্রণমতি নারায়ণমিতি।" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নির্দ্দেশ এই যে, সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া তৎপরে উপাস্য তত্ত্বাদির প্রণাম করিতে হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরিচয় পৃথক্ করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে এবং সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ-কর্ত্তৃবর্গের মধ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম সর্ব্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'গুরুং নত্বা' এই উপদেশের উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তবে তাহা কোন হিতকর সাধু গ্রন্থ হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ"—সাংখ্যের এই নীতি স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবও উল্লঙ্ঘন করেন নাই। এমন কি, তিনি স্বয়ংও শ্রীমদ্ভাগবতে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিবার বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই

বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে-কোন কার্য্যেই ব্রতী হওয়া যাউক্ না কেন, তাহাতে সুফল প্রসব করিবে না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার অন্যান্য বহু গ্রন্থেই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই 'বাদ'-গ্রন্থখানি অর্থাৎ "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" গ্রন্থখানিতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে ও হইতেছে জানিয়া দৈবই তাঁহাকে শিষ্টাচার হইতে বিরত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ, গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ, ঐতিহ্য-বিরোধ, প্রমাণ-বিরোধ, আচার-বিরোধ, লৌকিকতা-বিরোধ, শুদ্ধিতা-বিরোধ, গৌড়ীয়-ধারা-বিরোধ, গোস্বামীবর্গের বিরোধ, শ্রীচৈতন্য-বিরোধ, সম্প্রদায়-বিরোধ, শ্রীনাম-বিরোধ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বিরোধ ঘটাইয়াছে, তাহা আমরা বিশদ-ভাবে প্রদর্শন করিব।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত

মঙ্গলাচরণে শ্রীল জীব গোস্বামীর মধ্বানুগত্য

মঙ্গলাচরণের দ্বারাই গ্রন্থকার বা টীকাকারগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় এবং গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ না করায় গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থের শিরোনামায় যে **বাদ-স্বরূপ** "অচিন্ত্যভেদাভেদ-**বাদ**" লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা তিনি "অচিন্ত্যভেদাভেদ" আদৌ স্থাপন করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়কে অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় **ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নহে** বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছেন * এ সম্বন্ধে উক্ত 'বাদ'-গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রসঙ্গে, ২৩৯ পৃষ্ঠায় নির্লজ্জ ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

* শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির **বিপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি** নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মঃ ৮।৪৫, ১২৩ ; অঃ ৭।১৬) ও শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকের (৫।২৮, ২৯ ; বহরমপুর সং, ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ) একাধিক উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেবলাদ্বৈতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসলীলার গুরু শ্রীকেশব ভারতীও কেবলাদ্বৈত-বাদী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব আপনাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ত' বলিয়াছেনই, তাহা ছাড়া কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-

আমি সেই প্রসঙ্গের দুই-একটি কথা এস্থলে উদ্ধার করিয়া তাহার দুষ্ট-অভিপ্রায় খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছি। যথা—

"শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মাধ্ব সম্প্রদায় ভুক্তির **বিপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি** নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"১। (ক) মাধ্ব সম্প্রদায়ে ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পরস্পর (১) সাধ্য, (২) সাধন, (৩) শাস্ত্র, (৪) ইষ্ট, (৫) ভাষ্য ও (৬) বাদ এই ষড়বিধ ভেদ বর্ত্তমান ;

[আমরা ইহার প্রত্যেকটী ক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই, তাহা প্রমাণসহ প্রদর্শন করিব। —লেখক]

"(খ) চতুঃসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ যাঁহার ভৃত্যবর্গ, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কিরূপে তাঁহাদের কোনও একজনের বশংবদ হইতে পারেন ?

[এ যুক্তিরও প্রতিবাদ আমরা পরে প্রপঞ্চিত করিব। —লেখক]

"(গ) শ্রীমহাপ্রভু মাধ্বমত খণ্ডন করিয়া সেই মতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। অতএব শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে **'শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' বলা যাইতে পারে না;** ইহা শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত **একটী** স্বতন্ত্র সম্প্রদায়বিশেষ।"

চৈতন্যদেবকে "কেশব ভারতীর শিষ্য, তাহে তুমি ধন্য।" "সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৬৬-৬৭) ইত্যাদি ; শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের পুরীতে সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শনলাভের পর "ভারতী সম্প্রদায়,—এই হয়েন মধ্যম।" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।৭২), "নিরন্তর ইহাকে বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥ কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া। সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।৭৫-৭৬) ; পুরীতে শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর প্রতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের গুরুবৎ সম্মান, অথচ ভারতীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীর ন্যায় মৃগচর্ম্মাম্বর প্রভৃতি দর্শনে "ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ?" (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৭) প্রভৃতি উক্তি এবং শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীরও, **"আজন্ম করিনু মুঞি 'নিরাকার'-ধ্যান।** তোমা দেখি' 'কৃষ্ণ' হৈল মোর বিদ্যমান॥ কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে মনে-নেত্রে কৃষ্ণ। তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ॥ বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার। ইহা দেখি' সেই দশা হইল আমার॥ **'অদ্বৈতবীথী-পথিকৈ**রুপাস্যাঃ, স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ। হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূ-বিটেন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৭৫-৭৮) ইত্যাদি উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উক্ত (গ) অনুচ্ছেদের প্রমাণস্বরূপ কটক রাসবিহারী মঠের অধ্যক্ষ **রাধাকৃষ্ণ বসু** মহাশয়ের ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 'বীরভূম'-পত্রিকার ৯।৪ সংখ্যা, ১৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত একটী সংস্কৃত ব্যবস্থ পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থের বহুক্ষেত্রে এইরূপ প্রমাণই উদ্ধৃত হইয়াছে। উড়িষ্যা-প্রদেশে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের একটি প্রধান আড্ডাক্ষেত্র—রাসবিহারী মঠ। তাহার **অধ্যক্ষ রাধাকৃষ্ণ বসুর মতবাদ** কিরূপে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইতে পারে? নিজের কুমত স্থাপন করিতে গেলে নিজ অপেক্ষা হীন ব্যক্তির মতও গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হয়, ইহা আমরা লজ্জাকর বলিয়া মনে করি। ইংরাজীতে একটি কথা আছে,—"A drowning man catches at a straw."—মহাসলিলে নিমজ্জমান ব্যক্তি উদ্ধার লাভের জন্য তৃণকেও অবলম্বন করিয়া থাকে।

অধ্যক্ষ রাধাকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্রই যদি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এত আদরের ও প্রমাণরূপে গ্রহণের বস্তু হইয়া থাকে, আমি তদপেক্ষা অত্যধিক সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য, নবদ্বীপ ধামের শ্রীগুরু আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা **শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামীর** লিখিত সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্রই বা কেন গৃহীত

হয় যে, কি শ্রীকেশব ভারতী, কি শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, কি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সকলেই কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

(বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ," ১৩শ প্রসঙ্গ, ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা)

[শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতবাদী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, মহাপ্রভু কেবলাদ্বৈতবাদী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছেন—বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, মধ্বাচার্য্যও স্বয়ং কেবলাদ্বৈতবাদী অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট দ্বাদশবর্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে শ্রীমধ্বও কেবলাদ্বৈতবাদী-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এইরূপ বলিতে হয়! সুতরাং মহাপ্রভুরও মধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে আর বাধা কোথায়? উভয়ই শঙ্কর অদ্বৈতবাদী-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেন। অপর পক্ষে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, যেহেতু শ্রীমধ্বাচার্য্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের রীতি-অনুসারে একদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও শ্রীমধ্বের অনুসরণে কেশব ভারতীর নিকট একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্বাচার্য্যের অনুগত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছেন।] —লেখক

হইবে না ? কটকের রাসবিহারী মঠের প্রচারিত উক্ত ব্যবস্থাপত্রেরই প্রতিবাদ-স্বরূপ নবদ্বীপ হইতে সমস্ত বৈষ্ণবগণ উক্ত স্বামীজীর নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিলে, তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-পত্র প্রচার করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল—শ্রীমধ্বাচার্য্য এবং তাঁহা হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত উক্ত ব্যবস্থা-পত্র নিম্নে পাদটীকায় অনুবাদসহ উদ্ধৃত হইল—

মুখ্যেন সম্প্রদায়িত্বং সম্প্রদায়বিদাং নয়ে।
সম্প্রদায়িগুরোর্দীক্ষা-মন্ত্রগ্রহণতো ভবেৎ ॥ ১ ॥
শিষ্টপরম্পরাচার্য্যোপদিষ্ট-সার্গ এব হি।
সম্প্রদায় ইতি খ্যাতঃ সুধীভিঃ সম্প্রদায়িভিঃ ॥ ২ ॥
শিষ্টত্বং নাম চায়ায়-প্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃতা।
বেদনাং বিষ্ণুপারম্যাৎ শিষ্টো বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ৩ ॥
অতৎপরম্পরত্বেন বৈষ্ণবত্বং ন সিদ্ধ্যতি।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদি-শাস্ত্র-প্রকোপণাৎ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ শিষ্টানুশিষ্টানাং পরম্পরাং রিরক্ষিষুঃ।
স্বনিঃশ্বসিতবেদোঽপি গৌরো মাধ্বমতং গতঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বজগদ্‌গুরুঃ শ্রীমদ্গৌরাঙ্গো লোকশিক্ষয়া।
পুরীশ্বরং গুরুং কৃত্বা স্বীচক্রে সম্প্রদায়কম্ ॥ ৬ ॥ *

* সম্প্রদায়বিদ্-গণের মতে সম্প্রদায়ি-গুরু হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের দ্বারাই [illegible]খ্যরূপে সম্প্রদায় সিদ্ধ হয় ॥১॥

সুধী সম্প্রদায়িগণ শিষ্ট-পরম্পরায় আচার্য্যের উপদিষ্ট মার্গকেই 'সম্প্রদায়' বলিয়া থাকেন ॥২॥

বেদের প্রামাণ্য-স্বীকারই শিষ্টত্ব, এবং সমস্ত বেদই বিষ্ণুর পরতত্ত্ব-জ্ঞাপক; অতএব বিষ্ণু-পরায়ণ বৈষ্ণবকেই শিষ্ট বলে ॥৩॥

অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরক-গমনরূপ দোষের শ্রবণ-হেতু যাঁহারা বৈষ্ণব-পারম্পর্য্য রক্ষা করেন না, তাঁহাদের বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয় না ॥৪॥

যেই-হেতু যাঁহার নিঃশ্বাস হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বেদ-কর্ত্তা স্বয়ং গৌরও শিষ্ট-উপদিষ্ট পারম্পর্য্য রক্ষার ইচ্ছা করিয়া মাধ্বমতকেই অঙ্গীকার করেন ॥৫॥

সকল জগতের গুরু শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গদেব লোক-শিক্ষা-হেতু ঈশ্বরপুরীকে গুরু-রূপে বরণ করিয়া সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন ॥৬॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ৯ দামোদর, ৪৭১ গৌরাব্দ | বৃহস্পতিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৬৪; ইং ১৭।১০।৫৭ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৮)

নন্দিতাশেষ-বন্দ্যারু-বৃন্দারকং
চন্দনাচর্চ্চিতোদার-পীনাংসকম্।
ইন্দিরাচঞ্চলাপাঙ্গ-নীরাজিতং
মন্দরোদ্ধারি-বৃত্তোদ্ভুজাভোগিনম্॥ ১॥

সৃষ্টি-সংহার-লীলাবিলাসাততং
পুষ্টষাড়্‌গুণ্য-সদ্বিগ্রহোল্লাসিনম্।
দুষ্টনিঃশেষ-সংহার-কর্ম্মোদ্যতং
হৃষ্টপুষ্টানুশিষ্ট-প্রজাসংশ্রয়ম্॥ ২॥

উন্নতপ্রার্থিতাশেষসংসাধকং
সন্নতালৌকিকানন্দদ-শ্রীপদম্।
ভিন্ন-কর্ম্মাশয়-প্রাণিসংপ্রেরকং
তন্নকিন্নেতি বিদ্বৎসুমীমাংসিতম্ ॥ ৩ ॥

বিপ্রমুখ্যৈঃ সদা বেদবাদোন্মুখৈঃ
সুপ্রতাপৈঃ ক্ষিতীন্দ্রেশ্বরৈশ্চার্চ্চিতম্।
অপ্রতর্ক্যৈরু-সদ্বিদ্ গুণং নির্ম্মলং
সুপ্রকাশাজরানন্দ-রূপং পরম্ ॥ ৪ ॥

অত্যয়ো যস্য কেনাপি ন ক্বাপি হি
প্রত্যয়ো যদ্‌গুণেষূত্তমানাং পরঃ।
সত্যসঙ্কল্প একো বরেণ্যো বশী
সত্যনুন্নৈঃ সদা বেদবাদোদিতঃ ॥ ৫ ॥

পশ্যতাং দুঃখ-সন্তান-নির্ম্মূলনং
দৃশ্যতাং দৃশ্যতামিত্যজেশার্চ্চিতম্।
নশ্যতাং দূরগং সর্ব্বদাপ্যাত্মগং
বশ্যতাং স্বেচ্ছয়া সজ্জনেষাগতম্ ॥ ৬ ॥

অগ্রজং যঃ সসর্জ্জাজমগ্র্যাকৃতিং
বিগ্রহে যস্য সর্ব্বে গুণা এব হি।
উগ্র আদ্যোঽপি যস্যাত্মজাগ্র্যাত্মজঃ
সদ্‌গৃহীতঃ সদা যঃ পরং দৈবতম্ ॥ ৭ ॥

অচ্যুতো যো গুণৈর্নিত্যমেবাখিলৈঃ
প্রচ্যুতোঽশেষদোষৈঃ সদা পূর্ত্তিতঃ।
উচ্যতে সর্ব্ববেদোরুবাদৈরজঃ
স্বার্চ্চিতো ব্রহ্ম-রুদ্রেন্দ্র-পূর্ব্বৈঃ সদা ॥ ৮ ॥

ধার্য্যতে যেন বিশ্বং সদাজাদিকং
বার্য্যতেঽশেষদুঃখং নিজধ্যায়িনাম্।

পার্য্যতে সর্ব্বমন্যৈর্যদাঽপার্য্যতে
কার্য্যতে চাখিলং সর্ব্বভূতৈঃ সদা ॥ ৯ ॥
সর্ব্বপাপানি যৎসংস্মৃতেঃ সংক্ষয়ং
সর্ব্বদা যান্তি ভক্ত্যা বিশুদ্ধাত্মনাম্।
শর্ব্ব-গুর্ব্বাদি-গীর্ব্বাণ-সংস্থানদঃ
কুর্ব্বতে কর্ম্ম যৎপ্রীতয়ে সজ্জনাঃ ॥ ১০ ॥
অক্ষয়ং কর্ম্ম যস্মিন্ পরে স্বর্পিতং
প্রক্ষয়ং যান্তি দুঃখানি যন্নামতঃ।
অক্ষরো যোঽজরঃ সর্ব্বদৈবামৃতঃ
কুক্ষিগং যস্য বিশ্বং সদাজাদিকম্ ॥ ১১ ॥
নন্দতীর্থোরু-সন্নামিনো নন্দিনঃ
সন্দধানাঃ সদানন্দদেবে মতিম্।
মন্দহাসারুণাপাঙ্গ-দত্তোন্নতিং
নন্দতাশেষ-দেবাদিবৃন্দং সদা ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

যিনি সর্ব্বলোকমান্য উত্তম দেবগণকেও আনন্দ প্রদান করেন, যাঁহার প্রশস্ত ও স্থূল বাহুমূলদ্বয় চন্দন-চর্চ্চিত, যিনি ইন্দিরাদেবীর চঞ্চল-কটাক্ষ-দ্বারা নীরাজিত এবং যাঁহার সুগোল, পরিপুষ্ট ও ঊর্দ্ধীকৃত ভুজ মন্দরগিরির উদ্ধারক ॥ ১ ॥

যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ লীলাবিলাসে ব্যাপৃত, ঐশ্বর্য্যাদি ষাড়্‌গুণ্য-পরিপুষ্ট সদ্‌বিগ্রহের প্রকাশক, দুষ্টগণের নিঃশেষরূপে সংহার-করণে উদ্যত এবং হৃষ্ট-পুষ্ট ও অনুগত প্রজাগণের আশ্রয় ॥ ২ ॥

যিনি অশেষ শুভকামনার পরিপূরক, প্রণতগণের অলৌকিক-আনন্দ-প্রদায়ক শ্রীপদশালী, ভিন্নকর্ম্মাশয় অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা-নির্ম্মুক্ত প্রাণিগণের উত্তমগতি-প্রাপক এবং **বেদান্তশাস্ত্রে "তন্ন কিং ন"** ইত্যাদি বিচারক্রমে বিদ্বদ্‌গণকর্ত্তৃক সুমীমাংসিত ॥ ৩ ॥

যিনি বেদবিচারে সুনিপুণ উত্তম-বিপ্রগণ ও মহাপ্রতাপশালী রাজ-রাজেশ্বরগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, **অচিন্ত্য-মহাজ্ঞানগুণ-সম্পন্ন**, পরম বিশুদ্ধ এবং পরম-প্রকাশশীল বৈকুণ্ঠানন্দস্বরূপ পরম-পুরুষ ॥ ৪ ॥

যাঁহার কোনকালেই কোনরূপেই বিনাশ নাই, যাঁহার গুণসমূহে উত্তম পুরুষগণের পরম বিশ্বাস, যিনি সত্যসঙ্কল্প, **অদ্বিতীয়**, বরেণ্য ও স্বতন্ত্র এবং সত্যপ্রেরিত পুরুষগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বেদবিচারমুখে পরিকীর্ত্তিত ॥ ৫ ॥

যিনি দর্শনকারিগণের সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করেন, যিনি ব্রহ্মা ও শঙ্কর-কর্ত্তৃক পরম-দর্শনোৎকণ্ঠাভরে অর্চ্চিত হ'ন এবং যিনি আত্ম-বিনাশশীল জনগণের অগোচর, নিত্যকাল স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বেচ্ছাক্রমে সজ্জনগণের বশ্যতাপ্রাপ্ত ॥ ৬ ॥

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রজাত উত্তমাকৃতি **ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন**, যাঁহার **শ্রীবিগ্রহে সর্ব্বগুণই বিরাজমান**, আদিদেব **শ্রীরুদ্রও যাঁহার পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র** এবং যিনি নিরন্তর সজ্জনগণের জ্ঞাত বা লব্ধ পরমদেব ॥ ৭ ॥

অশেষদোষ-নির্ম্মুক্ত যিনি নিখিল-গুণসমূহ-দ্বারা নিত্যকাল পরিপূর্ত্তি-নিবন্ধন অচ্যুতস্বরূপ, যিনি নিখিল বেদগণের উত্তমবিচারে 'অজ' নামে কীর্ত্তিত এবং ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ-কর্ত্তৃক নিত্য-পূজিত ॥ ৮ ॥

যিনি চতুর্ম্মুখ-প্রমুখ সকলকে চিরকাল ধারণ করেন, নিজ-ধ্যানরতগণের অশেষ দুঃখ বারণ করেন, অপরের পরিত্যক্ত অসাধ্য কর্ম্মের সাধন করেন এবং ভূতগণদ্বারা সর্ব্বদা বিশ্বসৃষ্টি করেন ॥ ৯ ॥

ভজন-শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের সর্ব্ববিধ পাপরাশি যাঁহার স্মরণে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়, যিনি শিব-বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের স্থিতিপ্রদ এবং যাঁহার প্রীতির জন্য সজ্জনগণ সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ॥ ১০ ॥

যে **পরমপুরুষে সম্যগ্ ভাবে অর্পিত হইলে কর্ম্মসমূহ অক্ষয় হয়**, যাঁহার নামোচ্চারণে দুঃখরাশি বিনষ্ট হয়, যিনি নিত্যকাল অজর অমৃত অক্ষয়বস্তু এবং চতুর্ম্মুখাদি এই বিশ্ব সর্ব্বদা যাঁহার কুক্ষিগত ॥ ১১ ॥

হে মানবগণ! আপনারা 'আনন্দতীর্থ' এই উত্তমনামধারী ব্যক্তির আনন্দদায়ক হইয়া (সেই) সদানন্দময় দেব শ্রীহরির প্রতি মতি ধারণপূর্ব্বক তদীয় মৃদুহাস্য-বিমিশ্রিত অরুণ-কটাক্ষপাতদ্বারা প্রদত্ত উন্নতির অধিকারী দেবাদি অশেষ জীবগণকে সর্ব্বদা আনন্দিত করুন ॥ ১২ ॥

———

সগুণোপাসনা

ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়ের মধ্যে 'অপরা'-প্রকৃতির পরিচয়

ভগবানের প্রকৃতি দ্বিবিধা। তাহাদের 'পরা' ও 'অপরা' সংজ্ঞা। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন; তিনি অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির (অন্তর্গত) অন্যতম বস্তু নহেন। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়-জাতীয় অভিমানে জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু —এই বিংশতত্ত্ব ও মন, মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, অব্যক্তের সহযোগে চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব। ইহারা সকলেই 'অপরা'-প্রকৃতি-প্রসূত—প্রাকৃত।

পরা প্রকৃতি জীব অপরা প্রকৃতি মায়াতে যুক্ত হইলেই বদ্ধ এবং বিযুক্তে মুক্ত

ভগবানের 'পরা' প্রকৃতি যখন অপরা প্রকৃতির সহিত ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হন, তখনই তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক উপাধিদ্বয় গ্রহণ করিয়া বদ্ধজীব-সংজ্ঞা লাভ করেন; আবার অপ্রাকৃত ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া ভগবত্তত্ত্বকে ভোক্তা এবং আপনাকে অপ্রাকৃত ভোগ্য আশ্রয়-ভেদ জানিলেই তাঁহার জড় ভোগ হইতে মোচন হইয়া হরিসেবন-ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত বস্তুর সহিত প্রকৃতির ভেদ এই যে, প্রাকৃত বস্তুতে গুণ-ত্রয় অবস্থিত, আর প্রকৃতিতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা।

প্রাকৃত গৌণাবস্থায় জীবের শুদ্ধ উপাসনা হয় না এবং উপাস্যকে গুণগত মনে করে

বদ্ধজীব অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গৌণ-বৃত্তিতে চালিত হইলেই, নশ্বর কর্ম্মের আবাহন করেন, এবং ফলের ভোক্তা জানিয়া আত্ম-বিমূঢ় হন। সেই কালে তিনি আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করেন। ত্রিগুণাভিমানী জীব গুণ ব্যতীত বস্তুর উপলব্ধি করিতে অসমর্থ; সেই জন্য তিনি তৎকালে গুণাতীত ও প্রকৃতির অতীত বস্তুর কোন পরিচয় দিতে পারেন না। এমন কি, অহঙ্কার পরিহার-পূর্ব্বক আনুগত্য বা পূজা প্রভৃতি জীবের মুখ্য বৃত্তির অবতারণা করিলেও, তৎ-কালে মুখ্যোপাসনার পরিবর্ত্তে গৌণোপাসনাই প্রবলা হয়। জীবের সূক্ষ্মদেহে

আত্মোপলব্ধিতে জড়বস্তুর বিচারকমাত্র-প্রতীতিতে বাস হয়। সূক্ষ্মদেহ—মনের অবলম্বনে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের দ্বারা ভোগে প্রবৃত্ত হন। আত্মার নিত্যবৃত্তিতে অপ্রাকৃত রাজ্যে সেব্য— হরি ; বদ্ধাবস্থায় তাঁহার নশ্বর দেহদ্বয় অনিত্য বস্তু বলিয়া ধারণা হয় না। আপনাকে অর্থাৎ নিজ দেহ ও মনকে গুণজাত দ্রব্য জ্ঞান করিয়া, নিরীশ্বর বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত জানেন। সুতরাং তৎকালে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়কে আত্মজ্ঞানে অনাত্ম-চেষ্টাক্রমে উপাস্য বস্তুকেও গুণান্তর্গত না করিতে পারিলে, তাঁহার জড়েন্দ্রিয়ে সুখোদয় হয় না।

গুণান্তর্গত অবস্থায় উপাস্যতত্ত্বে ভেদদৃষ্টি এবং বিভিন্ন গুণে বিভিন্ন উপাস্য

গুণজাত জগতে অবিমিশ্র গুণও অপর গুণের সহিত গৌণ সম্বন্ধবিশিষ্ট। গুণ-সাঙ্কর্য্যক্রমে উপাস্য বিচারেও ভেদ লক্ষিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বগুণ যেকালে অপর গুণের সহিত সম্বন্ধ-রহিত, তৎকালে তাহাই নির্গুণ। গুণ-সাম্যাবস্থা-প্রকৃতিকে নির্গুণা না বলিয়া গুণ-বৈচিত্র্যহীনা বলা সঙ্গত। নারায়ণই নির্গুণ উপাস্য বস্তু। 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ' প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রমাণ অনুশীলন করিলে ঐ বাক্যের যাথার্থ্য প্রতীত হইবে। সত্ত্বগুণসহ রজোগুণের মিশ্রণে উপাসক **সৌর**, সত্ত্বসহ তমো গুণমিশ্রণে উপাসক **গাণপত্য**, রজোগুণসহ তমো মিশ্রণে উপাসক **শাক্ত** এবং তমোগুণের উপাসক **শৈব** বলিয়া নির্গুণ অভিমান করেন। ধর্ম্মকামী সৌর, অর্থকামী গাণপত্য, কামকামী শাক্ত এবং মোক্ষকামী শৈব বলিয়া আপনাদিগকে সত্ত্বগুণোপাসক মনে করেন।

পঞ্চোপাসকী বৈষ্ণবগণও নির্গুণ নহে—সগুণ

পঞ্চোপাসক শ্রেণীর অন্তর্গত বিষ্ণুর উপাসগণও আপনাদিগকে নিষ্কাম আখ্যা দিয়া, মিশ্রগুণের সেবক অভিমান না করিলেও কামদেবের উপাসনার অভাবে তাঁহাদের নির্গুণ অভিমানও সগুণ উপাসনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কেবল রজোগুণের উপাসক আপনাদিগকে নির্গুণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিলেও, সগুণ পঞ্চোপাসনা করিতে গিয়া মুখ্য উপাসনার আদর করিতে অসমর্থ। সেজন্য ভগবান্ গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (৯।২৩)

কামনা-বশে ব্রহ্মোপাসনাও সগুণ

কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অপরা প্রকৃতির অন্যতম গুণাশ্রিত অভিমানে যে

ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তি কামমূলে কল্পিত হয়, তাহার সেবকগণের ত্রিগুণাত্মকাভিমান মাত্র। শুদ্ধজীব কখনই নশ্বর কামের আবাহন করিতে পারেন না; সেজন্য বদ্ধজীব কামনামূলে কিছুকালের জন্য নির্গুণ ব্রহ্মের বাসনা-জড়-কল্পিত-মূর্ত্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের যোগে উপাসক সজ্জায় তাহাদের অবিধিপূর্ব্বক সেবা করেন। তাহা আত্মার নিত্যসেবা নহে।

ভক্তি—নির্গুণা উপাসনা ও নিত্যা

তাদৃশ বাহ্যকাম-কল্পিত দর্শনের অন্তর্যামীরূপে বিষ্ণুই অবস্থিত; সুতরাং বাহ্য নশ্বর মনঃকল্পিত ভাবের অপগমে নির্গুণ নিত্য চিন্ময় হরির রূপের দর্শন ঘটে। নিত্যজীবাত্মা নিত্য সেবন-বৃত্তিক্রমে নিত্যরূপ ভগবানেরই নিত্যকাল উপাসনা করেন, তাহা গৌণ উপাসনা নহে। গৌণ-উপাসনা-বুদ্ধিতে আত্মার নিত্যবৃত্তি—ভক্তির প্রাকট্য নাই। ভগবানের নিত্যরূপ অচিদ্‌বস্তুর ন্যায় অনিত্য নহে—তাহা চিদানন্দময়। চিদানন্দময় নিত্য-সেবকই নিত্য-চিদানন্দময়ের নিত্য-সেবা করিতে পারেন। তাহাতে অচিদ্ জগতের কোন নশ্বর গুণ, তথায় অধিকার না পাওয়ায় তাহা 'নির্গুণ'-শব্দবাচ্য; পরন্তু, নির্গুণ বলিলেই চিন্ময় নিত্যগুণ-সম্পত্তির প্রতিবন্ধক হয় না। বাহ্যশরীর ও মন বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত জগতের ভোক্তা হইতে পারেন; কিন্তু দেহী জীবাত্মা স্বয়ং উপাধিদ্বারা পরিচিত হইবার সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য বলিয়া তিনি নিত্যবৃত্তি ভক্তিতেই অবস্থিত। নিত্যবস্তুর নিত্যভজন নিত্যসেবক জীবাত্মাই করিতে পারেন। যে-কালে ত্রিগুণাত্মক অভিমান জীবকে পরিত্যাগ করে, তৎকালে তিনি অধোক্ষজ ভগবানের অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা করিবার অধিকারী; তখন দেহদ্বয়ের অচিৎ-ভূমিকা তাঁহার ভোগ্য-ক্ষেত্র নহে। সর্ব্বতোভাবে সেকালে তিনি নির্গুণ রজ্যে অবস্থান করিয়া চিদ্বৈচিত্র্য-সেবায় অবাধে নিযুক্ত হন।

সকাম উপাসনায় দেবদেবীর উপাসনা

সগুণ উপাসনায় কাম বা অচিদ্ভোগ-বাসনা প্রবলা, তাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিদ্বারা রচিত মাত্র। নির্গুণ উপাসনায় নিত্যকামদেব ভগবানের সেবা নিত্যশুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যানুষ্ঠেয়। তাহা জীবের বিরূপ কামনা নহে। উহাই বৈধ উপাসনা। অনাত্মাকে আত্মজ্ঞানে যে চিন্ময় নিত্যমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য জড়ান্তর্গত কামদ মূর্ত্তি কল্পিত হয়, তাহা মুক্ত-অবস্থায় কালপ্রভাবে ধ্বংস হইয়া উপাস্য উপাসকের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করে, তাহাই অবিধি। তাদৃশ উপাসনা অবৈধ—এই জ্ঞান হইলেই, অজামিলের পুত্র 'নারায়ণ'-নামোচ্চারণের ন্যায়

নারায়ণ-শব্দে ভগবান্ স্মৃতিপথে উদিত হন, তখনই তাহারা অন্য দেবতার বাহ্য কামদাতৃত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহাতেই ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করেন এবং নশ্বর ভোগ-কামনার পরিবর্ত্তে নিত্য ভগবৎসেবা-তৎপর হন। ভগবদিতর ধারণা-মূলেই দেবতান্তরের সৃষ্টি। তাহা নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। সুতরাং কালপ্রভাবে বাহ্য-দর্শনের ব্যত্যয় ভগবদ্-ব্যতীত অন্যদেব-জ্ঞান তিরোহিত হয়। ইতর প্রতীতির তিরোধানের পর ভগবানই অবশিষ্ট থাকেন। কামনামূলে বিষ্ণু ব্যতীত অপর দেবজ্ঞান ক্ষণস্থায়ী; কেননা, কামনা তৃপ্তি করাইয়া তাদৃশ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সেইস্থলে উপাস্য নিত্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়া অবিষ্ণু-প্রতীতি বা সগুণ উপাসনা থাকিতে পারে না।

জড়-গুণোপাসনা-রাহিত্যমাত্রই জড় নির্গুণোপাসনা হয় না; ভক্তিই বিশুদ্ধ নির্গুণোপাসনা

নির্গুণ উপাসনা বলিলেই জড়ের উপাসনা নিরস্ত হয়। জড়ের সগুণ উপাসনা নিরস্ত হইলে, জড়ের নির্ব্বিশেষ উপাসনা-রাহিত্য সেই স্থান অধিকার করিবে—এইরূপ প্রমাণাভাব। চিন্ত্য জড়াকার-রহিত অবকাশ প্রভৃতি জড়ের অন্যতম ধারণাই যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা, এরূপ বলা যায় না। যেহেতু নিরাকার ও সাকার জড়েরই দুইপ্রকার ধর্ম্ম মাত্র। জড়রহিত চিদ্রাজ্য যে জড় নিরাকারময় এবং তাহাতে নিত্যোপাসনা নিত্যকাল রহিত এরূপ জড়ের ধারণাই যে তথায় স্থান পাইবে, তাহা ভক্তিযোগাবস্থিত সমাধিলব্ধ বৈয়াসিক গুরুবর্গ অনুমোদন করেন না। অনন্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বরকে সগুণ উপাসনার অন্তর্গত হইতে হইবে এবং তাঁহার স্থানটী জড় সগুণোপাসক স্বয়ং দখল করিয়া তাঁহার সহিত নির্ব্বিশিষ্ট হইবেন, ইহা জড়কামেরই অন্তর্ভুক্ত। ভগবান্ নিত্য চিদ্বিলাসময় হইয়া বৈকুণ্ঠ গোলোকাদিতে নিত্যাবস্থিত হইতে পারেন না, এরূপ কল্পনা নিরীশ্বর নাস্তিক সমাজেই আদৃত হয়। পরন্তু, ভগবদুপাসকগণ অনিত্য জড়ের সগুণোপাসকগণের সহিত এবিষয়ে সমন্বয়তা স্থাপন করেন না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

———

সাধুবৃত্তি

সাধু-বৃত্তি প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয়

'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য', 'তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন' ও 'সঙ্গ-ত্যাগ'-বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি 'সাধু-বৃত্তি'-বিষয়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-ভেদে সাধু দুই প্রকার। সেই সাধুদিগের যে বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইবে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর উপযোগী বৃত্তি পৃথক্ হইলেও কতকগুলি বৃত্তি উভয়ের উপযোগী, তাহাও পৃথক্‌রূপে বিবেচিত হইবে।

বৃত্তি দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও জীবন; তন্মধ্যে স্বভাব-জনিত বৃত্তিই ধর্ম্ম

'বৃত্তি'-শব্দের দুই অর্থ, অর্থাৎ 'প্রবৃত্তি' ও 'জীবন'। 'স্বভাব'কেই প্রবৃত্তি বলা যায়। সেই স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তিই জীবের ধর্ম্ম। সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে (৩১ শ্লোকে) বলিয়াছেন :—

প্রায়ঃ স্বভাব-বিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদ-দৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ ॥

সেই স্বভাব-জাত বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে, নিগুর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা অধর্ম্মে পতিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। সপ্তমে বলেন :—

বৃত্ত্যা স্বভাব-কৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩২)

নির্গুণতার নামই ভক্তি

নির্গুণতা শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যথা একাদশে :—

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবম্।
গুণ-সঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্ত বিচক্ষণাঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৫।৩৩)

'নির্গুণং মদপাশ্রয়ং'—এই ভগবদ্বাক্য হইতে স্থির হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নিগুর্ণ।

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্ব-সংসেবয়া মুনিঃ ॥
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ। (ভাঃ ১১।২৫।৩৪-৩৫)

নির্গুণ হইবার উপায়

অতএব সাত্ত্বিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ সমুদায়ে ভগবদ্ভক্তি সংযুক্ত করিয়া

জীবন-যাত্রা করিতে পারিলে মনুষ্য নির্গুণ হইতে পারেন। সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তিতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার এবং সেই অধিকারে স্থিত হইয়া জীব ক্রমশঃ নির্গুণ হইয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের সাধারণ সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তি সপ্তম স্কন্ধে (ভাঃ ১১।৮-১২) কথিত হইয়াছে। যথা :—সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা (সহ্য-গুণ) ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত-বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (ইন্দ্রিয়-দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ), সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী জনের সেবা, গ্রাম্য-কথা হইতে নিবৃত্তি, বিপর্য্যয়-ইহেক্ষা (নিষ্ফল-তর্ক-নিবৃত্তি), বৃথালাপ নিবৃত্তি, আত্ম-বিমর্শন (আত্মা ও অনাত্মা-বিচার), অন্নাদির বিভাগ, সকল-লোকে ভগবৎ-সম্বন্ধ-বুদ্ধি, তথা ভগবৎ-শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

চারি প্রকার বর্ণ ও চারি প্রকার আশ্রমের ধর্ম্ম ও গুণ

এই ত্রিশটি প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারিপ্রকার আশ্রম হইয়াছে। যথা একাদশে :—

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা, তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূত-রক্ষেজ্যা, দ্বিজস্যাচার্য্য-সেবনম্॥ (ভাঃ ১১।১৮।৪২)

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তপ ও ঈক্ষা বাণপ্রস্থের ধর্ম্ম। ভূতরক্ষা ও পূজা গৃহীর ধর্ম্ম। গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। বর্ণ-চতুষ্টয়ের জীবন-বৃত্তি এইরূপে সংক্ষিপ্তে লিখিত হইয়াছে,—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ; তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি,—প্রজা-পালনে দণ্ড, শুল্কাদি-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য—বৈশ্যের বৃত্তি। কেবল দ্বিজ-শুশ্রূষাই শূদ্রের জীবিকা। সঙ্কর-জাতির কুল-প্রচলিত বৃত্তিই জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।

দেহ-মনকে ভজনের অনুকূল করার নিয়ম

এই-সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানবগণের এ'জগতে অবস্থিতি-কাল-পর্য্যন্ত হরিভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য—আর কোন উদ্দেশ্য নাই। স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহকে ঐ ভজনের অনুকূল করিতে না পারিলে ভজন হইতে পারে না। সেই দেহ-দ্বয়ের আনুকূল্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রথমে স্থূলদেহের সংরক্ষণার্থে গৃহ-দ্বার, বহু দ্রব্য ও অন্ন-পানাদি

সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য সদ্বিদ্যা ও সদ্‌বৃত্তির প্রয়োজন। দেহদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে, তাহাদের নির্গুণ-স্থিতির প্রয়োজনতা। অনাদি-কর্ম্মফলে জীবের যে স্বভাব ও বাসনা জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিন গুণের মিশ্রভাব অবশ্য থাকে। প্রথমে সত্ত্ব-গুণের সমৃদ্ধি-দ্বারা রজ-তম-গুণদ্বয়কে খর্ব্ব ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারিলে তাহাই নির্গুণ হয়। এই ক্রম-অবলম্বন-দ্বারা ভজন-যোগ্য দেহ, মন ও অবস্থা সাধিত হয়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

আদৌ মানবের স্বভাব-জনিত দোষ-গুণের মধ্যে অবস্থিতি-কালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনতা। **বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে,—মানব ক্রমে ক্রমে তদবলম্বনে ভজন করিবার যোগ্য হইবেন।** শ্রীমহাপ্রভু নিম্নলিখিত ভাগবত-শ্লোক সনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌-ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।২-৩)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হরিভজন, নচেৎ তাহা নিষ্ফল

যখন রামানন্দ বলিলেন যে, সাধ্য-সাধন বিধি এই,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্॥ (বিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

তখন শ্রীমহাপ্রভু এই বিধিকে 'বাহ্য' বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন। মহাপ্রভুর তাৎপর্য্য এই যে,—হে রামানন্দ! স্থূল-লিঙ্গ-দেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া হরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধ-জীবের একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা 'বাহ্য'। যথা,—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১।২।৮)

দেহ-ত্যাগ-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনীয়

ইহার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে

দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার জীবন-লীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্ব জীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়; কিন্তু, তাহা সর্ব্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম 'পরোধর্ম্মের' ভিত্তি-স্বরূপ। 'পরোধর্ম্মের' পরিপক্কতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। আবার, দেহ-ত্যাগের সহিত তাহা পরিত্যক্ত হয়।

রামানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধে আছে যে, "বিষ্ণু-রারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্।" তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের হরি-ভজনের অনুকূল আর কোন জীবন-যাপন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্ত-জীবনের একমাত্র পন্থা বলা যায়।

জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয় না—স্বভাবের দ্বারা হয়

মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর ও অন্ত্যজ—এই কয়ভাগে বিভক্ত। কোন দেশে বর্ণাশ্রম স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অঙ্কুররূপে আছে। যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তি ও তদনুসারে তাহার জীবিকোপায় হইয়া থাকে। অন্যের বৃত্তি ও অন্যের জীবিকা অবলম্বন করিলে অমঙ্গল হয়, এমত কি, হরিভজনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। **জন্মই ইহাতে একমাত্র কারণ নয়। স্বভাবই একমাত্র কারণ।** সপ্তম স্কন্ধে লিখিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—**শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।**" এবম্ভূত সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। ইহা প্রায়ই ভক্তির উপযোগী। চতুর্ব্বর্ণ ও সঙ্কর-জাতি—সকলেই সাত্ত্বিক স্বভাবকে উন্নত করিতে যত্নাগ্রহ করিবেন। অন্ত্যজ ব্যক্তির যদি কোন সুকৃতি-ক্রমে ভাগ্যোদয় হয়, তবে শূদ্রাচারে থাকিয়া সত্ত্ব-গুণের উন্নতি সাধন করিবে। সকলেই সাধুসঙ্গ-কৃপায় ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া উন্নত সত্ত্বকে নির্গুণ-অবস্থায় আনিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ক্রম। ভক্তি

থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম, ভক্তি না থাকিলে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরও জীবন বৃথা।

পূর্ব্বাপর আচার-মধ্যে পরবর্ত্তী মহাপ্রভুর শিক্ষাচারই গ্রহণীয়

একটী কথা এস্থলে উদাহৃত হউক। কোন মাহাত্মা বলিয়াছেন,—"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হব অনুরত, **পূর্ব্বাপর** করিয়া বিচার।" শ্রীমহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব্ব-মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর উদয় হইতে যে-সব মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার। **পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়।** জীব-শিক্ষার জন্য প্রভু ও প্রভুর অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি—(ক) বিবাহ ও কুটুম্ব-ভরণ

সদ্-বৃত্তি কি?—ইহা জানিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত-জনের আচার দ্রষ্টব্য। যতদূর পারি, তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। আদৌ গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যাহা প্রভু ও প্রভু-ভক্তের চরিত্রে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি,—

ভজনের সহায়-স্বরূপ গৃহস্থ-ব্যক্তির গৃহিণী-সংগ্রহ। প্রভু বলিলেন,—

> গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহ-ধর্ম্ম॥
> গৃহিণী বিনা গৃহ-ধর্ম্ম না হয় শোভন। (চৈঃ চঃ আঃ ১৫।২৫-২৬)

গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম-সংসার করিতে গেলেই কৃষ্ণের দাস-দাসীরূপ পুত্র-কন্যার উদয় হয়; তাহাদিগকে প্রতিপালন করার নাম কুটুম্ব-ভরণ। এই-সব কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

> প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
> নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১)
> 'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
> সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৫)

(খ) গৃহস্থের বিদ্যা-শিক্ষা ও অতিথি-সেবা

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যা-শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়। প্রভু বলিলেন,—

> পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
> সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? (চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৯)

বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৪১-২৪২)

'অতিথি-সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম'—ইহা প্রভুর আজ্ঞা,—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম—
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল-কর্ম্ম॥
অকৈতবে চিত্তসুখে যা'র যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি' অতিথিতে ভক্তি॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২১, ২৬)

(গ) গৃহস্থ সরলতা, গুরুজন-সেবা, বৈরাগ্য এবং পরোপকার শিক্ষা করিবে

সকলের সহিত গৃহস্থ 'সরল'-ব্যবহার করিবেন ; কুটী-নাটী, কপটতা কোন-প্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না। প্রভু কহিলেন,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪২)

গুরুজনের-সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। প্রভু কহিলেন,—

গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হ'বেন লক্ষ্মী-নারায়ণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৫।২০)

গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন, কিন্তু বেশাদির দ্বারা বৈরাগী সাজিবেন না। প্রভু বলিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

পর-উপকার-ধর্ম্ম গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রভু বলেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম-সার্থক করি' কর পর-উপকার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)
নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯২)

ইহাতে ভক্তি-আলোচনা-কার্য্যে কপট-সঙ্গ নিষেধ হইয়াছে। **নগর-কীর্ত্তনেও শুদ্ধ-ভক্ত-সঙ্গে নৃত্য-গীতের উপদেশ। অভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনাদি না করা প্রয়োজন।** (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বৈরাগ্য (গীত)

রাগিনী—সুরাট খাম্বাজ, একতালা

মন রে ! ও তুই কি করিলি ?
মন রে ! ও তুই কি করিলি ??
সংসার-বিদেশে এসে, ভূতের বেগার খাট্‌ছ ব'সে,
ঘুরে বেড়াও অর্থ-আশে, দিয়ে পরমার্থে জলাঞ্জলি ॥
আপন করম-দোষে, পড়িলি তুই কর্ম্মফাঁসে,
সংসার-সিন্ধু তর্‌বি কিসে, তা'র চিন্তা কি করিলি ॥
আপন আপন ভাব্‌ছিস প'ড়ে, উপায় কি হ'বে পরে,
পরংব্রহ্ম পরাৎপরে, একবার চিন্তা না করিলি ॥
পেয়ে দারা-সুতা-সুত, ভুলে গেলি নন্দসুত,
কোন্‌দিন এসে রবি-সুত, লয়ে যাবে ধ'রে চুলি ॥
ভাই-বন্ধু-সুত-দারা, মুদিলে পরে নয়ন-তারা,
কোথা' র'বে সে'দিন তা'রা, (যেদিন) কাট্‌বে তোমার অন্তর্জলী ॥
কৃষ্ণ ভজবার তরে, এসেছিলে এ'সংসারে,
বন্দী হ'য়ে মায়া-ডোরে, সে-কথাটী ভুলে গেলি ॥
কর্ম্মি-জ্ঞানি-সঙ্গ ছাড়ি', কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করি',
ভবনদী দাও পাড়ি, 'জয় রাধে গোবিন্দ' বলি' ॥
তুই 'কৃষ্ণের নিত্যদাস', হারাইলি ঐ বিশ্বাস,
ভুলে মহামায়ার পাশ, আত্মতত্ত্ব ভুলে গেলি ॥
(যদি) মায়া জয় করতে চাও, সাধু-গুরুর সঙ্গ লও,
'তত্ত্ব-কথা' তাহে শুধাও, পদে দিয়ে আত্মাঞ্জলি ॥
পরমার্থী আর্ত্তি-মনে, নিবেদন করে ঐ চরণে,
প'ড়ে মায়ার প্রলোভনে, (যেন) তোমার চরণ নাহি ভুলি ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ

উপনিষদ্-বাণী

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার তত্ত্ব জানাইবার জন্য বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্রসকল প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্য-রচিত গ্রন্থমাত্রই ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষদুষ্ট; কিন্তু, ভগবানের প্রকাশিত শাস্ত্র অপৌরুষেয় বলিয়া, তাহাতে ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়ের অভাব আছে। এ জন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৬)

বেদসকল প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—মন্ত্র-ভাগ ও ব্রাহ্মণ-ভাগ। মন্ত্র-ভাগের অপর নাম 'সংহিতা'। তাহাতে যাগ-যজ্ঞাদি-ক্রিয়া, সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি-নিষেধাদি, এবং ব্রাহ্মণাংশে স্তোত্র, ইতিবৃত্ত, আত্ম-বিদ্যা প্রভৃতি বর্ণিত আছে। তাহারই অপর নাম 'শ্রুতি' বা 'উপনিষৎ'। সংহিতা-অংশ—বেদের 'কায়-ভাগ'। ব্রাহ্মণ ও তাপনী প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এবং উপনিষদংশ—'শিরোভাগ' নামে কথিত।

সংহিতা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম ও যজুঃ। ইহারই নাম ত্রয়ী। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ'-ভেদে দ্বিবিধ। শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় 'বাজসনেয়'-সংহিতার শিরোভাগরূপে এই উপনিষদের পরিচয়।

উপনিষৎকে 'শ্রুতি' বলা হয়। 'গৃহ্য' ও 'শ্রৌত' প্রয়োগ বিধি 'কল্প' ও 'স্মৃতি' নামে কথিত হয়। শ্রুতির অন্তরালে তর্কের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু লৌকিক-বিচারের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনে কল্প ও স্মৃতির যোগ্যতা আছে। শ্রুতির ব্যাখ্যা দুই প্রকারে গৃহীত হয়। তর্কপন্থিগণ শ্রৌত-পথকেও বিপন্ন করিবার প্রয়াস করেন বলিয়া শ্রুতিমন্ত্রগণের প্রচ্ছন্ন তর্কপর ব্যাখ্যা নির্বিশিষ্ট-বাদীগণ রচনা করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। শ্রৌত-পথাবলম্বী ভগবৎপরায়ণ জনগণ সেই সংশয়, নাস্তিক্য ও নির্গুণ ক্লীব ব্রহ্মবাদীগণের তর্কসমূহের অকর্ম্মণ্যতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রুতি-পথের অনুকূলে পুরুষ-মিথুন—স্বকীয় ও পারকীয়-পরা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহাই আম্নায়-পরম্পরাক্রমের অর্থ। প্রচ্ছন্ন তার্কিকগণ শব্দের অজ্ঞ-রূঢ়ি-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া আধ্যক্ষিক বিচারের অবতারণা-পূর্ব্বক যে শব্দার্থ প্রচার করেন, উহা ঈশ-বিমুখ-স্বভাব-বিশিষ্ট জনগণের অনুকূল-

মাত্র। বিষ্ণু-ভক্ত মহামন্ত্রোপদেশকগণ ঐরূপ শব্দের অজ্ঞ-রূঢ়ি বৃত্তিমাত্র আশ্রয় করেন না। (শ্রীল প্রভুপাদ)

শব্দ-সকলকে তিন প্রকারে গ্রহণ করা হয় 'যৌগিক', 'রূঢ়' ও 'যোগরূঢ়'। প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থ-যোগে যে শব্দ, তাহা **যৌগিক**'; যথা—**'পাবক'**।

প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থের মিলনে যে-সকল অর্থ হইতে পারে, তন্মধ্যে একমাত্র প্রসিদ্ধ অর্থ **'যোগরূঢ়'** বলিয়া কথিত; যথা—**'পঙ্কজ'**।

প্রকৃতি-প্রত্যয় যোগের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য অর্থ বুঝাইলে, তাহাকে 'রূঢ়' বলা হয়। যথা—**'মণ্ডপ'**।

রূঢ়ি 'অজ্ঞ' ও 'বিদ্বদ্-রূঢ়ি, নামে দুই প্রকার। অজ্ঞগণের বিচারিত অর্থ—'অজ্ঞরূঢ়ি' এবং প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচারিত অর্থ—'বিদ্বদ্রূঢ়ি'।

উপনিষৎ শব্দের অর্থ—

"উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য 'ষদ্' 'ল্লৃ'-ধাতোঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্তস্যেদং তত্র 'উপ' উপগম্য গুরূপদেশাৎ লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টাদৃশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসার-বীজস্য সদ্-বিশরণ-কর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্ম-গময়ত্রীতি।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি)

ভাবার্থ এই যে, যাহারা বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক উপনিষদ্-বাণী নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করেন, তাঁহাদের সংসারবীজ বিনষ্ট হয়—সংসার-বাসনা শিথিল হয় এবং ভগবদ্ধামে গমনের যোগ্যতা লাভ ঘটে।

উপনিষৎ-সকল সংখ্যায় ১০৮। মুক্তিকোপনিষদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর দশ খানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা এই যে, এই দশ খানিই মাত্র গ্রাহ্য; অপরগুলি গ্রহণ করা উচিত নহে।

শাস্ত্রসকলকে 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'—দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'শ্রুতি'ই প্রধান। 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'-বাক্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে, 'শ্রুতি'কেই অগ্রে গ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতির অনুগত স্মৃতি-বাক্যসকলও গ্রাহ্য।

ঈশোপনিষৎ

'ঈশোপনিষৎ' শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-সংহিতার অন্তর্গত। ইহাকে প্রথম উপনিষৎ বলা হয়। এই প্রথম উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে "ঈশাবাস্য" কথাটীর উক্তি থাকায় ইহাকে 'ঈশাবাস্যোপনিষৎ'ও বলে।

উপনিষদারম্ভে 'শান্তিপাঠ' একটী মন্ত্র দৃষ্ট হয়—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ এই পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। তাঁহা হইতে পূর্ণরূপে অবতারসকল প্রকটিত হন। পূর্ণবস্তু হইতে পূর্ণবস্তুর প্রকাশ হওয়ায় গণিতমতে অবশিষ্ট কিছু থাকা উচিত নহে। কিন্তু, এখানে শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য হয় না। যেহেতু তাঁহার শক্তি অবিচিন্ত্য। অতএব পূর্ণবস্তু হইতে পূর্ণের গ্রহণ হইলেও পূর্ণই অবশেষ থাকেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র মূলতত্ত্ব—অংশীবস্তু সর্ব্বদা পূর্ণরূপেই নিজধামে বিরাজিত। তাঁহা হইতেই বিভিন্ন অবতারের প্রকাশ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে অংশ বা কলারূপে বর্ণনা করা হয়; কিন্তু স্বরূপতঃ অংশী ও অংশে কোন ভেদ নাই—ইহাই শান্তিপাঠ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

পরিদৃশ্যমান্ জগতের যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, সবই সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্বাধার, সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বকল্যাণ-গুণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তি-ব্যাপ্ত। জগতের যাবতীয় বস্তু তাঁহারই সেবার উপকরণ-স্বরূপ। সুতরাং তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিলে, অপরের ধনে লোভরূপ অপরাধ হয়। এ'জন্য ভগবৎ-সেবার্থ সমস্ত বস্তুকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার কৃপায় যাহা প্রসাদরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া সাংসারিক কৃত্যসকল কর্ত্তব্য-বিচারে পালন করিয়া ঈশ্বরের আনুগত্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মাচরণদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করিলেই পরমেশ্বরের সন্তোষ সাধিত হয়। এতদ্-ব্যতীত স্বেচ্ছাচার দ্বারা সংসার-বন্ধন দৃঢ় হইয়া পড়ে।

এই প্রকার ভগবৎ-সেবার্থ আত্মনিয়োগ করিয়া শত বর্ষ অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবন ধারণ করিতে পারিলে কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে হইবে না। যাহারা ইহার অন্যথা করে, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা আত্মঘাতী এবং জীবনান্তে অসুর যোনিতে গমন করে। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

অর্থাৎ, এই মনুষ্যদেহ সর্ব্ববাঞ্ছিত-ফল-সাধনের মূল-স্বরূপ; অতএব আদ্য। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও বর্ত্তমানে সুলভ হইয়াছে। এই দেহটী ভব-সাগর

পারের সুপটু নৌকা-সদৃশ। গুরুই ইহার কর্ণধার। ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ু এই দেহরূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া ভব-পারে লইয়া যায়। যাহারা আত্মমঙ্গল-সাধনের উপায়-স্বরূপ দেহদ্বারা ভব-সাগরের পর পারে যাইবার চেষ্টা না করে, তাহারা আত্মঘাতী।

এই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এক এবং অচল— কিন্তু, মন হইতেও অধিক বেগবান্। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ তাঁহাতেই সম্ভব, কারণ তিনি অচিন্ত্য শক্তিমান্। মন বা ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না; এমন কি দেবতা ও মহর্ষিগণও তাঁহাকে জানিতে পারেন না। বায়ু আদি দেবতাতে যে শক্তি আছে, তাহা পরমেশ্বর-প্রদত্ত-শক্তি জানিতে হইবে। ভগবৎ-শক্তি ব্যতীত কিছু করিবার শক্তি অন্য দেবতার নাই, তাহা পরবর্ত্তী উপনিষদে বিস্তৃতভাবে জানা যাইবে। তিনি স্বয়ং নিশ্চল থাকিয়াও অন্য দেবতাকে নিজশক্তি প্রেরণ করিয়া বারি-বর্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।

তিনি সচল ও অচল। তিনি দূরে ও নিকটে। তিনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। তিনি নিজ নিত্যধামে নিত্য-লীলায় নিযুক্ত বলিয়া তিনি সচল, আবার সর্ব্বপ্রাণীর শরীরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত বলিয়া অচল। তিনি সর্ব্বদা হৃদয়-গুহায় বিরাজিত বলিয়া অতি সমীপে, কিন্তু অভক্তের তাহা উপলব্ধির বিষয় নহে—এজন্য তাহার অতিদূরে বর্ত্তমান। তিনি কালরূপে সর্ব্বত্র বাহিরে বিরাজিত, আবার অন্তর্যামি-স্বরূপে অন্তরে বিরাজিত।

জীব যখন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরমাত্মদর্শনে সমর্থ হয়, তখন তাহার ঘৃণার বস্তু কিছু থাকে না। সর্ব্ববস্তুতে অন্য দৃষ্টি না থাকিয়া ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইলে, ঘৃণাস্পদ কোন বস্তু থাকিতে পারে না। তখন জীব ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া প্রণত হইয়া পড়ে। সর্ব্বপ্রাণীতে একমাত্র পরতত্ত্বের দর্শন হইলে, আনন্দনিমগ্ন থাকায় জাগতিক শোক-মোহাদি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।

পরমেশ্বর পরমতেজোময়। তিনি শুভাশুভ-কর্ম্মজনিত স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর-রহিত ও ছিদ্ররহিত চেতনময় শরীরবিশিষ্ট; সুতরাং তাঁহাতে দেহ-দেহীভেদ নাই। তিনি অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি। তিনি কর্ম্ম-পরবশ নহেন; কিন্তু সকলের কর্ম্মানুসারে যথাযোগ্য ফলভোগ করাইয়া থাকেন।

যাহারা ভোগে আসক্ত হইয়া অবিদ্যার উপাসনা করে, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে রত হয়, তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া বিবিধ অশুভ যোনিতে গমন করে;

অবার যাহারা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া জ্ঞানী অভিমান করত ভোগ ত্যাগ করে, অথচ ভগবৎ-সেবাও করে না, তাহারা আরও নিকৃষ্ট যোনিতে গমন করে। শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মাচরণ করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎ-সেবানুকূলে সমস্ত কর্ম্ম করেন; কিন্তু কর্ম্মত্যাগী মুমুক্ষুগণ সেবা বা কর্ম্ম উভয়ই না করিয়া অতিবিদ্যাবশে ভ্রান্ত হন। যাঁহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েরই স্বরূপ অবগত হন, তাঁহারা শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া পরবিদ্যাবশে পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন।

মায়ার দুইটী বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে। অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসব করে। জড়াভিভূত মানবগণ অবিদ্যাবৃত্তিতে অবস্থিত। অতএব জড়ের অন্ধকারে তাহাদের চিৎপ্রকৃতি আবৃত থাকে। জড় হইতে যাহারা বিরক্ত, তাহারা জড়-বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি ব্যতীত সহজে স্বরূপ-শক্তির আশ্রয় পান না। অতএব আত্মবিনাশরূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। মায়িক জগতে পরমাত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে না পারিলে, জীব কখনই জড়মুক্ত হইতে পারে না। জড়ে যে 'বিশেষ'-ধর্ম্ম আছে, তাহার উপাদেয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে গেলে 'নির্ব্বিশেষ'-রূপ অনর্থ আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে ও জীবের বিশেষ দুর্গতি হয়। (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

যাহারা জড়া প্রকৃতির উপাসনা করে, তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে। আবার যাহারা নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধান করে, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাঁহারা এতদুভয়ই পরিত্যাগ করিয়া চিৎ-প্রকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের অধিকারী হন।

সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ তিনি জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার কৃপা না হইলে জ্যোতির অভ্যন্তরস্থ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন হয় না। এজন্য ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন— হে চিৎ-সূর্য্য! আপনি কৃপাপূর্ব্বক ঐ আচ্ছাদন দূর করিয়া আপনার অতুলনীয় রূপ প্রদর্শন করুন। আপনি চিৎ-সূর্য্য আর আপনার কিরণকণ-স্থানীয় ক্ষুদ্র বলিয়া আপনার জ্যোতি আমাকে আপনার রূপ দর্শন করিতে দেয় না। এজন্য আমি সত্যধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া মায়াতে আচ্ছন্ন আছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক ঐ আবরণ দূর করিলে আপনার স্বরূপ দর্শনে সক্ষম হইব। আপনি ভক্তপোষক, মুখ্য জ্ঞান-স্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সুরিগম্য ও প্রজাপতিপ্রিয়। আপনার রশ্মিসকল দূর করুন। তাহা হইলে আমি আপনার কল্যাণতম রূপ দর্শনে সক্ষম হই। আপনি পূর্ণ-

পুরুষ, আমি আপনার চিৎকণ-সদৃশ বলিয়া অভিন্ন। আমার জড় শরীরস্থ বায়ু আপনার পরব্যোমস্থ চিদ্বায়ুরূপ অমৃতত্ব লাভ করুক। আমার স্থূল-লিঙ্গ শরীর-দ্বয় ভস্মীভূত হউক। হে মন! তোমার কর্ত্তব্য ও কৃত বিষয়সকল স্মরণ কর। হে অগ্নি! সুপথ দিয়া আমাদিগকে পরমার্থ-পথে লইয়া যাও। হে দেব! সমস্ত বিশ্বগতি-প্রযুক্ত প্রজ্ঞানসহ আমাদিগকে লইয়া যান। আমাদিগের অবিদ্যারূপ কুটিলতা ধ্বংস করুন, আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি। জীব নিজ পাপ স্মরণ করিলে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়; তখন পরমেশ্বরকে অগ্নি বলিয়া সম্বোধন করে। অগ্নির পাবকতা-শক্তি পরমেশ্বর হইতে সিদ্ধ।

এই শ্রুতিটী ভগবৎ-স্তুতিযুক্ত। কথিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনু রাক্ষসাক্রান্ত হইয়া নিজ দৌহিত্র 'যজ্ঞ'নামক অবতারের স্তব করিয়া রাক্ষসদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে মনুকৃত যজ্ঞ-স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পাপের পরিচয় ও সীমা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্য-জাতি স্বরূপ-বিভ্রান্ত হইয়া যত বেশী পরিমাণে প্রকৃতির ভোগেচ্ছা প্রসারিত করে, এবং ভগবৎসেবা হইতে বিরত হয়, তত পরিমাণে মনুষ্য-জাতি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। 'ভৌতিক-বাদের সীমা পরিবর্দ্ধনের সহিত পাপেরও সীমার ক্রমবর্দ্ধন হয়। এই ভোগবাদ ও পাপরাশির যুগ্ম-পরিবর্দ্ধন তত্ত্বটি ভগবদ্গীতায় এইভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ (গীঃ ৭।১৩)

যাহারা বহিরঙ্গা মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে প্রকৃষ্টরূপে ভোগ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা প্রকৃতির বাহ্যিক দর্শন অতিক্রম করিয়া পরম-ব্রহ্ম ভগবান্ কৃষ্ণকে বা সমস্ত বাস্তবের বস্তু-তত্ত্বকে বুঝিতে পারে না।

বদ্ধজীব জন্ম-জন্মান্তরের ভোগ-প্রবণতাবশতঃ ভৌতিক উপকরণসমূহকে অধিক হইতে অধিকতরভাবে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে বহু পাপকার্য্য সাধন করিয়া পৃথিবীর বাহ্যিক দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সেই

পাপকার্য্যের ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ অধিক হইতে অধিকতর কঠোর হইয়া মনুষ্য-জাতির বহু কষ্টের কারণ হয়। প্রকৃতি-মোহিত মূঢ় মনুষ্য-জাতি তাহা বুঝিতে না পারিয়া, আরও পাপাচরণ করিয়া অন্ধতম নরকের যাত্রী হয়। আধুনিক জগতের পরিস্থিতি সেইরূপ।

ভারতবর্ষ যখন বেশী সভ্য ছিল না বা বেশী অসভ্য ছিল (?), তখন ভারতবাসীর গৃহে গৃহে বহু গোধন ও ধান্যাদি শস্য ছিল। সেই সকল গ্রাম্য (পাড়াগেঁয়ে) ভারতবাসী প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া এবং গোধনের প্রদত্ত দুগ্ধ ও গো-রস জাত ঘৃত, ছানা, মাখন প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিয়া আনন্দে গ্রামে বাস করিত; ছয় মাস সাধারণ পরিশ্রম করিয়া পূর্ণ বৎসরের আহার সংগ্রহ করিত; সময়ের অপব্যবহার করিত না। ভগবৎ-সম্বন্ধে নানাবিধ উৎসব এবং পর্ব্ব পালন করিয়া সামাজিক, ঐহিক ও পারত্রিক জীবন সফল করিত। বেশী দিনের কথা নয়, কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে মাত্র, নবাব শায়েস্তা খাঁর সময়ে টাকায় নয় (৯) মণ চাউল বিক্রয় হইত। কিন্তু আজকাল—যে-দিন হইতে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তারলাভ ঘটিয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতেই টাকায় নয় ছটাক চাউল বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের ধনী এবং রাজপুরুষগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বহুশত মণ গব্যঘৃত যজ্ঞাহুতি দান করিতেন, এবং সে-সময়ে শত শত মণ গব্য-ঘৃতও লোকে সংগ্রহ করিত। এখন সেই যজ্ঞাদিও নাই, আর খাঁটি গব্যঘৃতও নাই। যজ্ঞ বন্ধ হইলে যে যজ্ঞের উপকরণও বন্ধ হইয়া যায়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে পারে না। যজ্ঞ, দান, তপস্যা কোন দিনই ত্যাগ করিতে হইবে না; কারণ যজ্ঞ, দান, তপস্যাই মনীষিগণেরও পরিত্রাণকারী। পাপময় ভৌতিক সভ্যতায় যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সবই রজস্তমোগুণের অধীন হইয়া গিয়াছে—সমাজে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া জগতের বহু অসুবিধা হইয়াছে। ইহাই পাপময় জীবন। আমাদের নিজের জীবনেই বহু পরিবর্ত্তন দেখিলাম। আমাদের বাল্য-জীবনে আমাদের গৃহে দশ বিশ (১০।২০) মণ চাউল সর্ব্বদাই মজুত দেখা যাইত; কিন্তু এখন দশ-বার (১০।১২) সেরও একসঙ্গে গৃহে দেখা যায় না। এইভাবে বহু কুটুম্ব বা গৃহস্থগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাল্যকালে দেখা গিয়াছে, লোক বাজারে মণ-দরে জিনিষ কিনিত; কিন্তু, এখন তাহারা সের-দরে জিনিষ খরিদ করে। সের-দরে চাউল, আটা খরিদ করিলেও অনেকেই 'চক্‌চকে'

গাড়ী এবং বাড়ী করিয়াছে এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য না-জানি কতপ্রকার পাপাচরণ করিতে হইতেছে।

সাধারণতঃ সকলেরই ভগবদ্‌গীতা হইতে বুঝা আবশ্যক যে, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এই জগৎটি কোন দিন সুখের ঘর হইবে না। আমাদের মনুষ্য-জীবনের উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি যতই ব্যবহার করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের তাৎকালিক সুখময় জীবন শেষই হইয়া যায়; বা সুখের সংসারে আগুন লাগিয়া যায়। পদে পদে আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, এই পাপময় জীবনাতিপাত কার্য্য হইতে বিরত হইতেছি না। সূর্য্য-কিরণের অপব্যবহার রক্ষা করিতে গিয়া, আমরা যে দুর্ল্লভ জীবনের অপব্যবহার করিতেছি—এ'কথা না বুঝিতে পারাই মায়ার প্রহেলিকা। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় উদ্ভাবন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু, তাহা না করিয়া পাপময় জীবনের অধিকতর মেয়াদ বৃদ্ধি করা মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য নহে।

পাপময় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার করিয়া আমরা জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাই না; বরং, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির উপদ্রব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জন্ম-রোধ করিবার কত বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীতে প্রত্যেক মিনিটেই তিন জন করিয়া লোক বৃদ্ধি হইতেছে। মৃত্যুর ত' কোন হিসাব নাই। পূর্ব্বে লোকে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিত; এখন "বল, বুদ্ধি, ভরসা, ত্রিশ গেলেই ফরসা" হইয়া যাইতেছে। এক ভারতবর্ষেই কেবল যক্ষা রোগেই প্রত্যেক মিনিটে একটি করিয়া লোক মরিতেছে; অন্য রোগের ত' কথাই নাই। রোগ-শোক, জরা-জীর্ণতা, দারিদ্র্য ইহার ত' সংখ্যাই নাই। দেশে দেশে ভিখারী, দরিদ্র উপযুক্ত আহার-নিদ্রাদির অভাবে পিশাচ-সদৃশ চেহারা লইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। তাহার উপর জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, রাজ-কর ইত্যাদির প্রকোপের ত' তুলনাই নাই। এইরূপ সমস্যা পাপময় জীবন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি প্রচারের দ্বারাই সর্ব্বপাপের প্রশমন হয় এবং তদ্দ্বারাই সুখময় জীবন সম্ভব হয়। 'ভৌতিকবাদী' জড় পণ্ডিতগণ এই সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও বাস্তবিক পণ্ডিতগণ একথা বুঝিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা সেইজন্য সর্ব্বদাই এবং বারংবারই এই কথা স্মরণ করাইয়া দিব যে, পাপময় জীবন বা বর্ত্তমান সভ্যতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ভগবদ্ভক্তি

কি, তাহাই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রচার করা আবশ্যক। অন্যথায় সুবিধা হইবে না। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া কিভাবে মনুষ্য পাপময় জীবন অতিবাহিত করে, তাহা আমরা ভগবদ্গীতার শ্লোক হইতে জানিতে পারি। যথাঃ—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য সদসদ্-যোনি-জন্মসু ॥ (গীঃ ১৩।২২)

ক্ষরপুরুষ জীব-জাতি (যাহাদের পতনের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান) অজ্ঞতা-বশতঃ প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সঙ্গ করিয়া বহু প্রকার উচ্চ-নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। প্রকৃতিকে বা যোষাকে ভোগ্যরূপে দর্শন করাই প্রকৃতির সঙ্গ করা। প্রকৃতির দ্রব্য-সম্ভারকে নিজ প্রয়োজনের অধিক ভোগ করিবার ইচ্ছাই প্রাকৃত গুণের সঙ্গ করা। পাপময় তমোগুণের সঙ্গ হইলে জীব ক্রমশঃ নীচ যোনিতে কুকুর, শৃগাল, বিড্‌বরাহ প্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই পাপময় জীবনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সেই প্রকার জীবনকে কর্ম্ম-যোগময়, জ্ঞান-যোগময় এবং ভক্তিযোগময় জীবন বলা হয়। এই কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞান-যোগ এবং ভক্তি-যোগ প্রচার করিবার জন্যই ভগবান্ ভগবদ্গীতারূপ যোগশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং পাপময় জীবন হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, ভগবদ্গীতা-যোগশাস্ত্রের প্রচুরভাবে বিস্তার করা আবশ্যক। যদি কেহ রজস্তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কঠোর কর্ম্মময় জীবনকেই বহুমানন করেন, তবে তাহার জন্য কর্ম্মযোগের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি কাহারও সূর্য্যের রশ্মিকে মন্থন করিয়া পৃথিবীর চেহারা পাল্টাইয়া দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তিনি কর্ম্ম-যোগী হইয়া সেই কার্য্য ভগবানের জন্য করিতে পারেন, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য করিলেই পাপময় জীবন হইবে। যদি কাহারও শুষ্ক জ্ঞান আলোচনাই সর্ব্ব প্রশস্ত পথ মনে হয়, তবে তিনি সেই প্রকার নিরস জ্ঞান-চর্চ্চাকে ভগবৎ সন্ধানে পরিণত করিয়া নিরস জ্ঞানকে সরস করিতে পারেন, ইহাই ভগবদ্গীতার শিক্ষা। আর কেহ যদি প্রথমেই ভগবদনুশীলনে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু আস্বাদন করিয়া ভক্তি-যোগী হইতে পারেন। যে-কোন অবস্থাতেই হউক না, পাপময় জীবন হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত হইয়া লোকে কর্ম্ম-যোগী, জ্ঞান-যোগী এবং ভক্তি-যোগী হইতে পারেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ক্রমশঃ সর্ব্বোত্তম ভক্তিযোগী হইয়া সর্ব্বোত্তম গতি ও সুখ লাভ করিতে পারিবেন।

যোগী হইতে হইলে নিজের পরিশ্রম-লব্ধ ফলটি ভগবানকেই দিতে হইবে। যখন সমস্ত জীবনটাই ভগবানে অর্পিত হইবে, তখনই পাপময় জীবন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। কেহ যদি ব্যবসায়ী হয়, সে যদি তাহার ব্যবসার দ্বারা লব্ধ অর্থ ভগবানের সেবায় অর্পণ করে, অথবা কেহ যদি অন্যভাবেও জীবন যাপন করে, সকলের নিজ নিজ কর্ম্মফলদ্বারা ভগবৎ সেবা করিলেই, পাপময় জীবন হইতে রক্ষা পাইবেন। কোনমতেই যেন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিবার জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, বা ভক্তির বিড়ম্বনা করা না হয়। ইহাই একমাত্র উপায়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই সকল পাপের বীজ, আর ভগবৎ-সেবাই পাপময় জীবন হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

জগতে যে সকল সৎ-কার্য্যের ভণিতা দেখা যায়, তাহা যদি ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেগুলি সবই অসৎ কার্য্যের মধ্যে গণ্য বা পাপময় কার্য্য। বাক্-চাতুর্য্যময় ভাষার পারিপাট্যে ভুলিয়া নারায়ণকে দরিদ্র সাজাইবার প্রয়াস করিয়া জগতের কোনই উপকার হইবে না। নারায়ণের প্রসাদ দীন-দরিদ্রগণকে প্রচুর বিতরণ করাই কর্ম্ম-যোগীর যোগ। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

এডিটর, ব্যাক-টু-গড্‌হেড্‌

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে তদাশ্রিত সেবকগণ গত ২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট, সোমবার—শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতে নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া পর-দিন মঙ্গলবার শ্রীনন্দোৎসব করেন। বিশেষতঃ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে উক্ত উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীল ভাগবতাচার্য্য বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী"র (শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ) ১০ম স্কন্ধের ১ম-৬৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে যথারীতি পূজা, হোম ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের "ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া। পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥" (১০।৩।৪৬) শ্লোকটী আলোচনামুখে বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং চতুর্ভুজ বাসুদেব পরতত্ত্ব নহেন। তাঁহার বক্তৃতার সার-মর্ম্ম পৃথক্‌ভাবে পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল

শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-তিথিতে

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

আজ জন্মাষ্টমী। 'জন্মাষ্টমী' বলিলে আমরা সাধারণতঃ কৃষ্ণের জন্মকেই লক্ষ্য করি। জন্মাষ্টমী-কৃত্য আলোচনা করিলে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ উপলব্ধি হইবে যে, কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী না বুঝিয়া বাসুদেবের জন্মাষ্টমীই বুঝাইতেছে। হরিবংশের বিচার অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ এবং বাসুদেব উভয়েই উমা-মাহেশ্বরী তিথিতে একই সময়ে যুগপৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 'কৃষ্ণ' এবং 'বাসুদেব' এই দুইটী কথা আমাদের হৃদয়ে দুইটি তত্ত্বের আবির্ভাব করাইয়া দেয়। মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য সকল সম্প্রদায়েই জন্মাষ্টমী-ব্রত পালিত হয়। এমন কি, আচার্য্য শঙ্করও এই ব্রত উল্লঙ্ঘন করিতে সাহস করেন নাই। স্মার্ত্তগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজও ঘরে ঘরে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ব্যতীত সকলের দ্বারাই এই জন্মাষ্টমী—বাসুদেব-জন্মাষ্টমী বলিয়া পালিত হয়। কৃষ্ণাষ্টমীর সন্ধান অনেকেই রাখেন না। বাসুদেবের অন্য নাম কৃষ্ণ, তজ্জন্য বাসুদেবের জন্মাষ্টমীকে সংজ্ঞা-হিসাবে 'কৃষ্ণে'র জন্মাষ্টমী বলা হয় মাত্র।

গীতার প্রতিপাদ্য কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বাসুদেব বলি। সেই বাসুদেব-কৃষ্ণ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

অর্থাৎ অচিন্ত্য চিৎশক্তির দ্বারা আমি যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকি, যিনি তত্ত্বতঃ সেই জন্ম-কর্ম্মকে দিব্য বলিয়া অবগত হন, তিনি দেহত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না। ঈশ্বরের জন্ম-তত্ত্ব অভিজ্ঞানের এই মহিমা স্বয়ং কৃষ্ণই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অর্থাৎ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া আমরা নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে স্থান পাইব।

যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, তাহারা শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করে। এই প্রাকৃত-বুদ্ধি-হেতু তাহাদের সংসার-দশা লাভ হয় এবং তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন,—আমার জন্ম—দিব্য, অর্থাৎ অপ্রাকৃত। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই 'দিব্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন —'অপ্রাকৃত'। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার মধুসূদন সরস্বতীও শ্রীল

জীবগোস্বামীর শিক্ষাপ্রভাবে অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করায় ঐরূপই 'অপ্রাকৃত' অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামীও 'দিব্য'-শব্দে 'অলৌকিক' অর্থ ধরিয়াছেন। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ নিজেই তাঁহার জন্মের অপ্রাকৃতত্ব, অলৌকিকত্ব, অস্বাভাবিকত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীগীতা ঈশ্বরের বাক্য বিধায় বেদতুল্য অপৌরুষেয়। ইহাতে তর্কের অবকাশ নাই। আমরা বাসুদেবের জন্মেই অলৌকিকত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু কৃষ্ণের জন্মে অলৌকিকত্ব দেখা যায় না। তথাপি এই নর-লীলাই পরতত্ত্ব।

কৃষ্ণ আবির্ভূত হইবার বহু পূর্ব্বেই ব্রহ্মাদি দেবগণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি দেবকীর অষ্টম গর্ভে আবির্ভূত হইয়া অসময়ে প্রসূত হইবেন। কংস দৈব-বাণীর দ্বারা এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কংস তখন দেশের রাজা। সুতরাং, তাহার আশু বিপদের কথা সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইল। 'সোঽহং'-বাদী অসুরগণ অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতে অসুর-দ্রোহী দেবগণের ও নির্লিপ্ত ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা সকলেই আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি পরিত্যাগ করিয়া কংস-নিসূদন বাসুদেবের জন্মের অপেক্ষা করিতেছেন। তজ্জন্যই আপনারা আনন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আবির্ভাব উপলক্ষে অদ্য সূর্য্যোদয় হইতে বর্ত্তমান রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত অনাহারাদিতে অবস্থান করিতেছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য—কৃষ্ণের আবির্ভাবের অপেক্ষা করা। ইহারই নাম উপবাস।

উপবাসে ক্লেশ অনুভব করা প্রাকৃত দেহস্মৃতির লক্ষণ। ইহা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-পাদপদ্মের স্মৃতির লক্ষণ নহে। অপ্রাকৃত আনন্দময়ের আবির্ভাব-অপেক্ষায় কোন প্রকার ক্লেশের অনুভূতি থাকিতে পারে না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেমন সমস্ত জগৎ হইতে অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়, তদ্রূপ সমগ্র জীবমাত্রই কৃষ্ণ-আবির্ভাব-চিন্তা বা সেবায় মগ্ন থাকিলে, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয়। সূর্য্যোদয়ের আভাস-জ্যোতিঃ অর্থাৎ অরুণোদয়-কালের মাহাত্ম্যই এই প্রকার যে, তাহার শীতল স্নিগ্ধ আলোকরাশি ষোলকলা-পূর্ণশশী-বিচ্ছুরিত আলোক হইতেও জীবের জ্ঞানোন্মেষক হইয়া থাকে। সুতরাং কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে উপবাসই আনন্দোৎসব। ইহাতে দিব্যজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস একস্থলে উপবাসের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া এরূপ

বলিয়াছেন—"নোপবাসস্তু লঙ্ঘনে।" লঙ্ঘনই উপবাসের লক্ষণ নহে। কৃষ্ণসেবা-ময় শ্রবণ-কীর্ত্তনেই বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি ভুলিয়া যাওয়ার নামই উপবাস। আমরা অদ্য প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীল ভাগবতাচার্য্যকৃত বাংলা পয়ারছন্দে লিখিত "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী" ভাগবতের পদ্যানুবাদ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ আলোচনা করিতেছি। আপনারা সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। দৈবযোগে একটী বিষয় লক্ষিত হইতেছে যে, পরমেশ্বর স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ৬৪ গুণকলায় পরিপূর্ণ। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৬৪ অধ্যায়ের পারায়ণ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবকাল উপস্থিত হইল। ইহাতে অদ্য এই ব্রত-উৎসবের সাফল্য ও শুভ সূচনা করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসুদেবের জন্ম ও কৃষ্ণের জন্ম যুগপৎ একই মুহূর্ত্তে ঘটিয়াছিল। সুতরাং জন্মাষ্টমী বলিতে কৃষ্ণ-জন্মকেও আমরা এস্থলে লক্ষ্য করিতেছি। নন্দ মহারাজের গৃহে মা যশোদার গর্ভে অদ্য শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে যোগমায়াদেবীও যশোদার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠা হইলেন। মা যশোদা বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-কন্যারূপ যমজ প্রসব করিয়া আত্মহারা হইয়া বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইলেন। আনন্দের পূর্ণস্বরূপ সমস্ত শক্তি সমন্বিত হইয়া আবির্ভূত হইলে নিরানন্দ বা ক্লেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মাতা যশোদাদেবীর তাহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণের প্রাকৃত জন্মের হেতুবাদ উত্থাপিত হইতে দেখা যায়। আমরা অদ্য এসম্বন্ধে দুই একটী কথা আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলিতেছেন,— বসুদেবের স্তব-স্তুতি শ্রবণ করিয়া বাসুদেব তাঁহার নিজের এবং দেবকী-বসুদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পরিচয় প্রদান করিয়া চুপ করিয়া গেলেন। ক্ষিছুক্ষণ পরে বাসুদেব চতুর্ভুজ গোপন করিয়া সদ্য সদ্য প্রাকৃত শিশু হইলেন। শ্লোকটী সম্পূর্ণ এস্থলে আলোচনা করিতেছি—

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ "**সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ**" ॥ (১০।৩।৪৬)

উক্ত শ্লোকের "সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ"—এই বাক্যটী লইয়া অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়, এমন কি, শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যবর্গও কৃষ্ণের পরতত্ত্বের প্রতি সন্দিহান হইয়া অনেক কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কেহ প্রাকৃত মনুষ্য, কেহবা তিনি অবতার

হইলে অবতারী বা মূল পুরুষ নহেন—এরূপ বিচার করেন। তজ্জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মূল উপাস্যতত্ত্বের প্রতি শেমুষী-সম্পন্ন আচার্য্যবর্গের ঐরূপ কটাক্ষ দেখিয়া তাঁহাদের বিচার খণ্ডন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের যে-প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিচার, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বতোভাবে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকেই স্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের এই শ্লোকের উপর কোন টীকা রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করেন নাই। ভাগবতের উক্ত শ্লোকের দ্বারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বাসুদেবই প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দ্বিভুজাদি অঙ্গীকার করিয়াছেন—ইহাই পরীক্ষিত মহারাজের নিকট শুকদেবের উক্তি। শুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে, এমন কি, বিশ্বের যাবতীয় ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়াছেন—দ্বিভুজ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব। চতুর্ভুজ বাসুদেব পরতত্ত্ব নহেন। 'প্রাকৃত' শব্দের দ্বারা 'প্রকৃতি'র গুণজাত—এইরূপ বুঝাইবে না। প্রাকৃত শব্দের তাৎপর্য্য—'প্রকৃতি'-জাত। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ—'স্বভাব'। 'প্রকৃতি'-শব্দের 'স্বভাব' অর্থ সকল কোষকারগণ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আমরা গ্রাম্য প্রচলিত ভাষায়ও বলিয়া থাকি—"লোকটির 'প্রকৃতি' খারাপ না হইলে, এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারিত না।" এস্থলে 'প্রকৃতি'-শব্দের অর্থ—স্বভাব।

'স্বভাব' বলিলে 'নিজস্ব' 'ভাব', অথবা নিজের প্রকৃতিগত বা 'স্বরূপগত ভাব।' সুতরাং 'সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ' বলিলে বাসুদেব তাঁহার নিজ স্বভাবগত রূপ প্রাপ্ত হইলেন, বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বসুদেবকে যে চতুর্ভুজ বাসুদেব রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত নিজস্ব রূপ নহে। অর্থাৎ বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত নিজস্বরূপ প্রকাশ করিলেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের দ্বারাই রামানুজাদি আচার্য্যবর্গের মত খণ্ডিত হইয়া পরতত্ত্বের দ্বিভুজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এই দ্বিভুজ পরতত্ত্ব বসুদেব-কর্ত্তৃক নীত হইয়া নন্দালয়ে আবির্ভূত কৃষ্ণ-পরতত্ত্বে অর্পিত হয়। দ্বিভুজ কৃষ্ণ দ্বিভুজ বাসুদেবকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

———

শ্রীরথোৎসবে দূর হইতে প্রার্থনা-পত্র

শ্রীগৌড়ীয়-প্রকাশকে পত্র যে দিয়েছি।
তাতে হরিনামের তত্ত্ব কিছু লিখিয়াছি ॥ ১ ॥

লক্ষনাম জপিবারে সংশয় যে হৈল।
সংশয় নাশিতে মুঞি শরণ লইল ॥ ২ ॥

হরিনামের যে বিধি আছয়ে শাস্ত্রেতে।
দয়া করি' সেই তত্ত্ব বুঝাও ভাল মতে ॥ ৩ ॥

এক হৈতে সংখ্যা করি' লক্ষেতে পোঁছায়।
সেইভাবে নাম-সংখ্যা কিছু না মিলয় ॥ ৪ ॥

অতএব সেই তত্ত্ব আপনে বুঝাও।
বন্দি তব চরণেতে নাম-গুণ গাও ॥ ৫ ॥

আমি যে নির্ব্বোধ অতি দীনহীন ছার।
অবোধ জানিয়া প্রভো! করহ উদ্ধার ॥ ৬ ॥

জগন্নাথ দেখিবারে ছিল বড় সাধ।
কিবা অপরাধে মোর পড়ে গেল বাধ ॥ ৭ ॥

গত বছরের ন্যায় এবারও হৈল।
বহুচেষ্টা করিয়াও ভাগ্যে না ঘটিল ॥ ৮ ॥

'জগন্নাথ' দয়া করি (যদি) দেন দরশন।
তবে জানি ভাগ্যে আছে পাব শ্রীচরণ ॥ ৯ ॥

সেই ভাগ্য কবে হবে, প্রভু জগন্নাথ।
কোটী নমস্কার পদে ওহে দীননাথ ॥ ১০ ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে করিয়া প্রণতি।
জন্মে-জন্মে আশা মম রহুক ভক্তি-স্তুতি ॥ ১১ ॥

এই সন্দেশ লইয়া করহ শোধন।
এ'মায়া-জাল হইতে পাইব মোচন ॥ ১২ ॥

মায়া-জাল ঘুচাইতে তুমি মাত্র পার।
অতএব শরণ নিলোঁ চরণে তোমার ॥ ১৩ ॥
ভবরোগে পড়ে' আমি করি নিবেদন।
ব্যাধি দূর করি' কর সেবক-জীবন ॥ ১৪ ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
কেঁদে বলে ভক্তি রহু যেন চিরদিনে ॥ ১৫ ॥
করুণা করহ তুমি এই পতিতেরে।
অধম পাতকী জেনে রেখো নিজ ঘরে ॥ ১৬ ॥
তব সেবা প্রদানহ পতিত কিঙ্করে।
প্রসন্ন হইও এবে এদাস উপরে ॥ ১৭ ॥

—শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী
সাপট গ্রাম (আসাম)

শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব

শ্রীরাধাষ্টমী-তিথি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদরণীয়া। প্রতি বৎসরেই সকলে এই তিথিবরার সম্মান প্রদর্শন করেন। রাধারাণী স্বয়ং ঈশ্বরী-বিধায় কেহ কেহ রাধাষ্টমীকে 'জয়ন্তী' বলিতে চাহেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে রাধাষ্টমী তিথিকে 'ব্রত' বলিয়া উল্লেখ করিলেও ইহাতে উপবাসের বিধি হরিভক্তি-বিলাসে দৃষ্ট হয় না। কোন কোন দেশের স্ত্রীগণ এই ব্রত উপবাসের সহিত পালন করিয়া থাকেন। সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীরাধারাণীর প্রতি অতি ভক্তি প্রদর্শন করত উপবাসও করিয়া থাকেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র স্মৃতি হরিভক্তি-বিলাসেই উপসাদির ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর "সৎক্রিয়াসার-দীপিকাই" আদর্শ গ্রন্থ। ইহা অতিক্রম করিয়া ব্রতাদির নিয়ম-পালন শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের কার্য্য নহে।

বর্ত্তমান কংগ্রের কোম্পানীর পরিচালিত রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশন শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া সহজিয়াগণের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রতোপবাসের রীতি বদল করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিধি-অনুসারে ১৬ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর,

রবিবার—শ্রীরাধাষ্টমীর-ব্রত রাধা-তত্ত্ব আলোচনা, পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব রাধাষ্টমী-দিবসে নবদ্বীপের অন্তর্গত কোলেরগঞ্জস্থ পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে" রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকেদার-বদ্রী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কয়েকজন বিশিষ্ট সেবকগণের অনুরোধে সংক্ষেপতঃ কেদার-বদ্রী পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হঠাৎ এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা সকলকে রীতিমত সংবাদ দিতে পারি নাই বলিয়া অনেকে অনুযোগ করিয়াছেন। আমরা আগামী বর্ষে তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান বর্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীরসরাজ ব্রজবাসী ও শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় গত ৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই, বুধবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া ১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, মঙ্গলবার হরিদ্বার হইতে বরাবর কতক যাত্রী হাওড়া পৌঁছেন। এবং বাকী যাত্রী মথুরা, বৃন্দাবনাদি দর্শন করিয়া ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ বৎসর বদ্রীনারায়ণ পরিক্রমা বেশ সুশৃঙ্খলে ও সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল ঠাকুরের পূত-চরিত্র সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিপাদগণ বক্তৃতা করেন এবং শ্রীল ঠাকুরের রচিত সংস্কৃত গীতি "শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ" ও অপরাপর গীতিসমূহ কীর্ত্তন হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব এই দিবস কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ এই প্রবন্ধের ৪০ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

কশ্চিন্মতবিশেষোঽপি নিরস্তস্তত্ত্ববাদিনাম্।
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবেন সম্প্রদায়স্য তেন কিম্ ॥ ৭ ॥
সম্প্রদায়ৈক-দীক্ষাণাং মিথঃ কিঞ্চিন্মতান্তরাৎ।
শাখাভেদো ভবেন্মাত্রং সম্প্রদায়ো ন ভিদ্যতে ॥ ৮ ॥
রামানন্দী যথা রামানুজীয়ান্তর্গতো ভবেৎ।
নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে চ হরিব্যাসাদয়ো যথা ॥ ৯ ॥
গৌড়ীয়স্তত্ত্ববাদী চ তথা মাধ্বমতং গতৌ।
নহ্যত্র বাধকঃ কশ্চিৎ দৃশ্যতে তত্ত্ববিত্তমৈঃ ॥ ১০ ॥
তুষ্যত্বিতি মতেনাপি সম্প্রদায়-বিনিশ্চয়ে।
স্বীকৃতং সাধকত্বেন চেৎ সাধ্যাদি-বিবেচনম্।
তথাপ্যত্যন্তভেদো ন শ্রীগৌরমাধ্বয়ো র্মতে ॥ ১১ ॥
মধ্বমতে চ যা মুক্তিঃ সাধ্যত্বেন প্রকীর্ত্তিতা।
বিষ্ণুভ্যি-প্রাপ্তিরূপা সা ভাষ্যকৃদ্ভিঃ প্রদর্শিতা ॥ ১২ ॥
সাধনং চার্পিতং কর্ম্ম জীবাধিকার-ভেদতঃ।
স্বীকৃতমপি মধ্বেন ভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠং বহুস্তুতম্ ॥ ১৩ ॥ *

* শ্রীমদ্-গৌরাঙ্গদেব মাধ্ব-মতাবলম্বী তত্ত্ববাদিগণের কোন কোন মতবিশেষকে খণ্ডন করিলেও তাহাতে সম্প্রদায়ের কি হয়? অর্থাৎ সম্প্রদায় নষ্ট হয় না ॥৭॥

এক সম্প্রদায়ে দীক্ষিতগণের পরস্পর কিছু কিছু মতান্তর থাকিলেও তাহাতে সম্প্রদায়ের ভেদ হয় না; শাখাভেদমাত্র হইয়া থাকে ॥৮॥

মত-বৈশিষ্ট্য থাকিলেও রামানন্দীয়গণ যেমন রামানুজীয়ের অন্তর্গতই হইয়া থাকে, এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে হরিব্যাসাদির মত-পার্থক্য সত্ত্বেও নিম্বার্ক সম্প্রদায়রূপেই উক্ত হয়; সেইরূপ গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও তত্ত্ববাদিগণ উভয়েই এক মাধ্ব-মতাবলম্বী; তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে কোনও বাধা দেখিতে পান না ॥৯-১০॥

'তুষ্যতু দুর্জ্জন'—এই ন্যায়েতে যদি বা সাধ্যাদি বিবেচনের দ্বারাও সম্প্রদায় নিশ্চয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও গৌর ও মধ্ব-মতের অত্যন্ত ভেদ নাই ॥ ১১ ॥

মধ্ব-মতে যে 'মুক্তি' সাধ্যরূপে কথিত হয়, তাহাকে বিষ্ণুপদ লাভরূপেই ভাষ্যকারগণ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

জীবের অধিকার-ভেদে অর্পিত কর্ম্মকে সাধন বলিয়া মধ্ব স্বীকার করিলেও ভক্তির শ্রেষ্ঠতাকেই বহুস্থলে প্রশংসা করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

প্রমাণং ভারতং মাত্রং মধ্বমতেঽনৃতং বচঃ।
যত্তেন ত্রিবিধং প্রোক্তং মুখ্যং শব্দপ্রমাণকম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমন্নৃত্তক-গোপাল-সেবা যেন প্রতিষ্ঠিতা।
ইষ্টত্বেন কথং তস্য নির্ণীতো দ্বারকাপতিঃ ॥ ১৫ ॥
নিশ্চিতো দ্বারকাধীশো যদ্যপি বা ক্ষতিঃ কুতঃ।
যো নন্দ-নন্দনঃ কৃষ্ণঃ স এব দ্বারকাপতিঃ।
স্বরূপয়োর্দ্বয়োরৈক্যং কৃষ্ণত্বমবিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥
লীলাভিমান-ভেদেন পূর্ণতমশ্চ পূর্ণকঃ।
ন তু স্বরূপতো ভেদস্তয়োরস্তি কথঞ্চন ॥ ১৭ ॥
ভেদাভেদমতং যচ্চাচিন্ত্যাখ্যং কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ।
শ্রীচৈতন্য-মতাভিজ্ঞৈঃ তচ্চ মধ্বমতেঙ্গিতম্ ॥ ১৮ ॥
জীবানাং ব্রহ্মবৈজাত্যো গুণাংশত্বাদভিন্নতা।
প্রতিযোগিত্বভেদত্বে চিন্মাত্রত্বাত্তদেকতা ॥ ১৯ ॥
তদ্ব্যাপ্যত্ব-তদায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি-হেতুতঃ।
সামানাধিকরণ্যঞ্চ গোস্বামি-মধ্বয়োঃ সমম্ ॥ ২০ ॥*

* মধ্ব-মতে কেবল মহাভারতকে প্রমাণ স্বীকার করেন—এরূপ উক্তি মিথ্যা কথা, যেহেতু তিনি ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া শব্দ-প্রমাণকেই মুখ্য বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্ নৃত্যগোপাল দেবের সেবা যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহার ইষ্ট-দেবতা দ্বারকা-পতি শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নির্ণীত হইতে পারেন ? ॥ ১৫ ॥

যদি বা দ্বারকা-পতিই ইষ্ট-রূপে নিশ্চিত হন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? যিনি নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ত' দ্বারকা-পতি, অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভেদ-হেতু দুই স্বরূপেরই একত্ব ও কৃষ্ণত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ১৬ ॥

লীলার অভিমান-ভেদে কখনও পূর্ণতম এবং কখনও পূর্ণতররূপে প্রকাশিত হন মাত্র ; স্বরূপে উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ১৭ ॥

অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ যে মত, মহাপ্রভুর মতাভিজ্ঞগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, মধ্ব-মতেও তাহার ইঙ্গিত দেখা যায় ॥ ১৮ ॥

জীব-সকলের ব্রহ্ম-বিজাতীয়তা থাকায় জীবগণ ব্রহ্মের গুণাংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং প্রতিযোগিত্বভেদ (বিশেষণ-গত-ভেদ) থাকিলেও চিন্মাত্রত্ব-অংশে অভিন্ন বলা হয়। কারণ, যে যাহার ব্যাপ্য অথবা, যাহার বৃত্তি (ব্যাপার)

বিচারমাত্রনৈপুণ্যং শক্তি-শক্তিমতোরিহ।
গৌরকৃপোদ্ভবোঽচিন্ত্য-বাদো গোস্বামিভিঃ স্মৃতঃ।
তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে মুখ্যঃ কারণবাদ উচ্যতে ॥ ২১ ॥
পরাখ্য-শক্তিমদ্ ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং ভবেৎ।
উপাদানন্তু তদ্‌ব্রহ্ম জীবপ্রধান-শক্তিযুক্।
ইতি কারণবাদেঽপি হ্যভয়ো র্মতয়োঃ সমম্ ॥ ২২ ॥
শ্রীগোবিন্দাভিধং ভাষ্যং প্রমাণং যদি মন্যতে।
প্রমেয়রত্ন-সিদ্ধান্ত-নিষ্কৃষ্টা তৎসমাহৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
বক্তি শ্রীগৌর-সম্মতিং মধ্বঃ প্রাহেত্যুপক্রমে।
যদিবোপেক্ষ্যতে কৈশ্চিৎ তর্হ্যর্দ্ধকুক্কুটীনয়ঃ ॥ ২৪ ॥ *

গৌড়ীয়গণের মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির প্রারম্ভিক আলোচনা-মুখে উক্ত ২৪টি শ্লোকের বিচার বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক মাননীয় হরিদাস দাস মহাশয় "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য"

যাহার অধীন, সে তদভিন্নই হইয়া থাকে। এই জন্যই জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য (সমান বিভক্তিক নির্দ্দেশ) গোস্বামিগণ ও মধ্ব-মতাবলম্বিগণ উভয়েরই সমানভাবে দেখা যায় ॥ ১৯-২০ ॥

* গৌরের কৃপা হইতে উদ্ভূত (জাত) শক্তি-শক্তিমানের এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গোস্বামিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের বিচার-নৈপুণ্য মাত্রই, বস্তুতঃ পক্ষে তত্ত্বনির্দ্ধারণে কারণ-বাদকেই মুখ্য বলা হয় ॥ ২১ ॥

পরাশক্তির আশ্রয় ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ; এবং জীবগণ ও মায়াশক্তির আশ্রয়রূপে সেই ব্রহ্মই আবার উপাদান কারণ। এইরূপ কারণবাদ-বিচারেও উভয় মতের সমতা আছে ॥ ২২ ॥

পুনশ্চ যদি শ্রীগোবিন্দভাষ্যকে প্রমাণ মানা যায়, তবে প্রমেয়-রত্নাবলীতে তাহার সার-সিদ্ধান্তগুলিই সংগৃহীত হইয়াছে। সেখানে একই শ্লোকে 'শ্রীমধ্বঃ প্রাহ'রূপে উপক্রম করিয়া 'হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ' ইহা বলিয়া উপসংহার দ্বারা মধ্বমতই যে গৌরের নিজ মত, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত যদি কেহ উপেক্ষা করেন, তবে তাহার 'অর্দ্ধ-কুক্কুটী'-ন্যায় স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ অর্দ্ধেক (এককথা) মানা, আবার অপর অর্দ্ধেক (অন্য আর এককথা) না মানা—ইহাই অর্দ্ধ-কুক্কুটী-ন্যায়। এইরূপ মত শাস্ত্র-যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৩-২৪ ॥

নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত অনুমান ৫০০ পৃষ্ঠায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'প্রমেয় রত্নাবলী'-র বিবরণ- প্রসঙ্গে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামিজীর লিখিত 'মীমাংসা-পত্র' প্রমাণরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া তাঁহার উক্ত 'বাদ'-গ্রন্থাদির বহু স্থলেই ব্যবহার করিয়াছেন। হরিদাস বাবাজী মহাশয় সুন্দরানন্দের একজন পৃষ্ঠপোষক হইলেও তিনি 'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে'র ১ম খণ্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় **শ্রীমধ্ব-মতের অন্তর্গত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ কেন, তাহার নির্দ্দেশ**'-শীর্ষক একটি অনুবন্ধ লিখিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে শ্রীল বলদেবের মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বয়ং 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুপতিরঞ্জন নাগ, এম. এ, বি. এল মহোদয় ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পুরাণাপল্টন, পোঃ রমণা (ঢাকা) হইতে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় ভুক্ত—এই বিচার লইয়াই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। **তাঁহার বর্ত্তমান 'বাদ'-গ্রন্থ এই 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ-স্বরূপ**। আমরা এই দুই গ্রন্থের পরস্পর বিচার-বিরুদ্ধ ভাবগুলি পাশা পাশি রাখিয়া বিদ্যাবিনোদের পূর্ণ মতিচ্ছন্নতার অথবা অর্দ্ধ-মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচয় প্রদান করিব। এইরূপ মতি-বিভ্রম উন্মত্ত চিন্তা-স্রোতে বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণের লেখনী-প্রসূত কোন সিদ্ধান্ত বা বিচার শিক্ষিত সমাজে আদৌ গ্রহীতব্য নয়। যদি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের এইরূপ কোন বিধান খুজিয়া পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ইঁহাকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করিয়া ইহার প্রতিকার করার চেষ্টা করা যাইত। এ বিষয়ে ন্যায়-কোবিদ্ ও বিচারকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীবের মধ্বানুগত্য

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের ষট্ সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভই প্রথম। তিনি প্রত্যেক সন্দর্ভে মঙ্গলাচরণ করিলেও তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণেই তাঁহার গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে যে প্রকার মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই এখানে আলোচ্য। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থে ত্রয়োদশ প্রসঙ্গের ২৪১ পৃষ্ঠায় ৪ অনুচ্ছেদে (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) নামক পাঁচটী যুক্তি-প্রসঙ্গ

উপস্থিত করিয়া বলিতে চাহেন,—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুট-মণি শ্রীল জীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধের উল্লেখ করেন নাই। এবং শ্রীল বলদেব প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় জোর-জবরদস্তি করিয়া মধ্বের বা তৎসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা উক্ত (ক), (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) প্রসঙ্গের মধ্যে এস্থলে সর্ব্বপ্রথম (ক) ও (খ) প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছি। যথা—

"(ক) 'তত্ত্ব-সন্দর্ভে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীজীবপাদের বন্দনা ও শ্রীবলদেবের বন্দনার পার্থক্য।

"(খ) 'তত্ত্ব-সন্দর্ভে' (৪ অনু) **'বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ'** শব্দে শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবলদেবের টীকার পার্থক্য।"

অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীল জীবপাদের ও শ্রীল বলদেবের বন্দনার মধ্যে **পার্থক্য** খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন! তিনি পার্থক্য বলিতে কি বুঝিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি ত' সর্ব্বত্রই অদ্বৈতবাদীগণের ন্যায় অদ্বয়ত্ব, অভেদত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি চীৎকার করিয়া বেড়াইয়াছেন। এত অদ্বয়ত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়াও, পার্থক্য খুঁজিয়া বাহির হইয়াছে, ইহা একটি কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এমন কি, তিনি জীব ও প্রকৃতিকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহেন। পরতত্ত্ব এক অদ্বিতীয়বস্তু হইলেও তাহাতে জীব-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-তত্ত্বের অবস্থিতি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। তিনি জীব ও প্রকৃতিকে তত্ত্ব বলিয়াই আখ্যা দিতে অনিচ্ছুক,—ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভৃতির কোন বিচারই কি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে নাই? তাঁহার "বাদ'-গ্রন্থের "কয়েকটী প্রারম্ভিক-কথা" শীর্ষক ভূমিকার ।/০ পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া জানাইয়াছেন—**"জীব ও প্রকৃতিকে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্য-বৃন্দের ন্যায় 'তত্ত্ব' বলিয়া আখ্যা দিলে একাধিক 'তত্ত্ব' স্বীকারে অদ্বৈত হানি প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।"** উক্ত ভূমিকার ॥/০ পৃষ্ঠায় **'বস্তু বা তত্ত্ব দুইটি নহে'** এবং চতুর্দ্দশ-প্রসঙ্গে (অধ্যায়) উপসংহারে ২৭১ পৃষ্ঠায় **'তত্ত্ব এক ব্যতীত দুই নহে'**, উক্ত পৃষ্ঠায় পুনরায় **'জীব ও প্রকৃতিকে তত্ত্ব বলিলে অদ্বয়তার হানি হয়'** প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অদ্বৈতবাদীদের ন্যায় বস্তুর একত্ব স্বীকার করিয়া 'জীব ও প্রকৃতি'র পৃথক্ তত্ত্বত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং ষট্ সন্দর্ভের অন্তর্গত তত্ত্ব-সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে শ্রীল জীব-পাদের বন্দনা ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বন্দনায় তিনি যে কি-প্রকার পার্থক্য আবিষ্কার করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে কি তিনি ভাষার পার্থক্যকেই পার্থক্য বলিয়া ধরিয়াছেন? অথবা মুদ্রিত লেখ-প্রণালীর পার্থক্যকে (পাইকা বা স্মলপাইকা টাইপ) পার্থক্য মনে করিয়াছেন? অথবা তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীল জীবপাদ ৮টী শ্লোক রচনা করিয়া বন্দনা করিয়াছেন এবং শ্রীল বলদেব প্রভু ৬টী শ্লোকের দ্বারা বন্দনা রচনা করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের টীকার সূচনা করিয়াছেন, অতএব ৮ সংখ্যা অপেক্ষা ৬ সংখ্যা-শ্লোকে সংখ্যা-পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া পার্থক্য খুঁজিয়া বাহির করিলেন? অথবা উভয় পার্ষদ-ভক্ত আচার্য্য-দ্বয়ের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্যকে লক্ষ্য করিলেন? আমরা ইহার কোন ক্ষেত্রেই জীবপাদের সহিত বিদ্যাভূষণ প্রভুর কোনরূপ পার্থক্য লক্ষ্য করিতেছি না। "মণিময়-মন্দির-মধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"—এই ন্যায় অনুসারে বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের স্বাভাবিক বৃত্তির হীনতাই প্রকাশ পাইয়াছে। শকুনি, গৃধিনী আকাশমার্গে অতি ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইলেও তাহাদের দৃষ্টি গলিত দুর্গন্ধপূর্ণ শবের প্রতিই পতিত হয়। অবশ্য এইরূপ উপমার দ্বারা কুতার্কিকের ন্যায় কেহ যেন মনে না করেন—শ্রীবলদেবের চিন্তা-মন্দিরে ছিদ্রের সত্তা ও তাঁহার ন্যায় পরমোন্নত জীবনে পর্য্যুষিত বৃত্তির অবস্থিতি অঙ্গীকৃত হইল।

উক্ত (ক) অনুচ্ছেদে তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে শ্রীল জীবপাদের বন্দনা ও শ্রীল বলদেবের বন্দনার মধ্যে আমরা বিন্দুমাত্রও পার্থক্য লক্ষ্য করিতেছি না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি পার্থক্যের 'নমুনা' কিছু উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বিশেষভাবে আলোচনা করিতে পারিতাম। আশা করি তিনি আমাদের এই প্রতিবাদ আলোচনা করিয়া উক্ত পরমমুক্ত আচার্য্যদ্বয়ের বন্দনার পার্থক্য, প্রকার-ভেদ ও দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া তাঁহার উক্তির সার্থকতা করিবেন। কেবল '**পার্থক্য**' আছে—এরূপ বলিলে চলিবে না। যাঁহারা তত্ত্বসন্দর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অযথা উক্তিকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবেন না। তবে আমি নিম্নে উক্ত বন্দনার কয়েকটী শ্লোক পাশাপাশি স্থাপন করিতেছি। পাঠকবর্গ ইহার দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীবলদেবের ও শ্রীজীবপাদের প্রার্থনায় কোন ভেদ নাই।

(১) শ্রীল জীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের আরম্ভেই 'শ্রীকৃষ্ণো জয়তি'—এই বাক্যের দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। এবং উক্ত গ্রন্থের একমাত্র টীকাকার শ্রীশ্রীমদ্-

বলদেব প্রভুপাদও তাঁহার টীকার প্রারম্ভেই 'শ্রীকৃষ্ণো জয়তি' বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং এই উভয় ক্ষেত্রে কোন প্রকার পার্থক্য নাই।

(২) শ্রীল জীবপাদ মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (ভাঃ ১১।৫।৩২) এবং উক্ত শ্লোকের অর্থও দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। *

অর্থাৎ শ্রীল জীব গোস্বামী 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' শ্লোকের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার অঙ্গ-উপাঙ্গ প্রভৃতি ইষ্ট-বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াই গ্রন্থে মঙ্গলাচরণরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও তাঁহার টীকার প্রথম শ্লোকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার অঙ্গ-স্বরূপ 'নিত্যানন্দাদ্বৈতঃ' প্রভুর প্রতি মঙ্গলাচরণমুখে রতি প্রার্থনা করিয়া শ্রীল জীবপাদেরই একান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। যথা—

ভক্ত্যাভাষেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্ব-নিস্তারি-নাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ॥

(তত্ত্বসন্দর্ভঃ বলদেবটীকা ১, ১৩১৮ সালের সত্যানন্দ গোস্বামি-সংস্করণ)

সুতরাং জীব গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের মঙ্গলাচরণে কি পার্থক্য হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পরন্তু উভয় বন্দনাই ভাবধারায় এক তাৎপর্য্যপর।

(৩) শ্রীজীবপাদকৃত উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় বলদেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্যবর্গের পূর্ণানুগত্যই লক্ষিত হইতেছে। 'কৃষ্ণবর্ণং'-শ্লোকের টীকা শ্রীল জীবপাদের 'ক্রমসন্দর্ভে', শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর 'সারার্থ-দর্শিনী'-তে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, বলদেবের টীকায়ও সম্পূর্ণ অনুরূপে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে; এমন কি, তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের অস্ফুট ও অব্যক্ত অংশও পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। **'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্'** বাক্যের টীকায় বলদেব লিখিয়াছেন—

"অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, **উপাঙ্গানি** শ্রীবাসাদয়ঃ, **অস্ত্রাণ্যবিদ্যাচ্ছেত্তৃ-**

* অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥
(শ্রীজীব-কৃত তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ, ২য় শ্লোক, ১৩১৮ সালে প্রকাশিত সত্যানন্দ গোস্বামি-সংস্করণ)

ত্বাদ্ ভগবন্নামানি, **পার্ষদা** গদাধর-গোবিন্দাদয়স্তৈঃ সহিতমিতি মহাবলিত্বং ব্যজ্যতে।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, অবিকল তাহাই বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

আচার্য্য গোসাঞি—চৈতন্যের মুখ্য **অঙ্গ**।
আর এক **অঙ্গ** তাঁর—প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রভুর **উপাঙ্গ**—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত-মুখ-নেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৩৬-৩৭)
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ-অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
শ্রীবাসাদি, পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া।

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৭১, ৭২, ৭৪)

সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামী ও তাঁহার পরবর্ত্তী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের সহিত বলদেবের কি পার্থক্য হইল ?

(৪) শ্রীল জীবপাদ বন্দনায় তৃতীয় শ্লোকে * শ্রীল রূপ-সনাতনের জয়-গান করিয়া তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ অনুসারে তত্ত্ব-নির্দ্দেশক তত্ত্ব-সন্দর্ভাদি ৬ খানি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও এই গ্রন্থের টীকায় মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকে রূপ-সনাতনের স্তব করিয়াছেন। জীব গোস্বামী রূপ-সনাতনকে **"তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ"** বাক্যের দ্বারা তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের 'তত্ত্ব-বস্তুর' জ্ঞাপক বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। শ্রীল বলদেবও "তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ তৌ শ্রীরূপ-সনাতনৌ" † বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়াছেন।

* জয়তাং মথুরাভূমৌ **শ্রীল-রূপ-সনাতনৌ**।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥ (তঃ সঃ ৩)

† গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ
তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।
মায়াবাদ-মহান্ধকার-পটলী সংপুষ্পবন্তৌ সদা
তৌ শ্রীরূপ-সনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌ স্তুমঃ॥ (তঃ সঃ টীকা ১।৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

লোৎপাদয়েদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৯ কেশব, ৪৭১ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬৪; ইং ১৬।১১।৫৭ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৯)

অতিমত তমোগিরি-সমিতিবিভেদন
পিতামহ-ভূতিদ গুণগণ-নিলয়।
শুভতম-কথাশ্রয় পরম সদোদিত
জগদেক-কারণ রাম রমা-রমণ ॥১॥

বিধি-ভবমুখ-সুর-সতত-সুবন্দিত
রমা-মনোবল্লভ ভব মম শরণম্॥ ২॥

অগণিত-গুণগণময়-শরীর হে
বিগত-গুণেতর ভব মম শরণম্॥ ৩॥

অপরিমিত-সুখনিধি-বিমল-সুদেহ হে
বিগত-সুখেতর ভব মম শরণম্ ॥ ৪ ॥
প্রচলিত-লয়জল-বিহরণ শাশ্বত
সুখময় মীন হে ভব মম শরণম্ ॥ ৫ ॥
সুর-দিতিজ-সুবল-বিলুলিত-মন্দর-
ধর পর কূর্ম্ম হে ভব মম শরণম্ ॥ ৬ ॥
সগিরিবর-ধরাতলবহ সুসূকর
পরমবিবোধ হে ভব মম শরণম্ ॥ ৭ ॥
অতিবল-দিতিসুত-হৃদয়-বিভেদন
জয় নৃহরে ভব মম শরণম্ ॥ ৮ ॥
বলিমুখ-দিতিসুত-বিজয়-বিনাশন
জগদবনাজিত ভব মম শরণম্ ॥ ৯ ॥
অবিজিত কু-নৃপতিসমিতি-বিখণ্ডন
রমাবর বীরপ ভব মম শরণম্ ॥ ১০ ॥
খরতর-নিশিচর দহন পরামৃত
রঘুবর মানদ ভব মম শরণম্ ১১ ॥
সুললিত-তনুবর বরদ মহাবল
যদুবর পাথপ ভব মম শরণম্ ॥ ১২ ॥
দিতিসুত-মোহন বিমল-বিবোধন
পরগুণ বুদ্ধ হে ভব মম শরণম্ ॥ ১৩ ॥
কলিমল-হৃতবহ সুভগ-মহোৎসব
শরণদ কল্কীশ হে ভব মম শরণম্ ॥ ১৪ ॥
অখিলজনি-বিলয় পরসুখ-কারণ
পর-পুরুষোত্তম ভব মম শরণম্ ॥ ১৫ ॥
ইতি তব নুতিবধ-সততরতের্ভব
সুশরণমুরু-সুখতীর্থ-মুনের্ভগবন্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

হে অতিপূজিত! অজ্ঞান-গিরিপক্ষ-ভেদন! চতুর্ম্মুখৈশ্বর্য্যপ্রদ! **গুণগণ-নিলয়!** পরম-মঙ্গল-কথাশ্রয়! নিত্য-প্রকাশ! জগদেককারণ! রমাকান্ত! পরম পুরুষ! রাম ॥ ১ ॥

হে ব্রহ্ম-শঙ্করাদি-সুরগণ-নিত্য-বন্দিত! রমা-হৃদয়বল্লভ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

হে অগণিত-গুণগণময়-বিগ্রহ! সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

হে অপরিমিত সুখাশ্রয়-বিশুদ্ধবিগ্রহ! সর্ব্বদুঃখ-বিনির্ম্মুক্ত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

হে তরঙ্গিত-প্রলয়-সলিল-বিহারিন্! নিত্যসুখময়! মীনবর! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

হে সুরাসুর-সৈন্য-কম্পিত-মন্দর-গিরিধর! পরমপুরুষ! কূর্ম্ম! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বত-ধরাতলোদ্ধারক! পরম-জ্ঞানময়! মহাবরাহ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

হে মহাবল-দৈত্যরাজ-হৃদয়-বিদারক! নৃসিংহ! আপনার জয় হউক। আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

হে বলি-প্রমুখ দানব-বিজয়-বিনাশন! জগৎপালক! অজিত! (বামন!) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

হে অপরাজিত! দুষ্ট-ক্ষত্রমণ্ডল-বিনাশন! রমাকান্ত! বীরপালক! (ভৃগুরাম!) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১০ ॥

হে প্রবল-নিশাচর-বিনাশন! পরমামৃত-স্বরূপ! মানদ! **রঘুবর!** আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১১ ॥

হে সুললিত পরমবিগ্রহ! বরদ! মহাবল! পার্থপালক! **যদুবর!** (**শ্রীকৃষ্ণ**) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১২ ॥

হে অসুর-বিমোহন! বিমল-বিজ্ঞানময়! পরমগুণ! বুদ্ধ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৩ ॥

হে কলি-পাপ-দহন! সজ্জনানন্দন! শরণদায়ক! **কল্কিদেব!** আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৪ ॥

হে সর্ব্বসৃষ্টি-সংহারকর! পরম-সুখকারণ! পরম-পুরুষোত্তম! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৫ ॥

হে ভগবন্! আপনি আপনার ঈদৃশ উত্তম-স্তুতি-বিষয়ে নিত্যানুরক্ত আনন্দ-তীর্থমুনির পরমাশ্রয় হউন ॥ ১৬ ॥

নিষিদ্ধাচার

আচার নিত্যানিত্য ও পূর্ণাপূর্ণ-ভেদে দ্বিবিধ

সম্যক্ গমন করার নাম 'আচার'। যিনি সুষ্ঠুভাবে অনিন্দ্য আচরণশীল, তিনি আচার্য্য। জীবে অসম্পূর্ণতা ধর্ম্ম আছে বলিয়া তাহার আচরণ অসম্পূর্ণ। কর্ম্মী বা মুমুক্ষুগণ যে আচরণ করেন, তাহা খণ্ডিত বা আংশিক বলিয়া সম্পূর্ণ নহে। সেজন্য তাঁহাদিগের আচরণ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। ভক্তি-মার্গাশ্রিত নিত্য-মুক্ত পরমপূর্ণ-পুরুষ ভগবানের সেবন-পথে বিচরণ করেন বলিয়া, তাঁহাতে কোন অনুপাদেয় বা অসম্যক্ আচরণ থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপগত নিত্যধর্ম্মে যে স্বভাব-শীলতা আচরণ বা বৃত্তি পাওয়া যায়, তাহাই অপরিবর্ত্তনীয় আচার। যে-স্থলে বিষয়—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ অর্থাৎ অনন্তৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, এবং যে-স্থলে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্য নিরবচ্ছিন্ন মাধুরীই বিষয়, সে-স্থলে আচার্য্যের আচারে কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা নাই। তাহাকে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিতে হয় না, সেই আচার নিত্য। তাহাই সিদ্ধাচার।

সিদ্ধ ও নিষিদ্ধের পার্থক্য

যেখানে সিদ্ধের আচার নাই, বৃত্ত, শীল বা আচার নশ্বর বা অনিত্য—তাহাই নিষিদ্ধাচার। সিদ্ধি বলিতে, যাঁহার পূর্ণতা পূর্ব্বেই লক্ষিত হইয়াছে, যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়াছে, এবং যিনি মায়িক-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ। অসিদ্ধের আক্রমণে সিদ্ধ নিজ নিত্যস্থান হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি অক্ষর-ধর্ম্মে অবস্থিত। অসিদ্ধগণই উচ্চ হইতে নিম্নে অধঃপতিত হন এবং পুনরায় উচ্চে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। যাঁহারা ধীর, শান্ত, অচঞ্চল, তাঁহারা কখনই বিপথ-গামী হইয়া নিম্নদোষ-যুক্ত স্তরকে নিজ বাসস্থলী জ্ঞান করেন না।

শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের সঙ্গ-ফলে নিকৃষ্ট হয়

অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সঙ্গে দ্রবিণবান্ বাস করিলে দরিদ্রতার আবাহন

অবশ্যম্ভাবী। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের সান্নিধ্যে নিজ-জ্ঞানের ক্ষয় হয়, অর্থাৎ মূর্খতা বা জড়তার অনুশীলন-ফলে অচিদ্ বস্তুর সঙ্গ-প্রভাবে জ্ঞানী অজ্ঞানে রুচি-বিশিষ্ট হন এবং তাঁহার জ্ঞান আচ্ছাদিত-প্রায় হয়। শুদ্ধজ্ঞানে অবস্থান করিয়া অজ্ঞানীর অবিদ্যা নিরাস করিলে কখনই জ্ঞানীর পতন হয় না।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী—নিষিদ্ধাচারী

জ্ঞানী যখন অবোধ কর্ম্মীর সহিত সঙ্গ করেন, তখনই তাঁহার জ্ঞান আবৃত হইয়া অজ্ঞানরূপ স্থূলতা স্কন্ধে চাপিয়া বসে। আবার বৈষ্ণব-গুরুর চরণাশ্রয়ে সেই মুক্ত-পুরুষ জ্ঞানী ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ হ'ন। ব্রহ্মচারী যোগ-বিচ্যুত হইলেই তাঁহার অধোগতি ঘটে। যোগী সেবা-বিচ্যুত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত যোগী এবং ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মে বিচরণ করিতে করিতে গুরুবিমুখ হইলেই জীব মায়ায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের অপব্যবহার করিতে গিয়া মায়িক বস্তুর ভোক্তৃ-সজ্জায় দৃশ্য-জগৎকে মাপিতে আরম্ভ করেন—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রজোগুণ গ্রহণ। ক্রমশঃ রাজসিক-প্রবৃত্তিক্রমে আত্ম-বিচার-রহিত হইয়া অনাত্ম-মায়াকে ব্রহ্ম বলিয়া বিবর্ত্তময়ী ধারণার বশীভূত হন। সেইকালে তমোময়ী বুদ্ধি মুক্তাভিমানী জীবকে কেবলমাত্র মায়াবাদী করিয়া তুলে—উহাই জীবের নিত্য নিষিদ্ধাচার।

যোগী ও জ্ঞানী বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিরোধী-বিধায় নশ্বর, সুতরাং নিষিদ্ধাচারী

পতিত যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হন এবং মায়ার সংসার আবাহন করেন। সেইকালে কৃষ্ণ-সংসার তাহার সুদূরবর্ত্তী। কৃষ্ণ-সংসারকেও মায়ার অন্যতম সংসার-জ্ঞানে অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তমোময় সংসারের বিশেষ-রহিত প্রলয়ের অবস্থাকেই ব্রহ্মের নিত্য স্থিতি বলিয়া ঘোর মায়াবাদে প্রবিষ্ট হন। যোগী স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য-চ্যুত হইয়া মায়াকেই ব্রহ্ম ও বিশেষ-রহিত অবস্থাকেই মুক্তি বলিতে গিয়া, ক্ষর-রাজ্যের অচিতের ধ্বংসকেই চিদ্বৃত্তিমাত্র নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রম করেন। পরিশুদ্ধ নিত্যমুক্ত আত্মাই নিত্য বৃত্তিমান্ এবং ভোগময় রাজ্যে ভ্রমণকারী নহে—জানিলেই, স্বরূপোপলব্ধি-ক্রমে জীবের নিত্য বৃত্তি ভক্তিতে নিত্য অবস্থিতি ঘটে। যে যোগবিদ্যার পরম পরাকাষ্ঠা ভক্তি নহে, সেই যোগ কখনই আচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহা অনিত্য নশ্বর ধর্ম্মে অবস্থিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত প্রেমধর্ম্মই শুদ্ধাচার

অবিমিশ্র শুদ্ধ আত্মার পরমাত্ম-ভূমিতে বিচরণই মুক্ত পারিষদের ভক্তিতে অবস্থান। সে-কালে শুদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যবৃত্তি প্রেমা অখণ্ড, বহু নহে এবং অদ্বিতীয়। ভগবানের হ্লাদ-বৃত্তির সার-সমবেত প্রেমময়ী বৃষভানু-নন্দিনীর অনন্ত বিচিত্রতাময়ী লীলা বিলাসের সমুচ্ছলিত বিচিত্রতা বা শাবল্যই রাসস্থলী। সেই চিত্র ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তি-যোগীর চিত্তোন্মাদকারী। সেই সদাচার-লাভের যে প্রকৃষ্ট উপায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণবেশে প্রকাশিত করিয়াছেন—যে-আচার সেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-জনগণ সর্ব্বস্ব-জ্ঞানে নিজ নিজাশ্রিত অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন,—সেই সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য যদি কাহারও নিত্য রুচি জন্মে, তাহা হইলে তিনি গৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত নিষিদ্ধাচার-বিষয়ক কীর্ত্তন শ্রবণ করুন। সেই মুক্তবেণীতে নিমজ্জিত হইলে জীব, স্বরূপের চরণাশ্রিত হইয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠানপুর মধ্য-গৌড়ের অধিবাসী জানিয়া শ্রীগৌর-কথিত সিদ্ধাচারে নিত্যকাল অবস্থিত হউন।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি নিষিদ্ধাচার পালন করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইলে কেবল ক্লেশই সার

নিষিদ্ধাচার পরিহার করিলেই জীব ব্রহ্মচারী হইতে পারেন, ব্রহ্মচারী হইলেই অপরা-বিদ্যার অনুশীলন পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের সান্নিধ্য-যোগ লাভ করিতে পারেন, এবং সান্নিধ্য-যোগ লাভ করিলেই স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিবৃত্তি নিত্যকাল প্রকটিত হইবে, নতুবা যোগভ্রষ্ট হইয়া সমাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সকাম ব্রাহ্মণতারূপ ভক্তি-যোগের প্রতিকূল-ধর্ম্মে অবস্থিতি ঘটিবে। কোথায় অশেষ দোষ-দুষ্ট ক্লেশ-পরিপূর্ণ নশ্বর সংসার হইতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবারূপ নিত্যমঙ্গল-লাভ! আর কোথায় ভক্তিপথ-বিচ্যুত হইয়া অনাত্ম-ধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে পতন!! কোথায় নিত্য সিদ্ধাচার অনন্ত কল্যাণ, কোথায় নিষিদ্ধাচারে অনাদি পতন-যোগ্যতা! সমাবৃত ব্রাহ্মণ জড়ভূমি-ভোগপর হইয়া ক্ষত্রিয়, ধনাদি দ্রবিণের বশবর্ত্তী হইয়া ভূমিজাত খণ্ড বস্তু-লোভে দ্রবিণানুসন্ধান-পরতারূপ বৈশ্য, এবং অভাবপর শূদ্রাদি জীবনে কতই না ক্লেশ ভোগ করে!

মহাপ্রভুর শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হইলে নিষিদ্ধাচার সহজে পরিত্যক্ত হয়

আবার, এই ক্লেশকে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন-পূর্ব্বক বহুমানন করিতে পর্য্যন্ত

দ্বিধা বোধ করে না! ভোগপর বিষয়-ধ্যান করিতে করিতে বদ্ধজীবের আর হরিসেবা বিষয়ক কিছুই ভাল লাগে না। কেবল আগমাপায়ী নিষিদ্ধাচারকেই সদাচার, সিদ্ধাচার বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তাদৃশ মনের নিগ্রহ করিতে না পারিলে জীবের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে অবস্থানরূপ ভজনীয়ের সেবাবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে প্রকটিত হয় না। অভাবের রাজ্যে, মায়ার রাজ্যে ভ্রমণ-পরায়ণ পথিকের নিষিদ্ধাচার পরিহার করা কঠিন বলিয়া প্রথমেই মনে হইতে পারে, কিন্তু যত্ন-পূর্ব্বক প্রথমমুখে সিদ্ধাচারে অবস্থিত হইলেই নিষিদ্ধাচার-পরতা, উদ্দেশ্যের প্রতিকূল বলিয়া হৃদয়ে নিত্যস্থান লাভ করিবে।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধু-বৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থের নির্ভরশীলতা; অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করা প্রয়োজন

গৃহস্থ সকল-কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। প্রভু বলিয়াছেন,—

শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।৫৫)

গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও স্ত্রৈণ-সঙ্গ ত্যাগ করিবেন। প্রভু কহিলেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ পর-স্ত্রী বা বেশ্যাতে লোভ করিবে না। যথা, প্রভুর চরিত্র কৃষ্ণদাস বিষয়ে,—

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন॥
স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তা'রে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২২৬-২২৭)

প্রভু কেশে ধরি সেই ব্রাহ্মণকে স্ত্রীলোভ হইতে রক্ষা করিলেন। 'সরল বিপ্র' অর্থে দুর্ব্বল-হৃদয় ব্রাহ্মণ কুমার।

গৃহস্থ স্বধর্ম্মানুসারে অর্থোপার্জ্জন করিবেন—পাপের দ্বারা নহে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন। কোন পাপদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস, সব নিমু মুঞি॥
পর-হিংসা, ডাকা, চুরি—সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্ম-পথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্তের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু, চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্ম-পথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮)

লক্ষ-নাম-গ্রহণকারীই সদ্‌গৃহস্থ; তাঁহার গৃহ ব্যতীত অন্যত্র প্রসাদ গ্রহণ গৃহীর নিষেধ

তিনিই সদ্‌গৃহস্থ যিনি প্রত্যহ লক্ষ 'নাম' গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

প্রভু কহিলেন,—

প্রভু বলে,—জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১২১-১২১)

ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তে ভেদ নাই। প্রভু বলিয়াছেন,—

অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯)

[illegible] স্মার্ত্তের সহিত তাঁহার কর্ম্ম

এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা জানিতে পারেন। যিনি তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহার বৈষ্ণবাদর হয় না এবং তাহাতে তাঁহার অধোগতি হয়।

গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম্ম ; আত্মহত্যা করা মহাপাপ

গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—'কৃষ্ণ-সেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন' ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)

ধর্ম্মজীবনের সহিত দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করত উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় 'কৃষ্ণ-সেবা', 'বৈষ্ণব-সেবা' ও 'নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন' করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। বৈষ্ণব-সেবা-সম্বন্ধে কথা এই যে—নিষ্কপট ভক্ত ত্রিবিধ। উঁহাদের সেবনই বৈষ্ণব-সেবা। নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব একত্র করিবার আবশ্যক নাই। যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথা-যোগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবে। **অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয়**। যথা,—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৭)

দীন-জনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, যথা,—

দীনে দয়া করে—এই সাধু-স্বভাব হয়। (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কোন সামান্য ধর্ম্মোদ্দেশে বা ক্রোধাবেশে দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না। যথা, প্রভুবাক্য,—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭)

বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের দ্বারা উচ্চ-নীচতা হয় না—গৃহস্থ-ধর্ম্মে হয়

কৃষ্ণভজন-সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি ইত্যাদির ছোট বড় অবস্থা হয় না। সংসার-ধর্ম্মে বর্ণাদি-দ্বারা ক্রিয়াধিকার-ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতা-ক্রমে বুদ্ধিভেদ হয়। কিন্তু ভজন-বিষয়ে সে তারতম্য নাই। যথা, প্রভুবাক্য,—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

অন্যত্র,—(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪)

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পা'ন, তাহাতে সুখবোধ করা উচিত, যথা,—

সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক, ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২৯৩)

শ্রীচৈতন্যাশ্রয়, পরোপকার, তুলসীসেবন একান্ত কর্ত্তব্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া একান্ত ভজন করিবে, স্মার্ত্তাদি সম্প্রদায়ে যে-সকল দেবতা পূজিত হন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। যথা,—

না মানে' চৈতন্য-পথ, বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২৪৩)

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। যথা,—

আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসী সম্মান করিবেন। যথা,—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫৯-১৬০)

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থলে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে ॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তি-যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?

কালীদাসের অসংখ্যাত হরিনাম গ্রহণ সকলেরই আদর্শ; অন্যায়ভাবে গৃহস্থের অর্থোপার্জ্জন নিষিদ্ধ

ভক্তিযুক্ত গৃহস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গৃহস্থ ছার। গৃহস্থ যে-কিছু সাংসারিক ব্যবহার করিবেন, সকল কার্য্য কৃষ্ণ-নামাশ্রয়ে করিবেন, তদ্বিষয়ে কালীদাস নামক মহাজনের চরিত্র, যথা,—

মহাভাগবত তিহোঁ সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥

কৌতুকেতে তেহোঁ যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায়॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬-৭)

অন্যায় উপার্জ্জন ও অসদ্ব্যয় সকলের পক্ষে ও উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। যথা, প্রভুর বাক্য,—(চৈঃ চঃ অঃ ৯।৯০ ; ১৪২-১৪৪)

রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
'ব্যয় না করিহ কভু রাজার মূলধন॥'
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যা'তে দুইলোক যায়॥

গৃহস্থ ভক্তিমান সচ্চরিত্র গুরু করিবেন। যথা,—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৬৫)

গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ।

অপরাধ হইতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। যথা, প্রভুবাক্য,—

যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৩৩)

ভক্তসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম। যথা (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৬-৬০) :—

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালীদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
'ভক্ত-পদধূলি', আর 'ভক্ত-পদ-জল';
'ভক্ত-ভুক্ত-শেষ'—এই তিন সাধনের-বল॥

সম্পূর্ণ ভক্ত হইবার পূর্ব্বে গৃহস্থের কর্ত্তব্য

গৃহস্থ-ভক্ত যতদিন পূর্ণ-ভক্ত-চরিত্র লাভ না করেন, এবং স্বভাব-জনিত কাম্যবস্তু-ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে-প্রকার-ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা :—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্ব-কর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

গৃহস্থ ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যথা :—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এই সব গুণ অবশ্যই হইবে :—

বৈষ্ণবের ২৭টী গুণ ও অন্যান্য কৃত্য

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সতসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই :—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০)

অনেক অঙ্গ-সাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে বিশেষ যত্ন চাই। যথা :—

সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬)

ক্রমে ক্রমে রাগ-মার্গে প্রবেশ আপনা হইতেই হয়

ক্রমে-ক্রমে বিধিবাধ্য-অবস্থা খর্ব্ব করিয়া রাগানুসন্ধান করিবে। ভাগবত-রাগ উদয় হইলেই অনেক বিধির স্বয়ং নিবৃত্তি হয়, এবং প্রায়শ্চিত্তের অনাবশ্যক হয়। ইহারই মধ্যে ভেদ এই :—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী ॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন ॥

অজ্ঞানে যদি হয় 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬, ১৩৮-১৩৯)

ভক্ত গৃহস্থের ভক্তি-সম্বন্ধ-জ্ঞান ও ভক্তিজনিত-বিরক্তি-ব্যতীত অন্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য যত্ন করা উচিত নয়। কৃষ্ণ-ভজন যত্নাগ্রহের সহিত আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গল উদয় হয়।

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১)

ভক্তির ক্রম বা ক্রমোন্নতি ; নবধা ভক্তি পালনীয়া

কৃষ্ণ-ভক্তির ক্রম এই। ইহা যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হয়।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন' ॥
'অনর্থ' নিবৃত্তি হইলে ভক্তি-'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
'রুচি-ভক্তি' হইতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
'আসক্তি' হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই 'রতি' গাঢ় হইলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই 'প্রেমা'—প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ বহু যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন।—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় প্রেম-ধন ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৪।৭০-৭১)

কেবল দুগ্ধপান-রূপ বৈরাগ্য ও 'সোঽহং'-চিন্তা ভক্তি নহে

কেবল ধর্ম্মাচারের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধ ভক্তি অবলম্বন করিবেন। যথা, প্রভুবাক্য—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪১)

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি ?
পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ?

জীবের দাস্য-ভাবই ভাল, ঈশ্বর-ভাব অতিশয় মন্দ ; যথা,—

উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব ॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ—ইহারে লইয়া ॥
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হঞা ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৮০, ৪৮২)

গৃহস্থের আদর্শ-জীবন ও জীবনী

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবন-যাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থে প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুসরণীয়। কৃষ্ণকাম হইয়া যে-কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। অবান্তর ফল-কামনা ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন। ভক্ত-লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা। রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, সত্যরাজ খান ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গৃহস্থ-ভাবে নির্দ্দোষের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহের পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রকার-ভেদ-ক্রমেই গৃহস্থ ও গৃহ-ত্যাগীর ভেদ। ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়। বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই, তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে যখন গৃহ ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহ-ত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তি-জনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীস্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যত-নিষ্কপট ভক্ত, এই-বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচার-ক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহ-ত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত—সর্ব্বদা নামাপরাধে সতর্ক। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কাঙ্গালের ঠাকুর-পদে প্রার্থনা

বৈষ্ণব-ঠাকুর তুমি দয়ার সাগর।
অধম পতিত-জনে করহ উদ্ধার ॥ ১ ॥
জীবের দুর্দ্দশা দেখি' সকরুণ হও।
দেবের দুর্ল্লভ প্রেম জগতে বিলাও ॥ ২ ॥
জীব অতি দুরমতি হৃদয় শোধিয়া।
দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিলে ত যাঁচিয়া ॥ ৩ ॥
জগতের প্রভু তুমি পরম-দয়াল।
দীন-জনে কর কৃপা আমি ত কাঙ্গাল ॥ ৪ ॥
আমি অতি দুরমতি বৈষ্ণব না চিনি।
সেই অনুতাপে ধরি' (তব) চরণ দু'খানি ॥ ৫ ॥
এই নিবেদন মোর তোমার চরণে।
কৃপা করি' মো-অপরাধ ক্ষমহ আপনে ॥ ৬ ॥
তুমি অন্তর্যামী প্রভু কিবা নাহি জান।
অন্তর-জ্বালা দূর করি' জুড়াও পরাণ ॥ ৭ ॥
কৃপা করি' শক্তি দাও বৈষ্ণব চিনিতে।
তবে যদি পারি আমি তাঁদের সেবিতে ॥ ৮ ॥
তোমা কৃপা-দ্বারে সে বৈষ্ণব চিনিব।
চরণ-পরশে আমি আনন্দে মাতিব ॥ ৯ ॥
এ-দাসের প্রতি যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
হৃদয়-যন্ত্রণা হ'তে কর' পরিত্রাণ ॥ ১০ ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে কবে ভক্তি উপজিবে।
হৃদয়-বাসনা মোর সাফল্য লভিবে ॥ ১১ ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা এ-অধম দাস ॥ ১২ ॥

—দীন শ্রীমুকুন্দদাস ব্রহ্মচারী

উপনিষদ্-বাণী

তলবকার (কেন)

এই উপনিষদ্ সামবেদের তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ইহার প্রথম মন্ত্রে 'কেন' শব্দ থাকায় ইহার অপর নাম 'কেন'। ইহাতে গুরু-শিষ্য-সংবাদের স্বরূপে প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শান্তিপাঠ, যথা :—ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

হে পরমেশ্বর! আমার সমস্ত অঙ্গ, বাণী, নেত্র, শ্রোত্র আদি সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, শারীরিক ও মানসিক-শক্তি সবই পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করুক। উপনিষদে ব্রহ্মের যে স্বরূপ বর্ণিত আছে, আমি যেন তাহা কখনও অস্বীকার না করি এবং তিনিও যেন আমাকে ত্যাগ না করেন। আমাকে সর্ব্বদা নিজ জন করিয়া লয়েন। আমার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ যেন নিত্য থাকে। উপনিষদে প্রতিপাদিত ধর্ম্ম ও উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্য পরব্রহ্মে যেন সর্ব্বদা আমার চিত্ত নিযুক্ত থাকে, আর আমার ত্রিবিধ তাপের শান্তি হয়।

এখানে যদিও কিছু সকাম প্রার্থনা আছে, তাহা ভগবৎ-সেবানুকূল জানিতে হইবে।

গ্রন্থারম্ভে শিষ্য গুরুকে **জিজ্ঞাসা** করিতেছেন—কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া অন্তঃকরণ, প্রাণ, বাণী-আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু-আদি জ্ঞানেন্দ্রিয় নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? ইহাদের প্রেরণকর্ত্তা একজন অবশ্যই আছেন, তাঁহার পরিচয় কি?

উত্তর—যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, বাণীর বাণী এবং প্রাণের প্রাণ-স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির পরম কারণস্বরূপ, যাঁহা হইতে এই সব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার শক্তিতে সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিতে শক্তি লাভ করিয়াছে, এই সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা বা প্রেরক পরমেশ্বর, তাঁহাকে জানিতে পারিলে অমৃতের অধিকারী হয়। অর্থাৎ চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পরম ধামে গমন করে। তিনি চক্ষুরাদির প্রকাশক হইলেও প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অথবা অন্তঃকরণ তাঁহাকে জানিতে

পারে না। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ বস্তু। ইন্দ্রিয়-সকলে যে চেতনা বা প্রেরণা, তাহা সেই পরব্রহ্মেরই শক্তিজাত। সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না; কিন্তু শ্রৌত-পরম্পরাক্রমে আগত আচার্য্যগণ তাহা উপদেশ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা ইহা জানা যায় যে, তিনি জড় ও চেতন জীব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। প্রাকৃত বাণীর দ্বারা যাহা কিছু বলা যায়, ঐ বলিবার শক্তি যিনি প্রদান করেন, তিনিই পরব্রহ্ম; কিন্তু প্রাকৃত ধারণা-বশে যাঁহার উপাসনা করা যায়, তাহা প্রকৃত ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, তিনি তদপেক্ষা বিলক্ষণ। যাঁহা হইতে মনের কার্য্যশক্তি আসে, কিন্তু মনদ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না, তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু প্রাকৃত মন-বুদ্ধির ধারণাবশে যাঁহার উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নহে। যাঁহার দ্বারা চক্ষুর প্রকাশ-কার্য্য হয়, কিন্তু যিনি প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত নহেন, তিনিই ব্রহ্ম; কিন্তু চক্ষুর দৃশ্য-ধারণা-বশে যাঁহার উপাসনা হয়, তিনি ব্রহ্ম নহেন। শ্রবণযোগ্য পদার্থসকল এবং শ্রবণের যোগ্যতা যাঁহা হইতে আসে কিন্তু যাঁহার বাণী প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, তিনিই ব্রহ্ম; প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের উপাসনা ব্রহ্মের প্রকৃত উপাসনা নহে। প্রাণের দ্বারা যাহা অনুপ্রাণিত হয় না, কিন্তু যদ্দ্বারা প্রাণ চেষ্টা-যুক্ত হয়, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। প্রাকৃত প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া যাহার উপাসনা করা যায়, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। যিনি প্রাণের ত্রাতা, প্রেরক ও শক্তিপ্রদান-কর্ত্তা, যাঁহার বিন্দুমাত্র শক্তি দ্বারা সমস্ত বস্তু চেষ্টাশাল, ক্রিয়াশীল ও শক্তিশালী হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম।

যদি কেহ ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিয়া মনে করে যে, আমি তাঁহাকে উত্তমরূপে জানিয়াছি, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, তাহার ব্রহ্ম-বিষয়ে সামান্য বোধ হইয়াছে মাত্র। কারণ তাঁহার অংশ-স্বরূপ জীবাত্মা অথবা দেবতা-সকলে ব্রহ্মের যে অংশ বর্ত্তমান, তদ্দ্বারা পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মের পরিচয় প্রাপ্তি অসম্ভব। অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ের বোধ-জন্য শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি আবশ্যক।

গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণানন্তর **শিষ্য বলিতেছে**—যে আমি ব্রহ্মকে উত্তম-রূপে জানিয়াছি বা কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই, তাহা বলি না; তবে তৎসম্বন্ধে আমার আংশিক ধারণা হইয়াছে মাত্র।

অতঃপর শ্রুতির স্বয়ং বিচার এই যে, যে মনে করে যে, আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র জানা হয় নাই; তাহার নিকট পরমেশ্বর সর্ব্বদা অজ্ঞাত। কারণ সসীম বস্তু অসীমের ধারণা করিতে পারে না; কিন্তু যিনি

বলেন যে, আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তাঁহারই নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হন। অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইলে, তাঁহার জ্ঞাতা-অভিমান থাকে না। তিনি নিরভিমান ও দৈন্যবশে বলিয়া থাকেন যে, আমি ভগবৎকৃপা-লাভে বঞ্চিত। যথা, মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দৃষ্টিতে—

মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন। (চৈঃ চঃ অন্ত্য অষ্টম)

পরমেশ্বরকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলেই অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়। তাঁহার কৃপা দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। বিদ্যা-দ্বারাই অমৃত লাভ হয়। মনুষ্য-জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যাহারা পরতত্ত্ব অবগত হয় না, তাহারা নিতান্ত দুঃখী ও দুর্ভাগা। সুতরাং এই দুর্লভ মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র পরতত্ত্বের অনুশীলন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা বারংবার জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে চলিতে হইবে। অন্য কোনও উপায়ে ভব-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। এজন্য বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন।

এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইতেছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীর শক্তিই পরমেশ্বরের শক্তির অধীন, বা তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সকলে কার্য্য-ক্ষম হইয়া থাকে; নচেৎ কোন যোগ্যতা থাকে না। যথা—

এক সময়ে দেবতাগণ অসুরগণকে জয় করিয়া পরস্পর অভিমান করিতে-ছিলেন যে, আমারই শক্তিতে অসুর বিনাশ কার্য্য সাধিত হইয়াছে; অতএব, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। দেবতাদের এই প্রকার মিথ্যাভিমান অবগত হইয়া, ভগবান্ পুরুষোত্তম দেবতাদের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদের সাক্ষাতে এক দিব্য যক্ষ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন। দেবতাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ দিব্য-যক্ষের পরিচয় জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হন, এবং অগ্নিকে বলেন যে, তুমি এই যক্ষের পরিচয় অবগত হইয়া আইস। অগ্নি তেজস্বী ও বেদজ্ঞ এবং অবম (কনিষ্ঠ) দেবতা বলিয়া তাঁহাকেই দেবগণ প্রেরণ করিলেন। অগ্নি যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে যক্ষ অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি কে?" অগ্নি বলিলেন,—আমি প্রসিদ্ধ অগ্নি, আমারই গৌরবময় ও রহস্যপূর্ণ নাম—'জাতবেদা'।

যক্ষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—তোমাতে কি শক্তি আছে? অগ্নির উত্তর—পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সে সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি। তখন যক্ষ অগ্নির সম্মুখে একটি শুষ্ক তৃণ স্থাপন করিয়া উহা দগ্ধ করিতে বলিলেন। অগ্নি-

দেব তৃণ-সমীপে গমন করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্য নিজ পূর্ণ-শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাহা দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত অবস্থায় দেবগণ-সমীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং বলিলেন—আমি জানিতে পারিলাম না, এই যক্ষ কে?

তখন দেবগণ অসীম শক্তিশালী বায়ু-দেবতাকে প্রেরণ করিলেন। কারণ তাঁহারও নিজ শক্তির অভিমান ছিল। পবনদেব 'যক্ষ'-সমীপে উপনীত হইলে যক্ষ বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে?' পবন উত্তর দিলেন—আমি প্রসিদ্ধ বায়ু। আমারই গৌরবময় ও রহস্যপূর্ণ নাম 'মাতরিশ্বা'। যক্ষ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাতে কি শক্তি আছে? বায়ুর উত্তর—পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি তাহা উড়াইয়া ফেলিতে পারি। আচ্ছা, এই তৃণ-গাছিকে উড়াইয়া দিন—যক্ষ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পবনদেব নিজ সর্ব্ব-শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উক্ত তৃণকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিলেন না। সুতরাং অগ্নির ন্যায় হতপ্রভ ও লজ্জিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন, আমি ভালরূপে জানিতে পারিলাম না—এই যক্ষ কে?

অগ্নি ও পবনদেব অকৃতকার্য্য হইলে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকেই উক্ত কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিলেন। দেবরাজ যক্ষ-সমীপে উপস্থিত হইলে যক্ষ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং ইন্দ্রের অভিমান কিছু অধিক থাকায় যক্ষ তাঁহাকে বার্ত্তালাপেরও অবসর দেন নাই। কিন্তু ইন্দ্র দেখিলেন যে, যে-স্থানে যক্ষ উপস্থিত ছিলেন, তথায় বিপুল শোভাময়ী হিমাচল-কন্যা উমাদেবী আবির্ভূতা। দেবরাজ ইন্দ্র দেবীর নিকট গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নম্রভাবে যক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবরাজের প্রশ্নের উত্তরে দেবী বলিলেন—তোমরা যে যক্ষকে দেখিয়াছ উনি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তোমরা যে অসুর-বিনাশ কার্য্য করিয়াছ, তাহা সেই পরমেশ্বরের শক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে, বস্তুতঃ বিজয় তাঁহারই। তাঁহার ইচ্ছা বা প্রেরণা না হইলে তোমাদের একটি তৃণকে দগ্ধ বা বিচলিত করিবার সামর্থ্য নাই। অতএব তোমরা নিজ নিজ মিথ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ইহা অবগত হও যে, ব্রহ্মের মহিমাতেই তোমরা মহীয়ান ও তৎ-শক্তিতেই শক্তিমান্।

অতএব, অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র ইঁহারাই অন্য দেবতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অবগত হইবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন। তিন দেবতা মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইন্দ্রদেবই সৌভাগ্যশালী, যেহেতু তিনিই প্রথম ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

যে-সকল সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ পরব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন, তাঁহারাও দেবগণের ন্যায় ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ সেই সাধকের তীব্র উৎকণ্ঠা ও অভিলাষকে তীব্রতম করিবার জন্য বিদ্যুতের ন্যায় আকস্মিক দৃষ্টিগোচর হইয়া অন্তর্হিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জানা যায়—দেবর্ষি নারদও এই প্রকার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাধকের মন যখনই আরাধ্যদেবের দর্শনাভিলাষী হয়, তখনই করুণাময় প্রভু কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তকে দর্শন দান করিয়া ধন্য করেন।

এক্ষণে সেই ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় উপদেশ করিতেছেন—সেই ব্রহ্মই তদ্-বন'; অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বজীবের উপাস্য। শুদ্ধভক্তগণ বলেন—দ্বাদশ বনরূপ নিত্য রস-দ্বাদশ দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনাধীশ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসেবাই নিত্য জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। ভোগী কর্ম্মী ও ত্যাগী জ্ঞানিগণ আধ্যক্ষিক হওয়ায় শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মকে ভজনীয় বলিয়া বুঝিতে পারেন না।

পরমরাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ 'তদ্বন' শব্দের অর্থ করিতে গিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—'বন'-শব্দে অরণ্য, নীর ও আশ্রয় বুঝায়। 'বননীয়'-শব্দ 'ভজনীয়' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'বন'-শব্দে 'ভজন' মুখ্যভাবে লক্ষিত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে 'রস'-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট কথা আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের 'রস'-সংজ্ঞা-নিরূপণে "যশ্চমৎকারভারভূঃ" বলিয়াছেন। 'তদ্বন'-শব্দের 'তৎ'-শব্দটি 'তন্'-ধাতুর বিস্তারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থভেদে 'তন্'-শব্দের উপকারার্থে, শ্রদ্ধা প্রদর্শনে, আঘাতের উদ্দেশে, শব্দ-পরিণতিতে, এবং উপসর্গযোগে দীর্ঘতাকে লক্ষ্য করে। "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ" প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাখ্যায়ও 'তৎ'-শব্দের সর্ব্বব্যাপকতা ও 'আ' এই উপসর্গীয় ক্রিয়া-বিশেষণে পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে।

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"-মন্ত্র "একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না-বিস্তারিণী যথা"—শ্লোকের সহিত একযোগে পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, 'তদ্বন'-বস্তু হইতে যে আলোক নিঃসৃত হয়, তাহা "ব্যদ্যুতদ্ আ"-মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এ'জন্যই শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী বস্তু নির্দ্দেশকালে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" শ্লোকটি 'তলবকারে'র চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিয়াছেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুর দ্বিতীয়

স্বরূপ হওয়ায় ও বারাণসীতে বহু দিবস বেদান্ত অধ্যয়ন করায় এই নিগূঢ় রহস্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও এতদনুরূপ "যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা"-প্রমুখ একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। 'তদ্বন'-শব্দে ৩য় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে। পুরুষোত্তম বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী সমষ্টি-বিষ্ণু বা প্রদ্যুম্ন হইতে পৃথক্ লীলা-পরিচয়ে শব্দব্রহ্মের দ্বারা পরিচিত হন। অর্থাৎ পুরুষোত্তম বস্তুই ভজনীয় বস্তু। "তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্" —এই কামদেবের উপাসনা করিলেই জীবের ইতর বাসনা হইতে অবসর লাভ হয়। তখনই তাহার দৃশ্য বিশ্বের বদ্ধানুভূতি হইতে প্রস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ ঘটে। পুরুষোত্তমের সেবাই বিশ্বদর্শন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র সোপান। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"আদ্যন্ত মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

ক্লীব-দৃষ্ট সর্ব্বনামে যে 'তৎ'-শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহাতে পুরুষোত্তমেতরবাদ অভিব্যক্ত হয়। উহা বদ্ধজীবেরই চমৎকারিতা উৎপন্ন করায় এবং রস-চমৎকার-ভূমির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়কে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যবাদে উপনীত করায়।

সঙ্কর্ষণ প্রভু বিস্তৃতিক্রমে তদ্রূপ-বৈভবার্ণব হইয়া 'স্বয়ংপ্রকাশ'-তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। 'তদ্রূপ-বৈভব'-শব্দ অপর ভাষায় বৃন্দাবন বা গোলোক শব্দে অভিহিত হয়। বৃন্দাবনীয় দ্বাদশ বন, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণ-বিকাশ-বৈভবাধার মাথুর বনসমূহে নিত্যকাল প্রকাশিত। চিজ্জগতের আস্বাদনীয় দ্বাদশ বন বদ্ধজীব-ভূমিকায় আংশিক দর্শনে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। বদ্ধ-ভাব অপসারিত হইলে, আমাদের প্রাপঞ্চিক বিচারগত জড়াশ্রিত জ্ঞান অপসৃত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তখনই তদঙ্গ ও রহস্যের বিজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ-ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনায় আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন —এই ত্রিবিধ বিচিত্রতা কেবল-চেতন-ধর্ম্মে প্রস্ফুটিত আছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভাবনাবর্ত্মের অতীত লীলা-স্বাদন-মুখে অভিব্যক্ত হয়।

(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৪শ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা)

গুরুদেবের মুখে সঙ্কেতে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ শুনিয়া পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় শিষ্য প্রার্থনা করেন—হে ভগবন্! আমাকে উপনিষদ্—রহস্যময়ী

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন। তদুত্তরে গুরুদেব বলেন—তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছি। ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিলেও তাহা সাধনের অভাবে সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না বলিয়া এক্ষণে প্রধান সাধনের উপদেশ করিতেছি—ব্রহ্মবিদ্যারূপ প্রাসাদের ভিত্তি—'তপ', 'দম' এবং 'কর্ম্মাদি'-সাধন। 'তপ'—তপস্যা ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ; 'দম'—ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ ও 'কর্ম্ম'—নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভগবৎপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম। এই তিনটিই সাধনের আধার এবং বেদ, বেদাঙ্গ ও সত্য উহার অধিষ্ঠান। যে সাধক সাধন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কঠিন কঠিন কষ্টসকল সহ্য করিতে না পারে—যে ব্যক্তি মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিতে না পারে এবং অনাসক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান না হয়, তাহার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না।

বেদ—ঐ ব্রহ্মবিদ্যার সমস্ত অঙ্গ। কারণ বেদেই উহার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যা আছে; এজন্য সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। আর সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর ঐ ব্রহ্মবিদ্যার পরম অধিষ্ঠান, আশ্রয়স্থল ও পরম লক্ষ্য বস্তু। অতএব ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বেদানুসারে তপ, দম ও নিষ্কাম কর্ম্মাদির আচরণ করত ঐ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা পুরুষোত্তম ব্রহ্মের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা

যে মহাপুরুষ ভগবদিচ্ছায় গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া এ কাঙ্গালকে নিজগুণে শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের কথা শ্রবণ করাইয়াছেন, যিনি কৃপা করিয়া শাক্ত-কুলোদ্ভূত আমাকে নামশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাম ও মন্ত্ররাজ কৃষ্ণমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, যাঁহার অপার স্নেহ ও অতুলনীয় দয়ার কথা কোটী-মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না, সেই পরম-করুণাময় মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, সেই শ্রুতকথাগুলি অবলম্বনপূর্ব্বক এই প্রবন্ধ লিখিবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতেছি।

কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি কৃষি-শিক্ষা, কি তাঁত-শিক্ষা—সকল কার্য্যেই অভিজ্ঞ গুরু প্রয়োজন। উপযুক্তগুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই সু-সিদ্ধ হয় না। সুতরাং নিত্য-মঙ্গলপ্রদা বা পরমসুখদা ভক্তি লাভ করিতে হইলে যে সদ্‌গুরু—ভগবদ্ভক্ত-গুরু

বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি নিত্য-মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ভাগ্যবান্ সজ্জন ব্যক্তি বেদ ও বেদানুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, ভগবন্নিষ্ঠা-পরায়ণ বা ভগবদনুভূতি-বিশিষ্ট, নিষ্কাম বা শান্ত গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা—শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্। অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতং অপরোক্ষানুভব-সমর্থম্। অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ—উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতম্।

শ্রীগুরুদেব শব্দব্রহ্ম বেদে ও বেদার্থজ্ঞাপক শাস্ত্রতাৎপর্য্যে পারঙ্গত হইবেন। নচেৎ শিষ্যের যাবতীয় সংশয়চ্ছেদাভাববশতঃ মনশ্চাঞ্চল্য আসিয়া কোমলশ্রদ্ধ কাহারও কাহারও গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-শৈথিল্য আসার সম্ভাবনা। তৎফলে শিষ্যের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। অপি চ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীগুরুদেব ভগবদনুভূতি-বিশিষ্ট হইবেন। নতুবা তাঁহার কৃপা সম্যক্ ফলবতী হইবে না। তিনি কাম-ক্রোধাদি-রিপুজয়ী, নিষ্কাম বা শান্ত হইবেন।

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলেন—পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে। উপশমাশ্রয়ং শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্ত্ততে ইত্যুপশমো ভক্তি-যোগস্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরম্। (হঃ ভঃ বিঃ ১।২৭ টীকা)

শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। শম অর্থে মোক্ষ। ভক্তি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপশম অর্থে ভক্তিযোগ বুঝায়। শ্রীগুরুদেব ভক্তিযোগী অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত বা ভক্তরাজ। তিনি অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে নিমগ্ন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭) বলিয়াছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

পদ্মপুরাণও এই কথাই বলিতেছেন—

ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

মন্ত্র-তন্ত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ ষট্‌কর্ম্মনিপুণ (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ) ব্রাহ্মণও যদি বিষ্ণুভক্ত না হন, তবে তিনি গুরু হইবার অযোগ্য। আর চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বিষ্ণুভক্ত (শুদ্ধভক্ত) হন, তবে তিনি গুরু হইবার যোগ্য। মূলকথা যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই ভক্তি দিতে পারেন, অপরে পারেন না। যেমন ধনীই ধন দিতে পারেন, নির্ধন পারে না, তদ্রূপ।

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং উচ্চকুলে উদ্ভূত কোন ব্যক্তিও যদি অবৈষ্ণব হন অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত না হন, তবে তিনি গুরুপদ-বাচ্য নহেন।

শ্রুতিও বলিতেছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সামিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)

ভগবানকে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবন্নিষ্ঠ গুরুরই চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরু-চরণাশ্রিত গুরু-ভক্তিমান্ স্নিগ্ধ গুরুসেবকই ভগবানকে লাভ করিতে পারেন।

ভক্তি লাভের প্রথম কথা—"আদৌ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্, বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা।" (ভঃ রঃ সি ১।২।৭৪)

এইজন্য নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিবেন। তাঁহারা সদ্‌গুরু লাভের পূর্ব্বে ভগবচ্চরণে সদ্‌গুরু-লাভের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইবেন। তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় অনায়াসে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্যলাভ হইবে। ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু (হঃ ভঃ বিঃ ১।২৩) বলিয়াছেন—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ হয়। তখন সেই ভক্তের শ্রীমুখে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভক্তি-লাভার্থ সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবে।

জগতে তথাকথিত গুরুর অভাব নাই। নামে মাত্র গুরু সর্ব্বত্র পাওয়া

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য-বিত্তাপহারকাঃ।
সদ্‌গুরুর্দুর্লভো দেবি শিষ্য-সন্তাপহারকঃ॥ (তন্ত্র)

হে দেবি! শিষ্যের নিকট অর্থ-সংগ্রহকারী গুরু জগতে বহু আছেন। কিন্তু শিষ্যের যাবতীয় দুঃখ দূর করিতে পারেন, এইরূপ সদ্‌গুরু দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। মহাভাগ্য না থাকিলে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় লাভ হয় না। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৫২)
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (ঐঃ মঃ ২২।২৫)
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী-রূপে শিক্ষায় আপনে॥ (ঐঃ মঃ ২২।৪৭)
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (ঐঃ আঃ ১।৪৫)

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, সেই মহাভাগ্যবান্ সজ্জনকে বাহিরে আচার্য্যরূপে (সদ্‌গুরুরূপে) এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি ভাগ্যবান্ জীবকে গুরুরূপে হরিনাম-মন্ত্র ও বিবিধ উপদেশ দান করেন ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে তাহা অনুমোদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিঃসংশয় করিয়া দৃঢ়চিত্ত করেন। ইহাই মহাভাগ্যবান্ জীবের প্রতি ভগবানের দুইরূপে কৃপা। তখন গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে জীব ভক্তিলতা-বীজ লাভ করত মালী হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করেন। মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"আমি ভগবৎসেবক, ভগবৎসেবনই আমার ধর্ম্ম—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মালী হওয়া।"

ভগবান্ জীবকে কি ভাবে কৃপা করেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহির্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ (ভাঃ ১১।২৯।৬)

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে প্রভো! তুমি কৃপাপূর্ব্বক দুষ্পার-সংসার-নিমগ্ন দুঃখী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ করিয়া তাহাদিগকে নিত্যানন্দপূর্ণ বৈকুণ্ঠে

লইয়া যাইবার জন্য বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ। পণ্ডিতসকল ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুপ্রাপ্ত হইয়াও তোমার এতাদৃশ কৃপার কথা চিন্তা ও কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হন না।

যাঁহারা প্রকৃত সুখী হইতে চান, তাঁহারা সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা-মন্ত্রাদি গ্রহণ করিবেন। কারণ দীক্ষা গ্রহণ না করিলে জন্ম-জন্মান্তরে অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীশিবজী শ্রীপার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥
তথাদীক্ষিত-লোকানামন্নং বিন্মূত্রবজ্জলম্।
তথাদীক্ষিতকৃতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা পিতরস্তথা।
নরকে চ পতন্ত্যেতে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
সহস্রৈরুপচারৈশ্চ ভক্তিযুক্তো যজেদ্ যদি।
তথাপ্যদীক্ষিতস্যার্চ্চা দেবা গৃহ্ণন্তি নৈব হি॥ (রুদ্রযামল)

হে দেবি, যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহাদের সিদ্ধিও হয় না, সদ্গতিও হয় না। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবের আদর ও যত্নের সহিত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্নজলাদি বিষ্ঠা-মূত্র-সদৃশ, সুতরাং অভক্ষ্য। অদীক্ষিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষগণ তাহা গ্রহণ করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর নরকে বাস করেন। অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি বহুবিধ উপচারে ভক্তির সহিতও পূজা করেন, তথাপি ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না।

না দীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাত্তপোভির্নিয়ম-ব্রতৈঃ।
ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥ (রত্নেশ্বরতন্ত্র)

অদীক্ষিত ব্যক্তি তপস্যাই করুন, যোগই করুন, বহু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক ব্রতই করুন, তীর্থ-ভ্রমণই করুন, কিছুতেই তাহার মঙ্গল হয় না।

অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
সদ্‌গুরোরাহিতদীক্ষঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ (মৎস্যসূক্ত)

হে পার্ব্বতি, অদীক্ষিত ব্যক্তি জপ-পূজাদি যাহাই করুন, সবই তাঁহার প্রস্তরে বীজ বপনের ন্যায় ব্যর্থ হয়। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকল কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অদীক্ষিতস্য বামোরু যান্তি সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥ (বিষ্ণুযামল)

হে পার্ব্বতি, অদীক্ষিত ব্যক্তির সকল কার্য্যই নিষ্ফল হয় এবং সে পশুযোনি লাভ করিয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥

যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হয় বা বিষ্ণুপূজা না করে, তাহাদের জীবন-ধারণে ফল কি? তাহারা ত নরপশু।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণও বলেন—

অদীক্ষিতস্য মূর্খস্য নিষ্কৃতির্নাস্তি নিশ্চিতম্।
সর্ব্বকর্ম্মস্বনর্হস্য নরকে তৎপশোঃ স্থিতিঃ॥

এইজন্যই নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল নরোত্তমঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক গাহিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে,　　তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥ (প্রার্থনা ৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ। (ভাঃ ১০।৮৭।৩৩)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তি-সন্দর্ভ গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

"যে গুরোশ্চরণং সমবহায় অতিলোলম্ (অতি চঞ্চল) অদান্তম্ অদমিতং মন এব তুরগং বিজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপৈশ্চ কৃত্বা যন্তুং ভগবদন্তন্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে উপায়খিদঃ তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি। অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে অজ! অকৃতকর্ণধারা অস্বীকৃতনাবিকা জলধৌ যথা তদ্বৎ। শ্রীগুরুপ্রদর্শিত ভগবদ্ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ।" (ভঃ সঃ ২০৯)

যে সব অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গুরুপাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক চঞ্চল মনকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কোন দিনই অস্থির চিত্তকে দমন করিতে পারে না। পরন্তু শত শত বিপদগ্রস্ত হইয়া সংসারে দুঃখভোগ করে। তাহারা অকৃত-কর্ণধার বণিকের ন্যায় অর্থাৎ সমুদ্রে নাবিক স্বীকার না করিলে বণিকের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া থাকে। আর গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তি

গুরুকৃপায় ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া বিপন্ন হন না এবং অনায়াসে শীঘ্র তাঁহার চঞ্চল মন স্থির হইয়া থাকে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৫)

এখন একটি বিশেষ কথা এই যে,—গুরুকরণ বা শিষ্য গ্রহণ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। স্নেহ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, অনুরোধে বা উপরোধে পড়িয়া গুরুকরণ করা বা শিষ্যত্বে গ্রহণ করা উচিত নয়। এ বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া গুরু শিষ্য সম্পর্ক স্বীকার্য্য। নতুবা বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতাল্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥ (মন্ত্রমুক্তাবলী)
সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।৫০ ধৃত সারসংগ্রহ-বচন)

সদ্‌গুরু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র দিবেন। গুরু শিষ্য উভয়ের পরস্পর পরীক্ষা প্রয়োজন। তৎপরে মন্ত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য। এই সব শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ মন্ত্র দেন বা কেহ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে গুরু-শিষ্য উভয়কেই বহুবৎসর যাবৎ নরকে বাস করিতে হয়। পরীক্ষা ব্যতীত অর্থাৎ গুরুসেবাদি না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে বা সেবাপ্রবৃত্তি না দেখিয়া মন্ত্র দিলে অমঙ্গলই হয়। গুরু-শিষ্য পরস্পর অযোগ্য হইলে মন্ত্র কার্য্যকরী হয় না। সদ্‌গুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্রই উপযুক্ত শিষ্যের পক্ষে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর প্রসন্নতাই পারমার্থিক উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীগুরুদেব এক বৎসর শিষ্যের ভক্তি-সংস্কার, হরিকথায় রুচি, হরিগুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও সেবা-প্রবৃত্তি আছে কি না, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যও এক বৎসর সাধু-গুরুর অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তন্নির্দ্দেশমত যথাসাধ্য সেবাকার্য্যাদি করিবেন। তৎপরে এই সাধুগুরুর সঙ্গদ্বারা আমার পারমার্থিক উন্নতি বা ভগবানে মতি বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, লক্ষ্য করিবেন। তবে শিষ্যের পক্ষে "তদ্বিদ্ধি প্রাণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"—এই গীতা-বাক্য অনুসারে ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের জন্য সাধুগুরুর আনুগত্য, পরিপ্রশ্ন ও নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তৎসঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নিকট

সদ্‌গুরু-কৃপা-লাভের জন্য কৃপা ভিক্ষা করাও অত্যাবশ্যক। নতুবা সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও জীবের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। এই গুরু-শিষ্য-পরীক্ষার অর্থ সংশয়াত্মা হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মাপিবার ধৃষ্টতা নহে, পরন্তু সদ্‌গুরুর লক্ষণ ও সৎশিষ্যের লক্ষণ বিষয়ে পরস্পরের শাস্ত্রানুসারিণী দৃষ্টি রাখা। এই শাস্ত্রবিধি না মানিয়া বা উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ শিষ্য করেন বা শিষ্য হন, তাহা হইলে গুরু-শিষ্য উভয়েরই অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

পরীক্ষাং বিনা গুরু-সেবাদিং বিনা চ মন্ত্রস্য কথনে গ্রহণে চ মহাননর্থঃ। ন্যায়ঃ দ্বয়োরন্যোন্য-পরীক্ষণপূর্ব্বক-গুরু-সেবাদিপ্রকারস্তদ্‌রহিতম্।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও বলেন—

পরীক্ষ্যৈব গুরুঃ শিষ্যং শিষ্যোঽপি গুরুমাব্রজেৎ।
অন্যথা নরকায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং গুরোস্তথা॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৮ শ্লোক-ভাষ্যে শ্রীমধ্ব)

পরস্পর পরীক্ষাপূর্ব্বক গুরু-শিষ্য গ্রহণই সাধারণ বিধি। তবে কোন কোন মহাপুরুষ ভগবদিচ্ছায় বা তন্নির্দ্দেশে কখন কখন ভাগ্যবান্ কৃপার্থী ভগবজ্‌-জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিকে আকাস্মিকভাবেও দীক্ষাদি দিয়া থাকেন। সদ্‌গুরু দুর্লভ। এজন্য কোন সজ্জন ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু পাওয়া মাত্রেই গুরুদেবের কৃপা-নির্দ্দেশ হইলে সঙ্গে-সঙ্গেও মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে পারেন। শাস্ত্র বলেন—

দুর্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ভক্তই প্রকৃত গুরু-পদবাচ্য। এইরূপ বিষ্ণুভক্ত গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। যদি কেহ ভুলক্রমে বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত অপর কাহাকেও বা নামেমাত্র কোন কৃষ্ণভক্তকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের আশা নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

গুরু-শিষ্যয়োরযোগ্যত্বাদ্ গুরুবুত্তেরপূর্ত্তিতঃ।
অপ্রসাদাদ্ গুরোর্বিদ্যা ন যথোক্তা ফলপ্রদা॥
বিদ্যা কর্ম্মাণি চ সদ্‌গুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ॥

(ভাঃ ৬।৮।৪২ শ্লোক-ভাষ্যে শ্রীমধ্বধৃত-তন্ত্রসার-বচন)

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন—

ন চ শাক্তাৎ ন চ শৈবাদ্ গৃহ্লীয়াদ্ বৈষ্ণবাদ্ দ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে ॥ (কালীতন্ত্র)
গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণ-মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শাক্ত ও শৈবের নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণ করা উচিত নয়। বিষ্ণুভক্তের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। শাক্ত বা শিবভক্তের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করিলে হরিভক্তি হয় না।

শুদ্ধ-ভক্তের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ না করিলে ভক্তিতে উন্নতি বা ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। যাঁহার বিষ্ণুভক্তি নাই, তিনি কি করিয়া বিষ্ণুভক্তি দান করিবেন? নির্ধন কি কাহাকেও ধন দিতে পারে? বিদ্বানই বিদ্যা দান করিতে সমর্থ।

এখন প্রশ্ন—এইরূপ অযোগ্য গুরুর চরণাশ্রয়কারিগণের রক্ষা পাইবার উপায় কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেৎ তর্হি স পরিত্যাজ্যঃ। গ্রাহয়েৎ মন্ত্রং গৃহ্লীয়াৎ। যদ্বা সাধুজনস্তাদৃশং জনং মন্ত্রং গ্রাহয়েৎ।
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪ শ্লোকে শ্রীল সনাতন প্রভু)

অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করিলে নরক হয়। অতএব পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হ্যসন্মতিম্।
তং নমস্কৃত্য সৎশিষ্যঃ প্রযাতি জ্ঞানদং গুরুম্ ॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে ॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

যে গুরু ভগবদ্ভজনের উপদেশ প্রদান না করিয়া অন্য কথা বলেন, সেইরূপ গুরু জীবের মহাশত্রু। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্য সেইরূপ গুরুকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া ভগবজ্জ্ঞান-প্রদাতা গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। ভগবদ্ভজন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অন্য সাধনের দ্বারা জীবের মঙ্গল লাভের কোন আশা নাই—ইহা যিনি জানেন না, ভক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অভক্তি-পথাশ্রিত সেই অগুরুকে পরিত্যাগ করাই শাস্ত্র-বিধি।

কামাখ্যা-তন্ত্রে শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নং হি যথা সংত্যজতি প্রিয়ে।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনং ব্রজেৎ॥
যদি নিন্দ্যঞ্চ তৎপাত্রং স্বর্ণং বাপি কুলেশ্বরি।
তদা ত্যজেচ্চ তৎপাত্রমন্যপাত্রেণ ভক্ষয়েৎ॥

হে দুর্গে, অন্নাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেরূপ নিরন্ন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে এবং স্বর্ণপাত্রও দূষিত হইলে যেরূপ তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য শুদ্ধপাত্রেই আহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভগবজ্‌জ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তি ভগবজ্‌জ্ঞানহীন অভক্ত গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত গুরুকে আশ্রয় করিবেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"

(ভক্তিসন্দর্ভ—২১০)

যে-সকল সজ্জন ব্যক্তি নিত্যমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ব্যবহারিক অভক্ত কুলগুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন।

দেবীপুরাণও আমাদিগকে অতি সুস্পষ্টভাবে জানাইতেছেন—

শৈবং সৌরং গাণপত্যং শাক্তং শাঙ্করমেব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্॥
সর্ব্বলক্ষণ-হীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্‌গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্বদামি তে॥

শৈব (শিবভক্ত), সৌর (সূর্য্যভক্ত), গাণপত্য (গণেশের ভক্ত), শাঙ্কর (মায়াবাদী), শাক্ত অর্থাৎ শক্তি-উপাসক এবং নাস্তিক—ইহারা সর্ব্বজ্ঞতা দেখাইলেও ইহাদের নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণ করিবে না। পরন্তু তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। যাঁহার বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত গুরুতে অচলা ভক্তি আছে, তাঁহার অন্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হইলেও তিনিই আচার্য্য বা গুরু হইবার যোগ্য।

নিজে নিজে সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু চেনা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরির নিকট সদ্‌গুরু প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তির সহিত প্রার্থনা জানান উচিত। তাহা হইলে আর বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। শ্রীহরি হৃদয়েই আছেন। নিষ্কপট আর্ত্তের প্রার্থনা মঙ্গলময় ভগবান্ অবশ্যই শ্রবণ করিবেন। শাক্ত-কুলোদ্ভূত আমার জীবনই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

এখন কেহ যদি প্রশ্ন করেন—কেবল শ্রীহরিনামের দ্বারাই ত ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, একথা শুনিয়াছি। তাহা হইলে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

"যাঁহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয়-সমূহেই ইন্দ্রিয় চরাইয়া থাকেন, 'ভগবান্ কে, ভক্তি কি বস্তু, গুরুই বা কে?' ইহা স্বপ্নেও জানেন না, তাঁহারাই যদি অজামিলাদির ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ করেন এবং নিরপরাধ হইয়া থাকেন, তবেই গুরুপদাশ্রয় ব্যতীতও তাঁহাদের উদ্ধার হইবে।" 'শ্রীহরিই ভজনীয়, ভজনই (ভক্তিই) তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই ভজনোপদেষ্টা, গুরুপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বাকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন'—এইরূপ বিবেক-বিশিষ্ট হইয়াও "শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দীক্ষা বা অন্য কোন সৎকার্য্য কিংবা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং রসনা-স্পর্শমাত্রেই ফল দান করেন।" এই প্রমাণ দর্শনে এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'আমার গুরুকরণরূপ-শ্রমের আবশ্যকতা কি? কেবল নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে' এইরূপ যিনি মনে করেন, তিনি গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণময় মহাপরাধহেতু ভগবানকে কোনদিনই প্রাপ্ত হন না; কিন্তু সেই জন্মেই কিংবা পরজন্মে সেই অপরাধ ক্ষয়ের পর শ্রীগুরু-চরণাশ্রিত হইলেই তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পরলোকে শ্রীপাদ গোকুলদাস বাবাজী

গত ১লা ভাদ্র, ১৩৬৪, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৫৭, রবিবার, শ্রীপাদ গোকুলদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষীয়ান্ ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার বয়স ১০০ শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। তিনি অতি নিরীহ, স্নিগ্ধ জীবন-যাপন করিতেন। শ্রীনাম-গ্রহণই তাঁহার হরিসেবার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। শারীরিক অপটুতা-হেতু কোনপ্রকার কায়িক পরিশ্রমের কার্য্যে ততটা অধিকার না থাকিলেও তাঁহার সেবোৎসাহিতা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি আর অধিক দিন ইহ জগতে থাকিবেন না এইরূপ বুঝিতে পারিয়া এবং যাহাতে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে চিরদিন স্মরণ করেন—এই উদ্দেশ্যে একটি সমাধি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য শেষ জীবনে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। আমাদের তাঁহার চরণে নিবেদন এই যে—তিনি যেন পরলোকে এই দীন-সেবকগণের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৪১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ এই প্রবন্ধের ৪৮ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

এস্থলে শ্রীল জীবপাদের সহিত শ্রীবলদেবের বন্দনার আদৌ পার্থক্য নাই। বরং বলদেবের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীল রূপ-সনাতনের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গ-ক্রমে আমি এস্থলে শ্রীল জীবপাদের **'তত্ত্ববাদী মধ্বের আনুগত্য'**-সম্বন্ধে দুই-একটী কথা নিবেদন করিতেছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'বাদ'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, জীব গোস্বামী মধ্বাচার্য্যকে 'তত্ত্ববাদ-গুরু' বলিয়া উল্লেখ করায়, তিনি তাঁহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব আচার্য্য-স্বরূপে স্বীকার করেন নাই। * সুতরাং মধ্ব হইতে গৌড়ীয়গণ পৃথক্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীল জীব গোস্বামী 'তত্ত্ববাদ-গুরু' মধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদকেই আদর্শ করিয়া, এমন কি, তাহাকে একমাত্র অবলম্বন করিয়াই 'তত্ত্বসন্দর্ভ'-গ্রন্থের বা 'ভাগবত-সন্দর্ভ'-গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন এবং তত্ত্ববাদের মূল প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম্" (১।২।১১) ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। আচার্য্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র শ্রীমধ্বই **'তত্ত্ববাদী'** নামে সুপরিচিত। অন্যান্য আচার্য্যবর্গের মতবাদে অতাত্ত্বিক বিচার অল্প-বিস্তর পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া **মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ তত্ত্ববাদী।** যেহেতু, **জীব গোস্বামী স্বয়ং তত্ত্ববাদই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।** এমন কি, তিনি তাঁহার গুরু এবং পরমগুরুকে অর্থাৎ শ্রীল রূপ-সনাতনকে **'তত্ত্ব-জ্ঞাপক'** আচার্য্য বলিয়াই মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য-কুল-মুকুটমণি শ্রীল বলদেবও উহার প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে **তত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম** রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীল জীবপাদের ন্যায় শ্রীল বলদেবেরও মধ্বানুগত্য তা' প্রকাশ পাইয়াছেই, অধিকন্তু, **'তত্ত্ববিদুত্তমৌ'** বাক্যের দ্বারা বলদেব শ্রীমধ্ব অপেক্ষা রূপ-সনাতনের প্রতিই অধিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণও যে তত্ত্ববাদী, তৎসম্বন্ধে—বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বয়ংই তাঁহার 'বাদ'-গ্রন্থের ভূমিকায়।/০ পৃষ্ঠায় **"শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত তত্ত্ববাদ × × × প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"** † —এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

* শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁহার 'ষট্‌সন্দর্ভে' শ্রীমধ্বাচার্য্যকে একাধিকবার **'তত্ত্ববাদগুরু'** বলিয়াছেন; তিনি নিজ সম্প্রদায়ের গুরুকে ঐরূপ বলিতে পারেন না। —(বিদ্যাবিনোদ-কৃত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, ১৯৮ পৃ.)

† শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অদ্বয়-**তত্ত্ববাদ 'একমেবা-**

এস্থলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হয়ত বলিবেন,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের দ্বারা শ্রীজীব গোস্বামী **অদ্বিতীয় 'তত্ত্ববাদ'** অথবা অদ্বৈত বা **অদ্বয় 'তত্ত্ববাদ'** প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; কিন্তু, মধ্ব **দ্বৈত-'তত্ত্ববাদ'** প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মধ্বের দ্বৈত-**'তত্ত্ববাদ'** এবং গৌড়ীয়গণের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের মধ্যে তত্ত্ব-বিচার প্রসঙ্গে যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, তাহা আমরা পৃথক্ 'সিদ্ধান্তে' (অধ্যায়ে) প্রদর্শন করিব। তবে এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, মধ্ব সর্ব্ববাদী-সম্মত-রূপে তত্ত্ববাদী এবং জীব গোস্বামীও যে তত্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের কোন মতভেদ না হওয়ায় উভয়ই তত্ত্ববাদী হইলেন। তাহা হইলে 'তত্ত্ববাদগুরু' বলিলে স্ব-সম্প্রদায়ী-গুরুই বলা হইল। শ্রীজীব গোস্বামী যদি একাধিকবার মধ্বাচার্য্যকে 'তত্ত্ববাদগুরু' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে শ্রীমধ্বাচার্য্যকে স্ব-সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন—পৃথক সম্প্রদায়রূপে ভাবিবার কোনও কারণ নাই, ইহাই স্থির হইল।

বিদ্যাবিনোদের কথিত পার্থক্যের নির্দ্দেশ ও তাহার খণ্ডন

শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের বন্দনার 'পার্থক্য' নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'বাদ'-গ্রন্থে (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) প্রসঙ্গে যে-সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে (ক) ও (খ) যুক্তিদ্বয় মৎ-কৃত এই গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। (ক) যুক্তিপ্রসঙ্গে বলদেবের প্রার্থনার সহিত জীবপাদের প্রার্থনার কোন পার্থক্য নাই, তৎসম্বন্ধে চারিটি (৪টি) যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে (খ)* **যুক্তিপ্রসঙ্গে** তিনি যে যুক্তি উদ্ধার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার দ্বারা প্রদর্শিত হইবে, জীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের চতুর্থ (৪) শ্লোকে যে 'বৃদ্ধ-বৈষ্ণবৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বকৃত 'সর্ব্বসম্বাদিনী' টীকার সহিত শ্রীল বলদেবের টীকার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তথাপি তিনি অযথা পার্থক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যে কোথায় আঘাত বা ঘা, তাহা আমরা বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতেছি। তাহার "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থখানির প্রধান

দ্বিতীয়ম্ তত্ত্বের * * * অতি সূ-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সহিত **প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।**

* (খ) **'তত্ত্বসন্দর্ভে'** (৪ অনু) **'বৃদ্ধ-বৈষ্ণবৈঃ'** শব্দে শ্রীজীবপাদ ও বলদেবের টীকার পার্থক্য।

উদ্দেশ্য—মধ্বাচার্য্যের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রদর্শন করা। এই কুমত স্থাপন করিতে গিয়া, তিনি শ্রীল জীব গোস্বামীকে **অদ্বৈতবাদীরূপে প্রতিপন্ন করিতে** এবং ভেদবাদের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই প্রভৃতি উক্তি করিতেও কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদের গন্ধমাত্রও অঙ্গীকৃত হইলে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পাদপদ্ম সর্ব্বাগ্রে বরণ করিতে হইবে—বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অসহনীয়। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতকেও অদ্বয়বাদী বলিতে তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্রও কম্পিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত যদি অদ্বয়বাদীই হইলেন, তবে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' কাঁহার? তিনি কি জন্যই বা তাঁহার গ্রন্থের নাম "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" রাখিলেন? তিনি তাঁহার 'বাদ'-গ্রন্থের "কয়েকটি প্রারম্ভিক কথা"-শীর্ষক ভূমিকার ।০ (চার আনা) পৃষ্ঠায় নিঃসঙ্কোচ ও নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে লিখিয়াছেন—"অদ্বয়তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। **শ্রীমদ্ভাগবত দ্বৈত বা ভেদবাদ-প্রতিপাদক শাস্ত্র নহে।**"

গুরুদ্রোহিতার ফলেই এইরূপ বিচার তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে। এই দুষ্টমত স্থাপন করিবার জন্য তিনি শ্রীবলদেবকেও ভেদবাদী বা দ্বৈত-বাদীরূপে নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীবলদেব প্রভু মধ্বানুগত ভেদবাদী এবং শ্রীজীবপাদ ভেদবাদী নহেন—অভেদবাদী; সুতরাং শ্রীজীবপাদের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রকার পাষণ্ডতা কালাপাহাড়ের ন্যায় সম্প্রদায়-বিরোধী ভণ্ডের পক্ষেই সম্ভবপর। কালাপাহাড় স্ত্রীলোকের মোহে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তৎপরে সে হিন্দুর ধর্ম্ম সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য, ভারতে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার, অবিচার, অকার্য্য, কুকার্য্য প্রভৃতি করিতে আরম্ভ করে। এমন কি, কোনও কুকাজই তাহার অকৃত ছিল না—যাহার বিভীষিকা আজও ভারতের ইতিহাসকে কম্পিত করিতেছে। বিদ্যাবিনোদের চালক বা যন্ত্রী বাসুদেবও তাহার ন্যায় এই প্রকার শ্রেষ্ঠতম অপরাধের বিষময় ফলভোগ অবশ্যই করিবে এবং করিতেছে। তাহারা বর্ত্তমানেও অত্যন্ত ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়া পারমার্থিক সমাজে যৎপরোনাস্তি হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। কালাপাহাড় যে-প্রকার 'হিন্দু' এই শব্দটি কোনপ্রকারেই কর্ণকুহরে গ্রহণ করিতে পারিত না, তদ্রূপ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও কালাপাহাড়ের ন্যায় মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া, তাহার

আচার্য্যবর্গের নাম শ্রবণ করেন না। যিনি অদ্যাবধি বিশ্বে আবির্ভূত যাবতীয় আচার্য্যগণের বরেণ্য, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সর্ব্বোত্তম আচার্য্য, সেই **পরমহংসকুল-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, গোস্বামীকুল প্রপূজ্যচরণ, এমন উন্নততম পরমমুক্ত নিজ-গুরু-দেবের নাম** কোথাও উল্লেখ করেন নাই। নামোল্লেখ তো দূরের কথা, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণাসহিষ্ণু হইয়াছেন। সুতরাং আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের নাম শ্রবণ তাঁহার পক্ষে বিশেষ আপত্তিকর হইবে, তাঁহার পিত্তকোষ উত্তপ্ত হইবে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আচার্য্য-কুল-মুকুটমণি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভুপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা রচনাকালে বন্দনা করিতে গিয়া তাঁহার দ্বিতীয় শ্লোকে **শ্রীশ্রীমদ্ আনন্দভীর্থ** মধ্বাচার্য্যের নাম উল্লেখ করায় সমস্ত পার্থক্যের মূল প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। মধ্বাচার্য্যের নামই তাঁহার 'ঘা'। আমরা নিম্নে বলদেব প্রভুপাদের রচিত তত্ত্বসন্দর্ভের টীকার দ্বিতীয় শ্লোকটী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি—

মায়াবাদং যন্তমঃস্তোমমুচ্চৈর্নাশং নিন্যে বেদবাগংশুজালঃ।
ভক্তির্বিষ্ণোর্দর্শিতা যেন লোকে জীয়াৎ সোঽয়ং ভানুরানন্দতীর্থঃ॥

অর্থাৎ সূর্য্য-স্বরূপ আনন্দতীর্থ বেদবাক্যরূপ কিরণসমূহের দ্বারা মায়াবাদ-ধ্বান্তরাশি সর্ব্বোতোভাবে বিনাশ করিয়া ইহ জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীবলদেব তাঁহার জয় গান করিয়াছেন। এস্থলে সুন্দরানন্দ 'আনন্দতীর্থের' নামোল্লেখই পার্থক্যের কারণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তিনি কি বলদেব বিদ্যাভূষণের এই প্রকার উক্তি অসঙ্গত মিথ্যোক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন? বলদেব তাঁহার বন্দনার তৃতীয় শ্লোকে শ্রীল রূপ-সনাতনকেও মায়াবাদরূপ অন্ধকার রাশি নাশের সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি, তিনি শ্রীল জীবপাদ সম্বন্ধেও বন্দনা করিয়া তাহার অনুরূপ উক্তিই করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোস্বামীবর্গের প্রতি বলদেবের এইরূপ অগাধ শ্রদ্ধা, সর্ব্বোত্তম আচার্য্য বলিয়া বর্ণনা এবং সাংখ্যাদি দ্বৈতবাদী ও বিবর্ত্তবাদীগণের বিচার বিধ্বংসকারী বলিয়া বিজ্ঞাপনসমূহ যদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-বিরোধ বলিয়া গণ্য হয়, তবে অনুকূল বলিয়া গৃহীত হইবে কোন উক্তি?

আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণের নাম যদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার্য্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাহাকেই বা আচার্য্য বলা হইবে? জয়পুরের অন্তর্গত গলতার গাদিতে একমাত্র শ্রীবলদেবই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সাম্প্রদায়িক সম্মান সংরক্ষণ করেন। বলদেব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। এই ঐতিহ্যের বিলোপ সাধন করিবার অধিকার কাহারও নাই। বলদেব শ্রীল বিশ্বনাথের শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াই এবং তাঁহার দ্বারাই প্রেরিত হইয়া জয়পুরে গলতায় শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রতিবাদীগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী স্বয়ংই বলদেবকে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের-মধ্বানুগত্য-সম্বন্ধে' প্রমাণ করিতে প্রেরণা প্রদান করেন? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুরের আরও একজন নিজস্ব দীক্ষিত শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম বলদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদেবকে শ্রীবলদেব প্রভুর চিন্তাধারার সাহায্য-সহানুভূতির জন্যই চক্রবর্ত্তীঠাকুর তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। * বলদেব প্রভু শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুরের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন, এবিষয়ে কাহারও কোন মতভেদ নাই। এবং বলদেব তাঁহারই নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। গলতায় যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসার জন্য শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর স্বয়ংই গলতার গাদিতে উপস্থিত হইতেন—যদি তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়া না পড়িতেন। এস্থলে বিচার করিতে হইবে এই যে,—যদি তিনি স্বয়ংই তথায় উপস্থিত হইতেন, তবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রামানুজ সম্প্রদায়কে তিনি কি বিচার-যুক্তি প্রদর্শন করিতেন?

* × × × জয়পুরের গলতা গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুরের অতি বৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্র-প্রতিম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুল-মুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিদ্যাভূষণের ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন।

(সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'—১ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ৭-৮ পৃঃ)

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহা চিন্তা করিয়াছেন কি? আমার বক্তব্য—বলদেবও যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চক্রবর্ত্তীপাদও তাহাই করিতেন। মনে হয়, তিনি চক্রবর্ত্তীঠাকুরকেও তাহা হইলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। শ্রীল বলদেবের জীবনী সম্বন্ধে আমরা চারিজন বিশুদ্ধ মহাজনের লিখিত প্রবন্ধ দেখিতে পাই, বিশেষতঃ—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, পরলোকগত অতুলচন্দ্র গোস্বামী এবং শ্যামানন্দ-শাখার গোপীবল্লভ-পুরের আচার্য্য শ্রীমদ্‌বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু; **আচার্য্য বলদেব শ্যামানন্দ শাখারই একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন।** বলদেব পূর্ব্বে মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বা শিষ্য ছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। কেবল প্রবাদ বাক্য বা কাল্পনিক সংবাদ ব্যতীত সঠিক প্রমাণ কেহই উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু ঐরূপ প্রবাদকে সন্দেহের চক্ষেই দর্শন করিয়াছেন।

(খ) অনুচ্ছেদে শ্রীল জীব গোস্বামীকৃত বন্দনার "বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ" শব্দের টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই 'বাদ'-গ্রন্থে শ্রীজীব প্রভুর সহিত তাঁহার পার্থক্য উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে শ্রীল জীবপাদের উক্ত বন্দনার শ্লোকটি বলদেবের টীকার সহিত উদ্ধার করিতেছি। বন্দনা-শ্লোক, যথা :—

কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণ-দ্বিজ-বংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকা, যথা :—

"গ্রন্থস্য **পুরাতনত্বং** স্বপরিষ্কৃতত্বঞ্চাহ, **কোঽপীতি। তদ্বান্ধবস্তয়ো** রূপ-সনাতনয়োর্বন্ধুঃ,—গোপালভট্ট ইত্যর্থঃ।"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই অংশের টীকায় কোন আপত্তি নাই। কেবল "বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ"-পদের ব্যাখ্যায় তাঁহার আপত্তি হইয়াছে। সেই অংশ, যথা :—

'বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ' শ্রীমধ্বাদিভির্লিখিতাৎ গ্রন্থাৎ তং 'বিবিচ্য' বিচার্য্য সারং গৃহীত্বা গ্রন্থমিমং ব্যলিখৎ।"

ভাবার্থ এই যে,—শ্রীল জীবপাদের সন্দর্ভ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নূতন নহে—পুরাতন। অর্থাৎ বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র-সম্মত। এবং রূপ-সনাতনের পরম বান্ধব দক্ষিণ-দেশীয় দ্বিজ-বংশোদ্ভূত শ্রীগোপালভট্ট যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচিত হইয়া এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি প্রাচীন বৃদ্ধ-

বৈষ্ণবগণের দার্শনিক বিচারসমূহ বিবেচনা করিয়া তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক এই ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

এস্থলে আপত্তির কারণ এই যে, 'বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ' পদের অর্থে **'শ্রীমধ্বাদিভিঃ'** নির্দ্দিষ্ট হওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এখানে মধ্বাচার্য্যের নাম বাদ দেওয়া উচিত ছিল। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতে, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য ; তজ্জন্যই তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে জোর-জবরদস্তি করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টায় ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে, শ্রীল জীবপাদের ঐরূপ কোনও উদ্দেশ্য তত্ত্ব-সন্দর্ভে আদৌ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, 'বাদ' গ্রন্থলেখক সুন্দরানন্দ কি জীব গোস্বামীর লিখিত 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থ দেখেন নাই? সর্ব্বসম্বাদিনীই তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণ-নামক সন্দর্ভ-চতুষ্টয়ের টীকা-স্বরূপ অতীব উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীজীব-পাদ-কৃত সর্ব্বসম্বাদিনীতে "কোঽপি তত্ত্বান্ধবঃ" শ্লোকের অন্তর্গত 'বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ' শব্দের তাৎপর্য্যে স্পষ্ট ভাষায় মধ্বাচার্য্যের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীল জীবপাদের ন্যায় ভবিষ্যৎদর্শী মহাপুরুষ পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, 'বৃদ্ধ-বৈষ্ণবৈঃ' পদের দ্বারা পাষণ্ডচিত্ত, দুর্বৃত্ত, দানব-প্রকৃতির ব্যক্তিসকল নানাপ্রকার কদর্থ করিয়া জগৎকে বিভ্রান্ত করিবে। তজ্জন্যই তিনি স্বয়ং তাঁহার 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে উক্ত পদের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের নিকট তাহা উপস্থিত করিতেছি—

" 'কোঽপী'তি—' **বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ** ' শ্রীরামানুজ-**'মধ্বাচার্য্য'**-শ্রীধরস্বাম্যাদিভির্যল্লিখিতং তদ্দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। **অনেন স্ব-কপোল-কল্পিতঞ্চ নিরস্তম্।**" *

অর্থাৎ, [তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিত] 'কোঽপি' ইত্যাদি শ্লোকটিতে যে 'বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ' পদ আছে, তৎস্থলে 'বৃদ্ধবৈষ্ণবসমূহ' পদের অর্থ এই,—শ্রীরামানুজাচার্য্য, **শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য,** শ্রীশ্রীধরস্বামী প্রভৃতি। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, সেইসকল অভিমত পর্য্যালোচনা করিয়াই তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থ লিখিত হইল। ভাবার্থ এই যে,

* শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১৩২৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে রামকমল সিংহ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সর্ব্বসম্বাদিনী', পৃষ্ঠা ৪।

এই প্রণালী অবলম্বনে **স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত-স্থাপনের আশঙ্কা নিরস্ত হইল।**" †

এস্থলে উক্ত জীবকৃত টীকার প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা হইতে তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কি-প্রকার প্রবঞ্চক, লোক-প্রতারক এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাদপদ্মে কিরূপ অপরাধী। আমার বক্তব্য, শ্রীল জীবপাদের এই টীকা ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের টীকায় বিন্দুমাত্রও কোন পার্থক্য নাই। শ্রীল বলদেব প্রভুপাদ সংক্ষেপ উক্তিতে '**শ্রীমধ্বাদি**' বলিয়াছেন এবং শ্রীজীব গোস্বামী 'আদি' শব্দের উদ্দিষ্ট একটু বিস্তৃতভাবে শ্রীরামানুজ, শ্রীধরস্বাম্যাদিসহ মধ্বাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বলদেব প্রভু কি 'মধ্বাদি' অর্থে মধ্ব+আদি শব্দের দ্বারা রামানুজ, শ্রীধরস্বামীকে উল্লেখ করেন নাই—বুঝিতে হইবে? শ্রীল জীবপাদ 'বৃদ্ধ-বৈষ্ণবৈঃ' শব্দে মধ্যমণি-স্বরূপ মধ্বাচার্য্যকেই বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজ, মধ্ব, শ্রীধর—এই তিন জনের নামই সর্ব্বসম্বাদিনীতে লিখিত হইলেও মধ্বাচার্য্যের নাম মধ্যস্থলে উল্লিখিত হওয়ায় তাঁহাকেই মধ্য-মণিস্বরূপ জানিতে হইবে। 'শ্রীধরসাম্যাদি' অর্থে শ্রীধরস্বামী+আদি—এস্থলে 'আদি'-শব্দের দ্বারা রূপ-সনাতনকেই বুঝাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীল বলদেব শ্রীল রূপ-সনাতনকে 'তত্ত্ববিদ্ভুত্তম' বলিয়া স্তব করিয়াছেন। তিনি রামানুজ ও শ্রীধরের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র মধ্বাচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া 'আদি' শব্দ ব্যবহার করায়, তাঁহার মধ্বের প্রতি **'অত্যাসক্তি'** প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ অপবাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'বাদ' গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় ষোড়শ ও সপ্তদশ পঙ্‌ক্তিতে লিখিয়াছেন—"গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের **অত্যাগ্রহ**" ইত্যাদি। আমরা বলি,—বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর যদি কোন বিষয়ে অত্যাগ্রহই হইয়া থাকে, তাহা জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। আর বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যদি গুরুদ্রোহিতা ও চরিত্র-হীনতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গুরু-পরম্পরা হইতে বাদ দিবার চেষ্টায় যদি **অত্যাগ্রহ** হইয়া

† শ্রীল জীব গোস্বামী-কৃত 'সর্ব্বসম্বাদিনী', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে ১৩২৭ সালে প্রকাশিত ১৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা, শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥



লোৎপাদয়েন্নো রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | বাসুদেব, ৮ নারায়ণ, ৪৭১ গৌরাব্দ | রবিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪; ইং ১৫।১২।৫৭ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(১০)

অবন শ্রীপতিরপ্রতিরধি কেশাদিভবাদে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১॥

সুর-বন্দ্যাধিপ সদ্বর ভরিতাশেষগুণালম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥২॥

সকল-ধ্বান্ত-বিনাশক পরমানন্দ-সুধাহো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৩॥

ত্রিজগৎপোত সদার্চ্চিত-চরণাশাপতিধাতো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৪॥

ত্রিগুণাতীত বিধারক পরিতো দেহি সুভক্তিম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৫॥

শরণং কারণ-ভাবন ভব মে তাত সদালম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৬॥

মরণ প্রাণদ পালক জগদীশাব সুভক্তিম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৭॥

তরুণাদিত্য-সবর্ণক-চরণাব্জামলকীর্ত্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৮॥

সলিল-প্রোথ সরাগক-মণিবর্ণোচ্চ-নখাদে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥৯॥

কজতূণীনিভ-পাবন বরজঙ্ঘামিতশক্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১০॥

ইভহস্তপ্রভ-শোভন-পরমোরুস্থলমালে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১১॥

অসনোৎফুল্ল-সুপুষ্পক-সমবর্ণাবরণাস্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১২॥

শতমোদোদ্ভব সুন্দর বরপদ্মোত্থিতনাভে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১৩॥

জগদম্বামল-সুন্দরগৃহ-বক্ষোবর যোগিন্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১৪॥

জগদাগূহক-পল্লবসম কুঞ্জে শরণাদে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১৫॥

দিতিজান্তপ্রদ চক্র-দরগদাযুগ্‌বরবাহো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১৬॥

পরমজ্ঞান-মহানিধিবদন শ্রীরমণেন্দো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১৭॥

নিখিলাঘৌঘ-বিনাশক পরসৌখ্যপ্রদদৃষ্টে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১৮॥

পরমানন্দ-সুতীর্থ-মুনিরাজো হরিগাথাঃ।
কৃতবান্নিত্য-সুখপূর্ণৈক-পরমানন্দপদৈষী ॥১৯॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

হে জগৎপালন! শঙ্করপ্রমুখ সৃষ্টির আদিকারণ! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি শ্রীপতি, আপনার প্রতিযোদ্ধা কেহ নাই। আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১॥

হে সুরগণ-বন্দনীয়! অধীশ্বর! সদুত্তম! পরিপূর্ণ-সকল-গুণালঙ্কৃত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥২॥

হে নিখিল-ধ্বান্ত-বিনাশন! পরম-সুখামৃত-হবনকারিন্! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥৩॥

হে ত্রিলোকপোত (ত্রিলোকের উদ্ধারক নৌকাস্বরূপ)! নিত্যপূজিতপদ! দিক্‌পালগণ-ধারক! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥৪॥

হে ত্রিগুণাতীত! হে পরমধারক! আপনি সর্ব্বতোভাবে উত্তমভক্তি প্রদান করুন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥৫॥

হে প্রভো! সর্ব্বকারণকারণ! আপনি সর্ব্বদা আমার সুশরণ হউন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥৬॥

হে মৃত্যুরূপ! হে প্রাণদ! হে পালক! হে জগদীশ! আমার উত্তমভক্তি রক্ষা করুন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥৭॥

হে নব-সূর্য্যারুণ-চরণকমল! বিমলকীর্ত্তে! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥৮॥

হে সলিল-ধৌত উত্তম রক্তিমাবিশিষ্ট মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল উন্নতনখাগ্রযুক্ত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥৯॥

হে অমিতবল! প্রভো! আপনার উত্তম জঙ্ঘাযুগল পদ্মপুষ্পের তূণ-যুগলাকার (আধারযুগলসদৃশ) ও পরমপাবন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১০॥

হে করিশুণ্ডসম-পরমমনোহর-উরুযুগলযুক্ত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১১॥

হে প্রভো! আপনার পরিহিত বসন পীতশালতরুর প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১২॥

হে প্রভো! আপনার নাভিদেশে ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থান-স্বরূপ পরম মনোহর পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১৩॥

হে প্রভো! আপনার বক্ষোদেশ জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর পরমমনোহর বাসগৃহ। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১৪॥

হে জগদাবরণপল্লব-সদৃশ! কুঞ্জে আদিশরণ! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১৫॥

হে দৈত্যবিনাশন! চক্র-শঙ্খ-গদাযুক্ত-ভুজশালিন্! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১৬॥

হে প্রভো! আপনার শ্রীমুখ পরমজ্ঞানের উত্তম-আধার (অর্থাৎ বেদরাশির প্রকাশক), আপনি লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ-বর্দ্ধন-চন্দ্রমা। হে করুণাপূর্ণ! বরদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১৭॥

হে নিখিল-পাপরাশি-বিনাশন! পরম-সুখপ্রদ-দৃষ্টে! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১৮॥

নিত্য-সুপূর্ণ-অদ্বিতীয়-পরমানন্দ-পদপ্রাপ্তির অভিলাষী শ্রীআনন্দতীর্থ মুনিবর এই শ্রীহরি-স্তুতিগাথা প্রণয়ন করিয়াছেন ॥১৯॥

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা

শ্রীসভার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রাচীন ইতিহাস

সম্প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্ম-বাসরে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে **বহু শুদ্ধভক্ত একত্রিত হইয়া** শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা পুনঃ-সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সভা নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও প্রপঞ্চে তিন বার অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের একাদশ বর্ষ পরে যখন বিশ্ব অন্ধকার হইতে আরম্ভ হইল, সে-সময়ে শ্রীব্রজ-মণ্ডলে ছয়টি পরমোজ্জ্বল তারকা উদিত থাকিয়া গৌরচন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই ছয়টি উজ্জ্বল তারা ব্যতীত শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ আরও কতিপয় মহাত্মা সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় শোভমান হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চতুঃষষ্টি প্রিয়জন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশটি সখা এই সভার শোভা সংবর্দ্ধন করেন। শ্রীনিত্যনন্দপ্রভুর নামহট্ট এই বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একটি মূল স্কন্ধ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ; শ্রীল রূপ-সনাতন তাঁহার পাত্ররাজ এবং তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা আচার্য্যবর্গই সভ্যাগ্রণী বা সভাপতি

শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগ-পাবন। তিনি নিজ ভজন ও সম্বন্ধ-জ্ঞান-শিক্ষক, তিনি ভক্তির অভিধেয়ত্ব নির্ণয়কারী অবতারী এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজনাবতারী। সেই গৌরভক্তগণের নামান্তর চৈতন্যদেব-চরণানুচর। শ্রীচৈতন্যদেবই বিশ্ববৈষ্ণব-রাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার ভক্ত-গোষ্ঠী—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা; সেই সভার সভাজন পাত্ররাজ—শ্রীরূপগোস্বামী এবং তাঁহার বরেণ্য শ্রীসনাতনদেব। যাঁহারা শ্রীরূপানুগ বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভাজন। তাঁহাদিগের অগ্রণীই শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্‌জীব গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী। শ্রীগৌরচন্দ্র যে-কালে বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে অপ্রকট লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই কালে শ্রীমজ্জীব প্রভু রূপ-সনাতনানুশাসন শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সভার অগ্রণী শ্রীরূপ, সনাতন যাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সভ্যাগ্রণী হন। শ্রীজীব

প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যাগ্রণী হইয়া যে শ্রীরূপের 'অনুশাসন' সভায় দিয়াছিলেন, তাহাকেই ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ বলে। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার সভাজনগণ সেই ষট্‌সন্দর্ভকে শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসন জানিয়া হরিভজন করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভাগ্রণী শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মহারাজ শ্রীরূপানুশাসন শিরে ধারণপূর্ব্বক যে বিশুদ্ধ অলৌকিক ভজন-প্রণালী দিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরভক্তগণের একমাত্র আদরণীয়। শ্রীরূপ ও রঘুনাথের শ্রীঅমল-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া রসিক ভক্তকুল-রাজেন্দ্র শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু সেই বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যাগ্রণী ছিলেন। আবার অপ্রাকৃত ভক্তকুল-মুকুটমণি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-মহোদয় সভ্যাগ্রণী পদে বৈষ্ণবরাজ-সভার শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-প্রমুখ শুদ্ধভক্ত রাজেন্দ্রগণ এই সভায় জ্যোৎস্না বিস্তার করেন। সব সময় তমসাচ্ছন্ন ত্রিভুবনে ত্রিযামার তিমির আধিপত্য করিতে পারে না; সেজন্য শ্রীগৌরচন্দ্রের উজ্জ্বল তারকা মধ্যে মধ্যে আমরা গগন-কক্ষে দর্শন করিয়া থাকি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচার্য্যত্ব প্রকাশ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পুনঃপ্রকটন

৩৯৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে বৈষ্ণব-বিশ্ব-গগনে একটি সমুজ্জ্বল তারকা-স্বরূপ উদিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভাকে পুনরালোকিত করেন। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে অনেকেই সেই সভার আলোক পাইয়াছিলেন। সেই আলোক-ফলেই আজ ৩৩ বৎসরের মধ্যে জগতে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ স্নিগ্ধ নয়নের দৃশ্যপটে দেখা যাইতেছে। শারদ জলদ যেরূপ হঠাৎ গগনে ব্যাপ্ত হইয়া চন্দ্রিকা আবরণ করে, সেইরূপ বিষয়ী অবৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণব-সাজে সমাজে অপ্রাকৃত আলোকে বাধা দেয়। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজের চরণানুচর শ্রীরূপানুগাগ্রণী **আজ চারি বৎসর হইল** এই প্রপঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোক মধ্যে মধ্যে কুহেলিকা-আবৃত হইতেছে—দেখিয়া, শ্রীরূপানুগ-পদোপজীব্য-সম্প্রদায় প্রবল বাত্যার মধ্যে সাবধানে হরি-কথালোকের সংরক্ষণ করিতে বদ্ধ-পরিকর।

প্রেম-ধর্ম্ম গোস্বামীবর্গে কলিত, শ্রীভক্তিবিনোদে মুকুলিত এবং লেখক শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে কুসুমিত

যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমপুষ্প শ্রীরূপ-রঘুনাথ-জীব-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ-দ্বারা

কলিত হইয়াছিল, শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রেমপুষ্পের মুকুল জগৎকে দেখাইলেন, তাহা তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে কুসুমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরূপানুগগণই সেই কুসুম-শোভা ও সুরভি দুর্বৃত্তগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া গৌরপদ-ভৃঙ্গগণের ঘ্রাণের বিষয়ে সহায়তা করিবেন। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-মালাকারের প্রেম-চেষ্টাসমূহ রসিক ভক্তরাজের (শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর) রচিত 'চৈতন্য-চরিত' (গ্রন্থের) আদি, নবম (পরিচ্ছেদ) পড়িতে অনুরোধ করি।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বিরোধিগণের মত খণ্ডন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রতিকূলে যাঁহারা বদ্ধ-পরিকর আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই সভার সভাজনগণের কোন সেবাই গৃহীত হইবে না। গৌরসুন্দর তাঁহাদের হৃদয়ে অঘ, বক, পুতনাসুরের দাস্য প্রবল করাইয়া তাঁহাদিগকে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মধ্যে স্থান দিবেন না। আমরা তাঁহাদের জন্য বিশেষ দুঃখিত ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি। যদি শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অভিপ্রায় হইত যে, একমাত্র শ্রীরূপ-প্রভু-ভিন্ন অন্য রূপানুগভক্ত আসিবেন না, অথবা নিতাই-চাঁদের নামহট্ট ব্যতীত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা থাকিবেন না, তাহা হইলে তিনি শ্রীরূপানুগের বহুত্ব বিধান করিতেন না।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধু-বৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য

গৃহত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক। গৃহত্যাগী রঘুনাথদাস গোস্বামীকে প্রভু বলিলেন, যথা—

*　　*　　*

'ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল।'
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য-সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥

* * *

'শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ।'
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২২-২২৭)
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ-নাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগা ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজ গ্রামে বাস করিবেন না। যথা (চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৭৭)—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥

গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা-প্রভৃতি বিষয়ী-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না। যথা, প্রভুবাক্য :—

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১১।৭)

গৃহত্যাগী নির্দ্দোষ হইবেন, যথা :—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫১)
প্রভু কহে—"পুর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরা-বিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ" ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫৩)

সন্ন্যাসীর ব্যবহার—প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষেধ

গৃহত্যাগীর ব্যবহার :—

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥

কপট বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ, প্রভু-বাক্যে :—

প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মনেরপি মন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮)
ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২।১২০,১২৪)

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি ॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?" (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৩৫-৩৬)

আবার গৃহস্থ-বৈষ্ণবের হৃদয়-সন্ন্যাস বড়ই আদরণীয়। প্রভু-বাক্য—

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০)

ত্যাগীর স্থূল-ভিক্ষা ও বিষয়ীর অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূল-ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না। যথা, রঘুনাথদাসের সিদ্ধান্ত—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫)

প্রভু বলিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮-২৭৯) :—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা,—দোঁহার মলিন হয় মন ॥

ত্যাগীর পক্ষে মঠ-আখড়া ও অযাচক-বৃত্তি ভাল নহে

গৃহত্যাগীর পক্ষে অযাচক-বৃত্তি ভাল নয় :—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার॥
ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪, ২৮৬)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না। তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে। তাঁহার গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজায় সেবাদি চিন্তা করা উচিত :—

এক কুঁজা জল, আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই, শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৯৬-২৯৭)

সন্ন্যাসের অধিকার ও কর্ত্তব্যতা বিচার

বৈধ সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থলবিশেষে ব্যবহার হয়, সর্ব্বত্র নয়। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব গৃহত্যাগ-সময়ে আশ্রমোচিত বৈধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু, যে অংশ ভক্তি-বিরোধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না। যথা, শ্রীস্বরূপদামোদর-চরিত্রে (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১০৭-১০৮) :—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব'—এই ত কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণে॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ'॥

কেহ কেহ কেবল **অভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেশ** স্বীকার করেন। যথা, শ্রীসনাতন-চরিতে :—

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস, কৌপীন করিলা॥
সনাতন কহে—"আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা ল'ব?"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৮,৮১)

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ :—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্ম-হানি হয়, লোকে করে উপহাস॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯২)

সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবে

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সঙ্গ-বিচার—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর চরিতে :—

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬, ৪২৮)

বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে॥
লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা য'ারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
কারো মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
লোক-মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে॥
এতেকে সে বন ভাল এ-সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। যথা, ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে :—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগ-চর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৪)

শুদ্ধা গৃহস্থ-বৈষ্ণবীদিগের গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-দর্শনের প্রকার এইরূপ—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৪২)

গৃহত্যাগীর তৈল ব্যবহার ও স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্ব্ব-প্রকার ভোগ নিষেধ :—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার!!"(চৈঃ চঃ আঃ ১২।১০৮)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষেধ ঃ—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেই-কালে দেবদাসী লাগিল গাইতে॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ॥
স্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে।
স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা॥
প্রভু কহে,—"গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৪-৮৫)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা ও আহার

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫-৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭-১৯)—

কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায়॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা।
শিমুলির তুলা দিয়া তাহা পুরাইলা॥
তুলি-বালিশ-দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা।
গোবিন্দেরে কহি' সেই তুলি দূর কৈলা॥
প্রভু কহেন—"খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট, তুলি-বালিশ মস্তক-মুণ্ডন॥"
স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলির শুষ্ক পত্র আনিল অপার॥
নখে চিরি' চিরি' অতি সূক্ষ্ম কৈলা।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে সব ভরিলা॥
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে॥

গৃহত্যাগীর আহার-বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন ঃ—

প্রভু কহে—"সবে কেন পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তিঁহো, তাঁ'র কিবা দোষ?

যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতি-ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহার-মাত্র খায়॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।৮২-৮৩)

এই সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে 'সদ্‌বৃত্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

উপনিষদ্-বাণী

কঠ

কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত 'কঠ'-উপনিষদ্ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহাতে এইরূপ শান্তি পাঠ দেখা যায়ঃ—

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীত-মস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হে পরমাত্মন্! আপনি গুরু-শিষ্য আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। আমাদিগকে পালন করুন। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকারে বল লাভ করিতে পারি। আমাদের অধীত-বিদ্যা যেন তেজঃপূর্ণ হয় এবং আমাদের মধ্যে যেন পরস্পর বিদ্বেষভাব না আসে।

যে-সময় ভারতের পবিত্র আকাশ যজ্ঞ-ধূম ও তাহার সৌরভে পরিপূর্ণ ও সুরভিত থাকিত— মহর্ষিগণের বেদমন্ত্র উচ্চারণের ধ্বনি দশদিক গুঞ্জিত করিয়া রাখিত, সেই সময়ের এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস বর্ণিত হইতেছে। গৌতম-বংশীয় রাজশ্রবাত্মজ মহর্ষি 'অরুণের' পুত্র 'উদ্দালক' ফল কামনা করিয়া 'বিশ্বজিৎ'-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিতে হইত। সুতরাং উদ্দালক নিজস্ব যাহা কিছু ছিল, সবই ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা-স্বরূপে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার 'নচিকেতা'-নামে এক পুত্র ছিলেন। সেই সময় গো-ধনই প্রধান ধন, সুতরাং যজ্ঞে গো-দান একটি অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা—এই চারিজন প্রধান ঋত্বিককে অধিক দান করিতে হইত। প্রশাস্তা, প্রতিপ্রস্থাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও প্রস্তোতাকে মুখ্য ঋত্বিকগণের অর্দ্ধেক পরিমাণ, আচ্ছাবাক্, নেষ্টা, আগ্নীধ্র ও প্রতিহর্ত্তাকে তাহার অর্দ্ধেক

এবং গ্রাবস্তুত, নেতা, হোতা ও সুব্রহ্মণী এই চারিজন গৌণ ঋত্বিককে প্রধান ঋত্বিকগণের এক-চতুর্থাংশমাত্র দান করিতে হইত।

নিয়মানুসারে দান করার জন্য যে-সকল গাভী যজ্ঞস্থানে আনা হইয়াছিল, সে-সকলকে দেখিয়া নচিকেতার চিত্তে এই বিচার আসিয়াছিল যে, যে-সকল গাভী জলপান, তৃণভক্ষণ, দুগ্ধ-প্রদানাদি-কার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম, যাহাদের ইন্দ্রিয়-সকল শিথিল, কোনরূপ কার্য্যেরই যোগ্যতা যাহাদের নাই, তাদৃশ ধেনু দান করিলে নিকৃষ্ট লোকে বা নরকাদিতে গমন করিতে হয়। যেখানে সর্ব্বস্ব দানের কথা,' যেস্থলে ঐপ্রকার জরদ্গব দান করিয়া অযথা বিপরীত ফল লাভ হইবে বুঝিয়া নচিকেতা তাহার পিতাকে বলিয়াছিলেন—পিতঃ! আপনার যে-স্থলে সর্ব্বস্ব দানের কথা, সে-ক্ষেত্রে এইরূপ অতিবৃদ্ধ গাভী দানের ফল কি? আর সর্ব্বস্ব মধ্যে যখন আমিও পড়ি এবং আমিও ঐ গোসকলের মতই অকর্ম্মণ্য, অতএব আমাকে কাহাকে দান করিবেন? দুই তিনবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করায়, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—'তোমাকে মৃত্যুকে দান করিব।' তাহা শুনিয়া নচিকেতা মনে মনে বিচার করিলেন—শিষ্য ও পুত্রগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যে ব্যক্তি পিতা বা গুরুর মনোরথ বুঝিয়া কার্য্য করে, সে ব্যক্তি উত্তম। যে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে কার্য্য করে, সে ব্যক্তি মধ্যম; আর যে ব্যক্তি আজ্ঞা পাইয়াও কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক বা অমনোযোগী হয়, সে অধম। আমি বহু শিষ্যের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর এবং মধ্যম শ্রেণীর আচরণশীল, কিন্তু কোনক্রমেই অধম শ্রেণীর মধ্যে গণিত নহি। কিন্তু পিতৃদেব আমাকে এইরূপ বলিলেন কেন? আর মৃত্যু-দেবতারই বা আমাকে লইয়া কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? যাহা হউক, পিতা যে-ভাবেই এই উক্তি করুন না কেন, তাঁহার বাক্য সত্য করাই কর্ত্তব্য।

পুনর্ব্বার তাহার পিতাকে তাদৃশ রূঢ় বাক্য বলার জন্য অনুতাপ করিতে দেখিয়া নচিকেতা পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ! আপনি পূর্ব্বপুরুষগণের ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণ অবলোকন করুন। তাঁহাদের চরিত্রে কোনদিন অসত্য আচরণ ছিল না। অসাধু ব্যক্তিই অসত্য আচরণ করে; কিন্তু তাহারা অজর অমর হয় না। সকলেই মরণশীল। শস্যের জন্ম এবং কিছুকাল পরে বিনাশ প্রাপ্তির ন্যায় জীবমাত্রই মৃত্যুমুখে গমন করে, আবার কর্ম্মবশে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অতএব এই অনিত্য জীবনের জন্য কখনও কর্ত্তব্য-কর্ম্মে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। আপনার উক্তির সত্যতা প্রতিপাদনের

জন্য আমি মৃত্যুর নিকট যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

নচিকেতার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া পিতা তাহাকে যমলোকে যাইতে বাধা দিলেন না, কিন্তু দুঃখিত রহিলেন।

নচিকেতা যমপুরীতে গমন করিয়া জানিলেন যে, যমরাজ অন্যত্র গমন করিয়াছেন; সে-জন্য নচিকেতা যমরাজের প্রতীক্ষায় তিন দিবস অন্ন-জল গ্রহণ না করিয়াই তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যমরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার পত্নী বলিলেন—"হে সূর্য্যপুত্র! সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ-অতিথি আজ তিন দিন আপনার দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি-দ্বারা যথোচিত সৎকার করুন্। যাহার গৃহে ব্রাহ্মণ-অতিথি অভুক্ত থাকেন সেই মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না,—কোনরূপ প্রাপ্তির আশা থাকিলেও তাহা পূর্ণ হয় না। তাহার ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম-সকল নিষ্ফল হয় এবং পুত্র-পৌত্রাদি ধ্বংস হইয়া যায়।"

পত্নী-বাক্য শ্রবণে যমরাজ তৎক্ষণাৎ নচিকেতার নিকট গমনপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি-দ্বারা তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণদেবতা! আপনি আমার নমস্কারাদি সৎকারের যোগ্য অতিথিরূপে দণ্ডায়মান থাকিলেও আমি আপনার কোন সেবা করিতে পারি নাই। আপনি তিন রাত্রি অভুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, এজন্য আমার বিশেষ অপরাধ হইয়াছে। আপনাকে নমস্কার করি। আমার অপরাধ ক্ষালন করুন। আর এই অপরাধ নিবৃত্তির নিমিত্ত আপনাকে তিনটি বর-প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, আপনি নিজ ইচ্ছামত তিনটি বর গ্রহণ করুন।"

নচিকেতার বর গ্রহণেচ্ছা না থাকিলেও অনুতপ্ত পিতার সন্তোষের জন্য অর্থাৎ পিতা মনে করিয়াছিলেন যে, যমপুরীতে গেলে বালক আর ফিরিবে না; সেজন্য নচিকেতা বলিলেন—"হে মৃত্যুদেব! আপনি যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার **প্রথম প্রার্থনা** এই—'আমার পিতা ক্রোধবশে আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়া অনুতপ্ত আছেন; অতএব আপনার অনুমতিক্রমে আমি পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি যেন আমার প্রতি ক্রোধরহিত, শান্তচিত্ত ও সন্তুষ্ট হন এবং স্নেহভরে আমার সহিত বার্ত্তালাপ করেন।"

যমরাজ বলিলেন—"হে নচিকেতা! তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া আমার প্রেরণাক্রমে তোমার পিতা বিগত-ক্রোধ

হইবেন—তোমাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহে গ্রহণ করিয়া দুঃখ ও ক্রোধশান্তি করিবেন এবং সুখে নিদ্রা যাইবেন।"

প্রথম বর প্রাপ্তির পর নচিকেতা বলিলেন—"হে যমরাজ! আমি শুনিয়াছি, স্বর্গলোক বড়ই সুখকর। সেখানে কোনপ্রকার ভয় নাই। তথায় কেহ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। আর মর্ত্ত্যলোকের জীবগণের মত তথায় কেহ মৃত্যু-মুখে পতিত হয় না। তাঁহাদের ক্ষুধা-পিপাসা-জনিত কষ্ট ভোগ হয় না। তাঁহারা শোক-রহিত থাকিয়া সর্ব্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। ঐ স্বর্গ-গমনের অগ্নি-বিজ্ঞান আমি জানি না। আমার উহাতে শ্রদ্ধা আছে এবং আমি আপনার প্রতিও শ্রদ্ধাবান্; অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই অগ্নি-বিদ্যার উপদেশ করুন, যদ্দ্বারা স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাই আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা।"

যমরাজ বলিলেন,—"নচিকেতা! আমি স্বর্গ-সাধনরূপ অগ্নিবিদ্যা বিশেষ-রূপে অবগত আছি এবং তাহা তোমাকে যথার্থরূপে উপদেশ করিতেছি। এই অগ্নিবিদ্যা অনন্তলোক-প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত গূঢ় এবং বিদ্বানব্যক্তি-গণের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। তথাপি তাহা তোমাকে জানাইতেছি।" এই বলিয়া যমরাজ নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যার রহস্য, কি-প্রকারে কত ইষ্টক দ্বারা কিরূপ যজ্ঞবেদী রচনা করা আবশ্যক এবং কিরূপে অগ্নিচয়ন করিতে হয়, সমস্তই উত্তমরূপে উপদেশ করিলেন। তৎপরে নচিকেতার স্মৃতি-পরীক্ষার জন্য বলিলেন—"আমি যাহা উপদেশ করিয়াছি, তাহা তুমি আমার নিকট আবৃত্তি কর।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি নচিকেতা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে-সমস্ত আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলেন। যমরাজ নচিকেতার তাদৃশ স্মৃতি-শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"তোমার অপ্রতিম যোগ্যতা দেখিয়া আমি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি; এজন্য তোমার প্রার্থনা ব্যতীত অপর একটি বর প্রদান করিতেছি—'এই অগ্নির নাম অদ্যাবধি তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আর তোমার দেবত্বসিদ্ধির জন্য অনেক-রূপবিশিষ্ট রত্নমালা তোমাকে দান করিতেছি—গ্রহণ কর। এই নচিকেত-অগ্নির তিনবার অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি —ঋক্, সাম ও যজুঃ তিন বেদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক ত্রিবেদে নিষ্ণাত হইয়া নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান ও তপঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে। ব্রহ্মা হইতে জাত, দেবগণের স্তুত এই অগ্নির নিষ্কামভাবে চয়নকারী ব্যক্তি অনন্ত শান্তির অধিকারী হইবে। আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনবার

নচিকেতাগ্নির অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি এই ত্রিবিধ বিদ্যা অবগত হইলে মৃত্যুপাশ ছিন্ন করিয়া অনন্ত অবিনাশী আনন্দ-উপভোগের অধিকারী হয়। হে নচিকেতা! তোমাকে তোমার প্রার্থনা মত **দ্বিতীয় বর** প্রদান করিলাম। এক্ষণে তৃতীয় বর গ্রহণ কর।"

নচিকেতা বলিলেন—"হে যমরাজ! মৃত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে এক বিশেষ সন্দেহ আছে। অনেকে বলেন—'মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে।' আবার অনেকে তাহা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—'মৃত্যুর পরে আর কিছুই থাকে না।' এ-বিষয়ে আপনার যাহা অনুভূতি, তাহা বর্ণন করুন।" নচিকেতার মহত্ত্বপূর্ণ প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক যমরাজ মনে মনে তাহার প্রশংসা করিয়া বিচার করিলেন—'বালক বিশেষ প্রতিভাশালী। কারণ কিরূপ গূঢ় তত্ত্ব জানিতে উৎসুক। অনধিকারী ব্যক্তিকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করা অনুচিত। অতএব পাত্র-পরীক্ষা করা আবশ্যক।' এই বিবেচনা করিয়া বলিলেন—"নচিকেতা! এই অগ্নিতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সহজে জানা যায় না। দেবগণেরও এ-বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট বিচার-বিতর্কাদি হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারাও এ-বিষয়ের যথার্থ বোধ করিতে পারেন নাই। অতএব তুমি অন্য বর গ্রহণ কর। এজন্য অনুরোধ করিও না। ইহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর।"

নচিকেতা আত্মতত্ত্বের কঠিনত্ব অবগত হইয়া ভীত হইলেন না এবং তাহার উৎসাহও হ্রাস হইল না। আরও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"আপনি বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে দেবতাদের মধ্যেও এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল। তাঁহারাও ইহা যথার্থরূপে অবগত হইতে পারে নাই। ইহা সহজ নহে, অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, আপনি এ-বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞাতা। আপনার ন্যায় উপযুক্ত উপদেষ্টা পাইয়া আমি এই বর পরিত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনায় অনিচ্ছুক। আর ইহাও বুঝিতেছি যে, ইহার তুল্য শ্রেষ্ঠ বর থাকিতে পারে না। অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাই উপদেশ করুন।"

প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া যমরাজ নচিকেতাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার্থ বলিলেন—"নচিকেতা! তুমি এই বরে কি করিবে? ইহার পরিবর্ত্তে শত বৎসর পরমায়ু-বিশিষ্ট বহু পুত্র-পৌত্র, বহু পশু—হস্তী-অশ্ব, হিরণ্য প্রভৃতি প্রার্থনা কর এবং যতদিন ইচ্ছা কর জীবিত থাকার বর প্রার্থনা কর। ইহা-

ছাড়া যদি আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক বরের তুল্য আরও কিছু বাঞ্ছা থাকে, যথা দীর্ঘ-জীবন, প্রচুর ধনসম্পত্তি, পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্য এবং মর্ত্ত্যলোকে যে-সকল কামনা দুর্লভ, সে-সকলই স্বেচ্ছামত প্রার্থনা কর। আর এই সমস্ত রথ, বিবিধ বাদ্য ও স্বর্গের সুন্দরী রমণীগণকে গ্রহণ কর। এরূপ রমণী মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ। বড় বড় মুনি-ঋষিগণও ইহাদের জন্য লালায়িত থাকেন,—পান না; কিন্তু আমি সে-সমস্ত বস্তু তোমাকে অনায়াসে প্রদান করিতেছি, ইহাদিগকে নিজ-সেবায় নিযুক্ত কর। আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন করিও না।"

নচিকেতা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের যথার্থ অধিকারী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বর থাকিতে পারে না। অতএব তিনি যুক্তিযুক্ত বৈরাগ্য-পূর্ণ বাক্যে বলিলেন—"হে অন্তক! আপনি যে-সকল ভোগ্যবস্তুর হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, সে-সমস্তই ক্ষণ-ভঙ্গুর। আগামী কাল পর্য্যন্ত থাকে কি না তাহাতে সন্দেহ। এ-সকলের সংযোগে বাস্তব-সুখ প্রাপ্তি হয় না; পরন্তু, দুঃখই প্রাপ্তি হয়। এ-সকলে কোন লাভ নাই। পরন্তু ইহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ ও ধর্ম্ম হরণ করে। আপনার প্রদত্ত দীর্ঘ-জীবন অনন্ত-কালের তুলনায় অতি অল্প। ব্রহ্মাদি-দেবতার জীবনই যখন অনিত্য, তখন অন্যের আর কি কথা। অতএব আমি এই সমস্ত হাতী, ঘোড়া, রথ বা সুন্দরী রমণী এবং নৃত্য-গীতাদি চাহি না। এ-সকল আপনারই থাকুক। আপনি জানেন যে ধনদ্বারা মনুষ্যের তৃপ্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় ধনাশা ও ভোগাশা ক্রমেই বিস্তার লাভ করে। আর আমার জীবন-যাপন জন্য অর্থ যাহা প্রয়োজন, তাহা আপনার দর্শনেই প্রাপ্ত হইতে পারিব। আপনি যতদিন এই পদে বর্ত্তমান থাকিবেন ততদিন আমারও জীবন থাকিবে; সে-জন্য ঐ-সকল প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি এই বরকে ফিরাইয়া লইতে পারি না। আপনিই বিবেচনা করুন যে, আপনার ন্যায় বিচার-পরায়ণ দেবতার দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া এমন কোন্ মূর্খ আছে যে, আপনার নিকট হইতে জাগতিক সৌন্দর্য্য, আমোদ-প্রমোদাদি বা দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিবে? হে যমরাজ! যে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধী মহান্ জ্ঞানের কথা জানিতে ইচ্ছা করি—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না, আপনি তাহাই উপদেশ করুন। আপনার শিষ্য নচিকেতা এতদ্ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করে না।" (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বৈষ্ণব-বন্দনা

প্রথমে প্রণাম করি শ্রীগুরু-চরণে।
যাঁর সম পূজ্য আর নাহি ত্রিভুবনে॥
গুরুদেব! কর কৃপা এ দীনার প্রতি।
বন্দিতে বৈষ্ণব-পদ পাই যেন শক্তি॥
স্বয়ং ভগবান্ যাঁদের করেন বন্দনা।
তাঁদের বন্দিতে চাহি এ-যে বিড়ম্বনা॥
কিন্তু উদ্ধার নাহি তাঁদের কৃপা বিনা।
সে'হেতু সাহস করি মুই দীনা হীনা॥
অদোশদরশী প্রভু বড় দয়াময়।
পূজিতে চাহে দাসী সেই ভরসায়॥
কৃষ্ণের যতেক গুণ বৈষ্ণবেতে হয়।
অধিকতর গুণী তিনি অতি ক্ষমাময়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণে দিতে নারে বৈষ্ণব-কৃপা বিনে।
তাই অগ্রে বৈষ্ণব-পূজা কহে বুধগণে॥
এইবার কর কৃপা ওহে কৃপাসিন্ধু।
তোমা সম কেহ নাহি এ-দাসীর বন্ধু॥
কত যে জন্ম মোর গিয়াছে বিফলে।
চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড আমি ভ্রমি কর্ম্মফলে॥
আর যে সহিতে নারি এ-ভব-যন্ত্রণা।
সকাতরে কাঙ্গালিনী যাচয়ে করুণা॥
দয়া ক'রে এ-দীনাকে করহ উদ্ধার।
পতিত-পাবন নাম ঘুষুক সংসার॥
সহস্র সহস্র পাপী করিলে মোচন।
তাহা শুনি আশাবদ্ধ হইল মোর মন॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে তুমি পার অবহেলে।
তার মধ্যে পড়ে' কিবা রহিব একলে??

এ'বার করুণা কণা দেহ পতিতারে।
তুমি বিনা মোর দুঃখ কহিব কাহারে ॥

পরম-পাবন প্রভু দয়ালের সীমা।
পরম-পাতকী আমি হই সর্ব্বাধমা ॥

যোগ্যপাত্র হই আমি দয়ার তোমার।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর ??

যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সে-স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময় ॥

বৈষ্ণব-মহিমা হয় অনন্ত অপার।
সহস্র-আনন বর্ণি' নাহি পায় পার ॥

বীণা যন্ত্র ল'য়ে সদা নারদ গোঁসাই।
বৈষ্ণব-মহিমা গান করেন সদাই ॥

পঞ্চানন পঞ্চমুখে বিষ্ণুভক্ত-গুণ।
অবিরল অবিশ্রান্ত করেন কীর্ত্তন ॥

পরম-আনন্দে চারিমুখে পিতামহ।
বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন করে অহরহ ॥

অন্যের কা কথা আপনি শ্রীকৃষ্ণ।
যাঁদের গুণ কীর্ত্তনে সর্ব্বদা সতৃষ্ণ ॥

অনন্ত অনন্তমুখে নাহি পা'ন পার।
তাঁর গুণ বলিব মুই কোন ছার ॥

কেবল আপন চিত্ত শোধিবার তরে।
প্রলাপিনু যাহা কিছু ক্ষুদ্র অধিকারে ॥

প্রগলভতা চপলতা আর যে ধৃষ্টতা।
ক্ষমা করি' দেখাও প্রভু অদোষদর্শিতা ॥

—জনৈকা মহিলা ভক্ত

"শ্রীগুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্"

শ্রীগুরু-শুশ্রূষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর কিছু নাই—ইহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীগুরুদেব ভগবৎ-প্রেরিত ভগবন্নিজ-জন। জগজ্জীবকে ভগবৎসেবা শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার গোলোক হইতে ভূলোকে শুভাগমন। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই গুরুসেবা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, নিজসেবা দ্বারা তিনি ততটা হন না। ভক্তরাজ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবান প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। গুরুর সুখেই ভগবানের প্রচুর সুখ এবং গুরুর সেবাতেই ভগবানের অত্যন্ত সন্তোষ হইয়া থাকে। এইজন্যই শাস্ত্র গুরুসেবাকে মহামঙ্গলকর ও সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম বলিয়া তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গুরু-কৃপা-ব্যতীত গুরুসেবার কথা লেখা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত উপদেশ অবলম্বনে গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করত 'শ্রীগুরুশুশ্রূষা' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি।

যিনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব; শ্রীগুরুদেব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবৎসেবায় তৎপর। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীহরি শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে ও অন্তর্যামিরূপে জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা পাই—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২২)

ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্মনির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে আমি অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যবুদ্ধিতে কখনও তাঁহার দোষ-দর্শন করিবে না। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ

গ্রন্থে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"কর্ম্মিভিরপি স্বগুরৌ ভগবদ্‌বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২১১ সংখ্যা)

কর্ম্মিগণেরই যখন কর্ম্মি গুরুর প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য, তখন যিনি কৃপাপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ভগবজ্‌ জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন এবং কোটিচন্দ্র-সুশীতল নিত্যসুখময় শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে জীবকে পৌঁছাইয়া দেন, সেই প্রেম-ভক্তিদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুকে যে ভগবদ্‌বুদ্ধি করিতেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীকৃষ্ণ সুদামাবিপ্রকে বলিতেছেন—

জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান্।

* * * * *

উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি'।
গুরু-উপদেশে লোক যায় ভব তরি'॥
গুরুকে সাক্ষাৎ হেন ঈশ্বর করি' মানে।
সেই সে আমার প্রিয় সর্ব্বতত্ত্ব জানে॥

(শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী)

আমরা ভগবৎসেবক, আর শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্। আমরা বশ্যতত্ত্ব, আর তিনি বশ্য-তত্ত্ব নন। শ্রীগুরুদেব হরি হইয়াও আমাদিগকে হরিসেবা শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অমরবস্তু, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুদেব নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের; মরণ ব'লে কোন জিনিস আমাদের নাই। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে আমরা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও চিরসুখী হ'তে পারি। আমরা যদি নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুদেব অমায়ায় আমাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধান করবেনই।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন —"সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোনও অংশে কম মনে করবে না। সাধুসকল পণ্ডিতসকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকলের কর্ত্তব্য হচ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। যদি তা না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তি না জান্‌লে, কে'নও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না। তিনিই শ্রুতির

মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারবেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্ন বুদ্ধি আছে। তার একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে —

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্; শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, আর শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি—ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও ভগবানের পরমভক্ত— ভক্তরাজ। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তিনি কৃষ্ণের পার্ষদ-ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যসদৃশ, আর শ্রীগুরুদেব আলোস্বরূপ। যেমন আলো ও সূর্য্য, পূর্ণিমা ও পূর্ণচন্দ্র, সেইরূপ গুরু ও কৃষ্ণ।

শিষ্যমাত্রেরই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য। নতুবা ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্বুদ্ধিই সমস্ত মঙ্গলের নিদান। শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

(বামন-কল্পে ব্রহ্মবাক্য)

যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু-স্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ; সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্-মনঃ-কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

ভগবজ্-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে যিনি বিষ্ণুতুল্য মনে করিয়া কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বাস্তবিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা শিষ্য।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞান-দীপ-প্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধী শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর-শৌচবৎ॥ (ভাঃ ৭।১৫।২৬)

ভগবজ্ জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। এই আচার্য্যরূপী প্রত্যক্ষ ভগবানকে যে ব্যক্তি মরণশীল মানব-বুদ্ধি করে, সেই দুর্ভাগার শ্রীনাম-

কীর্ত্তন, ভূয়সী সেবা, ভগবন্মন্ত্রাদি জপ, হরিকথা শ্রবণ-মনন এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি হস্তি-স্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।

ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—**"কিঞ্চ সত্যাং ভূয়স্ত্যামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতীত্যাহ —যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভগবতীতি ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যা ইতি ভাবঃ। যদ্বা উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্ বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণ-মননাদিকঞ্চ ব্যর্থমিত্যর্থঃ।"**

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ভগবান্। আমার নিত্য উপাস্য ভগবান্ গুরুরূপে কৃপা-পূর্ব্বক আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ বিদ্যমান। এই প্রত্যক্ষ ভগবান্—সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভগবান্ গুরুকে ভগবদংশ-বুদ্ধি করাও উচিত নয়। আর সেই ঈশ্বর-বস্তু গুরুতে যদি মনুষ্য-বুদ্ধিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসে, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা কোথায়?

ভগবদ্ভজনে বা ভগবদ্দর্শনে শ্রীগুরু-কৃপাই মূল। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। ভগবৎ-কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুদেব। গুরুই শিষ্যের জীবন, গুরুই শিষ্যের প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র। গুরুই জীবের সর্ব্বস্ব এবং গুরুই জীবের নিঃস্বার্থ অকপট বন্ধু। গুরুদেবতাত্মা হইয়া ভগবদ্ভজনই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। "গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণপ্রশান্তয়ে" (ভাঃ ১০।৮০।৪৩) অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জীব পরিপূর্ণশান্তি লাভ করিতে পারে।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন — যাঁহারা ভগবান্‌কে চান, তাঁহারা প্রথমেই সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী হইলেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, ভগবান্ যাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পূজা করা বা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যে আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই শাস্ত্র বলেন —

ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ সুতঃ।
ধনং প্রিয়ঞ্চ ন গুরোর্ন চ ভার্য্যা প্রিয়া তথা॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়ো ধর্ম্মো ন গুরোশ্চ প্রিয়ং তপঃ।
ন গুরোশ্চ প্রিয়ং সত্যং ন পুণ্যঞ্চ গুরোঃ পরম্॥

গুরোঃ পরো ন শাস্তা চ ন হি বন্ধুর্গুরোঃ পরঃ।
দেবো রাজা চ শাস্তা চ শিষ্যাণাঞ্চ সদা গুরুঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ)

আত্মা বা প্রাণই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। কিন্তু শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। তাই সৎ-শিষ্য গুরুসেবার জন্য প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হন না। স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি কোন কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় নহে বা হইতে পারে না। গুরু অপেক্ষা নিঃস্বার্থ হিতকারী বন্ধু আর কেহ নাই। গুরুই শিষ্যের দেবতা, গুরুই শিষ্যের শাস্তা, গুরুই শিষ্যের রক্ষাকর্ত্তা, গুরুই শিষ্যের জীবন, গুরুই শিষ্যের প্রাণ এবং গুরুই শিষ্যের সব বা সর্ব্বস্ব।

শ্রীগুরুসেবা দ্বারা ভগবান্ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, নিজ-সেবা দ্বারা তিনি তত আনন্দিত হন না। এজন্য গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলকর কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। ভগবদারাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা আরও বড় জিনিস—এই শাস্ত্র-বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের গুরুচরণাশ্রয় সুষ্ঠু হয় না। এইজন্যই আমাদের "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ"—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সুখবিধান করিবার সৌভাগ্য না হইলে কখনও মঙ্গল হয় না। তাই আমাদের চিন্তা, দুঃখ, ভয়, শোক, মোহও সম্যগ্ দূর হয় না। শ্রীগুরুদেব আশ্রিতবৎসল সত্য—কিন্তু আমি মনে-প্রাণে তাঁহার আশ্রিত না হইলে তিনি আর কি করিবেন?

'গুরুর আমি গুরুর আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গুরুর আচার গুরুর বিচার লইলে ফল ফলে॥'

গুরুর আমিই কৃষ্ণের আমি। গুরুর আশ্রিতই কৃষ্ণাশ্রিত। গুরুর ভক্তই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত। মনে-প্রাণে গুরুসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা। নিজে নিজে ভগবৎ-সেবা হয় না। এজন্য গুরুর আনুগত্যেই ভগবৎসেবা করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥ (বরাহপুরাণ)

যাঁহারা ভক্তরাজ শ্রীগুরুদেবের সেবায় উদাসীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অচ্যুত ভগবানের সেবা করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু সাধু-গুরুর আনুগত্যে যাঁহারা ভগবৎ-সেবা করেন তাঁহাদের সিদ্ধি—ভগবৎ প্রাপ্তি অনিবার্য্য। আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদেও আমরা পাই—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন —হে পার্থ! যাহারা ভক্তের সেবা বাদ দিয়া আমার সেবা করিতে চায়, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়। যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

ভক্তের সেবা ভগবানের সেবা হইতে শ্রেষ্ঠ —একথা ভগবান্ "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" শ্লোকে স্বমুখেই বলিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীশিবজীও বলিয়াছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ (পদ্মপুরাণ)

হে দেবি! দেবপূজা, পিতৃপূজা প্রভৃতি সমস্ত আরাধনা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তের সেবা আরও শ্রেষ্ঠ।

ভক্ত-কুল চূড়ামণি শ্রীগুরুদেবের সেবাই সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তম। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র ধর্ম্ম আর কিছু নাই। কেবল শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি সবই দূর হয় এবং ভগবানকে সুখে, সহজে ও অনায়াসে লাভ করা যায়। শাস্ত্র বলেন —

গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥
কাম-ক্রোধাদিকং যদ্‌যদাত্মনোঽনিষ্ট-কারণম্।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৪।১৪০)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন সমস্ত মঠেই শ্রীল প্রভুপাদের ২১শ-বার্ষিক বিরহ-উৎসব বিশেষ আন্তরিকতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ চুঁচুড়া-মঠে শ্রীল গুরু-মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকায় পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস আহূত, অনাহূত সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। গুরুমহারাজের বক্তৃতা পরে প্রকাশিত হইবে।—**প্রকাশক**

সাধুসঙ্গে পঞ্চম-পুরুষার্থ

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ ৪।৩৩)

অর্থাৎ পূর্ব্ব-সঞ্চিত সুকৃতি দ্বারাই ভক্তসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে এবং সেই কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ হইতেই অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা জন্মে। সেই শ্রদ্ধা হইতে জীব ভক্তির অধিকারী হন।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২)
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধবুদ্ধ্যে পায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৮২)

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সমস্ত ধর্ম্মই পালিত হইয়া যায়। এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি-বিষয়িণী বিচার-বুদ্ধি উদিত হয়। তখন সেই জীব সমস্ত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ছাড়িয়া ভক্তি-সাধনের চেষ্টা করেন।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হইতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা —'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩)

সংসারে বহুজন্ম ভ্রমণ করিতে করিতে সুকৃতিপ্রভাবে সাধুসঙ্গ লাভ করিবার ইচ্ছা জন্মিলে জীব সাধুর কৃপায় ভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ 'শ্রদ্ধা' লাভ করেন। কামনা-বাসনাশূন্য হইয়া ঐ বীজ নিজ-হৃদয়ক্ষেত্রে রোপন করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলদ্বারা সেচন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জীবরূপ মালী শ্রবণাদি জল সুষ্ঠুতার সহিত যতই সেচন করেন, ততই লতা সতেজ হয়। এস্থলে সুষ্ঠুতা অর্থে চারিপ্রকার অনর্থ হইতে দূরে থাকা। ভক্তি-লতার সহিত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছাদি অন্য লতা যাহাতে না উঠে, সে-বিষয়ে মালী লক্ষ্য রাখিলে মূল-ভক্তিলতা নির্ব্বিঘ্নে চৌদ্দ-ভুবনাত্মক মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া

বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোম প্রাপ্ত হন। সেই পরব্যোমে লতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার উপরিস্থিত গোলোক-বৃন্দাবনে গমন করত কৃষ্ণের চরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ভয়ের আশঙ্কা আছে —যদি বৈষ্ণব-অপরাধের ন্যায় মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত হয় তবে আর ভক্তিলতার জীবন থাকিবে না। মত্তহস্তী বৃক্ষলতাদিকে সমূলে নষ্ট করিয়া দেয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব-অপরাধ বা গুরুপাদপদ্মে গুরুতর অপরাধ হইলে কৃষ্ণ-প্রীতিমূলা ভক্তির লেশমাত্রও আর থাকিবে না —চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইজন্য সাধকগণের সর্ব্ববিঘ্নরূপ অপরাধ হইতে ভক্তিলতাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিলে সেই লতা হইতে প্রেম-ফল ফলিবে।

সাধনক্ষেত্রে বিধি ও রাগভেদে দ্বিবিধ পথ লক্ষ্য করা যায়। ভক্তি-উদ্যানের মালীর শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ বৈধ সাধনের ফলে রাগময় লোভের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ভক্ত-মালী কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অপ্রাকৃত সেবার ফলে সর্ব্বানন্দরূপ পরম-প্রয়োজন লাভ করেন।

শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ রায়-রামানন্দ প্রভুর কথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করা আবশ্যক। কৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত জীবের কোনপ্রকারে শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যাদি ভুক্তি-মুক্তি ছাড়িয়া ভক্তিতে রতিবিশিষ্ট হইবেন। পুণ্যাদি ভুক্তিকামী, নির্ব্বিশেষ মুক্তিকামী, অষ্টাদশপ্রকার সিদ্ধিকামীর প্রাপ্যবস্তু ভাগ্যবানের জন্য নহে। দুর্ভাগাগণ তাঁহাদিগকে সাধু মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে প্রকৃত প্রেমলাভ করিতে পারিবেন না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সাধনে নিত্যানন্দের অভাবই লক্ষিত হয়। এমন কি, কোটী কোটী কল্পকাল ধরিয়া ঐ-প্রকার সাধন-চেষ্টা করিলেও মূলতঃ তাহাদের শান্তি-লাভ হইবে না।

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

কর্ম্মীর দেহের সুখ, জ্ঞানীর ও যোগীর মনের সুখ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার নিত্য-আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভুক্তি-মুক্তিকামীগণের জড়ানন্দের দ্বারা আত্মার নিত্যানন্দ সাধিত হয় না। জড়ীয় আনন্দ জড়ীয় ইন্দ্রিয়ের তাৎকালিক আনন্দ দান করে। জড়ীয়-বস্তুতে চেতনের অবস্থিতি নাই। জড় কখনও চেতন হয় না। অজা অর্থাৎ ছাগলের

গলায় স্তন দেখিয়া তাহার মধ্যে দুধ অন্বেষণ করা যেমন ভুল, তদ্রূপ দেহ মনকে আত্মা বোধ করিয়া দেহ ও মনের আনন্দের মধ্যে আত্মার আনন্দ-সাধনের উপায় উদ্ভাবন করাও সেইরূপ ভুল। এই ভুলই অশান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করে—শান্ত হইতে দেয় না। ভগবদ্ভক্ত জড়ের মধ্যে আনন্দ অনুসন্ধান করেন না, তজ্জন্য তাঁহারা জড়ীয় বস্তুতে কামনা-বাসনাশূন্য। তাঁহারা নিত্য-শান্তিরূপ কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবায় মগ্ন থাকেন। জড়ীয় অশান্তি তাঁহাদিগকে কিছু করিতে পারে না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সাধু-শাস্ত্রের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত সর্ব্বপ্রকার উপাধিরূপ আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া নির্গুণ কৃষ্ণভক্তিতে অবস্থিত হন। যে-বস্তু-সাধনে আমার অনাদিকালের বহির্ম্মুখতা-দোষ থাকে না, সেই চেষ্টা জীব-মাত্রের শুদ্ধভাবে করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বদ্ধজীবের আর কোন গতি নাই।

—**শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী**

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিবরণ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ঊর্জ্জব্রত পালনমুখে বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-প্রচারিত সংবাদানুসারে সমিতি বিগত ৯ অক্টোবর ২২ আশ্বিন বুধবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে ডুন এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া পরদিবস প্রাতে **গয়াধামে** অবতরণ করেন। তথায় স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্ম-দর্শন, ফল্গুস্নান ইত্যাদির জন্য এবৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সুদীর্ঘ কাল যাত্রীগণ অবস্থানের সুযোগ পান। গয়াধামে অবস্থান কালে ২য় দিবস সন্ধ্যায় সমিতির সভাপতি-মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াধামে আগমনের উদ্দেশ্য এবং তদ্দ্বারা জগদ্বাসীকে কর্ম্মকাণ্ড হইতে উন্নত হইয়া সংসারত্যাগী কৃষ্ণভক্তের নিকট আত্মসমর্পণ করত দীক্ষাগ্রহণ করা যে কর্ত্তব্য, তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতা শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের উদ্ধারের জন্য তিনি কখনও গয়াক্ষেত্রে আগমন করেন নাই। কারণ যাঁহার পুত্র স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার প্রতি বদ্ধদশা আরোপ করা মূর্খতার পরিচায়কমাত্র। এরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি অপরাধহেতু নিজেরাই নরক গমন করিবে।

গয়ায় অবস্থান কালে স্ব-স্ব-রুচি-অনুসারে অনেক যাত্রী এখান হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী বৌদ্ধগয়ার মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আসেন।

১২ অক্টোবর, ২৫ আশ্বিন অপরাহ্ণ ২৷৷০ ঘটিকার সময় সমিতি যাত্রীগণসহ গয়া হইতে **কাশীধাম** উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে যাত্রা করিয়া রাত্র ৯৷৷০ ঘটিকায় কাশী ষ্টেশনে উপস্থিত হন। এবং পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বর, শ্রীবিন্দুমাধব ও শ্রীচৈতন্যবটাদি দর্শন করেন।

১৪ অক্টোবর মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার পর এক্সপ্রেস ট্রেণে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় এলাহাবাদ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করা হয়। পরদিবস

এলাহাবাদে ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়া অক্ষয়বট এবং বেণীমাধব প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভোরে (১৫ই) এখান হইতে 'এলাহাবাদ-আগ্রা' প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে যাত্রা করা হয়।

১৬ অক্টোবর, রাত্র ৯ ঘটিকার সময় সকলে **আগ্রা ক্যাণ্ট** ষ্টেশনে উপস্থিত হন। (পর দিবস ১৭ অক্টোবর প্রাতে টাঙ্গা ও রিক্সাযোগে স্ব-স্বরুচি-অনুসারে কেহ কেহ তাজমহল ও কেল্লা দেখিয়া আসেন। (তৎপর সকাল ৯টায় ট্রেণযোগে যাত্রিগণ মথুরা যাত্রা করিয়া মথুরা জংশন ষ্টেশনে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে দিবা ১২৷৷০ টার সময় **মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন**। এবং তিন দিন বিশ্রাম লাভ করেন।

১৯ অক্টোবর **মথুরায়** যাত্রিগণ পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা এবং আদিকেশব, দীর্ঘবিষ্ণু, শ্রীবরাহদেব, গোকর্ণেশ্বর, পিপ্পলেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন ও যমুনার নানা ঘাটে জলস্পর্শ ও স্নানাদি করেন।

২০ অক্টোবর সকালে **মধুবন** পরিক্রমাকালে শ্রীধ্রুবটীলা, মধুকুণ্ড, দাউজী প্রভৃতি দর্শন করেন।

অন্নকূট নিকটবর্ত্তী হওয়ায় যাত্রিগণ ২৩ অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করেন।

২৪ অক্টোবর **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অন্নকূট** বিরাটভাবে সুসম্পন্ন হয়। ১৪৫ একশত পঁয়তাল্লিশ প্রকার বিবিধ ভোগ-সামগ্রী শ্রীশ্রীগিরিরাজকে নিবেদন করা হইয়াছিল। ভোগারাত্রিকের পর বেলা ২টা হইতেই মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত অন্ন-ব্যঞ্জন, খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন পুরী, কচুরী, লাড্ডু, শাক, রায়তা প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত অনুমান ৩০০০ ব্যক্তি কে (কাঙ্গালীসহ) অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করা হয়।

২৫ অক্টোবর ৮ কার্ত্তিক **শুক্রবার** মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইয়া সমিতির সেবক ও যাত্রিগণ মোটর-বাসযোগে **শ্রীগোবর্দ্ধন** যাত্রা করেন। তথায় ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিয়া পরদিবস অতি প্রত্যুষেই শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের পরিক্রমা করিবার জন্য সকলেই বহির্গত হন। যাত্রিগণ পরমানন্দে "গিরিরাজ গোবর্দ্ধনজী কী জয়" ধ্বনি করিতে করিতে কীর্ত্তনমুখে পদব্রজে পরিক্রমা করিতে থাকেন। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত **গিরিরাজের অর্দ্ধ অংশ** পরিক্রমা করিয়া যাত্রিগণ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে মানসগঙ্গা পরিক্রমাকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী, শ্রীগিরিরাজের মুখারবিন্দ, শ্রীহরিদেব, ব্রহ্মকুণ্ড, দানঘাটী প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

২৭ অক্টোবর প্রত্যুষে যাত্রিগণ **শ্রীগিরিরাজের** অবশিষ্টাংশ পরিক্রমাকালে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে উপস্থিত হন। তথায় জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ দর্শন করিয়া ক্রমশঃ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি, ভজনকুটীর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজনকুটীর ও অন্যান্য গোস্বামীগণের ভজনস্থলী ও সমাধি, বৃক্ষরূপী পঞ্চপাণ্ডব,

শ্রীললিতাকুণ্ড, শ্রীল জীব গোস্বামীর ভজনকুটীর, শ্রীব্রজস্থানন্দসুখদ-কুঞ্জ প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করেন। **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ** আবেগভরে বক্তৃতামুখে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভজনের পরমোন্নত স্থল এই শ্রীরাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য যাত্রিগণ-সকাশে কীর্ত্তন করেন। যাত্রিগণ এইভাবে পরিক্রমা করিতে করিতে ক্রমশঃ কুসুম সরোবর, নারদকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করত এবং উদ্ধব-সদৃশ ভক্ত ও যে গোপীগণের পদধূলি লাভার্থে এস্থলে লতারূপে অবস্থান করিতেছেন সেই গোপী-দিগের লীলা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। অদ্যই অপরাহ্ণে যাত্রিগণ মোটর-বাসযোগে **কাম্যবনে** উপস্থিত হন ও তথায় ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন।

২৮ অক্টোবর প্রাতে উক্ত **কাম্যবনে** শ্রীবিষ্ণুসিংহাসন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বিমলাকুণ্ড ও সেতুবন্ধ রমেশ্বর, লুকলুকানি মিছিল প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে যাত্রিগণ শ্রীচরণপাহাড়ীতে উপস্থিত হন এবং পর্ব্বতোপরি আরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া নিজেদের ধন্যজ্ঞান করিতে থাকেন। অপরাহ্ণে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, ৮৪ খাম্বা (পাণ্ডবগণের বনবাসকালে অবস্থানের স্থল) প্রভৃতি দর্শন করেন।

২৯ অক্টোবর প্রাতে শ্রীকুণ্ড (শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনস্থলী), **পিছলপাহাড়ী**, ব্যোমাসুরের গুহা, ভোজনথালী প্রভৃতি দর্শন করা হয়। অপরাহ্ণে যাত্রিগণ কাম্যবন হইতে বাসযোগে শ্রীনন্দগ্রামে আগমন করেন।

৩০ অক্টোবর প্রাতে **শ্রীনন্দগ্রাম** পরিক্রমাকালে যাত্রিগণ উদ্ধবকেয়ারী, পৌর্ণমাসীগুহা, যশোদাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর, পাবন-সরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করেন, এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও নন্দযশোদাকে দর্শন করত পরমানন্দ লাভ করেন। অপরাহ্ণে **কদমখণ্ডী** (শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী) দর্শন করিয়া যাত্রিগণ **যাবটগ্রামে** অভিমন্যু গোপের ভবন দর্শন করেন।

৩১ অক্টোবর যাত্রিগণ **খদিরবনে** শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী দর্শন করেন। অপরাহ্ণে বাসযোগে মথুরা আসার পথে **বর্ষাণার** শ্রীবৃষভানু-রাজের ভবন ও শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির দর্শনান্তে পুনরায় বাসে আরোহণ করত বরাবর মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১ নভেম্বর ২ খানি বাসযোগে যাত্রিগণ **লৌহবন** অতিক্রম করত **গোকুলে ব্রহ্মাণ্ডঘাট**, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থল, যোগমায়ার মন্দির ও নন্দালয় প্রভৃতি দর্শন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন-পথে দূর হইতে রাভেলের মন্দির দর্শন করিতে করিতে যাত্রিগণ বরাবর শ্রীবৃন্দাবন আগমন করেন।

২ নভেম্বর প্রাতে **শ্রীবৃন্দাবন** পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করা হয়। অপরাহ্ণে **ইমলিতলা**, নিধুবন, নিকুঞ্জবন, শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধা-দামোদর প্রভৃতি মন্দিরে দর্শন করিতে যাওয়া হয়। কিন্তু, **শ্রীগোবিন্দ**

মন্দিরে 'ভেট (ঠাকুর দর্শনের জন্য একপ্রকার টেক্স বা শুল্ক) চাওয়ায়, সমিতির পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ করত বিগ্রহ-ব্যবসায়ের প্রশ্রয় না দিয়া সকলে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া মন্দিরের দরজা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভক্তগণ ক্রমশঃ গোপীশ্বর, বংশীবট প্রভৃতি অন্যান্য লীলাস্থলী ও মন্দিরাদি দর্শন করত ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৩ নভেম্বর প্রাতে যাত্রিগণ যমুনা পার হইয়া **বেলবনে** গমন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রবেশাধিকার লাভাশায় তপস্যারতা লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরাদি দর্শন করেন। মধ্যাহ্নে তথা হইতে সকলে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অপরাহ্নে যাত্রিগণ স্বেচ্ছামত শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে দর্শনাদি করেন। অদ্য শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস এবং **শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি।** যাত্রিগণ অন্নত্যাগ ও শ্রবণ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি দ্বারা এই তিথি বিশেষভাবে প্রতিপালন করেন।

৪ নভেম্বর প্রাতে পারণান্তে ব্রাহ্মণপত্নীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকরণের স্থান এবং **অক্রুরঘাট** প্রভৃতি পরিক্রমামুখে দর্শন করিয়া যাত্রিগণ মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। **এইভাবে ভক্তগণ ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থল পরিক্রমা ও দর্শনাদি মুখে উর্জ্জব্রত পালন করেন।** শেষ কয় দিবস মথুরায় অবস্থান করিয়া **৭ নভেম্বর পূর্ণিমা তিথিতে ব্রত উদ্‌যাপন করেন।** এই দিবস চন্দ্রগ্রহণ যোগ উপস্থিত হওয়ায় অনেকেই যমুনায় স্নানাদি কৃত্য সম্পন্ন করেন। ভক্তগণ বিশেষভাবে শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনেই গ্রহণকাল অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য, ভক্ত-যাত্রিগণ প্রত্যহই দুই বেলা সন্ন্যাসী-মহারাজগণের শ্রীমুখ হইতে পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতে করিতে এই পরিক্রমাকাল অতিবাহিত ও উর্জ্জব্রত পালন করিয়াছেন।

৮ নভেম্বর যাত্রিগণ তুফান-এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগীতে বেলা ১৷৷০ ঘটিকায় শ্রীধাম মথুরা হইতে বিদায় লইয়া পর দিবস ৯ নভেম্বর তারিখে সন্ধ্যার পর হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। গাড়ীখানি অনিবার্য্যকারণে প্রায় ২।০ ঘণ্টা বিলম্বে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়ায় যাত্রিদের কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় যাত্রিগণ পরমানন্দে শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত সমাপ্ত করিয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৪ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ৫৬ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

থাকে, তাহা জগতের পক্ষে অতীব অমঙ্গল-জনক। এক মহাপুরুষের বিশ্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-স্থাপনে আগ্রহ, আর এক পাষণ্ডের সেই প্রেমধর্ম্মকে বিধ্বংস করিবার আগ্রহ—কখনও এক হইতে পারে না। যুক্তির খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, মধ্বাচার্য্যের নামোল্লেখে বলদেব প্রভুর অত্যাগ্রহই হইয়াছে, তাহা হইলেও আমি বলিব, এই অত্যাগ্রহ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও অনন্তবাসুদেব (পুরীদাস) প্রভৃতির ন্যায় পাষণ্ডগণের দলনের জন্যই কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের ইঙ্গিত অত্যন্ত আপত্তি-জনক, হীনতা-জ্ঞাপক ও সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধমূলক। আমরা এই প্রকার বৈষ্ণবাপরাধীর হস্ত হইতে সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার অস্পৃশ্য, অশ্রাব্য, অপাঠ্য গ্রন্থের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে আমার একান্ত প্রার্থনা, —এই প্রকার গ্রন্থের গর্হণমুখে আলোচনার দ্বারাও যেন আমার কোনরূপ দুঃসঙ্গ না ঘটে।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীবলদেব প্রভুপাদের টীকার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য হইয়াছে, এইরূপ উল্লেখ করিয়া যদি উভয়ের টীকা তাঁহার গ্রন্থের পাশাপাশি একস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সৎসাহসিকতার পরিচয় পাইতাম। তাঁহার অসৎ কার্য্যে অত্যাগ্রহ-হেতুই তিনি স্বেচ্ছায়—জ্ঞানতঃ উভয় টীকা একস্থানে সন্নিবিষ্ট করেন নাই; করিলে, তাঁহার বঞ্চনা-প্রয়াস নিশ্চয়ই ধরা পড়িত। ইহাকেই বলে প্রকৃত **জ্ঞান-খলতা ও পাষণ্ডতা**।

উভয়ের পার্থক্যের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে,—কয়েকটি অক্ষর শ্রীজীবপাদের টীকায় অধিক বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে, আর শ্রীবলদেবের টীকায় তিনি 'মধ্বাদি'-শব্দের দ্বারা সংক্ষেপ-উক্তিতে উক্ত বিস্তৃত-কথারই প্রতি-ধ্বনি করিয়াছেন। 'মধ্বাচার্য্যে'র নামোল্লেখ করা মাত্রই অত্যাগ্রহের হেতু নহে। শ্রীল জীবপাদ তিন জন বৃদ্ধ-বৈষ্ণবের নামের মধ্যস্থলে 'মধ্বাচার্য্যের' নামোল্লেখ করায়, বলদেব কেবল সেই মধ্যমণিস্বরূপ মধ্বাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়া, পরে 'আদি'-শব্দের দ্বারা রামানুজ ও শ্রীধরস্বামীকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহাতে উভয় টীকার মধ্যে কি পার্থক্য হইল, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এস্থলে আমরা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের (খ) প্রসঙ্গের আলোচনা সংক্ষেপতঃ সমাপ্ত করিলাম।

স্ব-সম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব ও সংসারার্ণবতরণী

(গ) প্রসঙ্গে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে আর একটি আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম—

"(গ) 'সর্ব্বসম্বাদিনী'র প্রারম্ভে শ্রীজীবপাদ শ্রীগৌরহরিকে **'স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব'** বলিয়াছেন; শ্রীবলদেব 'গোবিন্দভাষ্যে'র টীকা ও 'প্রমেয়রত্নাবলী'র মঙ্গলাচরণে শ্রীআনন্দতীর্থকে 'সংসারার্ণবতরণী' প্রভৃতি বলিয়া, শ্রীগৌরহরিকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়াছেন।"

(অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ — ২৪২ পৃঃ)

এস্থলে শ্রীল জীবপাদের **'স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব'** এবং শ্রীবলদেবের **'সংসারার্ণবতরণী'** এই বাক্যদ্বয়ের পার্থক্য প্রদর্শনই সুন্দরানন্দের উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর পার্থক্য লইয়াই যদি মতভেদের বা সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে এক আচার্য্যের সহিত তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য অন্য আচার্য্যগণের সাম্য বা ঐক্য কোনওপ্রকারে স্থাপিত হইতে পারে না। এমন কি, অদ্বৈতবাদী বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণও শ্রীল জীব গোস্বামীর সহিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর মতভেদ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টিত। শুধু তাহাই নহে, হরিদাস বাবাজী ও অনন্তবাসুদেবের ন্যায় সহজিয়া-দলও শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত মতভেদ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। যে-জীব গোস্বামী শ্রীল রূপপাদের একান্ত অনুগত শিষ্য, তিনি স্বকীয়-বাদী হইয়া শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতের সহিত ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, এই প্রকার পাষণ্ড-বিচারও **'বাদ'**-লেখকের ন্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুন্দরানন্দ তাঁহার 'অচিন্ত্যভেদাভেদ**বাদ**'-গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যবর্গকে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই—যদিও তাঁহাদের মধ্যে মতবৈশিষ্ট্য প্রচুর আছে, কিন্তু ভেদ নাই। ভেদ ও বৈশিষ্ট্য এক নহে।

এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে,—'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থে শ্রীল জীবপাদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরকেই 'স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব' বলিয়াছেন। এস্থলে মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রকাশই শ্রীল জীবপাদের বক্তব্য-বিষয়। সুতরাং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গিয়া যদি জীবপাদের সহিত কোন অংশে মাহাত্ম্যের খর্ব্বতা করিতেন, তাহা হইলে বলদেবের সহিত তাঁহার পার্থক্য হইয়াছে—বলা সঙ্গত হইত। কিন্তু এস্থলে

তিনি সেবক-তত্ত্ব ভগবদ্ভক্ত শ্রীআনন্দতীর্থের মহিমা জ্ঞাপন করিতে গিয়া **'সংসারার্ণব-তরণী'**-বাক্য প্রয়োগ করায়, পার্থক্যের প্রসঙ্গ বিন্দুমাত্রও উত্থিত হইতে পারে না। আমরা অধিকন্তু বিশেষ জোরের সহিত বলিতে প্রস্তুত আছি,—শ্রীবলদেব মহাপ্রভুর যে-প্রকার স্তব করিয়াছেন, তাহা কোনও ক্ষেত্রেই শ্রীল জীব গোস্বামীর স্তব হইতে ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নাই, বরং অনেক স্থলে অধিক মাহাত্ম্য জ্ঞাপিত হইয়াছে। আমরা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথিত **'গোবিন্দ-ভাষ্যের টীকা'**র মঙ্গলাচরণের শ্লোক হইতেই তাহা প্রদর্শন করিতেছি। তিনি স্বেচ্ছায় পাঠকবর্গের সমক্ষে ইহা উত্থাপন করেন নাই। যদিও তিনি স্বয়ং উক্ত **'বাদ'**-গ্রন্থের ২৪১ পৃষ্ঠার ৪ অনুচ্ছেদের 'প্রারম্ভিক বাক্যে' বলিয়াছেন যে,—"শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অত্যাগ্রহ ও শ্রীশ্রীজীবপাদের **বিচারধারা পাশাপাশি সাজাইয়া আলোচনা করিলে** প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে",—এইরূপ উক্তি করিয়াও তিনি জীবপাদের সহিত বলদেব বিদ্যাভূষণের কোন উক্তিই পাশাপাশি প্রদর্শন করেন নাই। যদি প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ প্রবঞ্চনা-মূলক গ্রন্থ লোক-সমাজে উপস্থিত করিতে পারিতেন না। ধন্য তাঁহার সাহস—ধন্য তাহার লিপি-চাতুরী!

শ্রীবলদেব তাঁহার গোবিন্দ-ভাষ্যের 'সূক্ষ্মা-টীকায়' শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্বন্ধে মঙ্গলাচরণ শ্লোক যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধার করিলাম।—

গজপতিরনুকম্পা-সম্পদা যস্য সদ্যঃ
সমজনি নিরবদ্যঃ সান্দ্রমানন্দমূচ্ছন্।
নিবসতু মম তস্মিন্ **কৃষ্ণচৈতন্য-রূপে**
মতি**রতিমধুরিম্না দীপ্যমানে মুরারৌ**॥

(শ্রীবলদেব-কৃত গোবিন্দ-ভাষ্যটীকা-মঙ্গলাচরণ ২য় শ্লোক)

যাঁহার অনুকম্পা-সম্পত্তি-প্রভাবে গজপতি শ্রীল প্রতাপরুদ্র সান্দ্রানন্দ অর্থাৎ গভীরতম আনন্দ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে লাভ করিয়া সদ্য-সদ্যই নিরবদ্য হইয়াছিলেন, অতিশয় মাধুর্য্যে দেদীপ্যমান সেই কৃষ্ণচৈতন্যরূপ শ্রীমুরারিতে আমার মতি থাকুক।

শ্রীল বলদেবপ্রভু ঐ শ্লোকটি 'প্রমেয়রত্নাবলী' ব্যতীত 'সিদ্ধান্তরত্ন' গ্রন্থেও মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'অতিশয় মাধুর্য্য দেদীপ্যমান কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সাক্ষাৎ মুরারি শ্রীহরি'-স্বরূপে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই উক্তি শ্রীল জীবপাদের **'স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব'**-

বাক্যের সহিত তুলনা করিলে শ্রীবলদেবের বাক্যের মাধুর্য্য স্পষ্টই অনুভূত হইবে, যদিও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুও "দুর্ল্লভ-প্রেম-পীযূষময়-গঙ্গা-প্রবাহ-সহস্রং স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবম্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব-নামানং শ্রীভগবন্তং"* এইরূপ 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণেই বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে পাঠকবর্গের নিকট আমার নিবেদন,—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের স্তব ও শ্রীল জীব গোস্বামীর স্তুতির মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্যই নাই। উভয়েই সমস্বরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান-স্বরূপে বন্দনা করিয়াছেন। যদিও 'সর্ব্বসম্বাদিনী'র প্রথমেই শ্রীজীবপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গোবিন্দভাষ্যে'র প্রারম্ভে উক্ত তত্ত্বালোচনা বিষয় না হইলেও, প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় **'স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব'**-বাক্যের **'স্বকীয়** সম্প্রদায়ের পরম অধিদেবতা'‡—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। **'বাদ'**-গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং "নিজ-প্রবর্ত্তিত সহস্র-সহস্র সম্প্রদায়ের নিত্য অধিদেবতা"†—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

এস্থলে পণ্ডিতবর রসিক বিদ্যাভূষণের অনুবাদ ও সুন্দরানন্দের অনুবাদ তুলনা করা আবশ্যক। যাহা হউক, অতিরিক্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা যদি উভয় অনুবাদকেই মানিয়া লই, তাহা হইলেও বলদেব বিদ্যাভূষণের সহিত জীবপাদের উক্তির বিন্দুমাত্রও পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। অধিকন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত **'সহস্র সহস্র** সম্প্রদায়ের অধিদেবতা' বলিতে বিদ্যাবিনোদ কি বুঝাইতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত একটি মাত্রই সম্প্রদায়—যাহাকে আমরা বিশুদ্ধ 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' বলিয়া থাকি। তবে যদি তিনি স্বয়ং সহজিয়া-দলে প্রবেশ করিয়া সহজিয়াগণকেও মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি সম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, তাহা তিনি করিতে পারেন। আমরা জানি, মহাপ্রভুর নাম লইয়া আজকাল বহু অপসম্প্রদায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে। তন্মধ্যে

* সর্ব্বসম্বাদিনী—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক ১৩২৭ সালে প্রকাশিত সংস্করণ, ১ম পৃষ্ঠা।

‡ ঐ সর্ব্বসম্বাদিনীর বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, ১৭১ পৃষ্ঠা।

† অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—১৫৪ পৃষ্ঠা, ৫ম পঙ্‌ক্তি।

সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী মহারাজের নির্দ্দিষ্ট তেরটি (১৩) অপসম্প্রদায় প্রায় দুই শতাধিক বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত দেখা যায়। তাঁহার রচিত পয়ার, যথা—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে,—এই তেরর সঙ্গ নাহি করি॥*

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি অপসম্প্রদায় নূতন লক্ষ্য করা যাইতেছে।—

(১) কিশোরীভজা, (২) ভজনখাজা, কত বলি হায়!
(৩) গুরুভোগী, (৪) গুরুত্যাগী, আরও যে বাহিরায়॥
(৫) অসীমা-ত্যজা—প্রণতি-মজা, আর বাসুদেবী খল।
(৬) দারী-সন্ন্যাসী, (৭) শিষ্যা-বিলাসী, (৮) গুরুপ্রসাদী দল॥
(৯) উপনয়ন-ত্যজা, (১০) পরমহংস-সাজা, (১১) সাঙ্কর বর্ণ যত।
(১২) অসৎসঙ্গ, (১৩) দ্বিপাদ-ভঙ্গ, (১৪) সেবাপরাধী তত॥
(১৫) রামদাস, (১৬) হরিদাস, (১৭) হরিবোলিয়া মত।
(১৮) নিতাই রাধা-গৌর, শ্যাম, বর্ণিব বা কত॥
(১৯) সীতারামিয়া, (২০) রাধাশ্যামিয়া, (২১) সাউড়ীর দল আর।
(২২) ঘর-পাগলা, (২৩) গৃহী-বাউলা, সব চিনে উঠা ভার॥
(২৪) বর্ণ-বিরাগী, (২৫) আশ্রম-রোধী, (২৬) গৈরিক-বিরোধী 'ষণ্ড।
(২৭) ধামাপরাধী, (২৮) নামাপরাধী, (২৯) বৈষ্ণবাপরাধী ভণ্ড॥
(৩০) অদ্বয়-বাদী—মধ্ব-বিরোধী, এ সব পাষণ্ড।
(৩১) কানুপ্রিয়া, (৩২) নাথ-ভায়া, আকাল কুষ্মাণ্ড॥
(৩৩) গৌড়েশ্বর, (৩৪) বংশীধর, (৩৫) উলইচণ্ডী-বাদ।
(৩৬) স্মরণপন্থী—অধোমন্থী, (৩৭) যুগল-ভজন সাধ॥
(৩৮) দাদা ও মা, (৩৯) ক্ষেপা বামা, আর যত অপসম্প্রদায়।
দেশ-বিদেশে, সাধুর বেশে, ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে হায়!!

* শ্রীযুত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত "গৌড়ীয়-কণ্ঠহার"-গ্রন্থের ত্রয়োদশ রত্ন (অধ্যায়) ১১১ অঙ্ক, ২২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

পূর্ব্বকালে তের ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন-তের বাড়্‌ল এবে ধর্ম্ম রাখা দায়॥

বর্ত্তমানে তোতা বাবাজীর উক্ত ১৩ অপ-সম্প্রদায় ও তাহা ছাড়া নূতন আরও ৩৯টী লইয়া সর্ব্বসমেত ৫২টী অপসম্প্রদায় প্রবল হইয়াছে। সহস্র সহস্র সম্প্রদায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তবে কেহ কেহ শিষ্য অথবা তৎ-পরম্পরাকেই সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, এই অর্থই সুসঙ্গত। এরূপস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেবলমাত্র তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়েরই অধিদেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব' বলিলে কথাটি অনেক সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। তিনি স্বয়ং ভগবান্ অবতারী-পুরুষ এবং স্বয়ং মুরারি শ্রীকৃষ্ণ। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।"* অতএব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের স্তবকে শ্রীল জীবগোস্বামীর স্তব হইতে পৃথক মনে করিয়া তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করা অপরাধ-মূলক। তবে সুবোধ বাবুর আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রীগৌরহরিকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়া বর্ণন করাই বলদেবের অন্যায় হইয়াছে। আমরা (ঘ) ও (ঙ) প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত উত্তর প্রদান করিব।

মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্—সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, ইহাতে কোন মতভেদ নাই। স্বয়ং ভগবান্ আর কাহারও নিকট দীক্ষা-শিক্ষা গ্রহণ করিবার লীলা করিতে পারিবেন না—এইরূপ বিচারধারা অভিনব। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্টের নিকট, কৃষ্ণচন্দ্র সান্দীপনি মুনির নিকট এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষা-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ভগবত্তার বিন্দুমাত্রও হানি হয় নাই। স্বয়ং ভগবানের জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই এইপ্রকার লীলা-বিলাস। সুতরাং মহাপ্রভু কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাঁহার ভগবত্তার বা তাঁহার তত্ত্বের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবলদেব উক্ত বেদান্ত-ভাষ্যের টীকার মঙ্গলাচরণমুখে গুরু-পরম্পরা বা সম্প্রদায় নিরূপণ করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-দানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।" অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণপ্রেম-দান করিয়া জগৎকে নিস্তার করিয়াছেন। উহার দ্বারা বলদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ-প্রেমদাতৃ-স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর মধ্বাচার্য্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আনন্দতীর্থ-নামা সুখময়-ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণব-তরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥—

* ৪৪২ গৌরাব্দে প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ সংস্করণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আদিলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮৩ পয়ার।

ইহাদ্বারা মধ্বাচার্য্যকে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার তরণী-স্বরূপ বলিয়াছেন। একজন কৃষ্ণপ্রেম-দানকারী, অন্যজন সংসার-মোচনকারী। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিবেন? সংসার-মোচন অপেক্ষা প্রেমদান অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ—ইহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মন্ত্র ও মহামন্ত্রের ফলের পার্থক্য বিচার করিতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥*

কৃষ্ণনামই মহামন্ত্র, যাহা হইতে কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। শ্রীল বলদেবপ্রভু "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-দানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ"-বাক্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্বাচার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের উপর মন্ত্রের কার্য্যস্বরূপ সংসার-মোচনের ভার অর্পিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা মধ্বাচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয় নাই। যদিও স্বয়ং ভগবান্ "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" বলিয়া ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে ভগবত্তার হানি না হইয়া, বরং অনন্তগুণে তাঁহার মাধুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—ভক্ত-সেবকই ভক্ত, ঈশ্বর-সেবক ভক্ত নহে।—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ †
(আদিপুরাণ)

ভগবান্ ভক্তাধীন—ইহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সর্ব্বোত্তম বিচার। ইহার দ্বারা ভগবন্মহিমাই সূচিত হইয়া থাকে।

* ৪৪২ গৌরাব্দে প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংস্করণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ, ৭৩ পয়ার।

† শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে পার্থ! যে সমস্ত ভক্ত আমার ভজন করে, তাহারা আমার ভক্ত নহে। কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভজন করে, তাহারাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভক্ত।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত

গৌড়ীয়গণের মধ্বানুগত্যের কারণ

এক্ষণে আমরা উক্ত 'বাদ'-গ্রন্থের ২৪২ ও ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত (ঘ) ও (ঙ) প্রসঙ্গ একত্রে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদের মধ্যে (ঙ) প্রসঙ্গের আলোচনামুখে (ঘ) প্রসঙ্গের সমস্ত কথাই আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। এই প্রসঙ্গেই আমরা তাহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিব।

শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের অন্যত্রও মধ্বানুগত্য প্রচুর প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, তৎসম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থাদি শিষ্য-প্রশিষ্য সকলেরই আনুগত্য করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ-প্রমাণ ও উক্তিসকল গ্রহণ করত ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তিও বহু ক্ষেত্রে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি বহু ঋষিবর্গের প্রমাণও যাহা স্বপক্ষে গৃহীত হইবার যোগ্য তাহা লইয়াছেন; ইহার দ্বারা তিনি তৎ তৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছেন, এইরূপ বলা যাইতে পারে না। ভক্তির অনুকূলে যে-কোন শাস্ত্র বা যে-কোন মতবাদের যে-কোন উক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার তত্তৎগ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখহেতু তত্তৎসম্প্রদায়-ভুক্তির পরিচয় দেওয়া হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু **যেস্থলে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে মতগ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়, কেবল সেইস্থলেই তিনি তৎসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হইবেন—অন্যত্র নহে**; ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইবে।

শ্রীল জীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে মধ্বাচার্য্যের শিষ্য-উপশিষ্য প্রভৃতি বহু অনুগত সাম্প্রদায়িক আচার্য্যবর্গের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রমাণ সংগ্রহ-পূর্ব্বক তত্ত্বসন্দর্ভাদি গ্রন্থে ভাগবতের তাৎপর্য্য অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত নিদ্ধারণ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম—

"অত্র চ স্ব-দর্শিতার্থবিশেষ-প্রামাণ্যায়ৈব। ন তু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য-প্রামাণ্যায় প্রমাণানি শ্রুতি-পুরাণাদি-বচনানি, যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি। ক্বচিৎ স্বয়মদৃষ্টচরাণি চ **'তত্ত্ববাদগুরূণামধুনিকানাং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-শিষ্যতাং লব্ধ্বাঽপি শ্রীভগবৎপক্ষপাতেন, ততো বিচ্ছিদ্য, প্রচুর-**

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৯ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ৯ মাধব, ৪৭১ গৌরাব্দ | মঙ্গলবার, ৩০ পৌষ, ১৩৬৪; ইং ১৪।১।৫৮ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(১১)

উদীর্ণমজরং দিব্যমমৃতস্যন্দ্যধীশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্॥১॥

সর্ব্ববেদপদোদ্গীতমিন্দিরাবাসমুত্তমম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্॥২॥

সর্ব্বদেবাদিদেবস্য বিদারিতমহত্তমঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্॥৩॥

উদারমাদরান্নিত্যমনিন্দ্যং সুন্দরীপতেঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্॥৪॥

ইন্দীবরোদরনিভং সুপূর্ণং বাদি-মোহদম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥৫॥

দাতৃ সর্ব্বামরৈশ্বর্য্য বিমুক্ত্যাদেরহো বরম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥৬॥

দূরাদ্দূরতরং যত্ত্ব তদেবান্তিকমন্তিকাৎ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥৭॥

পূর্ণসর্ব্বগুণৈকার্ণবমনাদ্যন্তং সুরেশিতুঃ।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥৮॥

আনন্দতীর্থ-মুনিনা হরেরানন্দরূপিণঃ।
কৃতং স্তোত্রমিদং পুণ্যং পঠন্নানন্দতামিয়াৎ ॥৯॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

জগদধীশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং অজর, দিব্য ও অমৃত-নিষ্যন্দিরূপে প্রকাশমান। আমি তাহা বন্দনা করি ॥১॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং সমস্ত বৈদিক পদসমূহ-কর্ত্তৃক উদ্‌ঘোষিত ও ইন্দিরাদেবীর উত্তম আবাস-স্থল। আমি তাহা বন্দনা করি ॥২॥

সর্ব্বদেবাদিদেব আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং প্রবল-তমোরাশির বিঘাতক। আমি তাহা বন্দনা করি ॥৩॥

সুন্দরীগণ-কান্ত আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং উদার ও অনিন্দনীয়। আমি আদরপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহা বন্দনা করি ॥৪॥

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নীলকমল-গর্ভসদৃশ মনোরম, পরিপূর্ণ ও বাদিগণের মোহপ্রদ। আমি তাহা বন্দনা করি ॥৫॥

আনন্দময়ের উত্তম পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নিখিল দেবগণের ঐশ্বর্য্য ও বিমুক্তিপ্রদ। আমি তাহা বন্দনা করি ॥৬॥

আনন্দময়ের, পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং দূর হইতেও দূরতর ও নিকট হইতেও নিকটতর। আমি তাহা বন্দনা করি ॥৭॥

সুরেশ্বর আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং পরিপূর্ণ-সর্ব্বগুণের অদ্বিতীয় সিন্ধু, অনাদি ও অনন্ত ॥৮॥

আনন্দতীর্থমুনি-কর্ত্তৃক বিরচিত আনন্দময় শ্রীহরির এই পবিত্র স্তোত্র পাঠ করিয়া মানব আনন্দরূপতা লাভ করেন ॥৯॥

কাল-সংজ্ঞায় নাম

বিষ্ণুপর সংজ্ঞা ও সমাজ এবং স্মার্ত্তপর সমাজ ও বাক্য

যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেতর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা কৃষ্ণ-সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় না। **কৃষ্ণের বিভিন্ন নামাবলী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর শব্দদ্বারা বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া যে-সকল সংজ্ঞা জগতে প্রচলিত আছে, উহা কখনই বিষ্ণু-ভক্তের যোগ্য নহে।** সাধারণ মানব ও বিষ্ণুভক্তে পার্থক্য এই যে, সাধারণ মানব বিষ্ণু ব্যতীত মায়ার সেবা করেন, আর বিষ্ণুভক্ত কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট। একজন ভোগী, অপরটি কৃষ্ণপ্রীতে ত্যক্তভোগ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থান করিয়াও বিষ্ণুভক্ত সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত বর্ণাশ্রমী পতিত এবং সাধারণ হিন্দু বা মানব বলিয়া পরিচিত। সাধারণ হিন্দু আপনাকে 'স্মার্ত্ত' বলিয়া অভিহিত করেন, এবং ঐকান্তিক-বিষ্ণুভক্তিকে সাধারণী জানিয়া নিজে অধঃপতিত হন। তাঁহারা দৈব ও অসুরভেদে দ্বিবিধ।

বিষ্ণু-ভক্তের শাখা, শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত পৃথক্

বিষ্ণুভক্তের জন্য বেদের ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক ছয়টি পুরাণ, র্শনের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্রসমূহ অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বকাল হইতে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে ব্যবহারগত ভেদ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুভক্তি শিথিল হওয়ায় ভারতের নানা স্থানে পঞ্চোপাসনার প্রাবল্য ও ভক্তাভক্ত উভয় সমাজে একপ্রকার বর্ণাশ্রম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীরামানুজস্বামী ও শ্রীমন্মধ্বস্বামী সাধারণ বর্ণাশ্রম হইতে পৃথক্ শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-পন্থা স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন।

আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্চোপাসনা প্রবল থাকায় পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজ, ব্যবহারিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া চলিতেছেন। তথাপি ঐকান্তিক ও মিশ্র-বিচার সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যেও পার্থক্য স্থাপন করিতেছে।

অবৈষ্ণবের গ্রন্থাদি ও ক্রিয়া-কলাপ বৈষ্ণব-বিরোধকারক

অবৈষ্ণব-রচিত গ্রন্থাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অসংখ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচিত ও পঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ-জন্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ও সংরক্ষক আচার্য্যগণ সামাজিক হিত-চিন্তায় সর্ব্বদা রত। আবার বিষ্ণুভক্তি-রহিত পণ্ডিত ও সামাজিকগণ উদারতা ও নির্ব্বিশিষ্টতার নামে সমন্বয়বাদ প্রবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার জঞ্জাল আনয়নপূর্ব্বক অবিমিশ্র বিষ্ণুভক্তগণের, সদাচারকে আক্রমণ করিতেছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্প্রদায় সংরক্ষণ-জন্য ব্যাকরণাদি-শাস্ত্র রচনা

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার্য্যগণ বিপুল পরিশ্রম করিয়া নিজ সৎসম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণের সদাচার সংরক্ষণ ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমদ্ গোপাল-ভট্ট গোস্বামী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদানুসরণে 'শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস' ও 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' গ্রন্থদ্বয় রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর সহায়তায় 'ষট্-সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ রাখিয়াছেন। **ভাষায় অধিকারের জন্য ইতর বৃথা 'ব্যাকরণাদি' অধ্যয়নে জীবন ক্ষয় করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ 'শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ' রচনা করিয়াছেন।** অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-লাভের উদ্দেশে বৈষ্ণবগণকে 'সাহিত্য- দর্পণ', 'কাব্য-প্রকাশাদি' পড়িতে হয় না। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'নাটক চন্দ্রিকা', অলঙ্কার-কৌস্তুভা'দি গ্রন্থপাঠে তদপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান-লাভ হয়। ইতর নাটক ও সাহিত্য-কাব্যাদির পরিবর্ত্তে 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধ-মাধব', 'দানকেলি-কৌমুদী', 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক', 'আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ', 'গোপাল-চম্পূ','গোবিন্দ-লীলামৃত','কৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি সংখ্যাতীত গ্রন্থ সেই অভাব পূরণ করিবে। বেদান্ত-গ্রন্থের অভাব 'গোবিন্দ-ভাষ্য',ভাষা-পীঠক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অনেকটা পূরণ করিয়াছেন।

হরিনামামৃতের সংজ্ঞা নামাশ্রিতগণের প্রীতিপ্রদ এবং কাল-সংজ্ঞা নিরূপণে শ্রীল প্রভুপাদের মধ্বানুগত্য

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাসমূহ সকলগুলিই হরিনামময়; সুতরাং, বৃথা সংজ্ঞা উচ্চারণ ও স্মরণাদির পরিবর্ত্তে শ্রীজীব প্রভুপাদের রচিত ও প্রদত্ত সংজ্ঞা নামাশ্রিত বৈষ্ণবগণের পরমোপাদেয়।

কাল-সংজ্ঞায়ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ একেবারে অন্যমনস্ক ছিলেন—এরূপ বলা যায় না। **শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের কাল-গণনা 'করণ-প্রকাশ'-নামক গ্রন্থ-সাহায্যে গণিত হয়।** অস্মৎ-সম্প্রদায়ে তাদৃশ গ্রন্থ নাই, কিন্তু সংজ্ঞা ন্যূনাধিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই গৌর-জয়ন্তী-ব্রত, মঠ-মন্দিরাদি, ও শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার সংস্থাপক

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নির্ব্যলীক পরম-সুহৃৎ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গদেশে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীগৌর-জন্ম-জয়ন্তী ন্যূনাধিক পালিত হইত বটে, কিন্তু জয়ন্তী-উৎসব বলিয়া বঙ্গদেশে 'শ্রীগৌর-জয়ন্তী-ব্রত-মহোৎসব' সেই মাহাত্মার আত্যন্তিক উদ্‌যোগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন—ইহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। তিনিই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান-কালে শ্রীগৌর-জন্মস্থান, শুদ্ধ হরিনাম ও নাম-মহিমার আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন ও শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবর্ত্তক। **তাঁহারই চেষ্টায় অনেকগুলি বৈষ্ণব-সভা-সমিতি, বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারিণী পত্রিকা, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।** শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ই **'শ্রীচৈতন্যাব্দ' প্রবর্ত্তন**-কার্য্যের মূল মহাপুরুষ। **'শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা'** প্রভৃতি প্রকাশের তিনিই সুপ্রধান সহায় ও একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন।

বৈষ্ণব-পঞ্জিকার অপূর্ণতা পূরণের চেষ্টা

বৈষ্ণব-পঞ্জিকা প্রবর্ত্তনের শৈশবাবস্থা এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। যদিও পত্র-পঞ্জিকা ও বৈষ্ণব-ব্যবস্থা-সম্বলিত পঞ্জিকা আজ ৩৫ বৎসর হইতে কয়েকখানি প্রচারিত হইতেছে, তথাপি সেই পঞ্জিকে পূর্ণাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ বলা যায় না; তাহাতে অনেক অভাব আছে। এমন কি, বৈষ্ণবোচিত সংজ্ঞার উল্লেখও অনেকগুলিতে পাওয়া যায় না। শুধু বৈষ্ণব-পঞ্জিকার অভাব কেন, সকল বিষয়েই

বৈষ্ণব-উদ্দেশের ব্যাঘাতজনক অনুষ্ঠানই পরিলক্ষিত হয়। অবৈষ্ণব সংখ্যার প্রাচুর্য্য ও অবৈষ্ণবতার বহুল-প্রচার-ক্রমে আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার প্রবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি না।

ভক্তিবিনোদ-আশ্রিত-নামধারিগণের পঞ্জিকা-বিরোধ

যেখানে যেটুকু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া কাল্পনিক বৈষ্ণব-অনুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা ন্যূনাধিক স্বার্থ-বিজৃম্ভিত ও অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত। বৈষ্ণবতার নামে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন, উদর-ভরণাদি ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহাদির প্রকার-ভেদ বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদ বৈষ্ণবের নিষ্কপটতার অভাব থাকিলেই এইরূপ 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা'-কার্য্য হরিসেবা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালের বিষ্ণুপর সংজ্ঞা-নিরূপণ

সাধারণের অবগতির জন্য এখানে কালের সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইল। আমরা আশা করি, পঞ্জীকৃদ্‌গণ ভবিষ্যতে এসকল সংজ্ঞা দিবেন। **'বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে'** ও **'হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে'** নিম্নলিখিত **কালের সংজ্ঞা** প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমটি সাধারণ প্রচলিত শব্দ, দ্বিতীয়টি বিষ্ণুভক্তের জন্য।—

(ক) সূর্য্যের গতিদ্বয়

১। উত্তরায়ণ—বলভদ্র
২। দক্ষিণায়ন—কৃষ্ণ

(খ) ঋতু-ষটক্

১। গ্রীষ্ম—পুণ্ডরীকাক্ষ
২। বর্ষা—ভোগশায়ী
৩। শরৎ—পদ্মনাভ
৪। হেমন্ত—হৃষীকেশ
৫। শীত—দেবত্রিবিক্রম
৬। বসন্ত—মাধব

(গ) পক্ষদ্বয় ও মলমাস

১। ক্ষয় বা মলমাস—পুরুষোত্তম
২। কৃষ্ণপক্ষ—প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণ
৩। শুক্লপক্ষ—অনিরুদ্ধ, গৌর

(ঘ) মাস-দ্বাদশক

১। বৈশাখ—মধুসূদন
২। জ্যৈষ্ঠ—ত্রিবিক্রম
৩। আষাঢ়—বামন
৪। শ্রাবণ—শ্রীধর
৫। ভাদ্র—হৃষীকেশ
৬। আশ্বিন—পদ্মনাভ
৭। কার্ত্তিক—দামোদর
৮। অগ্রহায়ণ—কেশব
৯। পৌষ—নারায়ণ
১০। মাঘ—মাধব
১১। ফাল্গুন—গোবিন্দ
১২। চৈত্র—বিষ্ণু

(ঙ) বার-সপ্তক

১। রবি—সর্ব্ব-বাসুদেব
২। সোম—সর্ব্বশিব-সঙ্কর্ষণ

৩। মঙ্গল—স্থাণু-প্রদ্যুম্ন
৪। বুধ—ভূত-অনিরুদ্ধ
। বৃহস্পতি—আদি-কারণোদশায়ী
৬। শুক্র—নিধি-গর্ভোদশায়ী
৭। শনি—অব্যয়-ক্ষীরোদশায়ী

(চ) তিথি-ষোড়শী

১। প্রতিপৎ—ব্রহ্মা
২। দ্বিতীয়া—শ্রীপতি
৩। তৃতীয়া—বিষ্ণু
৪। চতুর্থী—কপিল
৫। পঞ্চমী—শ্রীধর
৬। ষষ্ঠী—প্রভু
৭। সপ্তমী—দামোদর
৮। অষ্টমী—হৃষীকেশ
৯। নবমী—গোবিন্দ
১০। দশমী—মধুসূদন
১১। একাদশী—ভূধর
১২। দ্বাদশী—গদী
১৩। ত্রয়োদশী—শঙ্খী
১৪। চতুর্দ্দশী—পদ্মী
১৫। পূর্ণিমা বা অমা—চক্রী

(ছ) নক্ষত্র-সপ্তবিংশতি

১। অশ্বিনী—ধাতা
২। ভরণী—কৃষ্ণ
৩। কৃত্তিকা—বিশ্ব
৪। রোহিণী—বিষ্ণু
৫। মৃগশিরা—বষট্‌কার
৬। আর্দ্রা—ভূতভব্যভবৎপ্রভু
৭। পুনর্ব্বসু—ভূতভৃৎ
৮। পুষ্যা—ভূতকৃৎ
৯। অশ্লেষা—ভাব
১০। মঘা—ভূতাত্মা
১১। পূর্ব্বফল্গুনী—ভূতভাবন
১২। উত্তরফল্গুনী—অব্যক্ত
১৩। হস্তা—পুণ্ডরীকাক্ষ
১৪। চিত্রা—বিশ্বকর্ম্মা
১৫। স্বাতী—শুচিশ্রবা
১৬। বিশাখা—সদ্ভাব
১৭। অনুরাধা—ভাবন
১৮। জ্যেষ্ঠা—ভর্ত্তা
১৯। মূলা—প্রভব
২০। পূর্ব্বাষাঢ়া—প্রভু
২১। উত্তরাষাঢ়া—ঈশ্বর
২২। শ্রবণা—অপ্রমেয়
২৩। ধনিষ্ঠা—হৃষীকেশ
২৪। শতভিষা—পদ্মনাভ
২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ—অমরপ্রভু
২৬। উত্তরভাদ্রপদ—অগ্রাহ্য
২৭। রেবতী—শাশ্বত

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধু-বৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩১৭ পৃষ্ঠার পর)

গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষা ও গুরুকরণ আবশ্যক

এখন গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষে সদ্‌বৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম-ব্যতীত কলিতে আর ধর্ম্ম নাই। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩-৭৪, ৯৭; ১৭।৩০, ৭৫),

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম॥
সদা নাম ল'বে, যথালাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস॥

গুরুকরণ-বিষয়ে সদুপদেশ ও সদ্বৃত্তি, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৮।১২৭, ২২০, ২২৮),—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সিদ্ধ দেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥

উভয়েরই দুঃসঙ্গ-ত্যাগ কর্ত্তব্য

সর্ব্বদা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ, এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫০),—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"

সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৯।২৭৬-২৭৭),—

প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে॥"

যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দেখা যায়, সেখানে না থাকা উচিত। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১০।১১৩),—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥

উভয়েরই পরোপকার ও সাধু-সেবাদি কর্ত্তব্য

ভজনে যে-সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন, তাহা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন। স্বভাব এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৭।৭২),—

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥

পরোপকার (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ৮।৩৯),—

মহান্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি, তবু যা'ন তা'র ঘর॥

প্রতিজ্ঞা কিরূপ করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।৪),—

প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥"

সাধুর প্রতি প্রীতি-আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১১।২৬),—

প্রভু কহে,—"তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্॥

অনুরাগে দৃঢ়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।৩১),—

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥

নিজ-আচারের দ্বারা শিক্ষাদান ও হৃদয়ের শুদ্ধিতা প্রয়োজন

সচ্চরিত্র-দ্বারা অন্যের প্রতি শিক্ষা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।১৭),—

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে॥

ভজন-সাধনে যত্নাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৪।১৬৫),—

'যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥'

তার্কিক-সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১২।৮৩),—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'॥

পরদুঃখ-কাতরতা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।১৬২-১৬৩),—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥

নির্ম্মল-হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।২৭৪),—

সহজ নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥

মাৎসর্য্য ও দোষ ত্যাগ করা প্রয়োজন

মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৫।২৭৫),—

'মাৎসর্য্য' চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ১৬।১৪৮),—

প্রভু লাগি' ধর্ম্ম, কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥

সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২০।৯১),—

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্‌বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥

শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও নিরপেক্ষতা আবশ্যক

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৬২),—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

সর্ব্বথা শরণাপত্তির প্রয়োজন ; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২২।৯৯),—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তা'রে করে তৎকালে আত্মসম॥

অনুতাপের সহিত দুষ্ট-মত পরিত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ, মঃ ২৫।৪২),—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুঞি পা'ব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥

সর্ব্বদা নিরপেক্ষ-ভাবে থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২৩),—

'নিরপেক্ষ' নহিলে, 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।১৬৩)—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব গ্রাম উজাড়য়॥

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; দয়াও অত্যাবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২১১, ২৩৫; শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৩।১৮২),—

'ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে॥'
'দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয়॥'
প্রভু বোলে,—"বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি'॥"

আচার ও প্রচার একান্ত কর্ত্তব্য এবং বৈষ্ণবে মর্য্যাদা দান-করিবে

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১০৩),—

'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১৩০),—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব,—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥

বৈষ্ণবদেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১৯১),—

প্রভু কহে—"বৈষ্ণব দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥"

সকলেরই বিষয়-ব্যাপার, প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তে হরিসেবা কর্ত্তব্য

গৃহ-ব্যাপার ও বিষয়-ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জ্জন-ভজনের আবশ্যকতা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।২১৪-২১৬),—

এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের 'স্থিতি'-অর্থ বিভাগ করি' দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে বাঁটি' দিলা॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।৭৮),—

মহানুভবের এই মত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥

গ্রাম্য-কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।১০৭),—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥

গুরুর অবজ্ঞা, বিদ্যা-গর্ব্ব, দিগ্বিজয়াদি ত্যাগ করিবে

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৮।৯৭),—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥

মুমুক্ষুতা ও বিদ্যাগর্ব্ব ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২৩।১০৯-১১০)

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
'অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্॥'

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২০।২৮),—

প্রেমের স্বভাব, যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণের মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥

জয়-বাসনা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৩।১৭৩),—

'দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥ (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমার

আয়োজন চলিতেছে।

যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

উপনিষদ্-বাণী

কঠ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩২২ পৃষ্ঠার পর)

শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া যমরাজ বুঝিতে পারিলেন যে, নচিকেতা দৃঢ়-নিশ্চয়ী, পরম বৈরাগ্যবান্, এবং নির্ভীক অতএব আত্মবিদ্যার উপযুক্ত অধিকারী। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই বলিতেছেন—মনুষ্য-শরীর অন্যান্য প্রাণীর মত কেবল বিষয়-সম্ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই। এই দেহ দ্বারা মানুষ ভালমন্দ বিচার করিয়া প্রকৃত সৎপথে গমন করিতে পারে; আবার পশুতুল্য জীবন-যাপনও করিয়া থাকে। মনুষ্যগণের মধ্যে দুইপ্রকার প্রবৃত্তি দেখা যায়। সাংসারিক সুখের প্রকৃত-স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাতে বিতৃষ্ণ-ভাব প্রকাশ করত পরব্রহ্মের অনুসন্ধান-রূপ পরম শ্রেয়ঃ; আর স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহ, সম্মান, প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তিরূপ প্রেয়ঃ। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় মনুষ্যগণকে আবদ্ধ করে। অধিকাংশ লোক ভোগ, প্রত্যক্ষ সুখ আছে মনে করিয়া প্রেয় বস্তুরই সাধন করে, কিন্তু কোন কোন ভাগ্যবান্ মনুষ্য ভগবানের কৃপায় প্রাকৃত ভোগের আপাত-রমণীয়তা ও পরিণাম-দুঃখের রহস্য অবগত হইয়া ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তিরূপ শ্রেয়ঃ সাধনে নিযুক্ত হন। এতদুভয়ের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা ভগবৎ-কৃপায় শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই বাস্তব মঙ্গল লাভ হয়—তাঁহারা চিরকালের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হ'ন। কিন্তু যাহারা সাংসারিক সুখ-সাধনের জন্য চেষ্টিত তাহারা ভ্রমবশে সুখরূপে প্রতীত অনিত্য ভোগ প্রাপ্ত হয়; তাহাতে বাস্তব সুখ নাই,—কিন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ অনিত্য সুখ-মাত্র।

অধিকাংশ লোকের পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস না থাকায় তাহারা অনিত্যভোগে আসক্ত হইয়া মনুষ্য-জীবনকে পশুবৎ অতিবাহিত করেন; কিন্তু যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা শ্রেয়ঃ ও প্রেয় উভয়েরই বিচার করিয়া প্রেয়কে উপেক্ষা করত শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ বিবেক শক্তির অভাবে যোগ-ক্ষেম সিদ্ধির জন্য প্রেয়কেই আপনবোধে গ্রহণ করে। যাহা প্রাপ্তি হয় নাই, ভোগের নিমিত্ত তাদৃশ বস্তুর প্রাপ্তি ও তাহাদের রক্ষা করার নাম যোগ-ক্ষেম।

এক্ষণে নচিকেতার প্রশংসা করিয়া যমরাজ বলিতেছেন—হে নচিকেতা!

তুমি বিশেষ বুদ্ধিমান, বিবেকী ও বৈরাগ্যবান্। নিজেকে যথেষ্ট চতুর, বিবেকী ও তর্কশীল-অভিমানী অনেক মনুষ্য ভোগের মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে; কিন্তু তুমি ঐসকল লোভজনক দ্রব্য—পুত্র, পৌত্র, হাতী, ঘোড়া, গোধন, ভূমি, পৃথিবীর সাম্রাজ্য, রত্নময়ী মালা, এমন কি, স্বর্গীয় সুন্দরী রমণীগণকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছ। অতএব তুমি পরমাত্ম-তত্ত্ব শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা নামে বিখ্যাত দুইটী বস্তু পরস্পর বিপরীত ও ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদানকারী। যাহার ভোগে আসক্তি আছে, সে কল্যাণ-সাধনে অগ্রসর হইতে পারে না। আর কল্যাণ-মার্গের পথিক ভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু ভোগমাত্রই দুঃখজনক—বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। হে নচিকেতা, তুমি বিদ্যার অভিলাষী বলিয়া বড় বড় ভোগ্য-সামগ্রী তোমার চিত্তকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু অবিদ্যার অন্তর্গত থাকিয়া বহু ব্যক্তি নিজেকে বিদ্বান্ অভিমান করত ভ্রম-মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে 'অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায়' বিপথে পতিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অন্ধব্যক্তি যদি অন্য এক অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা উভয়ই যেরূপ গর্ত্তে পতিত হইতে পারে অথবা বৃক্ষ, গৃহ বা পর্ব্বতাদিতে ধাক্কা খাইয়া দুঃখকেই বরণ করে, সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব মূর্খতাক্রমে বিদ্বান্ অভিমানবশে শাস্ত্র-আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া, প্রত্যক্ষ ভোগ-সুখ বাসনায় অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিয়া মৃত্যুর পরে পশু-পক্ষ্যাদি অসৎযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। জাগতিক ভোগসুখ বা ধনসম্পত্তির মোহে মুগ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তির পরলোকের ধারণা আসে না; তাহারা ভোগে আসক্ত হইয়া প্রমাদবশে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতে থাকে। ইহলোকই সর্ব্বস্ব, মৃত্যুর পর আর কি থাকিতে পারে?—ইত্যাকার ধারণা লইয়া মৃত্যুর পর পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ করিবার জন্য বারম্বার নিকৃষ্ট যোনিতে গমন করিতে থাকে। উহারা এইমাত্র বুঝে—যাহা কিছু প্রত্যক্ষ দেখা যায়, ইহাই সত্য। সুতরাং সামর্থ্য ও সম্পত্তি থাকিতে যথাসাধ্য বিষয়ভোগ করিয়া লওয়া উচিত। কেহই পরলোক দেখে নাই, তাহা কল্পনামাত্র। এইপ্রকার ধারণাশীল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ মৃত্যু-কবলে পতিত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মরাজের বিচারান্তে কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত নানাপ্রকার অসৎ যোনিতে ভ্রমণ করে; কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পায় না।

এক্ষণে আত্মতত্ত্বের দুর্লভতা জানাইতেছেন,—আত্মতত্ত্ব সাধারণ-কথা-মাত্র

নহে। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি আত্মকল্যাণের চর্চ্চা করে না, তাহারা এইরূপ অবস্থার মধ্যে বাস করে যেখানে দিনরাত্র আহার নিদ্রাদি-বিষয়ক বিষয়-চর্চ্চাই একমাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং অষ্টপ্রহর বিষয়-কথায় নিমগ্ন থাকায় আত্ম-জ্ঞানের কথা তাহাদের শ্রবণের প্রয়োজন বোধ হয় না। অতএব আত্মতত্ত্ব শ্রবণের লোক দুর্লভ। যদি কেহ কোনরূপে কিছু কথা শ্রবণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিষয়-নিবিষ্ট-চিত্ত আত্মতত্ত্বের ধারণা করিতে পারে না, বা সে বিষয়ে চেষ্টাও করে না। কোন কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাহা যথার্থরূপে বর্ণন করিতে পারেন না, সুতরাং ইহার বক্তাও দুর্লভ। আবার এই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক চর্চ্চা করিয়া তদ্‌বিষয়ে অনুভূতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও বিরল; সুতরাং এতদ্‌বিষয়ের জ্ঞাতাও দুর্লভ। এই দুর্লভতার কারণ এই যে —পৃথিবীতে যত দৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু আছে, ইহা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। ইহা এত গূঢ় যে, সাধারণ অল্পজ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া কোন ব্যক্তি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বিচার-বিতর্ক দ্বারাও ইহার ধারণা হওয়া অসম্ভব। এতদ্‌বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞাতা ও বক্তা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার উপদেশে আত্মজ্ঞান-লাভের সুযোগ হইতে পারে। আবার নচিকেতাকে বলিতেছেন— তোমার ন্যায় এইরূপ নির্ম্মল মতি তর্কের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ চিত্তবৃত্তি ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত মহাপুরুষের সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই পাওয়া যায়। তোমার মত উপযুক্ত ধৈর্য্যশীল ও নিষ্ঠাযুক্ত জিজ্ঞাসু বিরল।

হে নচিকেতা! কর্ম্মফলের দ্বারা যে-সকল ইহলোক ও পরলোকের ভোগ প্রাপ্তি হয়, তাহা যতই মহান্ হউক না কেন, তাহা অনিত্য। আর অনিত্য সাধনের দ্বারা নিত্যবস্তুর প্রাপ্তি হয় না। এই রহস্য জানিয়া আমি কর্ত্তব্যবুদ্ধি-বশে ও কামনারহিত হইয়া নচিকেত-অগ্নির চয়ন করিয়াছিলাম বলিয়া, পরমাত্ম-তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছি। তুমিও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিষ্কাম। কেন-না তোমাকে যাবতীয় ভোগ্যবস্তু পরিপূর্ণ স্বর্গাদি-সুখের বিষয় তোমার সম্মুখে স্থাপন করিলেও তুমি সে-সকল অস্তবান্ জানিয়া ধৈর্য্যের সহিত ঐ-সকল পরিত্যাগ করিয়াছ। ঐ সকল বিষয় তোমার চিত্তকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। অতএব তুমি আত্মতত্ত্বের অধিকারী।

সেই গূঢ়তত্ত্ব সকলের হৃদয়গুহাতে স্থিত। পুরাণ-পুরুষ পরমেশ্বরকে কেহ সহজে দেখিতে পায় না। যাহারা নিরন্তর তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাঁহারা সেই সনাতন পুরুষকে দর্শন করিয়া জাগতিক হর্ষ-শোক হইতে

অতীত হন। তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে ঐ-সকল বস্তু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ অনুভবী মহাপুরুষের নিকট শ্রবণ করিয়া একান্তে মননাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে আনন্দময় পরব্রহ্মের দর্শন হইয়া থাকে। হে নচিকেতা! তোমার জন্য সেই পরমব্রহ্মের দ্বার উন্মুক্ত। তুমি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উত্তম অধিকারী।

নচিকেতা যমরাজের মুখে নিজ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্বন্ধ-রহিত, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সমস্ত বস্তু হইতে স্বতন্ত্র পরমেশ্বরকে আপনি যেরূপ দর্শন করিতেছেন, তাহা উপদেশ করুন।

এক্ষণে যমরাজ উপদেশ আরম্ভ করিতেছেন—সমস্ত বেদ নানা ছন্দে যাঁহাকে প্রতিপাদন করে, তপঃ আদি সাধনের একমাত্র লক্ষ্য যিনি, যাঁহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় সাধক নিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই পুরুষোত্তমের সংক্ষেপে পরিচয়—"ওঁ" এই এক অক্ষর। এই অবিনাশী অক্ষর প্রণবই একমাত্র পরব্রহ্মের স্বরূপ—এই অক্ষরই পরম-পদ এবং এই অক্ষরকে জানিতে পারিলে, যাহা ইচ্ছা হয় তাহারই প্রাপ্তি ঘটে। এই ওঁকারই সর্ব্বপ্রকার অবলম্বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন অর্থাৎ আশ্রয়। এই আশ্রয়কে জানিলে ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হওয়া যায়।

এই আত্মবস্তু (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) নিত্য, অবিনাশী, এবং জড় শরীর হইতে অত্যন্ত পৃথক্। ইহা অনাদি ও অনন্ত, ইহার কার্য্য বা কারণ নাই। ইহা জন্ম-মরণ-রহিত সদা এক-রস ও সর্ব্বদা নির্ব্বিকার। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহার নাশ হয় না। যে ইহাকে 'মরণশীল' অথবা 'কেহ ইহার হন্তা হইতে পারে'—মনে করে, সে সর্ব্বথা ভ্রান্ত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্ব্বদা একত্র নিবাস করিলেও, জীবাত্মা পরমাত্মার দর্শন করিতে পারে না; কিন্তু মোহবশে ভোগ্যবস্তুতে মুগ্ধ হইয় পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে ভ্রমণ করে। যাঁহারা ভগবৎকৃপায় নিজ নিত্য-স্বরূপের পরিচয় অবগত হন, তাঁহারা নিষ্কাম ও শোকরহিত হইয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম মহান্ হইতেও মহান্ এবং অণু হইতে অণু অর্থাৎ যাবতীয় মহান্ বস্তু তাঁহারই অধীন এবং সর্ব্ববস্তুতে তিনি অণুরূপে প্রবিষ্ট বলিয়া অণু হইতেও অণু। সেই অচিন্ত্য-শক্তি পরমেশ্বর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। তিনি নিত্য পরমধামে বিরাজমান্ থাকিয়াও দূরে গমনশীল। তিনি অনন্তশয্যায়

শায়িত থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিচরণশীল। এইরূপ অলৌকিক মহিমান্বিত হইলেও তাঁহাতে তিনি ঐশ্বর্য্য-মদ-মত্ত নহেন। তিনি বিনাশশীল শরীরসকলে প্রাকৃত-শরীর-রহিত হইয়া নিজ নিত্য চিন্ময় সত্তায় অবিচলিতভাবে স্থিত আছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই মহান্ বিভুকে জানিতে পারিয়া শোকরহিত হন। সেই পরমেশ্বর বিচিত্র বিচারশীল শাস্ত্রজ্ঞ বক্তার বক্তৃতার অধিগম্য নহেন। বুদ্ধিদ্বারা বিশেষ বিবেচনারও তিনি অগম্য এবং তদ্‌বিষয়ে বহু শ্রবণকারীরও গোচরীভূত হন না; কিন্তু যাহাকে তিনি উপযুক্ত পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক কৃপা করিবেন, তাহারই লভ্য। তাৎপর্য্য এই—শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভগবৎ-কৃপার জন্য উৎকট অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে কৃপাময় প্রভু নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সেই ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা দুশ্চরিত্রতা হইতে বিরত হয় না, যাহারা জাগতিক বিষয়-প্রাপ্তির মোহে মুগ্ধ বলিয়া অশান্ত এবং যাহাদের চিত্ত-বৃত্তি পরমাত্ম-বস্তুতে সমাহিত হয় না—স্থিতপ্রজ্ঞ হয় না, পরমাত্মা তাহাদের পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার-বিতর্কের গোচরীভূত হ'ন না। তিনি তাহাদের বহুদূরে অবস্থিত। মনুষ্য-শরীরসকলের মধ্যে ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মরক্ষক ক্ষত্রিয়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করা হয়। তাঁহারাও কাল-স্বরূপ পরমেশ্বরের ভোজন-স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার শাসনের অধীন। অন্য মনুষ্যের ত' কথাই নাই—সকলেই কালের বাধ্য হইয়া জন্ম-মৃত্যু লাভ করে। আর সকলের মৃত্যুবিধানকারী মৃত্যুদেবও কালের ব্যঞ্জন-স্বরূপ—(ভোজনের সঙ্গে ভোজন করা হয়) অর্থাৎ তিনিও কালের বাধ্য হইয়া মৃত্যু-লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং ঈদৃশ ঈশ্বরকে কে জানিতে পারে? মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়দ্বারা জাগতিক বস্তুর জ্ঞান হইলেও ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বর সকলের গোচরীভূত হন না। কিন্তু তিনি কৃপাপূর্ব্বক উপযুক্ত পাত্রকেই নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

"শ্রীগুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্"

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্র আরও বলেন—

অভীষ্টদেবে রুষ্টে চ গুরুঃ শক্তো হি রক্ষিতুম্।
গুরৌ রুষ্টেঽভীষ্টদেবো ন হি শক্তশ্চ রক্ষিতুম্॥
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো যস্মিংস্তুষ্টে চ দেবতাঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেবই তাহাকে রক্ষা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুদেব রুষ্ট হইলে ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে শ্রীহরি ও সমস্ত দেবতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভেও আমরা পাই—

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

[শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবে।]

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিস্ফলং ভবেৎ॥

[প্রথমে গুরুপূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিবে। তাহা হইলেই সিদ্ধি হইবে। নতুবা পূজা নিষ্ফল হইবে।]

শাস্ত্র আরও বলেন—

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেব শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥ (আগমে)

[সিদ্ধরস-স্পর্শে তাম্র যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কেবল শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যেই অর্থাৎ একমাত্র শ্রীগুরুসেবাদ্বারাই শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন—অনায়াসে ভগবানকে লাভ করেন।]

"নাহমিজ্যাপ্রযাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ (ভাঃ ১০।৮০।৩৪)

জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তীত্যাহ নাহমিতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ সংখ্যা)

[শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমি গুরু-শুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, গৃহস্থধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। ভগবজ্-জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ সেব্য—আরাধ্য আর কেহ নাই। সুতরাং শ্রীগুরুসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও আর কিছু নাই। গুরুসেবা সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।৬১ ধৃত বিষ্ণুস্মৃতি-বাক্য)

যে ব্যক্তি কায়, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতও কৃপা করিয়া আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন—

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥ (ভাঃ ১০।৮০।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত টীকা—গুরো নিষ্কৃতং ঋণশোধনং, সর্ব্বোঽর্থো মমতাস্পদং আত্মা অহন্তাস্পদঞ্চ তয়োরর্পণম্।

যে পরমকরুণাময়, অপরিসীম স্নেহের সাগর শ্রীগুরুদেব নিজগুণে কৃপা করিয়া শিষ্যকে ভক্তিদানপূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগুরুদেবের ঋণ কেহ সম্যগ্ভাবে পরিশোধ করিতে পারে না। যে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের প্রেম-ঋণে আবদ্ধ হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া চিরঋণী বা চিরবশীভূত হইয়া আছেন, সেই প্রেমমূর্ত্তি—স্নেহের মূর্ত্তি—সেবার মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপাঋণ বা স্নেহঋণ পরিশোধ করা কি শিষ্যের পক্ষে সম্ভব? এজন্য প্রকৃত শিষ্য নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের সুখবিধানের জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল। তাই সৎ-শিষ্য শ্রীগুরুদেবের ঋণ কিঞ্চিৎ পরিশোধের জন্য তাঁহার সুখ-বিধানার্থ নিজের সর্ব্বস্ব—আত্মা, দেহ, হৃদয়, মন, প্রাণ ও মমতাস্পদ যাবতীয় বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে সানন্দে সমর্পণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বস্ব দিয়াও যখন তাঁহার আশা মিটে না, তখন সেই সৎশিষ্য অশ্রুকে সম্বল করত চিরঋণী থাকিয়া নিজকে গুরুর ক্রীতদাস জানিয়া সতত ইষ্টদেবের কৃপাভিখারী হন। তখন শিষ্যের চিত্ত গুরু-চিন্তায় ও গুরু-সেবায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়ায় সে আত্মবিস্মৃত না হইয়া

পারে না। সৎ-শিষ্যের এই প্রাণভরা সহজ স্নেহ-প্রীতি ও সেবায় তন্ময়তা দেখিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে সানন্দে আত্মসাৎ করিয়া নিজ নিত্যসেবা প্রদান করত কৃতার্থ করেন।

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥ (ভাঃ ৭।৭।৩০)

শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা—গুরুশুশ্রূষয়া স্বপনসম্বাহনাদিকয়া তথা সর্ব্বেষাং লব্ধানাং বস্তূনামর্পণেন চ। তচ্চার্পণং ভক্ত্যৈব ন তু প্রতিষ্ঠাদিনা হেতুনা।

শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী সেবা প্রীতির সহিত করিতে হইবে। স্নেহ-সেবা দ্বারা শ্রীগুরুদেব অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া শিষ্যকে অমায়ায় কৃপা করেন। প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোন অভিলাষ লইয়া গুরুসেবা করিতে হইবে না। গুরু-কৃষ্ণের সুখের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক সেবা করিতে হইবে। তাহাতে এই জন্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি অবশ্যই হইবে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—"গুরুসেবা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গরূপা পরিচর্য্যারূপা চ। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাহা নিজ জীবনে পালন করার নাম প্রসঙ্গরূপা সেবা। আর কায়ের দ্বারা বিবিধ সেবা, মনের দ্বারা গুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী চিন্তা, বাক্যের দ্বারা গুরুদেবের মহিমাকীর্ত্তন এবং ধন, সম্পত্তি ও বিবিধ দ্রব্যদ্বারা গুরুসেবার নাম পরিচর্য্যারূপা সেবা। পরিচর বা অনুচর (সেবক) অভিমানেই সেবা সুষ্ঠু হয়। প্রসঙ্গরূপা সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপা সেবার ফল অধিক ; ইহাতে ভগবান্ শীঘ্রই প্রসন্ন হন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—"পুরশ্চরণ ব্যতীত শতবৎসর জপ করিলেও মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পুরশ্চরণ দ্বারা সাধকের যাবতীয় বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। এজন্য সিদ্ধিকামী সাধকমাত্রেরই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণ করা কর্ত্তব্য। পুরশ্চরণ না করিলে কি হোম, কি জপ, কি মন্ত্র-বিষয়ে বহু পরিশ্রম—সবই ব্যর্থ হয়। পুরশ্চরণই—মন্ত্রের প্রধান বীর্য্য বা শক্তি বলিয়া কথিত। নির্বীর্য্য দেহী যেমন কোন কার্য্যে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পুরশ্চরণবিহীন মন্ত্রও শক্তিহীন বলিয়া তদ্দ্বারা কোনও ফল লাভ হয় না।"

পুরশ্চরণ বহুব্যয়-সাধ্য, বহুশ্রম-সাধ্য ও বহু সময়-সাপেক্ষ বলিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পুরশ্চরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এইজন্য বুদ্ধিমান্ স্নিগ্ধ ভক্তগণ গুরুকে ঈশ্বর জানিয়া প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিয়া থাকেন। কেবল গুরু-

কৃপাতেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাৎ ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৭ বিঃ, ১৩০)

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রানুসারে পুরশ্চরণ করিতে হইবে। অথবা শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া অকপট সেবাদ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধানপূর্ব্বক ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিবে। কিন্তু যাহারা পুরশ্চরণও করিবে না কিংবা গুরুসেবাও করিবে না, তাহাদের সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুদেবই সমস্ত মঙ্গলের মূল। এইজন্য প্রত্যহ গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পুরশ্চরণ না করিয়াও মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরি-উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—কেবল-শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণ-সিদ্ধিঃ স্যাৎ।"

শাস্ত্র আরও বলেন—

যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা।
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥
মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদিচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৭ বিঃ, ৩০)

যাঁহার ভগবান্, গুরু ও মন্ত্রে অচলা ভক্তি হয়, তিনি শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। যদি কেহ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তবে তিনি মন্ত্র ও গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবেন। এই তিনটী অপ্রাকৃত বস্তুতে কখনও ভেদ বুদ্ধি করিবেন না।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজজন জগদ্‌গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥

করত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছে। স্নেহময় শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বাভীষ্ট-দেবের সহিত নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক এ দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন—ইহাই তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণে এ কাঙ্গালের কাতর প্রার্থনা —

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

(শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত গুর্ব্বষ্টক ৮)

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথায়ও গতি নাই,—আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

পতিতের কৃপা-প্রার্থনা

শ্রীগুরুদেব তুমি প্রেমের মহাজন।
রূপানুগ-বর তুমি গৌর-নিজজন ॥১॥
মায়াবাদ-রাহুগ্রস্ত দেখি' বিষ্ণুভক্তি।
অবতীর্ণ হইলে তুমি মূর্ত্ত-গৌরশক্তি ॥২॥
অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-বলে খণ্ডি' যত মত।
প্রচারিলে বিষ্ণুভক্তি শাস্ত্র-সুসঙ্গত ॥৩॥
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-ধারা পুনঃ প্রবর্ত্তন।
করিয়া করিলে তুমি ভক্তির স্থাপন ॥৪॥
চৈতন্য-বাণীর তুমি মূর্ত্ত-শ্রীবিগ্রহ।
ভক্ত-ভক্তি-সংরক্ষণে অপূর্ব্ব আগ্রহ ॥৫॥
দয়ার সাগর তুমি পতিত-পাবন।
উদ্ধারিলে মায়া হ'তে কত শত জন ॥৬॥
কত যে অপরাধ কৈনু চরণে তোমার।
স্নেহ করি' ক্ষমিয়াছ উহা বারবার ॥৭॥

কত যে করিলে তুমি আমা লাগি' যত্ন।
যাতে ছুড়ে' নাহি ফেলি ভক্তি-মহারত্ন ॥৮॥

আপন শাবকে রক্ষে যেমতে পক্ষিণী।
তেমনি রক্ষিলে তুমি মোরে গুণমণি ॥৯॥

কিন্তু হতভাগ্য আমি অতি দুরমতি।
লেশমাত্র নহিল তব চরণেতে রতি ॥১০॥

বহুযত্নে লভি' ধন হারা'নু অযত্নে।
এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে অনুক্ষণে ॥১১॥

তোমার স্নেহের কথা উদিত হইয়া।
শোকের সাগরে মোরে দিতেছে ডারিয়া ॥১২॥

কি করিব, কোথা' যা'ব, কি হইবে গতি।
নাহি মনে শান্তি, মোর করমে শকতি ॥১৩॥

আশীর্ব্বাদ কর প্রভু এই দীন-হীনে।
তব দত্ত সেবা যেন করি প্রাণপণে ॥১৪॥

তব প্রিয়জন যাহা করিবে আদেশ।
পালিব সতত জানি' তোমার নিদেশ ॥১৫॥

জনমে জনমে 'মাধব-দাসের' অভিলাষ।
যেন তব ভক্তসহ নিত্য হয় বাস ॥১৬॥

তাঁ'দের হইয়া যেন তোমার চরণ।
হৃদয়-মন্দিরে ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥১৭॥

—শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ (আসাম)

দীক্ষার প্রভাব

ত্রিদিব ষড়তীর্থ, মুখার্জ্জী বংশের ছেলে। ছয়টি বিষয়ে তীর্থ উপাধি লাভ করিয়া সাধারণের কাছে বেশ মান্য ও বরেণ্য হইয়াছে। রূপ, গুণ, কৌলিন্য তিনটিরই একত্র সমাবেশ থাকায় কলিকাতারই এক বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে অল্প-দিন হইল বিবাহ হইয়াছে। বধূটি পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিতা, তবে সুশিক্ষিতা কিনা এই পরিচয়-লাভের সুযোগ ত্রিদিব এখনও পায় নাই। পিতা তারানাথ

বিবাহ-ব্যাপারে ত্রিদিবের শত অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়াই পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। একে পরমাসুন্দরী মেয়ে, তাহার উপর অপর্য্যাপ্ত যৌতুকাদি-লাভের সুযোগ উপেক্ষা করা তিনি কিছুতেই সঙ্গত মনে করেন নাই।

তারানাথ ঘোর শাক্ত। বাড়ীতে ছাগ-মহিষাদির বলিদান-সহ খুব ঘটা করিয়াই শক্তি-পুজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দৈনন্দিনভাবে চণ্ডীমণ্ডপের চণ্ডী-পটে ও ঘটে ফুল, বেলপাতা দেওয়া হয়। প্রয়োজনমত মায়ের নিকট বলির উদ্দেশ্যে হাঁস, কবুতর ও ছাগল অনেকগুলিই পোষ্যরূপে বাড়ীতে পোষণ করা হইতেছে।

ত্রিদিবের শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়েরা বড় বড় চাকুরী করেন, লম্বা বেতন পান, ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারেন না। রসনা-তৃপ্তিকর হইলে যে-কোন নিষিদ্ধ খাদ্যেও অরুচি বা আপত্তি নাই। সামাজিক আচার, নিয়ম পালনকে তাহারা কু-সংস্কার মনে করেন। অথচ তাহাদের অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলিবার শক্তি কাহারও নাই।

আহারাদি ও চালচলনে আচারী তারানাথ ও অনাচারী ত্রিদিবের শ্বশুরের মধ্যে বিশেষ কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। দুই বৈবাহিকের মধ্যে বেশ ভাব। ধর্ম্মাদি লইয়া ইহাঁদের মধ্যে কোন তর্ক উপস্থিত হয় না। কারণ "ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে"—এই বাণী সম্বন্ধে উভয়েই অবহিত আছেন। তবে ত্রিদিব "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" সম্বন্ধেও অবহিত আছে। সে শাস্ত্রপাঠে অতি উত্তমরূপেই বুঝিয়াছে যে, আহারের অসংযম ধর্ম্ম-জীবনের চরম-বিরোধী। আর ধর্ম্মকে বাদ দিয়া মানুষের জীবনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশুরও আছে। সুতরাং ধর্ম্মের দ্বারাই মানুষ ও পশুতে ভেদ হয়। চার্চ্চাক্-দর্শনের যাহারা দোহাই দেয়, তাহাদেরও চিন্তা করা উচিত—ঋণ করিয়া ঘৃত-পান-পুষ্ট জবনের মিয়াদও সীমাবদ্ধ । পরকাল অসীম। সেই অসীম জীবনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে আমাদের মানব-জীবনের এই সামান্য দিন কয়েকটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বিশেষতঃ "নরতনু ভজনের মূল", সুতরাং বিজ্ঞ মানবমাত্রেই ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

ত্রিদিব আধ্যাত্ম দর্শন পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে—জীবাত্মা ভগবানের নিত্য ভোগ্য এবং যোষিৎ বা প্রকৃতি। পরমপুরুষের সঙ্গলিপ্সু প্রকৃতি-তত্ত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এই আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতিই মানবের ত্রিতাপের কারণ। ভগবৎ-সম্বন্ধের বিস্মৃতি ঘটে, কিন্তু সেই সম্বন্ধের

বিলাপ ঘটে না—তাই নিত্য। জাগতিক সম্পর্ককে বন্ধন বলা চলে, কিন্তু সম্যক্ প্রকার বন্ধন অর্থাৎ 'সম্বন্ধ' বলা চলে না, তাই উহা অনিত্য। ভগবৎ-সম্বন্ধের উদ্বোধন করাই অভিধেয় বা সাধন। আর প্রয়োজন প্রেম। নাম, ধাম, পরিকর ও লীলা-সম্বলিত অপ্রাকৃত নিত্য রাজ্যে অবস্থানই জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি যোগমায়া সেই রাজ্যের অধিকারিণী। সেই শক্তিকে অনন্তকালের জন্য লাভ করিয়া যে সাধক ধন্য বা কৃতার্থ হয়—সেই প্রকৃত শাক্ত। বৈষ্ণবমাত্রই সেই যোগমায়া শক্তির আরাধনা করেন বলিয়া বৈষ্ণবগণই প্রকৃত শাক্ত।

ত্রিদিবের শ্বশুরালয় ও পিত্রালয় দুইটিই তাহার ঐ ধর্ম্ম-মনোভাবের পরিপন্থী। পিতা মুক্তিকামী শক্তি-উপাসক। অথচ—

"মুক্তি তায় তুচ্ছ ফল করিয়া মানয়।
যা'র দেহে শুদ্ধা ভক্তি-দেবীর আলয়॥"

তথাপি আপত্তি নাই, কারণ সকলের রুচি সমান নহে। কিন্তু দেবীর দোহাই দিয়া নিজ নিজ রসনা-তৃপ্তির ইন্ধন যোগান কিছুতেই সার্ব্বজনীন নীতি-সঙ্গত হইতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মে সম্বন্ধাত্মিক ভাব বা আচারের নাম আত্ম-ধর্ম্ম এবং দেশ-কাল-পাত্রভেদে দেহ-ধর্ম্মমূলক আচারাদি অনাত্ম-ধর্ম্ম। গীতায়—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে ঐ অনাত্মধর্ম্ম ত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে। ভগবৎ-সম্বন্ধাত্মিক ভাব বা 'মামেকং শরণং ব্রজ'-মূলক শরণাগতির নাম আত্মধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম পরিত্যাগের প্রশ্ন উঠে না। এই আত্মধর্ম্মের সামান্য গ্রহণেও মহৎলাভ হইয়া থাকে। ঐহিক বা পারত্রিক সুখ-লালসা-তৎপর হইয়া যাহারা অনিত্য ও অশুভকর অনাত্মধর্ম্মকেই বড় করিয়া দেখেন, তাহাদের সহিত ত্রিদিবের স্বজাতীয় আশয় নাই।

তারানাথের পঞ্চ 'ম'-কার সাধন-মূলক প্রচেষ্টাকেও ত্রিদিব সমর্থন করে না। আগম ও তন্ত্রপাঠে সে স্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে পঞ্চ 'ম'-কার সাধন ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক হইলেও ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ঐরূপ নহে। যথা—

(১) সহস্রারের ব্রহ্ম-রন্ধ্র হইতে যে অমৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, তাহার নাম 'মদ্য'। যিনি চিত্ত-সমাহিত করিয়া শক্তি-সাধনায় সেই মদ্য পান করিতে পারেন তিনি **'মদ্য'-সাধক**।

(২) 'মা' অর্থে রসনা; 'অংস' অর্থে সংযম। বাক্-সংযমী ব্যক্তিকে **'মাংস'-সাধক** কহে।

(৩) ইড়া ও পিঙ্গলায় প্রবাহিত শ্বাসদ্বয়ের নাম 'মৎস্য'। ঐ শ্বাস-নিরোধকারী **'মৎস্য'**-সাধক।

(৪) সৎসঙ্গদ্বারা অসৎসঙ্গ মুদ্রণ বা ত্যাগকারী **'মুদ্রা'**-সাধক।

(৫) কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া যিনি সহস্রারস্থিত শিবে যুক্ত করেন, তিনি **'মিথুন'**-সাধক। সুতরাং পঞ্চ 'ম'-কারের এইরূপ দার্শনিক অর্থ স্বীকার করিলে আর ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত হইতে হয় না।

পিতা ও পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির ত্রুটী-বিচ্যুতি ত্রিদিবের কাছে বড় হইয়া দেখা দেওয়ায় সে ভারী অনুতপ্ত হইল। অথচ গুরুজনকে কোনও কথা বলা চলে না। ত্রিদিব শ্রীনবদ্বীপের এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকের চাকুরী নিয়াছে। বিবাহের দিনকয়েক পর সেই যে বাড়ী হইতে গিয়াছে আর সে বাড়ীতে আসে নাই। পত্নী রেণুকা, ত্রিদিবের মাতা কাত্যায়নীর বহু কাকুতি ও দুঃখ-শোকের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার স্বামীকে বাড়ীতে আসিবার জন্য কয়েকখানি পত্রই লিখিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আবেষ্টনী বা পরিবেশ চিন্তা করিয়া ত্রিদিব কি লিখিবে ভাবিয়া পায় না। বিশেষতঃ চিঠিতে স্ত্রীকে 'প্রিয়তমা', 'প্রাণেশ্বরী' প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া স্বামীর প্রণয়-জনক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা, ত্রিদিব নিতান্ত 'নোংরা' মনে করে। তাই রেণুকার পত্রের উত্তরে মাতা কাত্যায়নীর নামেই কুশল পত্র লিখিয়া মাতা ও বধূকে সান্ত্বনা দান করে। কারণ ত্রিদিব জানে, তাহার স্নেহময়ী মাতা পুত্র-বিরহকে দুঃসহ মনে করেন; রেণুর মনের খবর কতকটাও ত্রিদিবের কাছে ধরা পড়ে। পিতা ত্রিদিবকে স্নেহ করেন না—বলা চলে না। কারণ সন্তানের মধ্যে সেই 'সবে ধন নীলমণি'। তবে তাঁহার মুদ্রার মোহ এতবেশী যে, পুত্রের অর্জ্জিত অর্থ মাস মাস পাইবার সুযোগ হইলে পুত্র চির-প্রবাসী থাকিলেও তাঁহার বিশেষ কোন আপত্তি নাই।

দীর্ঘ প্রবাসের পর কোন এক পূজার বন্ধে ত্রিদিব বাড়ীতে আসিল। ইহাতে বাড়ীর সকলের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার কথা। কিন্তু ত্রিদিবকে দেখিয়া মাতা বিস্মিতা, পত্নী ভীতা ও পিতা রক্তচক্ষু হইয়া উঠিলেন। ত্রিদিবের গলায় তুলসী-মালা, সর্ব্বাঙ্গে হরিমন্দির তিলক, মুণ্ডিত মস্তকে একগোছা শিখা। আর শুনা গেল, একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ত্রিদিব আমিষ ত্যাগ করিয়াছে। তারানাথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"বের কর গিন্নী, বাড়ী থেকে হতভাগাকে; কুপুত্র অপেক্ষা নির্ব্বংশ থাকাই ভাল। আমার বাড়ীতে ওর ভাত নেই। কি লজ্জার কথা! তারানাথ মুখুজ্জের ছেলে 'বৈরাগী'! লোক-

সমাজে মুখ দেখানো চলবে না। ও রোজগার কচ্ছে,—চাইনা ওর রোজগারের টাকা। হায়! এই জন্যেই রক্ত জল ক'রে হতভাগাকে পড়িয়েছিলাম?"

কাত্যায়নী বলিলেন—ওগো, ছেলেমানুষ একটা অন্যায় যদি করেই ফেলে, তার কি মার্জ্জনা নেই?

তারানাথ—মার্জ্জনা? বল কি? ছয় ছয়টা উপাধি লাভ ক'রেও তোমার ছেলে ছেলেমানুষ! বলিহারী যাই তোমার ছেলের পাণ্ডিত্যের! পণ্ডিত হ'লে গুরু-দীক্ষাদি-ব্যাপারে পিতামাতার আদেশের কোন প্রয়োজন নাই? পুত্র পণ্ডিত হ'লে পিতার আর গুরুত্ব থাকে না। তিনি চরম লঘু হয়ে যান। আজই তা'র চরম দৃষ্টান্ত! চমৎকার!

পিতার উক্তিতে ত্রিদিব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। মাতা কাত্যায়নী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সহসা রেণুকা পরদার অন্তরাল হইতে ছুটিয়া শ্বশুর তারানাথের চরণে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মুখে কোন ভাষা যোগাইল না। এই মৌন আবেদনে ত্রিদিব অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। এত তীব্র আঘাতেও এ যেন এক অপূর্ব্ব শান্তি-প্রলেপ। তারানাথের বজ্র-কঠোর হৃদয় মুহূর্ত্তে কুসুমবৎ মৃদু হইয়া গেল। কারণ রেণুর সেবাশুশ্রূষা, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচরণে তারানাথ মুগ্ধ। তিনি বৌমাটিকে প্রাণভরা স্নেহ করেন।

তারানাথ বলিলেন—মা রেণু! ত্রিদিব যে এরূপ করবে তা' কল্পনাও করতে পারি নাই। কিন্তু শুন মা, আমি ও'কে কিছুতেই এই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারি না। বিশেষ ক'রে তা'র এই বৈরাগীপনা আমি কখনও সহ্য করতে পার্‌বনা। ও'কে ব'লে ক'য়ে যদি ওর মত পরিবর্ত্তন করতে পার ভালই। নতুবা আমার ঘরে ওর থাকা পোষাবে না। যাক্, এখন দেখ—কা'রও ঘরে আতপ চিড়ে মিলে কিনা? আমাদের বাড়ীতে ত' ওসবের পাট নেই।—বলিয়া তারানাথ সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

মাতা **কাত্যায়নী** ত্রিদিবকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—বাবা, দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে আমাদের মতের জন্য পত্র লেখাও কি কর্ত্তব্য ছিল না?

ত্রিদিব—ব্যবহারিক মতে নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য, মা। তোমাদের আদেশ নিয়ে যদি আজ এই সাজে সাজতে পারতাম, তা'হ'লে বাস্তবিক আমার ভাগ্যের সীমা ছিল না। কিন্তু মা, আমি ভাল ক'রেই জানি যে, এই বৈষ্ণবী দীক্ষায় বাবা

কিছুতেই মত দিবেন না। অথচ সৎগুরু লাভের সৌভাগ্য জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলেই হ'য়ে থাকে। আবার এই লাভেরও তর-তম আছে। উৎসব বাড়ীতে নিমন্ত্রিত, অনাহূত কত লোক এসেই প্রসাদ পায়; আবার কুকুর, বিড়াল, কাকও বাদ যায় না। কিন্তু কোনও মহাপুরুষ যদি কাহারও প্রতি বিশেষ কৃপা করেন, তবে উৎসব-বাড়ীতে নিমন্ত্রিতের মত সে বিশেষ সৌভাগ্য-লাভ করে, আমি সেই বিশেষ সৌভাগ্যলাভ ক'রেছি কিনা জানি না; তবে পূর্ণ একটি বৎসর সাধ্য-সাধনায় যে কৃপা ও স্নেহ তিনি প্রকাশ করেছেন, তা' আমার পক্ষে আশাতীত। বাবা আমার যে কার্য্যকে চরম-ত্রুটী বলিয়া মনে করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আমি পেয়েছি আমার অধ্যাত্ম-জীবনের চরম সন্ধান। মা! জানি—ভাল ক'রেই জানি, তোমারই আশীর্ব্বাদে আমি সদ্‌গুরু লাভ ক'রেছি। সাধন-পথে চলতে হ'লে সংসারে পিতামাতার অনুমোদন ও আশীর্ব্বাদের দাম থাকতে পারে, মা। পিতা আজ আমার প্রতি বিমুখ। কিন্তু বিশ্বাস আছে মা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় একদিন তিনিও এ হতভাগ্যকে বুকে টেনে নিবেন। কিন্তু কালকেই ৮টার গাড়ীতে শ্রীনবদ্বীপ যাচ্ছি, শীঘ্র আসবার সম্ভাবনা নেই। কাজ কি মা, তোমাদের সকলকে দুঃখ দিয়ে? (ক্রমশঃ)

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

প্রচার-প্রসঙ্গ

(ক) **মাসুন্দী ও কান্দরায়:**—গত ৪ঠা পৌষ ১৩৬৪, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৭, বৃহস্পতিবার—মাসুন্দী-গ্রামের ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ কয়েক মূর্ত্তি সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী-সহ কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী মাসুন্দী-গ্রামে উপনীত হন। গ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দ স্বামিজীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের আবেগ অভিব্যক্ত করেন। কয়েকদিন যাবৎ এতদঞ্চলে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রে বক্তৃতাদির অনুষ্ঠান হয়। অতঃপর স্বামিজী বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কান্দরা (রামজীবনপুর) নামক স্থানে শুভবিজয় করেন। এখানেও বিশেষ সাফল্যের সহিত ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নামে নাস্তিকতার বহুমুখী বিষ-বাষ্পে ধর্ম্মভীরু সাধারণ জন-সমাজের যেরূপ কণ্ঠাবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছে, সেই সময়ে এতদঞ্চলের অধিবাসী সজ্জনগণের বিশুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও তাহার প্রচার-কল্পে আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গোলোকগঞ্জে :—গত ১৫ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর, সোমবার—শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম-প্রদেশের গোয়ালপাড়া-জেলার অন্তর্গত গোলোকগঞ্জে শুভবিজয় করেন। সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আসামবাসী ভক্ত-বৃন্দের বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টায় এস্থানে "শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ"-নামে সমিতির একটি নিজস্ব প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। স্বামিজী-মহারাজ এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সপ্তাহকাল প্রচারাদি দ্বারা ধর্ম্ম-জগতের সাধারণ ভ্রমগুলি নির্দ্দেশ করিয়া সকলকে নিরন্তকুহক বাস্তব ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে আহ্বান জানান। অতঃপর শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব লেংটীসিঙ্গায় উপনীত হন এবং এস্থানেও বিপুল সমা-রোহে বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সর্ব্বত্রই স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা ও আগ্রহ দেখিয়া মনে হয় যে, উপযুক্ত সময়ে সৎসঙ্গলাভে মানুষ শত বাধা-বিপত্তি-সত্ত্বেও তাহার অন্তর্নিহিত আত্মভাব জাগ্রত করিতে উৎসুক। বদ্ধাবস্থায় জীবের নিত্যসিদ্ধ-ভাব সুপ্ত, তাহার প্রকাশই সাধন। তত্ত্বানুভবী সাধু-মহাজনের শক্তিশালী বাণীই সুপ্ত-জীবের চৈতন্য উৎপাদনে একমাত্র সমর্থ এবং তজ্জন্যই প্রাণবন্ত শুদ্ধভক্তির আচরণকারী ও প্রচারক আবশ্যক।

(গ) **আনন্দপাড়ায় :**—গত ২৬শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারী, শুক্রবার—২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ মহকুমার অধীনস্থ ঠাকুরনগরের সন্নিহিত আনন্দ-পাড়ায় শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী এবং শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম স্তম্ভ-স্বরূপ শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব উৎসব অনাড়ম্বর স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ অপর ৭।৮ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারি-সহ উক্ত অনুষ্ঠানে আহূত হইয়া যোগদান করেন। পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা তত্রস্থ অধি-বাসীদিগের মধ্যে বিশেষভাবে হরিকথা প্রচারিত হয়। বিরহোৎসব দিবসে দ্বিপ্রহরে ন্যূনাধিক ৫০০ শত অধিবাসী বিচিত্র প্রসাদ সম্মান করেন। পার্শ্ববর্ত্তী বড়া গ্রামেও শ্রীযুত নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী মহোদয়ের চেষ্টায় ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। প্রতি বৎসরই ইহাঁরা সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা ও সহযোগিতা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়া আসিতেছেন।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
৯ই পৌষ, ১৩৬৪ ; ইং ২৪।১২।৫৭

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৫শে মাঘ ১৩৬৪, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, শনিবার—ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার হইতে ২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসদ্বয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরি-কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও জড়ভোগ

দিল্লীর জনৈক চিকিৎসাজীবী ডাক্তার শর্ম্মা মহাশয়, দিল্লীতে প্রায়ই আসেন এমন একজন স্বামিজীকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—"মানুষের সকল-প্রকার দুঃখের জন্য ভগবান্ দায়ী কি না ?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী যাহা বলিয়াছিলেন, ডাক্তার শর্ম্মাজী তাহাতে সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই। ডাক্তার শর্ম্মাজী আমাদের "Back to Godhead"-এর নিয়মিত পাঠক এবং তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু বলিয়া অনেক সময় আমাদিগকে অনেক প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ডাক্তার শর্ম্মাজীর উক্ত প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, মানুষের যে কষ্ট দেখা যায়, উহা ভগবানের লীলা। ডাক্তার সাহেব স্বামিজীর প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের সমস্ত কার্য্যই যদি ভগবানের লীলা বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ পাপ-পুণ্যের ফলভোগী—ইহা কেন বলা হয় ? স্বামিজী ঐ একই উত্তর 'লীলা' বলিয়া 'সাফাই' দেওয়াতে ডাক্তার সাহেব সভামধ্যেই বলিলেন—"আমি আপনার উত্তরে সন্তোষলাভ করিলাম না।" সাধারণ দর্শকবৃন্দ এই বাদানুবাদ কেবল শ্রবণ করিয়াই গেলেন, মর্ম্মকথা কেহই বুঝিলেন না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না।

আমাদেরও অনেক সময়ে এইপ্রকার প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হইতে হয়। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই এই বিচার আলোড়ন করে যে, ভগবান্ দুনিয়ায় এত কষ্ট কেন সৃজন করিলেন ? এবং এইগুলি কি তাঁহার লীলা ? কিন্তু প্রকৃত বিষয় অন্যরূপ।

নির্ব্বিশেষবাদী কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ভগবান ও জীবকে এক করিতে গিয়া জগতে যত প্রকার অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইপ্রকার প্রশ্নের অবতারণাও অন্যতম। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ ভগবান্ ও জীবকে এক করিতে গিয়া মায়াবদ্ধ জীবের জড় কার্য্যগুলি 'ভগবানের লীলা' বলিয়া না চালাইলে, ভগবান্ কষ্ট পাইতেছেন, ভগবান্ ভিক্ষা করিতেছেন,—এসকল কথার সমাধান হয় না। অতএব নারায়ণ দরিদ্র (?) হইয়া ভিক্ষার লীলা করিতেছেন, নারায়ণ শূকর হইয়া বিষ্ঠা ভোজনের লীলা করিতেছেন, হংস-কুক্কুট-ডিম্ব-ব্রহ্ম সন্ন্যাসি-ব্রহ্মের উদরস্থ হইতেছে ইত্যাদি অলৌকিক কথার অবতারণা না করিলে মায়া-বাদীর সর্ব্বনাশী মতবাদের সমর্থন হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্পষ্টই বলিয়াছেন—'মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।' এই মায়াবাদরূপ কৃত্রিম

আধ্যাত্মিকতা যতদিন না জগৎ হইতে অপসারিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণ লোক কৃষ্ণ কি, তাঁহার নাম কি, তাঁহার গুণ কি,—এ সমস্ত কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। এইপ্রকার 'গোঁজামিল' দেওয়া উত্তর বোকা লোকগুলি 'হয় হয়' বলিয়া সাম্প্রদায়িক অনুরোধে স্বীকার করিলেও ঐসকল অর্থ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। অতএব মায়াবাদীর অসৎসঙ্গ-প্রভাবে লোক বিপথগামী হইয়া জড়-ভোগ-পরায়ণ নাস্তিক না হইয়া কোথায় যাইবে?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সাত্বত তন্ত্র এবং পুরাণাদি আগম-নিগম-শাস্ত্রে "লীলা-পুরুষোত্তম" বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পুরুষোত্তমযোগে ইহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই লীলা-পুরুষোত্তমের সচ্চিদানন্দময় লীলা মায়াবাদী জড়সাম্যে দর্শন করিতে গিয়া যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পরীক্ষিত-মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবল্লীলার অসমোর্দ্ধত্ব সম্বন্ধে জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণলীলা অশ্লীল নহে; যিনি নিখিল বিশ্বে প্রকৃতিস্থানীয় সকলের একমাত্র ভোক্তা, যিনি সর্ব্ব-জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, সেই সর্ব্ববুদ্ধ্যাদির সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূসহ ক্রীড়ায় নিজ অপ্রাকৃত কলেবর প্রকটিত করিয়াছিলেন; তিনি ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক গোলোকগত অপ্রাকৃত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রে সেই পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যাকালে বিশেষ কষ্টানুভব করেন। কারণ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ আনন্দ যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না। কেবল 'হয় হয়' বলিয়াই সম্প্রদায় রক্ষা করেন। আনন্দ কখনই একা উপভোগ করা যায় না—ইহাই সহজ ব্যাখা। এই সহজ ব্যাখা করিতে গেলে 'ব্রহ্ম' একা হইতে পারেন না। 'বৈশিষ্ট্য' ভিন্ন 'আনন্দ' কোথায় আছে? অথচ ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করিয়া আনন্দ-লাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা মায়াবাদীর মস্তিষ্কেই থাকিতে পারে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না। গীতা সেইজন্য নির্ব্বিশেষবাদীর কষ্টের সীমা নাই, ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।"

দিল্লী-সহরে বা অন্যান্য বড় বড় সহরে এত লোকের ভীড় কেন হয়? কারণ তথায় আনন্দের বৈশিষ্ট্য আছে। বড় বড় সহরে প্রশস্ত রাস্তা, বৃহৎ প্রমোদ-অট্টালিকা, বৃহৎ বাগীচা, পার্ক এবং বহুপ্রকারের যানবাহন, আমোদ-প্রমোদ-ভবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্য-সম্ভার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই দুনিয়ার যত লোক

ক্রমশঃ সহরের দিকে, অগ্নিতে কীট-পতঙ্গের আহুতির ন্যায়, অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ কবি Cowper গ্রামের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতেন—গ্রামগুলি ভগবানের সৃষ্ট, আর সহরগুলি মনুষ্যের সৃষ্টবস্তু। গ্রামে যে প্রাকৃত সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, তাহাও ঐ আনন্দ-দায়ক বৈশিষ্ট্যমাত্র। সুতরাং গ্রামেই হউক, আর সহরেই হউক, সকল মনুষ্যই আনন্দের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিতে পাগল। অতএব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যে আনন্দ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জড়-বৈশিষ্ট্য মায়িক বলিয়া, চিদ্‌বৈশিষ্ট্যও মায়িক—এইপ্রকার মতবাদ মায়াবাদীর দুরারোগ্য ব্যাধি। বৈশিষ্ট্যভিন্ন যে ব্রহ্মের আনন্দ হয় না, ইহার তাৎপর্য্য "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যে স্বামিজীর বিষয় উল্লেখ করা হইল, তিনিও তক্ত্যগৃহ বনচারীর বেশ ধারণ করিয়া দিল্লী-সহরেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী। দিল্লী-সহরে উত্তম প্রাসাদে চায়ের পেয়ালা আস্বাদনে এবং নব নব সুন্দরীগণের মধ্যে যে 'ব্রহ্মানন্দ' তিনি উপভোগ করেন, তাহা নির্ব্বিশিষ্ট একঘেয়ে বনের মধ্যে কোথায় পাইবেন? তথাপি তিনি ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করিতে ভুলেন না। তিনি ত' নিজেই একজন 'ব্রহ্মের' নমুনা। মায়াগ্রস্ত ব্রহ্মের যদি এত মায়িক বৈশিষ্ট্যে আসক্তি থাকে, তাহা হইলে মায়ামুক্ত ব্রহ্মের চিদ্‌বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণ থাকিবে না কেন? বৈশিষ্ট্য হইলেই মায়িক—এইপ্রকার অল্পবুদ্ধির পরিচয় কেবলমাত্র বিপথগামী মায়াবাদীরই হইতে পারে এবং সেইজন্য তাহারা জড়-ভোগগুলিকেও 'লীলা' বলিয়া গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করেন। নির্ব্বিশেষ-বাদীর এই গোঁজামিল ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহার মতে মায়িক বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্তই অচিৎ, সুতরাং কোনরূপ বৈশিষ্ট্যই তাহার পক্ষে স্বীকার করা কষ্টকর। তাই তিনি ভগবানের লীলাকেও অচিৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চিদ্বিলাসীর পদরেণু বৈষ্ণবগণ জানেন যে, চিদ্বিলাস মায়িক বৈশিষ্ট্যের নিরাকরণ নহে, পরন্তু মায়িক-বৈশিষ্ট্য চিদ্বৈশিষ্ট্যের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলা সেইপ্রকার বিকৃত প্রতিফলন নহে, পরন্তু তাহাই নিরস্তকুহক পরম-সত্যবস্তু। অতএব চিজ্জগতেও চিদ্বিলাসের পরম উপাদেয় অধিষ্ঠান আছে, ইহাই "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এর প্রকৃত অর্থ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং তিনি তাঁহার আনন্দ বিবর্দ্ধনের জন্য নিজেকে স্বাংশ-বিভিন্নাংশে বিস্তার করিয়াছেন। তিনি নিজেই অনেক হইয়াছেন বলিয়া নিজত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ হইলে শ্রুতিমন্ত্রে "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়

পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" বলিয়া পরিপূর্ণতম বস্তুর উল্লেখ থাকিত না। তিনি 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' হইয়াও অগ্নির ন্যায় বহুশক্তির দ্বারা গোলোকে নিত্য-লীলা-বিলাসপর, আবার তিনিই অন্তর্যামিরূপে অখিলাত্মভূত-স্বরূপে বিরাজমান। এইরূপে লীলা-পুরুষোত্তম নিজলীলাকে বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যে আনন্দ, তাহা কখনও মায়িক হইতে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ তাঁহার প্রভামাত্র ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দের ভিখারী হইয়াছেন। যাঁহার পদ-নখ-চ্ছটায় কোটী ব্রহ্মজ্যোতি বিরাজমান, তাঁহার লীলা বা আনন্দ কি-প্রকারে মায়িক হইতে পারে? ক্ষুদ্র জীবগণ ব্রহ্মানন্দে আকৃষ্ট হইতে পারেন, কারণ তাহা জড়ানন্দ হইতে কোটী কোটীগুণ সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের আনন্দের জন্য যে লীলা-সৃষ্টি হয়, তাহা তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিনামক অন্তরঙ্গা-শক্তিরই একটি বৈশিষ্ট্য এবং সেই শক্তিদ্বারা যে লীলা প্রকটিত হয়, তাহাই কৃষ্ণলীলা। ব্রহ্মানন্দীগণ তাহার একবর্ণও বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণলীলাকে জড়ভোগের সাদৃশ্য করিয়া নিরানন্দের অভ্যাসে তৎপর হন। বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ-অধিকার না হইলে এই হ্লাদিনী-শক্তির কথা বুঝিবার উপায় নাই। মায়াবাদিগণের শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশাধিকার হইতে পারে না বলিয়াই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদীর বিমোহনের জন্য বেদান্তের 'শারীরক ভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। মায়াবাদী তাহাতেই মস্‌গুল থাকুক—ইহাই শ্রীপাদের অসুর-মোহন-লীলা। তিনি সকল জানিয়া-শুনিয়া মূঢ়মতি মায়াবাদিগণকে শেষপর্য্যন্ত গোবিন্দ ভজন করিবারই উপদেশ দিয়াছেন।

মানুষের জড়ভোগের ক্ষেত্র—এই ত্রিতাপ-যন্ত্রণাময় ভূমিকা জড় জগৎ। এখানে অপ্রাকৃত লীলার কোন কথাই নাই। যাহারা জীবের কর্ম্মফলভোগ ও ভগবানের লীলা এক বলে, তাহাদের ন্যায় অর্ব্বাচীন আর কে আছে? এই জড় জগতে আনন্দময় হইবার যে plannings (চেষ্টা), তাহাই মায়াবাদীর উপর দুরতিক্রমণীয়া মায়াশক্তির প্রভাব বুঝিতে হইবে। যে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, এ'জগৎ আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নহে। এইরূপ অনুভব কোনপ্রকার অশাস্ত্রীয় বা অসম্যক্ বিচার-সম্ভূত নহে, পরন্তু ইহাই বাস্তব সত্য। এইপ্রকার দুঃখপূর্ণ জগতে মায়িক চেষ্টা দ্বারা যে দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা, তাহাই মায়িক জড়ভোগ। সকলেই সুখের স্বপ্ন দেখিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিবার যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, তাহাও মায়িক। মায়ার এমনই প্রভাব

যে, আমাদের শতচেষ্টা সকলই বিফল করিয়া দিতেছে। তাই বলিয়া কি সমস্ত-প্রকার সুখানুসন্ধান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে? না, তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু এমন চেষ্টা করা আবশ্যক, যাহা সামান্য করিলেও মহা-মহাদুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—সনাতন-ধর্ম্ম—ভাগবত-ধর্ম্মের স্বল্প অনুষ্ঠানকারীও মহাভয়—মৃত্যুভয়—নরক-যন্ত্রণা হইতে অবশ্যই উদ্ধার-লাভ করেন।

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, "ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্"

শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের অধিকারী নির্ণয়

নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু ও গদাধরাদি পার্ষদ-বৃন্দের সহিত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে পরম উদাসীন আকুমার-ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, তপস্বী, ভাগবতের পাঠক বলিয়া বিখ্যাত একজন সুশান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। ভাগবত অধ্যাপনাতেই তাঁহার সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হইত। প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতগ্রন্থের অধ্যাপক হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে মোক্ষাভিলাষ ও দাম্ভিকতারূপ কৈতব বিদ্যমান ছিল। মোক্ষাভিলাষী ও দাম্ভিকের হৃদয়ে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান নাই—তাঁহার ভক্তি মিছাভক্তি, ভক্তির আকার মাত্র।

"সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥"

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, বুদ্ধি-বৃত্তি বা টীকা দ্বারা ভাগবতের মর্ম্মার্থ কেহ বুঝিতে পারেন না।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পথে যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রোধে মত্তহস্তিপ্রায় হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কোপে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥

এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সর্ব্বপুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥

* * * *

মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ তার নাশ ভাল মতে॥
ভক্তি বিনু ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমান॥"

এই বলিয়া দুষ্টের সংহারকারী শ্রীগৌরহরি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের পুঁথি ছিঁড়িতে উদ্যত হইলেন। বৈষ্ণবগণ কোনও প্রকারে নিবারণ করিলেন। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"

সুতরাং যাহারা ভাগবতকে কাব্যবিশেষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অধিকার-বিচারহীন হইয়া ভাগবতের কৃষ্ণলীলার পাঠ ও শ্রবণে ব্রতী হন এবং ভাবে ডগমগ হইয়া আপনাদিগকে "রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" মনে করিয়া জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হন; যাহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন—যাহারা ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছেন বলিয়াই বড় ভাগবত পাঠক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া সমধিক অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া নেন—যাহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান

দ্বারা ভাগবতের শুদ্ধ ভক্তিকে আবৃত করিয়া শ্রোতার নিকটে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—যাঁহারা কুলের বড়াই করেন, নিত্যানন্দসন্তান, অদ্বৈত-সন্তান হইলেই ভাগবত পাঠের পক্ষে যথেষ্ট অধিকার হইল বলিয়া মনে করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদের স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখুন—

"সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র॥"

এক ভাগবত—ভাগবত শাস্ত্র এবং আর এক ভাগবত ভক্তি রসের পাত্র ভক্ত-ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব। অতএব যাহাদের এই দুই ভাগবতের কোনও এক জনের চরণে অপরাধ আছে, তাহাদের মুখে ভাগবতের কথা কীর্ত্তিত হয় না। যাহারা দুই জনের চরণেই অপরাধী, তাহাদের কথা আর বলিবার নহে। আজকালকার ভাগবত-বিক্রেতৃগণ দেহে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ জন্ম প্রভৃতি দ্বারা গর্ব্বান্বিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণকেও উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং তাহারা দুই ভাগবত-চরণেই অপরাধী। প্রথমতঃ তাহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিয়া ভাগবত-শাস্ত্রের নিকট অপরাধী; দ্বিতীয়তঃ দাম্ভিকতাহেতু তাহারা বৈষ্ণবচরণে অপরাধী। অতএব তাহারা ভাগবত পড়িয়াও ভাগবতের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারে না। তাহাদের মুখে ভাগবত কীর্ত্তিত হইবে কি-প্রকারে? অভিধেয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অকিঞ্চনেরই গোচরীভূত। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে পারেন। গোস্বামীই ভাগবতের প্রকৃত পাঠক। "গোস্বামী"-অভিমানী বা নামধারী 'অদান্তগো' বা ইন্দ্রিয়ের দাস যাহারা, তাহারা কপট—কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, তাহাদের ভাগবত পাঠের অধিকার নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবত কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের বৈষ্ণবচরণে অপরাধ ছিল। ভাগবতপ্রধান শ্রীবাসকে তিনি সামান্য মনুষ্যজ্ঞানে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রভু তাহাকে বলিলেন—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জন খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

যিনি ভাগবত যথার্থ আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি ভাগবতরূপ অমৃতফল সর্ব্বজীবে বিতরণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে হইবে ভাবিয়া ভাগবত-বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহাদের পরিপোষণ চিন্তায় মগ্ন হন না। তিনি অযাচক হইয়া সকলের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে নিঃস্বার্থ হইয়া ভাগবত-গীতি গাহিয়া বেড়ান। এরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত জগতে বিরল।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য ভাগবত-অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। তাঁহাদের আনুগত্যেই আমাদের শ্রীভাগবত পাঠের অধিকার। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন কেবল নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য; তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চ প্রধান সাধন-ভক্তির অন্যতম নহে—কেবল সেবা-অপরাধ ও নাম-অপরাধ। আর ইহাদের শ্রোতারাও তাহাই পাইয়া থাকেন। একজন নামাপরাধ করিবে, আর তাহা শুনিয়া আমার নাম শ্রবণ হইবে, ইহা হইতে পারে না।

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদা নাম অপরাধ।
ইহাই জানিবে ভাই কৃষ্ণ-ভক্তির বাধ॥"

তবে, নামাপরাধীর মুখে ভাগবত শুনিয়া অপরাধ বর্দ্ধন ছাড়া আর কি ফল হইবে? পয়সা দিয়া বা না দিয়া অপরাধ কিনিয়া লাভ কি?

এই জন্যই শাস্ত্রের আদেশ,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

—সংগৃহীত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



৯ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৮ গোবিন্দ, ৪৭১ গৌরাব্দ | ১২শ সংখ্যা
বুধবার, ২৯ মাঘ, ১৩৬৪; ইং ১২।২।৫৮

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(১২)

আনন্দ মুকুন্দারবিন্দনয়ন।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥১॥

সুন্দরী-মন্দির গোবিন্দ বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥২॥

চন্দ্র-সুরেন্দ্র-সুবন্দিত বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥৩॥

চন্দ্রক-মন্দির নন্দক বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥৪॥

বৃন্দারকবৃন্দ-সুবন্দিত বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥৫॥
মন্দার-সূন-সুচর্চ্চিত বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥৬॥
ইন্দিরানন্দক সুন্দর বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥৭॥
মন্দির-স্যন্দনস্যন্দক বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥৮॥
আনন্দ-চন্দ্রিকা-স্যণ্ডক বন্দে।
আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥৯॥

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

হে আনন্দময়! মুকুন্দ! কমলনয়ন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ ॥১॥

হে সুন্দরীগণাশ্রয়! গোবিন্দ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥২॥

হে ইন্দুচন্দ্র-বন্দিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দবরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৩॥

হে কোটীচন্দ্র-নিবাস! হে আনন্দন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৪॥

হে দেববৃন্দ-বন্দিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৫॥

হে মন্দার-কুসুম-সুচর্চ্চিত! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৬॥

হে ইন্দিরানন্দ-দায়ক! হে সুন্দর! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৭॥

হে হৃদয়-মন্দির-রথ-চালক! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৮॥

হে আনন্দ-চন্দ্রিকা-বর্ষিন্! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৯॥

শ্রীচৈতন্যাব্দ

পৃথিবীর নানা সভ্যজাতির মধ্যে অব্দ বা বর্ষ-গণনা-প্রথা

পৃথিবীর নানা দেশে সভ্য-জাতির মধ্যে কোনো একটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাল গণনার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্টজন্ম কালাবধি বর্ষ-সংখ্যা গণনা-প্রথা খৃষ্টীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত আছে। জুলিয়েম ইয়ার প্রভৃতি আরও কতিপয় অব্দের প্রচার পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে চক্রবর্ষ প্রভৃতি অব্দ-সংখ্যা প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজ্যসমূহে মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান ঘটনার স্মারক-স্বরূপ 'হিজরা' বর্ষ গণনা করা হয়। ভারত ভিন্ন প্রদেশসমূহে আরও অসংখ্য অব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতে বিবিধ অব্দের প্রচলন ও পাশ্চাত্য-প্রথানুসারে অব্দ-গণনা

ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ২৫।৩০ প্রকার অব্দের প্রচলন আছে। শ্বেতবরাহ-কল্পাতীতাব্দা, মহা যুগাতীতাব্দা, কলিগতাব্দা বা কল্যব্দ, যুধিষ্ঠিরাব্দ, শকাবনী-পতেরতীতাব্দ, সম্বৎ বা বিক্রমাব্দ, বঙ্গাব্দ, বীররাজাব্দ বা ত্রিপুরাব্দ প্রভৃতি বর্ষ-গণনা প্রবর্ত্তিত আছে। পাশ্চাত্য প্রথানুসারে অব্দের গণনা প্রবর্ত্তমান অপূর্ণবর্ষকে পূর্ণবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ঋণক্রমে একটি বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অব্দ গণনা-প্রণালীতে স্থান পায় নাই। যাঁহারা খ্রীষ্টীয় পন্থা অবলম্বনে বর্ষপূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ভ্রমক্রমে একটী অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র। যেরূপ দশটা বাজিয়া দুই সেকেণ্ড অতীত হইলেই ১১টা মনে করা অসঙ্গত, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে, মনে করা ভ্রম-সঙ্কুল। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুন পূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীচৈতন্যাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা সুসঙ্গত। তজ্জন্য প্রকটগম্যাব্দ সংখ্যাকে প্রকটতাব্দ বলিয়া ভ্রম করা গণিত-শাস্ত্রসিদ্ধ নহে।

'গম্যাব্দ'কে 'গতাব্দ' বলিয়া প্রচলনকারী—আর্য্যমত-বিরোধী

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ প্রকটগম্যাব্দকে শ্রীচৈতন্যাব্দ বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাহা তাঁহাদের সনাতন-প্রথা ত্যাগ

করিবার উদ্যম হইতে প্রসূত। খ্রীষ্টীয় পন্থার অনুগমনে যাঁহারা আর্য্যপথ ত্যাগ করেন অথবা ভ্রমক্রমে বলপূর্ব্বক একটী অব্দ অধিক ঋণ করিয়া প্রকটগতাব্দের সহিত সম্মেলন প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সহিত কোন সত্যপ্রিয় সজ্জনব্যক্তি একমত হইতে পারেন না। সময় সময় এসকল কথা অনেকবার আলোচনা হইয়াছে তৎসত্ত্বেও অসত্য আশ্রয় করিয়া বিদেশীয় রুচি গ্রহণপূর্ব্বক গম্যাব্দকে গতাব্দ বলিয়া অন্যায়রূপে গৃহীত হইতেছে। যাহারা গম্যাব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী তাঁহারা কোন দিন হয়ত এক শতাব্দ ঋণ করিয়া গতাব্দে সাঙ্কর্য্য বিধান করিবেন।

ভ্রান্ত পঞ্জিকা-কারগণ ও নব্য-গৌরভক্ত-দলকে শুদ্ধভাবে 'প্রকটগতাব্দ' ব্যবহারে আহ্বান

গম্যাব্দকে কেহ যেন দ্বাদশ দ্বারা গুণ করিয়া গৌর মাস নিরূপণে ভ্রান্ত না হন। অথবা ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪ দিয়া গুণ করিয়া গৌর-সাবন-সংখ্যা নির্ণয় না করিয়া ফেলেন। এরূপ সরল বিষয়েও জগতে মতদ্বৈধ উৎপন্ন হয় ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভ্রান্ত পঞ্জিকা-কারগণ এবং গৌরভক্তগণ সকলেই প্রকটগতাব্দ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন্। নতুবা সামান্য ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের গণিত-শাস্ত্রে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। নব্য গৌরভক্ত-দলে খৃষ্টীয় পন্থার অনুসরণ আদরের হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই সমীচিন নহে। আমরা আশা করি প্রত্যেক সুধী গৌরভক্ত গম্যাব্দকে গতাব্দ মনে করিবেন না। সেই জন্যই আমরা সজ্জন-তোষণীর অঙ্কে আগামী প্রকট পূর্ণিমার দিবস পর্য্যন্ত ৪২৯ প্রকট গতাব্দ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিব। তৎপর দিবস শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০ হইবে।

দীনবন্ধু সেনের পাশ্চাত্য-প্রথায় গণিত 'চৈতন্যাব্দ'—ভ্রমাত্মক

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ, ইচ্ছা ও প্রেরণাক্রমে পরলোকগত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রচলনের সহায়তা করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় মিশন আফিসে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় গণনা প্রণালীতে রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় এবং ভারতীয় অব্দ-গণনা প্রণালীতে অভিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া চৈতন্যাব্দে খ্রীষ্টীয়-পন্থা তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত পঞ্জীতে প্রথমে স্থান পায়। পি এম্ বাক্চীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীচৈতন্যাব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে অপরাপর পঞ্জীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধু-বৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তের সর্ব্বজীবে আত্মীয়তা-বোধ, ভক্তিপথে দৃঢ়নিষ্ঠা ও শত্রুরও মঙ্গল-কামনা

একেশ্বর-বুদ্ধি ও সর্ব্বজীবে আত্মীয় বোধ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৮,৮০-৮১),—

'শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।'
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয়॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র মতে॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে, তাহান হিংসা হয়॥

সর্ব্বদা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪),—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১৩),—

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

দাম্ভিকতা প্রতিষ্ঠাশা এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাজ্য

দাম্ভিক-লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৮-২২৯),—

বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥

পরমার্থ-বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯),—

'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥

উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য

উচ্চ-সংকীর্ত্তন-প্রিয়তা (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬),—

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী।
শত-গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥

ভার-বাহিত্ব, পর-হিংসা ও সেবাপরাধ পরিবর্জ্জনীয়

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দ্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮),—

শাস্ত্রের না জানে ধর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৪০),—

ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন—পরহিংসা যায়॥

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১),—

সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার।

অন্তরনিষ্ঠ ও নিরহঙ্কারী ব্যক্তি বৈষ্ণব-পদবাচ্য

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্তমধ্যে গণিত হ'ন। (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২২, ৩৮),—

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ-সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব॥

আসিয়া রহিল নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে॥

বিদ্যাদির অহঙ্কার না করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪),—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥

পাঁচমিশালী মতবাদ, পক্ষপাত-দোষ, পাপাচরণ ও বিষয়-মদান্ধতা—বৈষ্ণবতার পরিপন্থী

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানাস্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়। (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২),—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মতে কথা কহি' তথায় মিশায়॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥

বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর পক্ষপাতের দোষ (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০),—

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।২২৫),—

প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস্ পাপ"।
জগাই-মধাই বলে,—"আর নারে বাপ"॥

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৪৪, ১৪৭),—

যত বিধি, নিষেধ—সকলই ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

পাষণ্ডী ও অভক্ত-সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য

সর্ব্বদা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১৯)—

নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ ॥

অভক্ত-সম্বন্ধ ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ; শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বাক্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৭৫),—

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুঞি না দেখোঁ গোচর ॥

বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্ম্মধ্বজীর কাল্পনিক অবতার

অন্য শুভ-কর্ম্মাদির সহিত ভক্তির তুলনা নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫৪),—

প্রভু বলে,—"তপঃ করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥"

ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে। সে-সকল লোক হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৮২-৮৩),—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে ॥

নিষ্কপট ও নিষ্পাপ জীবন-যাপনপূর্ব্বক শ্রীনামাশ্রয়ে সর্ব্বার্থসিদ্ধি

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নিরন্তর নামাশ্রয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর বড় ধর্ম্ম নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৯-১৪০),—

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানবের হরিভজন করা প্রয়োজন। সদ্বৃত্তি-অবলম্বনে যেরূপ শুদ্ধা ভক্তির আনুকূল্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

উপনিষদ্-বাণী

কঠ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৫৩ পৃষ্ঠার পর)

যমরাজ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যসম্বন্ধ বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ ও যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সজ্জনমাত্রেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, এই মনুষ্য-শরীর অত্যন্ত দুর্ল্লভ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মফলে জীবের নিত্যকল্যাণ-সাধনের জন্যই এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয়। পরমাত্মা জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে নিবাস করেন। জীবাত্মা স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা অসঙ্গ ও অভোক্তা। পরমাত্মাই কর্ম্মের ফল-ভোগ করাইয়া থাকেন। জীবাত্মা অসঙ্গ থাকিতে পারে না। সে কর্ত্তৃত্বাভিমানবশে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এজন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও রৌদ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার সাধনোপায় যমরাজ স্বয়ং বলিতেছেন—হে পরমাত্মন্! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এপ্রকার শক্তি প্রদান করুন যদ্দ্বারা আমি নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি-শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার প্রসন্নতা সাধন করিতে পারি, এবং সংসার-সমুদ্রপার হইবার ইচ্ছাকারী বিরক্ত মুক্তপুরুষগণের ন্যায় আপনার অবিনাশী অভয়পদে গমনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি।

জীবাত্মা পরমাত্মার নিকট থাকিয়াও তাঁহার দর্শন পায় না। কিন্তু শরীররূপ রথে আরোহণ করিয়া বলবান্ ইন্দ্রিয়-অশ্বগণকে রথে নিযুক্ত করিয়া মনরূপ লাগামকে বুদ্ধিরূপ সারথিদ্বারা পরিচালনাপূর্ব্বক ভোক্তা সাজিয়া সংসারপথে ভ্রমণ করিতেছে। সে মোহবশে পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভোগমার্গে ভ্রমণ করিতে সচেষ্ট। তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শরূপ বিষয়ের দিকে সর্ব্বদা ধাবমান।

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সারথি দ্বারা অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে পারে না, সে বিবেকহীন অতত্ত্বজ্ঞ জীব অসাবধান সারথি দ্বারা পরিচালিত দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশীভূত ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ের দিকে নিরন্তর জীবিত করে, কিন্তু, বিজ্ঞান বিবেকযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়-সকল সাবধান সারথির দ্বারা পরিচালিত সদশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকিয়া রথিকে তাহার নির্দ্দিষ্ট মার্গে লইয়া যায় অর্থাৎ

পরম মঙ্গলময় স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। যে ব্যক্তির বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-রহিত এবং মনও অবশীভূত, তাহার ইন্দ্রিয়সকল নিরন্তর দুরাচারে প্রবৃত্ত থাকে বলিয়া সে অশুচি সুতরাং সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিয়া নিকৃষ্ট যোনিতে ভ্রমণ করে—পরম্পদে গমনে সামর্থ্য লাভ করে না। কিন্তু বিজ্ঞান যাহার সারথি এবং মনও সেই সারথির বশীভূত তিনিই পরম্পদে গমন করেন অর্থাৎ কর্ত্তব্য-পরায়ণ বিবেকী-ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি-বলে প্রকৃত কর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলে সংসার উত্তীর্ণ হইয়া পরমেশ্বরের পরমধামে গমনের যোগ্যতা লাভ করেন, তথা হইতে পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না।

সারার্থ এই যে, অতি দুর্লভ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া অনিত্য দেহকে অনিত্য ও অসুভজনক কার্য্যে লিপ্ত না করিয়া ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করিতে পারিলে নিত্যসুখময় পরমধামে গমন হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া দুষ্ট মন সর্ব্বদা সেই সকল বিষয়ের ভাবনায় অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবৎসেবায় জীবন অতিবাহিত করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ইন্দ্রিয়-সকল বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া বিষয়সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ঐ সকল বিষয়ে ইচ্ছা হইলে গমন করিতে পারে অথবা অনিচ্ছা হইলে গমন করে না, সুতরাং বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি, মনকে পরিচালিত করে বলিয়া মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার আত্মা-সকলের স্বামী বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মাকে মায়া আকর্ষণ করেন বলিয়া আত্মা হইতে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা পরমপুরুষ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। তাঁহারই শরণ গ্রহণ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তিনিই সর্ব্বশক্তির আশ্রয় এবং সকল বস্তুর অবধি ও পরম গতি। এই পরমেশ্বর মায়া-যবনিকা দ্বারা নিজেকে আচ্ছন্ন রাখিয়া সকলের হৃদয়-গুহার নিভৃত স্থানে অবস্থান করেন। যাঁহারা নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধিবশে তাঁহার শ্রীচরণকমলে শরণ লইতে পারেন তাঁহারাই ভগবৎকৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্ত্তব্য—নিজ বাকাদি ইন্দ্রিয়-গণকে মনে স্থির করিয়া—মনের ক্রিয়াকে বিষয়ের প্রতি ধাবিত না করাইয়া বুদ্ধিতে স্থাপনপূর্ব্বক আত্মবস্তুতে নিযুক্ত করা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ বা বিষয়-চিন্তা না করিয়া বিবেক-বশে ইন্দ্রিয়-সকলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে পুরুষোত্তমের কৃপায় পরমপদে গমন করিতে যোগ্যতা হয়।

হে মনুষ্য! তোমরা জাগ্রত হও। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে অজ্ঞান-নিদ্রায়

নিমগ্ন আছ, তাহা হইতে উত্থিত হও। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া জাগ। নিজের যোগ্যতায় তাহা সম্ভব হইবে না। আচার্যের উপদেশে আত্মার সত্তানুভব হইলেই জাগরণ সম্ভব। এই সংসার মার্গ অতীব দুর্গম। ক্ষুরের ধার যেরূপ অল্পমাত্র অসাবধান হইলেই শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে সেই-রূপ অসাবধান হইয়া সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিলে দুঃখপূর্ণ স্থানে পতিত হইতে হইবে। এজন্য আচার্য্যের উপদেশ অবলম্বন করিয়া প্রকৃত-মার্গে ভগবদ্ভজন-পথে বিচরণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। বিষয়গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়গণ পরমাত্মার দিকে গমণ করিতে পারে না। তিনি প্রাকৃত বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস-গন্ধাদির অতীত রাজ্যে বিরাজিত তিনি নিত্য অবিনাশী অনাদি ও অসীম। তিনি জীবাত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং নিত্যবর্ত্তমান তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত হয়।

বিধাতা বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয় সকলকে বাহ্যদর্শী করিয়া রচনা করিয়াছেন। সেজন্য ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত। বিচার-বিবেক-অভাবে অধিকাংশ লোক আপাত-রমণীয় পরিণামে দুঃখজনক বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকে। কিন্তু কোন কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ ভগবৎকৃপায় বিষয়ভোগে দুর্গতি অবগত হইয়া পরমাত্মার প্রতি ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল ফিরাইয়া দিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সেবা না করিয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া ভগবৎ কৃপা লাভে সমর্থ হন। যাহারা বাহ্য বিষয়ের চমৎকারিতায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ সকলের ভোগে অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করে তাহারা মূর্খ। তাহারা চিরকাল মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অমৃতস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অনিত্য বিষয়ের প্রতি নিত্যবস্তু আত্মাকে আবদ্ধ রাখে না। তাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর ভোগসকলের প্রতি আসক্ত না হইয়া পরমার্থপদে ধাবিত হন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং মৈথুনাদি বিষয় সম্ভোগ সমস্তই অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। এসকলের মধ্যে নিত্য-স্থায়ী বস্তুর সেবায়ই নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। তিনি বুঝিয়া থাকেন যে একমাত্র পরব্রহ্মই নিত্য। এই পরমাত্মা দ্বারাই জীব স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত ঘটনাসকল বারম্বার অনুভব করিতে পারে—তাঁহারাই কৃপায় বিজ্ঞান-শক্তি লাভ হয়। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে জানিয়া মহাপুরুষগণ আর কোন বস্তুর জন্য শোক করেন না। যিনি বুঝিতে পারেন যে পরমেশ্বরই সকলের জীবন প্রদান-কারী এবং সকলকে কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া থাকেন, তিনি পরব্রহ্মের মহিমা-

স্বরূপ অবগত হইয়া কাহারও নিন্দা বা কাহাকেও ঘৃণা করেন না। পরমেশ্বর সৃষ্ট্যাদির কারণ স্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান তিনি নিজ সঙ্কল্প অনুসারে পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বপ্রাণীতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকেন এবং সর্ব্ববস্তুকে দর্শন করেন। সর্ব্বদেবময়ী অদিতি দেবী (মায়াশক্তি) পরব্রহ্মের সঙ্কল্প অনুসারে জগতের জীবনী শক্তিরূপে প্রকটিত হন এবং তিনিই সমস্ত প্রাণীর বীজসহ আবির্ভূত হন। তিনি হৃদয়গুহাস্থিত পরমাত্মার অভিন্ন তত্ত্ব। হে নচিকেতা! তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব পরমব্রহ্ম। সমস্ত দেবকে সৃষ্টি করেন বলিয়া সর্ব্বদেবময়ী এবং সমস্ত বস্তুকে অদন অর্থাৎ ভক্ষণ করেন—নাশ করেন বলিয়া অদিতি। হিরণ্যগর্ভাদি সমস্ত প্রাণীর প্রকাশ এই মহাশক্তি হইতেই হইয়া থাকে।

গর্ভিণী স্ত্রীরগর্ভে অন্নপানাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া শিশু যেরূপ গর্ভে অবস্থান করে এবং প্রসবকালে আত্মপ্রকাশ করে তদ্রূপ অধর ও উত্তর অরণি (যজ্ঞ কাষ্ঠ) মধ্যে অগ্নিদেব গুপ্ত থাকেন এবং মন্থন দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিয়া আজ্যাদি গ্রহণ করেন। সেই অগ্নিদেব তোমার জিজ্ঞাসিত পরমেশ্বরেরই প্রতীক। যাঁহা হইতে সূর্য্যদেব উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্তকালে বিলীন হন, সেই পরমেশ্বরেই সমস্ত দেবতা অবস্থিত আছেন, তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পৃথক সত্তায় প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা কাহারও নাই। সকলেই তাঁহার অধীনে ও অনুশাসনে বর্ত্তমান, কিন্তু কেহই তাঁহার মহিমার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সেই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষই তোমায় জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্ব। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বরূপ, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বকারণ-কারণ পুরুষোত্তম এই পৃথিবীতে, পরলোকে, দেব গন্ধর্ব্বাদি বিভিন্নলোকে, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত আছেন। যাহারা মোহবশে তাঁহাতে নানাত্ব কল্পনা করে, তাহারা মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে নিত্য বিরাজমান পুরুষোত্তম সকল প্রাণীরই হৃদয়ে (অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ হৃদয় বলিয়া) অঙ্গুষ্ঠ মাত্ররূপে অবস্থিত। মনুষ্য শরীরই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার যোগ্য বলিয়া মনুষ্যের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হৃদয়-প্রদেশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র রূপে বিরাজিত বলা হইয়াছে। যিনি ইহা দর্শন করিতে পারেন, তিনি কাহারও নিন্দা বা কাহাকেও ঘৃণা করেন না। সেই পরমাত্ম-পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় দিব্য নিত্য নির্ম্মল ও শান্ত প্রকাশ-স্বরূপ। লৌকিক অগ্নি আদি জ্যোতিতে ধূম বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তিনি ধূম্রাদি দোষরহিত সর্ব্বদা

বিশুদ্ধ। তিনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে সকলের নিয়ন্তারূপে শাসকরূপে বর্ত্তমান।

পর্ব্বতের উচ্চশিখরে পতিত বৃষ্টির-জল যেরূপ পর্ব্বতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ একমাত্র নিত্যধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মকে বিভিন্ন রূপে বিচারকারী ব্যক্তির বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ ঘটে। কিন্তু যাঁহারা সনাতন ভাগবত ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানেন এবং অন্যান্য কল্পিত ধর্ম্মসকল উপধর্ম্ম অপধর্ম্মাদি বলিয়া গণ্য করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মবেত্তা। যেরূপ বর্ষার নির্ম্মল জল জলে পতিত হইলে তাহা জলই থাকিয়া যায়? তদ্রূপ যিনি জগতের যাহা কিছু দেখেন সমস্তই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত জানেন, তিনি পরম ভাব প্রাপ্ত হন।　　(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সাধু-সঙ্গ

আমার সাধু-সঙ্গ হল কই?
আমার লোক-দেখান সাধুসঙ্গ,
সাধুর কথা শুন্‌লাম কই॥

যদি সাধুর সঙ্গ হ'ত, সব অনর্থ দূরে যে'ত,
সাধুগত চিত্ত হ'ত, জান্‌তাম না আর সাধু বই॥

সাধুর সঙ্গে যে-সম্বন্ধ, নাহি তা'তে মায়ার গন্ধ,
হ'য়ে আছি অজ্ঞানান্ধ, আমার সে-সম্বন্ধ হ'ল কই॥

অভাব-ধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে আইসে,
সাধু-সঙ্গ হ'বে কিসে, আমার সে-স্বভাব জাগ্‌ল কই॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী,—সাধু নহে, সব শাস্ত্র ফুকারি' কহে,
'অহং ব্রহ্ম' যা'রা বলে, তা'রা সাধু হইল কই॥

কু-সিদ্ধান্তী মায়াবাদী, এরা সব অপরাধী,
ভগবানের সেবারোধী, নিজে ভগবান্ হই'॥

এদের সঙ্গ কভু হ'লে, ভক্তি-ধন আর নাহি মিলে,
বহুদূরে যায়গো চ'লে, থাকে হৃদয় পাষাণ হই' ॥
ব্রহ্ম-ধ্যানে মগ্ন যা'রা, নির্ব্বাণ-মুক্তিপ্রার্থী তা'রা,
আশ্রয়-বিহীন রৈল তা'রা, শুদ্ধ-মুক্তি পেল কই ॥
ভোগী বলে,—কথা ধর, সর্ব্বক্ষণ ভোগ কর,
কোথা খুঁজে পা'বে ঈশ্বর, ঈশ্বর ব'লে বস্তু কই ॥
'জীবে প্রেম করে যেই, ঈশ্বর ভজিছে সেই,'—
তা'দের বিচার হ'ল এই, শান্তি নাই আর ভোগ বই ॥
কুকর্ম্মেতে সদা রত, গোপন তা' করছ যত,
কর্ম্মফল ভুগবে তত, যম তোরে ছাড়ল কই ॥
নবদ্বীপে গৌরহরি, সপার্ষদে অবতরি'
(কৃষ্ণ) প্রেম দিল জগৎ ভরি', তা'তে মন মজ্‌ল কই ॥
ওরে মোর পাগল মন, পরমার্থী'র কথা শুন,
(সদা) গাওহে নন্দসুত-গুণ, বিপদ আর তোর রৈল কই ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারঙ্গত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৸০ বার আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার হইতে ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসর শ্রীনৃসিংহপল্লী, চাঁপাহাটী, মামগাছি ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শিবিরাদিতে অবস্থান করিয়া নিশি-যাপন-পূর্ব্বক পরিক্রমা করার সুব্যবস্থা হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৭ই পৌষ, ১৩৬৪ ; ১।১।৫৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার— (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহদেব-পল্লী** (**শিবিরে রাত্রি-যাপন**)।

২। ১৭ই ফাল্গুন, শনিবার— (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা ও হংসবাহন।

(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির, কোল, কোলের আমাদ, কোলোরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, **চাঁপাহাটী** (**শিবিরে রাত্রি-যাপন**) এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ১৮ই ফাল্গুন রবিবার— (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জারনগর (জহ্নু মুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **শিবিরে রাত্রি-যাপন**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৯শে ফাল্গুন, সোমবার— (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা। এবং

৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং **শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিতি ও রাত্রি-যাপন**।

৫। ২০শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার— (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন, এবং মুরারি গুপ্তের পাট। তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা দর্শনান্তে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ২১শে ফাল্গুন, বুধবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২২শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—সাধারণ মহোৎসব (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।

মুনিগণের মতিভ্রম

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণ-সম্পাদিত ইংরাজী গীতা-ভাষ্যের সমালোচনা)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, প্রথম অধ্যায়ে এবং প্রথম শ্লোকেই পরম সত্য তত্ত্ববস্তুর নিরপেক্ষ নির্দ্দেশ নিম্নলিখিত ভাষায় নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথাবিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

শ্রীল ব্যাসদেব নানা বেদ-পুরাণ, বেদান্ত, ইতিহাস আদি বহু প্রকার গ্রন্থ বিস্তার করিবার পরও চিত্তে শান্তি না পাইয়া যখন বিষণ্ণ মনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ব্যাসগুরু দেবর্ষি শ্রীল নারদের প্রেরণায় সমাধিযুক্ত অবস্থায় তিনি যে পরমসত্য বস্তুর নিরস্ত-কুহক তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই উপরোক্ত শ্লোকে অনুভূতিরূপে প্রকাশিত। দেবর্ষি নারদ শ্রীল ব্যাসদেবকে ভগবানের অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম তত্ত্ব, তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি প্রকাশ করিবার জন্য উপদেশ করিলেই শ্রীল ব্যাসদেব 'শ্রীমদ্ভাগবত'-নামক অমল পুরাণের বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীল ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমের সন্নিকটে শম্যাপ্রাস নামক স্থানে সমাধিযুক্ত অবস্থায় ভগবান পুরুষোত্তমকে এবং তাঁর অপাশ্রিত অবস্থায় দৈবী মায়াকে দর্শন করিয়া জীবের সম্মোহন-অবস্থা এবং ভগবানের মায়াতীত অবস্থা সবই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই প্রকার অপ্রাকৃত অনুভূতি দ্বারা তিনি পরমতত্ত্বকে স্বরাট্ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। অর্থাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্বাধীন অর্থাৎ তাঁর উপর-ওয়ালা আর কেহ নাই এবং তাঁর সমানও আর কেহ নাই। মায়িক জগতে সবার উপর-ওয়ালা ব্রহ্মাকে স্বীকার করা হয়; কিন্তু ব্রহ্মা—আদিকবি, তিনিও সেই স্বরাট্ পুরুষের অধীন তত্ত্ব; কেন না, সেই ব্রহ্মাকেও সেই স্বরাট্ পুরুষ প্রথমে বেদ-জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। সেই স্বরাট পুরুষের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে বড় বড় সুরমুনিগণও মুহ্যমান হইয়া যায়; অন্যের ত' কি কথা। 'ধীমহি' কথাটির তাৎপর্য্য এই যে, যে-সকলব্যক্তি গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁরাই সেই স্বরাট্ পুরুষকে বুঝিতে পারেন। গায়ত্রী-মন্ত্র কে জপ করিবে? রজস্তমো-

গুণের দ্বারা চালিত ব্যক্তিগণ কোন দিনই গায়ত্রী-মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না, বা কোন দিনই তাহাতে অধিকার প্রাপ্তও হ'ন না। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই গায়ত্রী-মন্ত্রের অধিকারী, এবং সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে যখন সেই পরমব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার সেই পরাৎপর পুরুষের দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। সেই প্রকার যোগ্যতা লাভ করিলে মায়াতীত নাম-ধাম-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত সেই বৈকুণ্ঠ-লোক এবং সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি অধোক্ষজ নারায়ণের দর্শন হয়,—আবার সেই অধোক্ষজ বস্তুর অহৈতুকী এবং অপ্রাকৃত সেবা-সৌকর্য্যে অধিরূঢ় ভাব লাভ করিলেই ভগবান্ বাসুদেবের দর্শন লাভ হয়। প্রাকৃত মনীষিগণ আরোহ পন্থায় যে ভগবদ্-দর্শনের চেষ্টা করেন, তাহাতে সে কোন-দিনই ভগবদ্ বস্তুর দর্শন পাইতে পারেন না। তৎ তৎ কার্য্যের দ্বারা স্বাভাবিক মুহ্যমান হইয়া ভগবানকে মানুষ বা মনুষকে ভগবান্ ভাবিয়া নিরয়-গামী হয়। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ মায়াতীত বস্তুকে চিন্মাত্র উপলব্ধি করিয়া মায়িক-বৈশিষ্ট্যের বিপরীত-চিন্তা সমুত্থিত নির্ব্বিশেষপর-ব্রহ্মচিন্তার অধীন হইয়া যান।

কিন্তু সেই প্রকার নির্ব্বিশেষ চিন্তাকে খর্ব্ব করিয়া উপরোক্ত ভাগবতের শ্লোকে—পরমসত্য-বস্তুকে ব্যক্তিত্বেই স্থাপন করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত 'ব্যক্তি' ব্রহ্মাকেও জ্ঞান দিতে পারেন—এইরূপ শক্তিসম্পন্ন। ব্রহ্মা তাঁহার বেদ-জ্ঞান লাভ করিয়া ভৌতিক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তাঁর বৈদিক জ্ঞান অপৌরুষেয় বা মায়িক সৃষ্টির পর সে-জ্ঞান লাভ হয় নাই; পরন্তু মায়িক সৃষ্টির পূর্ব্বেই সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। মায়িক সৃষ্টির পূর্ব্বে যে-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে তাহাই অপৌরুষেয় বলিয়া অভিহিত হয়। এই অপ্রাকৃত জ্ঞানেরই অপর নাম সম্বিৎ-তত্ত্ব। বিষ্ণুপুরাণে সম্বিৎ, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী তত্ত্বের আলোচনা আছে। সেই তিন তত্ত্ব যে-শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই শক্তিরই নাম চিচ্ছক্তি, অন্তরঙ্গাশক্তি অথবা আত্ম-মায়া। এই আত্ম-মায়ার কথা আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতেও দেখিতে পাই। গুণময়ী মায়া বা ভগবানের অবিদ্যারূপিণী বহিরঙ্গা-শক্তি হইতে আত্ম-শক্তি পৃথক্ তত্ত্ব। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"-বিচারে ভগবানের শক্তি বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হয়। এই আত্মমায়া পরা প্রকৃতি বা চিৎ-শক্তির পরিচয় আমরা জীব-শক্তির বিকাশেই দেখিতে পাই। এই জীবশক্তিকে জড়াশক্তি হইতে উচ্চাঙ্গের বুঝিতে পারিলেই আমরা আত্মমায়া এবং গুণময়ী মায়ার পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হই।

আত্মমায়া বা পরা প্রকৃতিতে জড়াপ্রকৃতির স্বভাব-জাত মায়াময় বিকার-সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ জড়াপ্রকৃতিতে যে সকল ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাবনা আছে, পরা প্রকৃতিতে সেই প্রকার সম্ভাবনা নাই। পরাপ্রকৃতি-সম্ভূত জীব মায়িক শরীরে থাকা কাল পর্য্যন্তই জড়দেহকে দেহাত্ম বুদ্ধি করিয়া মায়ামুগ্ধ হয়; কিন্তু পরাপ্রকৃতি অপসারিত হইলে জড়া প্রকৃতি-সম্ভূত দেহের পরিণাম আমারা সহজেই বুঝিতে পারি। রজ্জুতে সর্পভ্রম যে দোষ, বা তপ্ত বালুকায় জলভ্রম বা জলে কাচভ্রম ইত্যাদি জড়াশক্তিতেই সম্ভব হয়, চেতন-শক্তিতে সেই সকল ভ্রমাদি মোটেই নাই। চেতনের অবস্থান-জন্য জড়ের মূল্য ধার্য্য হয়। অতএব জড়ের যে বৈচিত্র্য তাহার মূলভিত্তি চেতন। জড়ের বৈশিষ্ট্য চেতন বৈশিষ্ট্যের বিপরীত প্রতিফলন মাত্র। সূর্য্যের তেজ জলে প্রতিভাত হইয়া যে আর একটি আলোকের সৃষ্টি হয়, সেই আলোকেরই জন্ম-স্থিতি-প্রলয় আছে; কিন্তু সূর্য্যের আলোকের জন্ম-স্থিতি-প্রলয় নাই। এই প্রাকৃত উদাহরণের দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে, চেতনবস্তুর জন্ম-স্থিতি-প্রলয় নাই; পরন্তু চেতনের বিপরীত প্রতিফলন যে জড়বৈশিষ্ট্য, তাহারই জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় আছে—তাহা কুহকস্বরূপ এই-আছে, এই-নাই। সেই 'এই-আছে এই-নাই' অথবা উদ্বেগ-সমন্বিত অসৎগ্রহ তত্ত্ব যেখানে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়া নাম, ধাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই নিরস্ত-কুহক পরমসত্য বস্তু।

জীবসত্ত্বাকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। কারণ, চঞ্চল জীব কখনও-বা জড়াশক্তির অধীন, আবার কখনও-বা পরাশক্তির অধীন। কিন্তু যে অক্ষয় পুরুষ কোন দিনই সেই প্রকার শক্তির অধীন তত্ত্ব না হইয়া সর্ব্বদাই সেই শক্তির অধীশ তত্ত্বরূপে বিরাজমান থাকেন, সেই কুটস্থ পুরুষই পরম ব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব—অদ্বয় জ্ঞান পরম সত্য। সেই পরম সত্য হইতে সমস্ত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া তিনি শক্তিমান্ তত্ত্ব। 'স্বরাট্' এবং 'পরম' এই দুইটি তত্ত্ব একত্রে সংযোগ করিলেই পরতত্ত্ব, শাশ্বত, আদি-পুরুষ, সর্ব্ব-কারণের কারণরূপে পরিচিত হন। সেই অপ্রাকৃত আদি পুরুষ যে কোন দিনই মায়ার অধীন হন না, তাহা আমরা ভাগবতের (ভাঃ ১।১১।৩৮) নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে প্রমাণ পাই। যথা :—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

ভগবৎ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তিনি মায়িক জগতে অবতরণ করিয়াও

মায়াগুণাকৃষ্ট হন না। যেমন তিনি আকৃষ্ট হন না, সেইরূপ তাঁর ভক্তগণও মায়িক বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হন না। ভগবান্ যেমন নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, সেইরূপ ভগবদ্ ভক্তও যে-কোন অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকুন না কেন, তিনিও নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত অবস্থায় বাস করেন। একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা এই কথাটি সহজেই বুঝা যায়। জড়বিদ্যার প্রগতিস্বরূপ মায়াময় জগতে কতই বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। যেমন চলচ্চিত্র 'বায়োস্কোপ' ইত্যাদি প্রলোভনীয় বস্তু সমুদয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই প্রকার বায়োস্কোপাদি প্রলোভনীয় বস্তুতে আকৃষ্ট হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখা যায় না। অনেক তথা-কথিত সাধু-সন্ন্যাসীকে গাঁজা বিড়িতে আকৃষ্ট দেখা গেলেও, তাহারা অন্যান্য বহু মায়িক বস্তু হইতে স্বভাবতই বিরত থাকে। সেই সকল অপরিপক্ক চেতনরাজ্যের পথিকগণ কখনও কখনও ভগবানকে মানুষ বা মানুষকে ভগবান বলিয়া ভুল করিয়া বসেন কিন্তু তাই বলিয়া ভগবান্ কোন দিনই মানুষ নহেন, বা মানুষ কোন দিনই ভগবান নহে।

আমাদের পরিচিত কোনও ব্রহ্মচারী চেতনরাজ্যের পথিক ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ এখন ভারতবর্ষের সহকারী রাষ্ট্রপতি। ব্রহ্মচারী তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একখানি Bhagwatgita নামক গ্রন্থ উপহার পাইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ডাঃ রাধাকৃষ্ণেরই ইংরাজী ভাষ্য এবং বাজারে ১০৲ টাকা মূল্যে বহুল পরিমাণে বিক্রয় হয়। ব্রহ্মচারী বইখানি পড়িয়া আমাদের নিকট আসেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থ বহু গবেষণা পূর্ণ হইলেও উক্ত ব্রহ্মচারীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ ঐ গ্রন্থে অপ্রাকৃত অনুভূতির অভাবে বহু জায়গায় এমন সব কথা লিখা হইয়াছে, যাহা সাত্বত সমাজে কোনদিনই আদরণীয় হইবে না। এতদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত শ্লোকে যে "মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ" লিখিয়াছেন, তাহাই প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণও যেখানে মুহ্যমান হয়, সেখানে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ যে মুহ্যমান্ হইবেন তাহাতে আর বিশেষ আশ্চর্য্য কি আছে?

ব্রহ্মচারীজী ডাঃ রাধাকৃষ্ণের ভগবদ্ গীতায় ২৫৪ পৃষ্ঠায় ভগবদ্ গীতার নবম অধ্যায়ের ৩৪নং শ্লোকের বিপর্য্যয়-অর্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরেই আমাদের নিকট আসেন এবং এই গ্রন্থের আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অনেকটা তাঁর অনুরোধেই (নিউদিল্লী হরিসভায় পাঠ করিবার সময়)

আমরা বক্ষ্যমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ পত্রে ইংরাজী ভাষায় যে কথাগুলি উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ। যথা—

"It is not the person Krishna to whom we have to give ourselves up utterly but the Unborn, Beginningless Eternal Who speaks through Krishna". ডাঃ রাধাকৃষ্ণের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকের সহিত আমাদের বাদানুবাদ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, ব্রহ্মচারী জীর অনুরোধে, তাঁর ইংরাজী ভাষ্যের যেখানে যত প্রকার বিরুদ্ধার্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম। ডাঃ রাধাকৃষ্ণের প্রতি আমাদের অটুট শ্রদ্ধা আছে, কারণ তিনি যে কেবল আমাদের ভারতবর্ষের দ্বিতীয়-প্রধান ব্যক্তি তাহা নহে, পরন্তু তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত এবং হিন্দু-দর্শনের আচার্য্য। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী পারমার্থিক। যেহেতু, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতের সহিত শত্রুতাও ভাল, কিন্তু মূর্খের সহিত বন্ধুত্ব ভাল নহে। সে-জন্য আমরা আরও সাহসী হইয়াছি। পণ্ডিত ব্যক্তি বিপক্ষ হইলেও তিনি বুঝিয়া প্রতিবাদ করেন; কিন্তু মূর্খ, বন্ধু হইলেও অনেক সময় কার্য্য-বিপর্য্যয় ঘটায়। অতএব ডাঃ রাধাকৃষ্ণের ইংরাজি গীতাভাষ্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে আমরা মোটেই ভীত নহি।

বাঙ্গলা দেশে একটি লৌকিক প্রবাদ আছে যে "সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কা'র বাবা?"—এইরূপ প্রশ্ন যদি কেহ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি হাস্যাস্পদ হয়। ডাক্তার রাধাকৃষ্ণের উপরোক্ত ইংরাজী উদ্ধৃত ভাষ্যে আমরা সেই প্রকার বিরুদ্ধ কথা দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পরিলাম না। তিনি বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রপত্তি করিতে হইবে না। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে (?) যে অনাদি অব্যয় এবং অজ-তত্ত্ব আছে তাঁহাতে প্রপত্তি করিতে হইবে। এতদ্বারা স্পষ্টই ব্যক্ত হইল যে, 'শ্রীকৃষ্ণ' আর 'শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে' যে তত্ত্ব আছে তাহা পৃথক্ তত্ত্ব (?)। ডাঃ রাধাকৃষ্ণের বিচারে শ্রীকৃষ্ণেরও দেহ-দেহী ভেদ আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহতে প্রপত্তি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্যামীকেই প্রপত্তি করিতে হইবে। এই অভিনব আবিষ্কারে আমরা ডাঃ রাধাকৃষ্ণকে উপরোক্ত রামায়ণ-পণ্ডিতের সমতুল্য মনে করি। কারণ ভগবদ্ গীতার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু পরাৎ পর তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রপত্তি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণের সেই বিষয়েই প্রথম আপত্তি। ভগবদ্ গীতার শেষ কথা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এতদ্দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, কোনরূপ আপত্তি না করিয়াই তাঁর পাদপদ্মে প্রপত্তি করা হউক। 'শরণং' অর্থে শরণাগতি এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণ এই শরণাগতি সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাহা এইরূপ, Prapatti has the following accessaries—(1) good will to all (anukulyasya samkalpa), (2) absence of ill will (pratikulya vivarjanam), (3) faith that the Lord will protect (rakshishyatiti viswasapalanam), (4) resort to Him as savior (goptritvey varanam tatha), (5) sence of utter helplessness (Karpanyam), (6) complete surrender (atma-nikshepa)—(Introductory essay of Gita, page 62).

এই ষড়্‌বিধ-শরণাগতি কৃষ্ণ সম্বন্ধে বা বিষ্ণু-সম্বন্ধেই ব্যবহার হয়। কারণ, উক্ত ষড়্‌বিধ-শরণাগতির নির্দ্দেশ বৈষ্ণবীয় তন্ত্র শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ "আনুকুল্যস্য সংকল্প"-অর্থে সকলের প্রতি সম-দর্শনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সকলের নিকট শরণাগতি কি সম্ভব হয়? শরণাগতি এক ভগবানের ব্যক্তিত্বেই সম্ভব হয়। দুনিয়ার লোকের নিকট বা জীবের নিকট শরণাগতি কোন ক্রিয়াত্মক তত্ত্ব নহে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণের বহু পূর্ব্বে সমস্ত আচার্য্যগণ এবং গোস্বামীগণ "আনুকুল্যস্য সংকল্প"-অর্থে "আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"-কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং সকল আচার্য্যেকে লঙ্ঘন করিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণের কথা শুনিতে কোন পণ্ডিত রাজী হইবেন না। যখন তিনি 'faith in Lord' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে মধ্যস্থ করা কিরূপ যুক্তি হইল, তাহা বুঝা গেল না। অর্জ্জুন যখন 'শিষ্যস্তে অহং', 'মাং প্রপন্নম্'—এই সব কথা বলিয়া ভগবদ্‌গীতা শ্রবণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্ব তখনও আলোচিত হয় নাই। এবং যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্বের আধার শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই বলিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ নিরাকারে কখনও প্রপত্তি সম্ভব হয় না—ইহাই যুক্তিপূর্ণ কথা। যাহারা নির্ব্বিশেষপর, তাহারা ঐ কার্য্যে বহুকষ্ট বা চেষ্টা করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের তাহা মায়িক সবিশেষ স্ত্রী-পুত্রাদিতেই প্রপত্তি হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গড্‌হেড্

দীক্ষার প্রভাব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৬৬ পৃষ্ঠার পর)

কাত্যায়নী—ত্রিদিব! এত বড়টা হ'লি, এখনও মায়ের বেদনা বুঝ্‌লিনে—বলিয়া, চোখে আঁচল দিলেন।

ত্রিদিব—"কি ক'রব মা, হতভাগ্য আমি; পিতামাতার সেবা করা আমার ভাগ্যে নেই।" ত্রিদিবের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠ গদগদ ভাব।

কাত্যায়নী—"হাতমুখ ধুয়ে আয় বাবা"—বলিয়া রেণুকাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। রেণু জলের ঘটি, পাদুকা ও গামছা আনিয়া দিলে, ত্রিদিব হাতমুখ ধৌত করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইল। একখানা ছোট কুশীতে তাহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'ফোটো' আলেখ্যখানি রাখিয়া তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকের কার্য্য সমাপন করিল। চণ্ডীমণ্ডপের সংলগ্ন ত্রিদিবের শয়নঘর। রেণুকা ঘরখানা অতি যত্নের সহিত ঝাঁট দিয়া একখানা পালঙ্কের উপর শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছে। নিকটে টেবিলের উপর একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। ত্রিদিব শয্যায় উপবেশন করিয়া শ্রীমালিকায় শ্রীনাম করিতে লাগিল। নানা চিন্তায় ত্রিদিবের মনখানি ভারী হইয়া উঠিল। রেণুকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইবে এই আশা সে কল্পনাতীতই মনে করিত। আজিকার রেণু-কৃত প্রত্যেকটি কার্য্যে সে মুগ্ধ হইল। তাহার মনে হইল রেণুরমত বধূ পাওয়াও ভাগ্য। কিন্তু আশ্চর্য্য! সহুরে অনাচারী আবেষ্টনীর মাঝে রেণুর মত মেয়ে জন্মাল কি করে? সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিরুদ্ধ পরিবেশের কথাও মনে পড়িয়া তাহার হাসি আসিল। একি "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" মুখে শ্রীনাম ও মনে অবান্তর চিন্তায় তাহার কিছু সময় কাটিয়া গেল।

কিছু লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, দুগ্ধ ও আসনাদিসহ কাত্যায়নী ও রেণুকা তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। এ'গুলি ত্রিদিব তাহার ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ হাতে লইয়া বলিল—"মা এই আসনে ব'সে তুমি কথাঞ্চিৎ খাও আমি পরে খাব।

"কাত্যায়নী—বলিলেন একি বলিস্‌রে আমি ত' একবার ভাত খেয়েছি। সারাদিন তোর মুখে কিছু পড়েনি। তুই আগে খা।"

ত্রিদিব—এ' হয় না মা! তোমার যা ইচ্ছে পাও।

মাতা কাত্যায়নী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একটু লুচি ও মোহনভোগ মুখে দিলেন।

ত্রিদিব প্রসাদ পাইতে পাইতে বলিল "ঠাকুরকে নিবেদন করে খাওয়াই খাওয়ার সার্থকতা মা। তুমি ত' জান মা আমিষ ছাড়া মুখে গ্রাস ধরতে পারিনি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কি মহিমা মা, আমিষের কথা মনেও জাগে না। আশীর্ব্বাদ কর মা প্রসাদের কৃপা হ'তে যেন বঞ্চিত না হই।"

ত্রিদিবের প্রসাদ পাওয়ার পর মাতার আদেশে রেণুও ত্রিদিবের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনাপূর্ব্বক মাতা ও বধূ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাত্রে একটি তাম্বুল-সম্পুটসহ রেণুকা ত্রিদিবের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। ত্রিদিব রেণুকার হস্তস্থিত সম্পুট হইতে একটি তাম্বুল বিটিকা গ্রহণ করিল। বহুদিন পরে ত্রিদিব-রেণুকার মিলন। উভয়ের কাছে উভয়ের প্রীতি যেন আজ নবায়মান। রেণুকা ভাবিল—"প্রভাতেই এই মিলন টুটে যাবে। স্বামী শ্রীধাম চলে যাবেন। কে জানে, ভগবান না করুন, আজকার রাত্রিই আমার শেষ মিলন-রাত্রি কি না!

ত্রিদিব রেণুর একখানা হাত নিজের হাতের উপর রাখিয়া বলিল "রেণু, তোমার সব কয়খানি পত্রই পেয়েছি। তবে তোমার কাছে লিখ্‌তে সাহস পাইনি। কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হ'ত—একে তুমি পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছ, তার উপর তোমার যা আবেষ্টনী তাতে তোমার সঙ্গে আমার জীবনের কিছুতে খাপ খাবে না। আমার ভাষা বা চিন্তাধারা তোমার কিছুতেই রোচক হবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য তোমার বাবা ও আমার বাবাতে বেশ বন্ধুত্ব। আমার বাবা ধর্ম্ম-পরায়ণ, আর তোমার বাবা ধর্ম্মের মোটেই ধার ধারেন না। এমন পরিবেশের মধ্যে তোমাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাব এ ধারণা আমার ছিল না।

রেণু—সহসা মত পরিবর্ত্তনের কারণ?

ত্রিদিব—আমার পিতার দারুণ ক্রোধকে মুহূর্ত্তে তুমি জল করে দিলে।

রেণু—জল করে আর দিয়েছি কৈ? এতে তোমার গৃহ-ত্যাগ ত ব্যাহত হচ্ছে না?

ত্রিদিব—জানি না। হয়ত কালকেই চলে যেতে হবে।

রেণু—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ"—তোমাদেরই শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র মর্য্যাদা কতটুকু রাখলে।

ত্রিদিব—উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"নিবে রেণুকা, বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নিবে? ও তাহলে বাস্তবিক আমি কি যে খুসী হব তা' ভাষায় ব্যক্ত কর্‌বার নহে।"

রেণু—দীক্ষা নিতে আপত্তি নাই; কিন্তু গলায় মালা সর্ব্বাঙ্গে তিলক!

ছি, ছি, কি নোংরা গো! ওসব পারব না। আচ্ছা, তিলক-মালা বাদ দিয়ে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বে কয়জন আছে? তাহাদিগকেও ত' অনেকে বৈষ্ণব বলেন।

ত্রিদিব—প্রত্যেক ধর্ম্মের আচার্য্যগণ-বিহিত আচার-পদ্ধতি মেনে নিয়েই সাধকগণ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হ'ন। দৈবাৎ কেহ যদি নিজের অলৌকিক শক্তিতে শাস্ত্র বিগর্হিত নীতিতেই সিদ্ধিলাভ করে ফেলেন, তবে সেটি সর্ব্বসাধারণের আদর্শযোগ্য বলে বিশ্বজনের কাছে বিবেচিত হয় না। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আজকাল সমাজে একটু বড় হইলেই লোকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, কিন্তু তাহারা প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন। এ'ছাড়া এক বৈষ্ণব ধর্ম্মেই দার্শনিক মতের ও প্রাপ্তির বহু ভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত তিলক-মালা ধারণের দার্শনিক যুক্তি শুন্‌লেও তুমি মুগ্ধ হবে। তবে একথা বিশ্বাস কর, শাস্ত্র-নীতি প্রকাশক ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ ও অভ্রান্ত ছিলেন।

রেণু—যাই বল, "পতি পরমগুরু" এ ছাড়া গুরুকরণের কোন প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই উপলব্ধি কর্ত্তে পারব না।

ত্রিদিব—আমার সকল ব্যক্তিত্বকে যাঁ'র চরণে বিসর্জ্জন দিয়েছি, সেখানে তোমাকেই দেখতে চাই। রেণু, একি আমার অন্যায়? আচ্ছা এস, আমার শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের শান্ত সৌম্য, সন্ন্যাস-বিগ্রহটি দর্শন কর, তারপর তোমার কর্ত্তব্য তুমি ঠিক করো। তোমার অভিপ্রায় আমি শ্রীগুরু-পাদ-পদ্মে নিবেদন করবো এবং আমি জানি, বিশ্বাস করি, তাঁ'র ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হবে।

উভয়ে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহে প্রণত হইল।

ত্রিদিব—রেণু! একবার প্রাণভরে ঐ রূপ-মাধুরী দর্শন কর। ফোটো দর্শনে রেণুকা বাস্তবিক মুগ্ধা হইল। মানুষের এতখানি রূপ সে কল্পনাও করিতে পারে না। কেমন শুভ্র, শান্ত, স্নেহভরা মুখখানি। ঐ কোলে ঝাপাইয়া পড়িতে প্রাণ যে ছট্‌ফট্‌ করে। ত্রিদিব প্রাণভরা আবেগে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে দয়াল! তুমি নিজগুণে আমাকে যদি গ্রহণ করলে, তবে রেণু ঐ চরণরেণু হ'তে বঞ্চিত হবে কেন? ওগো, দোহাই তোমার, রেণুকে গ্রহণ কর্‌তে আজ এই বিগ্রহখানিতে মূর্ত্ত ও জীবন্ত হইয়া উঠ। তোমার রাতুল পদাশ্রয়ে রেণুকে পেলে আমার সহিত তাহার সম্বন্ধটীও সার্থক হবে।"

উভয়ে বহুক্ষণ অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে ঐ রূপ দর্শন করিল।

সহসা রেণু বলিল 'ওগো তোমার কাছে তুলসীর-মালা আছে?'

ত্রিদিব—কেন রেণু ?

রেণু—"আমি পরব।"

উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল। সুটকেশ হইতে মালা বাহির করিয়া অতি যত্নের সহিত ত্রিদিব রেণুর গলায় তুলসীর-মালা পরাইয়া দিয়া বলিল—এ শোধন করা মালা। আমার গুরুপাদপদ্মের অনেকখানি শক্তি ঐ মালার মধ্যে সঞ্চিত আছে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ঐ মালা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—"বধূকে পরিয়ে দিও।" কিন্তু ইহা যে এইভাবে সম্ভব হবে, তা' কল্পনাও করি নাই। বুঝলাম শ্রীগুরুকৃপায় পাহাড়ে ফাটল ধরে, পাষাণও গ'লে জল হয়ে যায়।

খুব ভোরেই ত্রিদিব শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানান্তে তাহার শ্রীগুরুবিগ্রহকে ফুলসাজে সাজাইয়া পূজা-আহ্নিকাদি সমাপন করিল। ৮টার গাড়ীতে রওয়ানা দিতে হইবে। রেণুকে সঙ্গে নিবার উপায় নাই। মাতাও যাইতে পারিবেন না। এই নিঃসঙ্গ জীবনে শ্রীগুরুপাদপদ্মই সম্বল। ত্রিদিবের চলিয়া যাইবার কথায় কাত্যায়নী ও রেণু যথেষ্ট কান্নাকাটি করিয়াছে। উভয়ে তারানাথের মত পরিবর্ত্তনের চরম চেষ্টাও করিয়াছে। কিন্তু এই বৈষ্ণব বেশ নিয়া ত্রিদিব বাড়ীতে থাকিবে ইহা তারানাথের পক্ষে অসহনীয়। শেষ পর্য্যন্ত ত্রিদিবের গৃহত্যাগের মতই সাব্যস্ত হইল। ত্রিদিব সজল নয়নে আবেগরুদ্ধ বক্ষে বিছানা-পত্র বাঁধিতে লাগিল। পিতা, মাতা, পত্নী বর্ত্তমানেও গৃহের বন্ধন ছিন্ন করিবার কারণ ঘটিয়াছে। মন্দ নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বোধ হয় তাহাকে সন্ন্যাস-জীবন দিবেন।

সহসা ত্রিদিব লক্ষ্য করিল, তাহার পিতা তারানাথ অন্যান্য দিনের প্রাতঃকৃত্যের মত চণ্ডীপাটে প্রণাম করিতে আসিয়া তাহার শ্রীগুরুবিগ্রহের দিকে বেশ খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া শেষে প্রণাম করিলেন। মুখখানা যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তারানাথ গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ত্রিদিবের যাত্রা নিষেধ করে দাও। যেতে হয় কয়েকদিন পরেই যাবে। আর আমাদের বাড়ীতে আজকের মত ওর পাকশাকের যদি কোন সুবিধা না হয় তবে ও বাড়ীর বিধবা ঘোষাল গৃহিণীর বাড়ীতেই ওর জন্যে ডাল, চাল দিয়ে দিতে পার।"

এই কথা শুনিয়া কাত্যায়নী ও রেণুর আনন্দ দেখে কে ? রেণু অনতিবিলম্বে তাহাদের রসুই গৃহেই একটি নূতন চুলা কাটিল। ত্রিদিবের মাতা আনাজ

তরকারী আমানি করিতে লাগিলেন, যথা সময়ে ত্রিদিব নিজেই আজ ভোগ রান্না করিয়া নিবেদন করিল।

তারানাথ স্নান সন্ধ্যা সারিয়া আসিলে তাহাকে একখানা আসন দিয়া ত্রিদিব নিজেই পিতার নিকট একখানা ভোগ রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। তারানাথ পুত্রের আচরণে মুগ্ধ হইল। তাহার বিনয়, মর্য্যাদা, সহনশীলতা বাস্তবিক অভূতপূর্ব্ব। এত বড় জ্ঞানী হইয়াও ত্রিদিবের অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। বিগত কল্য এই ত্রিদিবকে কত তিরস্কারই না তিনি করিয়াছেন। এক্ষণে সে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহাতে তাহার কাহারও মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই। অথচ একজন ষড়্‌তীর্থ অধ্যাপকের পিতা হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। তারানাথ উহাকে কত তিরস্কারই করিয়াছেন ত্রিদিব নীরবে সহ্য করিয়াছে টু-শব্দও করে নাই। কিন্তু সে কি প্রতিবাদ করিতে জানে না? বড় বড় পণ্ডিত তাহার যুক্তির কাছে দাঁড়াইতে পারে না। 'হায় ক্রোধবশতঃ শ্রীমানকে কি তীব্র আঘাতই না করিলাম।'

তারানাথ প্রসাদ পাইলেন। কাত্যায়নী বলিলেন—"আজকের পাচনটি তোমার কেমন লাগল?" তারানাথ নিরামিষ 'রসার' নাম দিয়াছিল 'পাচন'।

তারানাথ—বৌমা রাঁধে ভাল। কিন্তু এমনটি জীবনে খেয়েছি বলে মনে হয় না। এ ত্রিদিবের তুলসীর মাহাত্ম্য—সন্দেহ নাই। গৃহিণি, ছেলেটি যখন বৈরাগীই হয়ে গেল, তখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদেরও আমিষ গ্রহণ আর সঙ্গত হবে না। আজ হ'তে সকলের জন্যই এক জায়গায় ব্যবস্থা হোক্। আর আজকের মধ্যেই পাড়াপ্রতিবেশী ডেকে বাড়ীর পোষ্যগুলিরও একটা বিধি-ব্যবস্থা করে ফেল। এ'গুলিকে আর পোষণ করা ঠিক হবে না।

তারানাথের কথা শুনিয়া আনন্দের আবেগে ত্রিদিব চণ্ডীমণ্ডপে শ্রীগুরু-বিগ্রহের নিকট ভূলুণ্ঠিত হইয়া বেশ কতক্ষণ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিল।

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যানিধি

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমার
যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

নবম বর্ষের বিদায়

নবম অবম নহে, নবীন। যদিও 'নব' শব্দের উত্তর 'মট্' প্রত্যয় করিলে সংখ্যা-সমাপ্তি বুঝায়; কিন্তু এস্থলে অর্থাৎ নবম বর্ষে আমাদের ক্রিয়া-সমাপ্তি বা সংখ্যা-সমাপ্তি লক্ষিত হইতেছে না। তথাপি বৈয়াকরণিকগণ 'মট্' প্রত্যয়ের দ্বারা সংখ্যার সমাপ্তিকে লক্ষ্য করায় আমরা বিদায় শব্দ আহ্বান করিতেছি। যখন আমরা নবম বর্ষের ১ম সংখ্যা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করি, তখন বৈয়াকরণিকগণের 'মট্' প্রত্যয়ের দ্বারা সমাপিকা ক্রিয়া হৃদয়ে জাগরূক হয় নাই। প্রথম সংখ্যা দ্বারাই আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত সমুদায় সংখ্যাই আবাহন হইয়াছে। তজ্জন্য নবম বর্ষের সমাপ্তির অবমতা আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই। বর্ত্তমান বর্ষ-সমাপ্তিতে আমরা আমাদের পারমার্থিক বার্ত্তাবহনের সমাপ্তি লক্ষ্য করতেছি না। আগামী দশম বর্ষের আগমনী-গীতি আমাদের হৃদয়-বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার দিতেছে। সুতরাং 'নব' শব্দের উপর 'মট্' প্রত্যয় থাকিলে নবম অবম নহে। নবীনতাই ইহার আভ্যন্তরীণ স্বরূপ। নবীনের উৎসাহ, উদ্যম ও অফুরন্ত চেষ্টা নবমের মধ্যে পূর্ণ বিদ্যমান। নবধা ভক্তিই ইহার স্বরূপ।

তবে শিরোনামায় বিদায় শব্দের সংযোগ কেন? বিদায় আমাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করে। যে-বস্তু সনাতন এবং যাহার ক্রম বা সমাপ্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, সে-স্থলে বিদায় কোথায়? তথাপি গৌড়ীয় রস-সাহিত্যে বিদায়ের এত গৌরব যে, মিলন তাহার নিকট সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারে না। অন্য পক্ষে পরস্পর পরস্পরের সহিত এমনই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ যে, একটী অপরটীর অদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত। বিদায় ও মিলনে এই প্রকার বন্ধুত্ব। এই উভয় রস-তত্ত্বের মধ্যে যে কোনও প্রকার মিত্রতা সখ্যভাব ও সৌহৃদ্য নাই এইরূপ নহে। পরন্তু বিদায় ও মিলনের মধ্যে অচ্ছেদ্য প্রিয়ত্ব নিত্যবর্ত্তমান। আমাদের নবম বর্ষ দশম বর্ষের সূচনা করে। সুতরাং নবম দশমেরই বন্ধু, সুহৃদ্, মিত্র ও সখা। প্রিয়ত্ব লক্ষণে বন্ধুত্ব ভাব অথবা স্বজন বলিলে নবম ও দশম একই তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইবে। স্বজন বা প্রিয়ত্বের এই চারিটী লক্ষণ আমাদের পত্রিকার আদ্যন্তমধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। বন্ধু, সখা, মিত্র ও সুহৃৎ শব্দকে একার্থবোধক স্বজন বলিয়া লক্ষ্য করিলেও শব্দ মাত্রেরই কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্র বলেন—

অত্যাগসহনো **বন্ধুঃ**, সদৈবানুমতঃ **সুহৃৎ**।
একক্রিয়ং **ভবেন্মিত্রং**, সমপ্রাণঃ **সখা** মতঃ॥

অর্থাৎ প্রণয়াস্পদদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপরের ত্যাগ বা বিদায় সহ্য করিতে পারেন না, তিনি **বন্ধু**। যিনি অন্যতরে অনুমত ও অনুগত থাকেন তিনি **সুহৃৎ**। যে দুইজনের একবিধ ক্রিয়া তাহারা পরস্পর **মিত্র**, এবং যিনি অন্যতরকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন তিনি **সখা**।

নবম-বর্ষের পক্ষে দশম-বর্ষ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া নবম-বর্ষের বিদায় দশম-বর্ষের **বন্ধু**; যে-হেতু বিচ্ছেদ সহনে অপারক অর্থাৎ "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ"। তজ্জন্য নবম-বর্ষই আমাদের দশম-বর্ষের আবাহন-কীর্ত্তন। আবার নবম-বর্ষকে "সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ" বলা হইয়াছে। যে-হেতু দশম-বর্ষ নবম-বর্ষেরই অনুমত হইবে। নবম-বর্ষে আমরা যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছি তাহার পরিসমাপ্তির জন্য দশম-বর্ষের সমুদায় সংখ্যাই আবশ্যক হইবে। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' 'কলির-ভগবান্' ও 'শপথ ও সত্যপাঠে'র দ্বারা গুপ্ত সত্যের অভিব্যক্তি প্রভৃতি আগামী বর্ষেও চলিবে। সুতরাং নবম-বর্ষ দশম-বর্ষের **সুহৃৎ**। নবম-বর্ষ পরবর্ত্তী সমুদয় বর্ষের **মিত্র**, যে-হেতু সকলের একই ক্রিয়া—"একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং"। বিশেষতঃ, দুষ্কৃতি, অসৎ-সম্প্রদায়ের কুমত বিনাশ, সাধুসজ্জনের ও সৎশাস্ত্রের সংরক্ষণ-রূপ একজাতীয় ক্রিয়া শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতি বর্ষেই অনুসৃত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পরস্পর প্রত্যেক বৎসরই প্রত্যেক বৎসরের **মিত্র**। নবম-বর্ষ দশম বা পরবর্ত্তী বর্ষ-সমূহের সহিত একপ্রাণস্বরূপে সঞ্জীবিত 'সমপ্রাণঃ সখা মতঃ'। তজ্জন্য তাহারা সকলেই পরস্পর **সখা**। সুতরাং শ্রীপত্রিকা এই প্রকার আত্মিয়তাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সমগ্রবিশ্বে ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

বিদায় ও মিলন পরস্পর স্বজন। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার আত্মীয়তাই উভয়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ পৃথক্ বস্তু নহে। প্রাকৃত কাব্য-মোদিগণ ইহাকে পৃথক্‌ভাবে বিচার করিয়া অপ্রাকৃত রসতত্ত্বে একটা বিপ্লব ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। তাই প্রাকৃত কাব্যরসের রসিকগণের পরম-মোক্ষের বা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ। তিনি রাধাকৃষ্ণ মিলিত-তনু; ভোক্তা ও ভোগ্যার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত মিথুনতত্ত্বের একই বিগ্রহ। শাস্ত্র তজ্জন্যই 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ' বিচার করিয়া থাকেন। বিদায় ও মিলনের আপাতঃ বিরোধ, বাস্তব বিরোধ নহে। 'রস'-শব্দের দ্বারা আনন্দকেই লক্ষ্য করা হয়। 'রস'-শব্দের যদি এই তাৎপর্য্যই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিদায়, বিরহ ও বিপ্রলম্ভকে কখনও 'রস'-পর্য্যায় গণনা করা যায় না।

কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহাকে এক উন্নত উজ্জ্বল-রস বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রাকৃত কাব্যমোদিগণও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখাত্মক বিরহ রসের কাব্যই রসিকগণের নিকট শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এবং ইহার অভাব যে কাব্যগ্রন্থে দেখা যাইবে, তাহা আংশিক কাব্য-রূপে গৃহীত হয়। আংশিক কাব্য কোন কাব্যই নহে; যে-হেতু যুক্তিবাদিগণ বলেন 'আংশিক সত্য কখনও সত্য নহে'। আমাদের শ্রীপত্রিকার সর্ব্বত্রই এই রসতত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, এই রসতত্ত্ব জানিতে হইলে তত্ত্বত্রয়ের আলোচনা সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। তজ্জন্য সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন—এই তত্ত্বত্রয় শ্রীপত্রিকার প্রতি বর্ষ, প্রতি সংখ্যা, প্রতি পত্র, প্রতি ছত্র, প্রতি শব্দ ও প্রতি অক্ষরে লক্ষিত হইবে। বিষয়, সংশয় পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের চরম-বিকাশ ব্যক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"প্রাণ আছে তার সে-হেতু প্রচার।" শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সমগ্র-বিশ্বের একমাত্র সমালোচনী পারমার্থিক-পত্রিকা। এই পত্রিকা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্ব্বতোভাবে করিয়া থাকেন। প্রাণহীন পারমার্থিক পত্রিকার প্রচার থাকিলেও মৃত-শরীরে অলঙ্কার যে-প্রকার শোভাবর্দ্ধন করে না, সেই প্রকার অপসম্প্রদায় সমূহের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকাসমূহের বহুল প্রচার থাকিলেও তাহার দ্বারা ধর্ম্মজগতের কোনও শোভা হয় না বা কোনও প্রকার কল্যাণ সাধিত হয় না। আহার-নিদ্রা-ভয়-ইন্দ্রিয়-তর্পণাদিতেই যদি মনুষ্য-জগৎ ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতের সহিত তাহাদের পার্থক্য কোথায়? শাস্ত্র বলেন—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মঃ হি তেষামধিকোবিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

তাৎপর্য্য এইযে—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি মনুষ্য ও পশু সকলের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান থকে, কিন্তু সেই মনুষ্য ও পশুগণের মধ্যে ধর্ম্মই পার্থক্য ও বিশেষত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম না থাকিলে মানুষ পশুগণের সমতুল্য। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই শ্রেণীর কেবলমাত্র খাওয়া-দাওয়া-থাকা লইয়াই জীবন ধারণ করার প্রশ্রয় দেন না। আবার "ধর্ম্মই পশুর সহিত মানুষের পার্থক্য স্থাপন করে" —শাস্ত্রের এই উপদেশের সুযোগ লইয়া পৃথিবীতে অনেক

প্রকার ধর্ম্মের প্রচলন হইয়াছে। কারণ তাহারা ধার্ম্মিক হইলেই পশু-সমাজ হইতে পৃথক হইয়া উন্নত সমাজে উন্নীত হইলেন, —মনে করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় কলির প্রাবল্য হেতু ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, কুধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, অপধর্ম্মাদিই সমগ্রজগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। বাহ্য স্থূল দৃষ্টিতে যে-গুলিকে ধর্ম্ম-বলিয়া প্রচার করা হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ধর্ম্মশব্দবাচ্য নহে। যদি এই অপধর্ম্মগুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম আর কাহাকে বলা হইবে।

যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই যদি করা হয় তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারিতা কাহাকে বলা হইবে? ধর্ম্ম শব্দ অধর্ম্মের বিনাশক ও পশুধর্ম্মের সন্ত্রাশক। পশু, পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীসকল মৎস্য-মাংস, ও কদর্য্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেই শ্রেণীর আহার মনুষ্য-জগৎ গ্রহণ করিলে তাহাদের ধর্ম্ম হইল কোথায়? আজকাল কতকগুলি যথেচ্ছধর্ম্মী, যথেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাহারী, যথেচ্ছাভাষী ও যথেচ্ছকর্ম্মী ধার্ম্মিক-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা কলির চর ও ভণ্ড তপস্বী। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সেই প্রকার ঘৃণিত ও অপ্রসম্প্রদায়কে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেয় না। সাংসারিক জীবনেও মনুষ্যমাত্রেই পবিত্রতা রক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করা আবশ্যক। তাহা না করিলে তাঁহারাও মনুষ্যেতর অবর কুলোদ্ভূত বলিয়া দৈত্য-দানব-শ্রেণীভুক্ত হইবেন। আহার নিদ্রাই মূল বা কিছুকাল বাঁচিয়া থাকাই মনুষ্য-জন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে।

আজকাল দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই 'বিদায়' অপেক্ষা 'মিলনের' অনুসন্ধিৎসু বা অভিলিপ্সু হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভ্রমবশতঃ বলিয়া থাকেন—মতভেদই বিচ্ছেদ ও বিবাদের কারণ। আমরা পূর্ব্বেই শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছি—বিদায় ও মিলন পরস্পর বন্ধু। আধুনিক মনীষীসকল বলেন, যে-হেতু ধর্ম্মের মধ্যে বিবাদ-বিষম্বাদ পরিলক্ষিত হয়, সেই হেতু 'ধর্ম্ম' কাহারও যাজন করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষেত্রে আমাদের জিজ্ঞাস্য,—তাহা হইলে কি, অধর্ম্মই যাজন করিতে হইবে? যাহারা ধর্ম্মের মধ্যে বিবাদ বা মতভেদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বিবাদী এবং অধার্ম্মিক। যেগুলি ধর্ম্ম নয়—'যত মত তত পথের' পথিক—তাহারাই অধার্ম্মিক। ধর্ম্মের ভিতরে অথবা কতকগুলি মতবাদের ভিতরে নানাপ্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের মধ্যে সদসতের একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেই 'যত মত তত পথ' রূপ একটি

উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে। 'যত মত তত পথের' দ্বারা কি সৎ ও অসৎ সকলকেই অযথা এক করিয়া ফেলিতে হইবে? এই শ্রেণীর মতবাদই ধর্ম্মজগতে তথা কথিত বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্মকর্ত্তা একমাত্র ব্যাস। তিনি বিবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। পক্ষান্তরে পরস্পর মতভেদই যদি ধর্ম্মত্যাগের হেতু হয়, তাহা হইলে সংসারে পিতাপুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, বন্ধু-বান্ধবে, চাকর-মনিবে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বদাই মতভেদ ও বিবাদ লক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে ঐ প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাওয়া, কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ত সর্ব্বত্রই মতভেদ প্রতি-মুহূর্ত্তে লক্ষিত হইতেছে,—তাহা হইলে, রাজনীতি সর্ব্বাগ্রে পরিত্যক্ত হউক। 'মতভেদ-হেতু ধর্ম্ম পরিত্যজ্য'—এইরূপ যাহাদের মত, তাহাদের সহিত 'ধর্ম্মই একমাত্র মতভেদ নিরাশের-হেতু,—এইরূপ মতবাদিগণের একটা ভীষণ মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর মতভেদক্ষেত্রে কাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে? মতভেদই কোনও বিশুদ্ধ বিষয় পরিত্যাগের কারণ হইতে পারে না; পরন্তু উভয়ের মতভেদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি অসত্য তাহা নিরূপণ করিয়া, সত্যগ্রাহী ব্যক্তি-সকল সত্যেরই সমাদর করিয়া থাকেন। অসত্যের সহিত সত্যের বিবাদ চির-দিনই আছে এবং থাকিবে। দেবাসুরের সংগ্রাম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ব হইতেই আছে। সুতরাং পরস্পরের মতভেদ-হেতু শান্তির পথ ও সত্য পরিত্যাগ করিয়া অশান্তির পথ ও অসত্যই গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ যুক্তি যুক্তিবাদী বা তার্কিকগণও স্বীকার করেন না। সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ আলো ও অন্ধকার লইয়াই জগৎ। ইহাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিয়া অসৎ, মন্দ ও অন্ধকার পরিত্যাগ করিয়া সৎ, ভাল ও আলো গ্রহণ করিতে হয়। তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চিরদিন অসৎ-প্রভৃতি অবর চিন্তাস্রোতের প্রশ্রয় না দিয়া 'সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্'—এই ন্যায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ৬৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ৬৪ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

প্রচারিত-বৈষ্ণবমত-বিশেষাণাং দক্ষিণাদি-দেশবিখ্যাত-'শিষ্যোপ-শিষ্যভূত'—'বিজয়ধ্বজ'-'ব্রহ্মতীর্থ'-'ব্যাসতীর্থাদি'-বেদবেদার্থবিদ্বদ্বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং' ভাগবততাৎপর্য্য,-ভারততাৎপর্য্য,-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যাদিভ্যঃ সংগৃহীতানি। তৈশ্চৈবমুক্তং ভারত-তাৎপর্য্যে :—

"শাস্ত্রান্তরাণি সংজানন্ বেদান্তস্য প্রসাদতঃ।
দেশে দেশে তথা গ্রন্থান্ দৃষ্ট্বা চৈব পৃথগ্ বিধান্॥
যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
জগাদ ভারতাদ্যেষু তথা বক্ষ্যে তদীক্ষয়া॥"—ইতি।

তত্র তদ্বদ্ধতা শ্রুতিশ্চতুর্ব্বেদশিখাত্মা। পুরাণঞ্চ গারুড়াদীনাং সম্প্রতি সর্ব্বত্রা-প্রচরদ্রূপমংশাদিকং; সংহিতা চ মহাসংহিতাদিকা; তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রভাগবতং ব্রহ্মতর্কাদিকমিতি জ্ঞেয়ম্॥*

উক্ত তত্ত্ব-সন্দর্ভের অষ্টাবিংশতি (২৮) অনুচ্ছেদে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-গুরু শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই—

আমি এই ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থে যে-সকল প্রমাণ বচন উদ্ধার করিয়াছি, তাহা আমার প্রদর্শিত অর্থ বা মত-বিশেষের প্রামাণ্যের জন্য। তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় বা সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার নিমিত্ত নহে। (যে-হেতু, শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদের ন্যায় স্বতঃপ্রমাণ; উহা অন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।) শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-মূলগ্রন্থে আমি স্বয়ং যে যে প্রমাণ বচন-সমূহ যেরূপ দেখিয়াছি, তদ্রূপই এই গ্রন্থে উদ্ধার ও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এবং আমি তত্ত্বসন্দর্ভ-লেখক (তত্ত্ববাদী) কতকগুলি মূল ও আকর-গ্রন্থ স্বয়ং না দেখিয়া **("আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্য")** তত্ত্ববাদ-গুরুগণের মধ্যে (শ্রীল মাধবেন্দ্রাদির ন্যায়) যাঁহারা আধুনিক শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের (নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া) শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাদের ভগবৎ পক্ষপাতিত্ব-হেতু তাঁহারা শঙ্কর-মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাঁহাদের বাক্য, এবং প্রচুর প্রচারিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈষ্ণবমতসমূহের আচার্য্য—যাঁহারা দক্ষিণাদিদেশ বিখ্যাত **আনন্দতীর্থের শিষ্যোপশিষ্যস্বরূপ 'বিজয়-ধ্বজ'-'ব্রহ্মতীর্থ'-'ব্যাসতীর্থাদির' সিদ্ধান্ত, এবং বেদ ও বেদের অর্থ তাৎপর্য্য-বেত্তাগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-**

ক) বহরমপুর, হরিভক্তি-প্রদায়িনী-সভা হইতে রাধারমণ যন্ত্রে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কর্ত্তৃক ১২৮৯ সালে প্রকাশিত—**তত্ত্বসন্দর্ভঃ**, ২৮ অনুচ্ছেদ। এবং খ) খাগড়া, মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীরামদেব মিশ্র-কর্ত্তৃক ১৩১৭ সালে প্রকাশিত **তত্ত্বসন্দর্ভ**, ২৮ অনুঃ, ৬৯—৭২ পৃষ্ঠা।

চরণের লিখিত 'ভাগবত-তাৎপর্য্য', 'ভারত-তাৎপর্য্য', 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যাদি' হইতে প্রমাণসমূহ সংগ্রহ করিয়াছি।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ তাঁহার ভারত-তাৎপর্য্যে আরও লিখিয়াছেন—

"উপনিষদাদি বেদান্তের প্রসাদে অন্যান্য শাস্ত্র-সমূহের গূঢ় রহস্যসমূহ অবগত হইয়া, এবং দেশে দেশে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থসকল দর্শন ও বিচার করিয়া, তথা সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ স্বয়ং প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতাদিতে যাহা বর্ণন করিয়াছেন আমি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিব।"

আমি উক্ত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদির বাক্যের অনুসরণ করিয়া চতুর্ব্বেদ-শিখাদি শ্রুতি, পুরাণ এবং গরুড়াদির বচন সম্প্রতি যাহার অংশসমূহ সর্ব্বত্র অপ্রচারিত, সংহিতা ও মহাসংহিতাদি, তন্ত্র, তন্ত্র-ভাগবত, ব্রহ্ম-তর্কাদি প্রভৃতি বহু গ্রন্থের মূল স্বয়ং না দেখিয়াই আমি তাঁহাদের অনুসরণে তাঁহাদের উদ্ধৃত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমার তত্ত্বসন্দর্ভাদি-গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিতেছি।

শ্রীল জীবপাদের উক্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট এবং নিখুঁতভাবেই প্রমাণ হয় যে, তিনি শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যকেই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একমাত্র পূর্ব্বাচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল রামানুজাচার্য্য বা শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ সম্বন্ধে তিনি এরূপ স্পষ্ট উক্তি কোথাও করেন নাই। বিশেষতঃ **শিষ্যোপশিষ্য সকলেরই** মত তিনি আর কোনও সম্প্রদায়েরই গ্রহণ করেন নাই। শ্রীল রামানুজের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল এবং তাঁহারা জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য হইলেও তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। শ্রীধর স্বামিপাদের বহু শিষ্য ছিল—তাঁহাদেরও নাম করেন নাই। নিম্বার্কের নাম উল্লেখ ত' দূরের কথা—তাঁহার কোনও সত্তাও শ্রীল জীবপাদের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রীল রামানুজের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচারে, যে বহু পার্থক্য আছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীসম্প্রদায়কে আদৌ স্বীকার করেন নাই বা করিতে পারেন না,—ইহা আমরা পরে প্রকাশ করিব। শ্রীধর স্বামিপাদের বহু বিচার শ্রীল জীবপাদ উদ্ধার করিলেও তিনি তাঁহার সম্প্রদায় স্বীকার কখনই করেন নাই। ইহা ছাড়া আমার বক্তব্য এই যে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বাদ-গ্রন্থের তাৎপর্য্যই হইতেছে যে, 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' একটি পৃথক্ সম্প্রদায় এবং তাহা কোনও সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং শ্রীরামানুজের শ্রীসম্প্রদায়, বা শ্রীধর স্বামিপাদের বিষ্ণুস্বামী বা রুদ্র সম্প্রদায়, বা নিম্বাদিত্যের বা সনকাদির সম্প্রদায়-সমূহকে যে, শ্রীল জীবপাদ তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের বলিয়া গ্রহণ